জোসেফ ম্যাট

নব্য ইতালী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ

কর্ত্তৃক রচিত।

কলিকাতা।

ধন্বন্তরি ষ্টীম মেসিন প্রেসে

শ্রীনীরদবরণ দাস দাস দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মুখবন্ধ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

একদিন ভারতের অধিবাসিগণ সমস্বরে এই গান করিয়াছিলেন। জন্মভূমি একদিন তাঁহাদিগের নিকট স্বর্গ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। সেই জন্মভূমির গৌরব বর্দ্ধনার্থ একদিন তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ একদিন ভারতবাসী আর্য্যগণের অন্তরের জীবন্তভাব ছিল। ভারতের বা ভারতবাসীর অবমাননা করিলে একদিন ভারতবাসিমাত্রেরই নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিত। কি পাপে আমাদের অন্তর হইতে সেই দেবদুর্ল্লভ ভাব অন্তর্হিত হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের অন্তর এখন যে আর সে দেবদুর্ল্লভ ভাবে সমুজ্জ্বলিত নহে—ইহা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই দেবদুর্ল্লভ ভাবের অভাবে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। অধীন জাতি বলিয়াই এইরূপ বলিতেছি এমন নহে। অধীন জাতির অভ্যন্তরেও জাতীয় ভাব জ্বলন্ত থাকিতে পারে। অধীনতার কষ্টে, পরস্পরের সমবেদনায়, সেই জাতীয় ভাব বরং অধিকতর প্রজ্বলিত হইতে পারে। অধীনতার অবস্থাতেই আমেরিকার জাতীয় ভাব বিশেষ বিকাশ পাইয়াছিল। রুষ-পদ-দলিত পোলণ্ডের জাতীয় ভাবের নাম অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত। অধীন আইরিষদিগের অন্তরে জ্বলন্ত জাতীয় ভাব বিদ্যমান। রোমপরাজিত ব্রিটনের জাতীয় ভাব বিলুপ্ত হয় নাই। অধীনতায় স্বদেশানুরাগ বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়াই আজ আমেরিকার এত গৌরব। ক্ষুদ্র পোলণ্ড জাতীয় অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিল, তথাপি জাতীয় অভিমান ছাড়িল না। দুর্ব্বল আয়র্লণ্ড প্রবল ব্রিটিশ সিংহের নিকট পরাজিত হইয়াও জাতীয় অভিমান ভুলিতে পারিতেছে না। রোমপরাজিত ব্রিটন অধীনতায় জাতীয় গৌরব ভুলে নাই বলিয়া, আজ তাহার কীর্ত্তি জগৎব্যাপিনী। কিন্তু দাসত্ববিষে ভারতের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত প্রায়। বহুদিনের অধীনতায় ভারতবাসীমাত্রেরই অন্তর হইতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। জন্মভূমির মঙ্গলোদ্দেশে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করা স্বজাতির উন্নতি-সাধনে জীবন উৎসর্গ করা—ভারতবাসীর নিকট অবিশ্বাস্য অলীক ঘটনা। ভারতবাসী এক্ষণে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পারিবারিক-জীবন-প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার

চিন্তার একমাত্র বিষয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ। এ পৃথিবীতে আসিয়া, এই ভারতভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া—পারিবারিক ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন আর কাহারও বিষয় ভাবিতে তিনি শিক্ষা করেন নাই। পারিবারিক কর্ত্তব্য ভিন্ন আর কোন কর্ত্তব্য তাঁহার কার্য্যের নিয়ামক নহে। সাধারণ কর্ত্তব্য তাঁহার উপহাসের বিষয়। জন্মভূমি প্রপীড়িত হউক তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। শূন্য ও দূষিত আমোদ-প্রমোদে তিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন, তথাপি স্বদেশের উন্নতিসাধনে কপর্দ্দকমাত্র প্রদান করিবেন না। তাঁহার লজ্জা নাই, ভাবনা নাই, উঠিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহার তেজ নাই, বীর্য্য নাই, সাহস নাই। তিনি জাতীয় অভিমান ও ব্যক্তিগত অভিমান পরিপাক করিয়া বৈদেশিকের অধীনে দাসত্ব করিতে বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছেন। গোলামী যেন তাঁহার প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনন্তকালের গোলামীতে তাঁহাদিগের জাতীয় একতা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা দুইজনে একত্র হইয়া কোন কাজ করিতে পারেন না। বলবতী স্বার্থপরতা পরস্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। সুতরাং ভীষণ সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ নিরন্তর সংঘর্ষে ভারতের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য দিন দিন অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। এইরূপে অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্যের বৃদ্ধির সহিত ভারতের উন্নতির আশা অঙ্কুরে বিদলিত হইতেছে। এই ভীষণ রোগের প্রধান ঔষধ আত্মত্যাগ শিক্ষা। আমরা যতদিন না আত্মভাব ভুলিয়া জন্মভূমির নিকট জীবন উৎসর্গ করিব, যতদিন না আমরা দেবী ভারতীর উপাসনায় তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইব, ততদিন আমাদের জাতীয় জীবনের কোন আশা নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, ইংরাজ তাড়াইলেই আমরা জাতীয় জীবন প্রাপ্ত হইব, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত মনে করিব। যে সকল উপাদানে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, আমাদিগের অভ্যন্তরে সেই উপাদান-সামগ্রীর অসদ্ভাব আছে। সেই অসদ্ভাব থাকিতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আমাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। ইংরাজ যায়, রুষ আসিবে; রুষ যায় জার্ম্মান আসিবে—এইরূপে অনন্ত বৈদেশিক বিজেতৃস্রোত ভারত-বক্ষ প্লাবিত করিবে। যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্মবলি প্রদান সর্ব্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিবেন, তখন দেবীপ্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আপনিই উন্মুক্ত হইবে। ইতালীবাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও বিশ্বাসশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকাল-ব্যাপিনী অধীনতায় তাঁহারাও জাতীয় অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামীতে বিশেষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহারাও স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্য পদে পদে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাঁহারা নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু সেই ইতালীই আবার যখন ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায় জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিল, তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল অনায়াসেই ইতালীয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যে যে প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাত্ম-

ঋণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্ব প্রপীড়িত জাতি সকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটী প্রধান ব্রত। সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন; যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান করিতে শিখেন; যদি সেই সকল জীবনের মোহিনীশক্তিবলে দুইজন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন—তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

যে প্রণালীতে মিলের জীবনবৃত্ত লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাব সকল বঙ্গভাষায় প্রতিবিম্বিত করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার—যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অপরে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বঙ্গভাষা সংস্কৃত হইতে প্রসূত। সেই সংস্কৃত ভাষাতেই আধুনিক রাজনৈতিক ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পদে পদে আমাকে সংস্কৃত ধাতুমূল লইয়া নূতন শব্দ সংগঠিত করিতে হইয়াছে। এরূপ না করিলেও বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর নয়। বঙ্গভাষা দীনা বলিয়া সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ ইহাকে অনাদর করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষায় কথপোকথন করা, বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করা, বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করা, অনেকে অর্দ্ধ-শিক্ষিতের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। অনেকের সংস্কার যে যাহা শিখিতে হইবে ইংরাজি হইতেই তাহা শিক্ষা করা উচিত। এই সমস্ত ভ্রান্ত ও লজ্জাকর মতের মূল—বঙ্গভাষার দারিদ্র্য। যাঁহারা মাতৃভাষার সেই দারিদ্র্য বিমোচনে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী তাঁহারাই ভবিষ্য পুরুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। যাঁহারা ইংরাজীতে লিখিয়া, ও ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া বৈদেশিক ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করণে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা বিজেত্রী জাতির নিকট আদরণীয় হইতে পারেন, উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারেন—কিন্তু তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক স্বদেশের কোন চিরস্থায়ী মঙ্গলসাধিত হইবে বোধ হয় না।

২রা চৈত্র ১২৮৬ গ্রন্থকারস্য।
কলিকাতা।

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি

ও

নব্য ইতালী

——৩৩*৩৩——
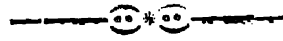
প্রথম অধ্যায়।

অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই এক্ষণে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্যের মন উন্নতির দিকে প্রবলবেগে ধাবমান। কোন বাধা বিপত্তি এই বেগ সংরুদ্ধ করিতে অক্ষম। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপকরণ সকল মানবসমাজকে একত্র আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য যেন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। সমুদায় পৃথিবী যেন ক্রমে এক সাধারণতন্ত্ররূপে পরিণত হইতেছে। মানব মাত্রই যেন এক্ষণে পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভ্রান্ত ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছেন। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি যেন প্রলয়কাল উপস্থিত! মানব মাত্রই এক্ষণে নিজের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রত্যেকের জীবনের, প্রত্যেক জাতির জীবনের, মানব সাধারণের জীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা মানব মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজবিজ্ঞান, কোন বিষয়েই ব্যক্তিবিশেষের, জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের অধীনতা স্বীকার করায়,—মানবপ্রকৃতির অবমাননা, মানবী উন্নতির গতি রোধ করা হয়, ইহা মানব মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রভুত্বে যে, জগতের মানব সাধারণের উন্নতি সম্ভাবিত নহে, তাহা এক্ষণে মানব মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদিন তাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। প্রথম ফরাশিবিপ্লবের উন্মাদিনী উত্তেজনায় মানবসমাজ যেন এখন সেই চিরনিদ্রা হইতে অভ্যু-

পিত হইয়াছেন। সেই ভীষণ বিপ্লবকালে হত অসংখ্য মানবের রুধির, হতাবশিষ্ট মানবজাতির মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার করিয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্টিজ্‌ম যেমন পোপপ্রচারিত ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে, মানবধর্ম্ম, যেমন প্রোটেষ্টাণ্টিজ্‌মকে অধঃকৃত করিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বব্যাপী সাধারণতন্ত্রের ভাব রাজ্যতন্ত্রের মূলে কুঠারঘাত করিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ আর এক্ষণে মানবজাতির উপাস্য দেবতা নাই। মানবসাধারণই এক্ষণে মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা! ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতা, সাম্য, একতা ও মানবপ্রেম এক্ষণে মানবমাত্রেরই উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাব ফরাশিবিপ্লবের পূর্ব্বে ভলটেয়ার প্রভৃতি কতিপয় বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম সমুদিত হয় এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতেই সমস্ত ফরাশি দেশে ব্যাপ্ত হইয়া ফরাশিবিপ্লবরূপে সেই ভীষণ প্রলয় উপস্থাপিত করে। সেই প্রলয়ের বেগ ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশকেই ক্রমে উপপ্লাবিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই গভীর ও উন্নত ভাব কোন দেশেই সর্ব্বপ্রথমে প্রজাসাধারণের মনে সমুদিত হয় না। ইহা সর্ব্বপ্রথমে কতিপয় মনীষীরই মনকে আন্দোলিত করে। তাঁহাদিগেরই জ্ঞানরশ্মির বিকীরণে ক্রমে প্রজাসাধারণেরও চিরনিমীলিত জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়।

যৎকালে ইতালী অষ্ট্রীয়সাম্রাজ্যের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তৎকালে ইতালীর প্রজাসাধারণের মনে কোন গভীর ধারণা উপস্থিত হয় নাই। দাসত্বের ভীষণ মূর্ত্তি তাহাদিগের নিকট প্রশান্ত ও রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। অভ্যাসবশতঃ তাহারা আপন আপন অদৃষ্টে আপনারা সুখী হইয়া আসিতেছিল। তাহাদিগের হৃদয় মন ও শরীর ভীষণ দাসত্বভরে যে ক্রমে জীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছিল, তাহা তাহারা প্রথমে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যখন তাহারা প্রায় কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে, যখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নাই তখনও তাহারা নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু এই গভীর নিদ্রার সময়েও স্থানে স্থানে কতিপয় বীরপুরুষ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলভেদের চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান বিরহে এরূপ আংশিক চেষ্টা প্রায় উক্ত বীরপুরুষদিগের নির্ব্বাসনে বা শিরশ্ছেদনে পর্য্যবসিত হইত।

এই সময় একদিন কতিপয় পলাতক বিদ্রোহীকে দেখিয়া ম্যাট্‌সিনিনামক একজন ইতালীয় যুবকের মনে এই গভীর চিন্তা সমুদিত হয়—"ইতালী আর কত দিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? ইতালীর দাসত্ব কি কখনই উন্মোচিত হইবে না? আমরা —ইতালীর—অধিবাসীরা—যদি সকলেই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও কি ইতালীর স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপিত করিতে পারিব না?" যেন কোন দৈববাণী এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল "ইতালী আর অধিক দিন এরূপ নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে না। ইতালী অষ্ট্রীয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে অচিরাৎ উন্মুক্ত হইবে। ইতালীর অধিবাসীরা যদি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করে তাহা হইলে একদিনেই ইতালীর দুর্গোপরি জাতীয় জয়পতাকা উড্ডীন হইতে পারে।"

এই বাক্যগুলি সুমধুর বাণীধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণকুহরে যেন মধুধারা বর্ষণ করিল।

ম্যাট্‌সিনি আশৈশব পিতামাতাকর্ত্তৃক সাম্য ও সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর উপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কি ধনী কি দরিদ্র সকলের প্রতিই তাঁহার পিতামাতার সমান ব্যবহার ছিল। অবস্থাভেদে তাঁহাদিগের নিকট ব্যবহারভেদ ছিল না। সকল অবস্থাতেই একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাদিগের আদরের পাত্র ছিলেন। ম্যাট্‌সিনির নিজেরও স্বাভাবিকী প্রবণতা, সাম্য ও স্বাধীনতার দিকেই ছিল। সেই স্বাভাবিকী প্রবণতা ফরাশি সাধারণতন্ত্রী লেখকগণের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে এবং লিভি ও ট্যাসিটস্ প্রভৃতি লাটীন্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলীর আলোচনায় অধিকতর পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইল।

এই পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত স্বাভাবিকী স্বাধীনতা-প্রবণতা হইতেই ইতালীকে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করার ইচ্ছা ম্যাট্‌সিনির অন্তরে অতিশয় বলবতী হয়। ১৮২১খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেনোয়া নগরে জননীর সহিত পরিভ্রমণ করিতে করিতে পলায়মান অকৃতকার্য্য পীডমণ্টিস বিদ্রোহীদিগের সহিত যে দিন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতেই স্বদেশের উদ্ধার-সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। ইতালীয় অধিবাসিমাত্রেরই স্বদেশের অত্যাচার নিবারণে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত; তিনিও ইতালীর অধিবাসী, সুতরাং তাঁহারও এই গুরুতর উদ্যমের অংশভাগী হওয়া উচিত—এই চিন্তা এই দিন হইতে এক দিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। দিবসে যখন জাগরিত থাকিতেন, রজনীতে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইতেন, সকল সময়েই সেই পলায়মান বিদ্রোহীদিগের মূর্ত্তি তাঁহার স্মরণপথে আবিভূত হইয়া যেন তাঁহার আত্মাকে কর্ত্তব্যের অকরণ জন্য তিরস্কার করিত। এই সকল উন্মাদিনী উত্তেজনায় তাঁহার অন্তর নাচিয়া উঠিল। তিনি এই কিশোরবয়সেই সেই বিদ্রোহের অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং সেই বিদ্রোহকালে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল ও যে যে লোক তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সকলের তালিকা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সকলেই যদি প্রাণপণে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এ বিদ্রোহ কখনই অকৃতকার্য্য হইত না। যদি সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিলে ইতালীর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হয়, তবে সে চেষ্টার পুনরারম্ভ করা না যায় কেন?

এই ভাব সেই বাল্যবয়স হইতেই তাঁহার হৃদয় অধিকৃত করিল। এক্ষণে কি উপায়ে তাঁহার অভীষ্ট সাধন করিবেন, এই ভাবনায় তাঁহার শরীর ও মন জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চকে উপবিষ্ট, অন্যান্য সমপাঠী বালকবৃন্দ তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লমনে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, কিন্তু তিনি বিমর্ষ ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বোধ হইত যেন অকালে জরা আসিয়া তাঁহার শরীর ও মন আচ্ছন্ন করিয়াছে। লোকে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করে, তিনি স্বদেশের শোকচিহ্নস্বরূপ আপনাকে সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সতত আচ্ছাদিত রাখিতেন। ক্রমে এই শোকের ভাব এত গভীরতর হইয়া

আসিল যে, তাঁহার দুঃখিনী জননীর অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল—পাছে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র আত্মহত্যা করেন।

ক্রমে শোকের নবীনতাজনিত উদ্বেলতা তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হইল। এই সময় রফিনিনামক ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। এত দিন তাঁহার নিকট জীবন কেবল দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু এই বন্ধুত্ব ঘটনায় তাঁহার বিশুষ্ক জীবন যেন সজীব হইয়া উঠিল। যে আভ্যন্তরীণ বহ্নি তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহাদিগের সহিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায়; এবং কিরূপে ইতালীর পুনরুদ্ধার সাধন হইবে, তজ্জন্য কিরূপে নানা স্থানে সভা সংস্থাপন করিতে হইবে তাহার উপায় চিন্তনে, তাঁহার জীবন এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। কার্য্যের প্রসঙ্গ পাওয়ায় তাঁহার হৃদয় প্রশান্ততর হইল। ক্রমে ক্রমে ইতালীর পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প কতিপয় যুবক তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহাদিগের সাহায্যে তাঁহার হৃদয়ের গভীর যাতনা কথঞ্চিৎ অপনীত হইল। জগৎ তাঁহার নিকট আর শূন্য ও জীর্ণারণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল না।

এই সময় পস্থিনীয়ার নামে একব্যক্তি জেনোয়ার ইণ্ডিকেটর নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ এই পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, গবর্ণমেণ্টের আদেশে অচিরকালমধ্যেই ইহার প্রচার রহিত হইল। যাহা হউক যেরূপ তেজে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখা হয়, তাহাতেই ম্যাট্‌সিনির যশ জেনোয়ায় সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইল।

এই সময় গোয়েরাট্‌সিনামক একজন সুবিখ্যাত নাটককারের সহিত ম্যাট্‌সিনির বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিল। সার্ডিনীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জেনেয়োর ইণ্ডিকেটরের প্রচার রহিত হইলে—ম্যাট্‌সিনি, গোয়েরাট্‌সি ও তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ স্থির করিলেন যে, লেগ্‌হরণে ইণ্ডিকেটরের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিবেন। এই দ্বিতীয় পত্রিকায় তাঁহাদিগের রাজবিরোধী ভাব অভ্রান্তরূপে পরিব্যক্ত হইল। ফস্‌কোলো, পীট্রোজিয়ানন্, জিয়োভনি বার্চেট প্রভৃতি যে সকল লেখকগণ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখার জন্য নির্ব্বাসন প্রভৃতি নানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, ইঁহারা এই নূতন পত্রিকায় তাঁহাদিগেরই স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদিগের সাহস এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, নিদ্রাভিভূত টস্কান্ গবর্ণমেণ্টেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং ইহার আদেশে তাঁহাদিগের পত্রিকার প্রচার রহিত হইল। এরূপ বলপূর্ব্বক পত্রিকার প্রচার রহিত করায় ইতালীর ভাবী মঙ্গলের সূত্রপাত করা হইল। ইহাতে দেশের লোকের মনে, ইতালীর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টসকল যে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির শত্রু, এই ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল; সুতরাং সকলেরই মনে এই প্রতীতি জন্মিল যে, ইহাদিগের উন্মূলন ব্যতীত ইতালীর আর মঙ্গল নাই। যে সকল হৃদয়তন্ত্রী এতদিন নীরব ছিল, তাহা এক্ষণে এক রবে বাজিয়া উঠিল।

এই সময় কার্বোনারিজম্ নামে একটী গুপ্ত সম্প্রদায় ইতালীতে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। এই সম্প্রদায়ের সহিত অনেক বিষয়ে ম্যাট্‌সিনির সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু ইহাদিগের

যে গুণের তিনি স্তাবক ছিলেন তাহা এক— যে কথা সেই কায! যে চিন্তা সেই কায! যে বিশ্বাস সেই কায! নির্ব্বাসন ও প্রাণ-দণ্ডের ভয় ইহাদিগকে কর্ত্তব্য-সাধনে রেখামাত্রও বিচলিত করিতে পারিত না। অধ্যবসায় ইহাদিগের জীবন ছিল। ইহাদিগের আর একটী বিশেষ ক্ষমতা এই ছিল যে—যত বার পুরাতন জাল ছিন্ন করিবে, তত বারই ইহারা নূতন জাল প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলেন।

যে গুরুদ্বারা তিনি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন, তাঁহার নাম রায়মনডো ডোরিয়া। তিনি অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আদেশমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে কি না? প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে পারিবে কি না?" ম্যাট্‌সিনি বলিলেন "পারিব"। তাহার পর তাঁহাকে জানুপরি বসিতে বলিয়া, অসি নিষ্কোশিত করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্রস্বরূপ কতিপয় নিয়ম পালন করিবার জন্য শপথ করাইলেন। পরে সেই সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণকে চিনিতে পারা যায় এমন দুই তিনটী সঙ্কেত প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ম্যাট্‌সিনি আজ হইতে কার্ব্বোন্যারো হইলেন।

"আদেশমাত্র কার্য্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও করিতে হইবে।"—"কাহার আদেশ? কি কার্য্য? এই সম্প্রদায়ভুক্ত কতগুলি লোক আছেন এবং তাঁহাদিগের নামই বা কি? কোন্ মঙ্গলই বা তাঁহাদিগের অভীষ্ট? ম্যাট্‌সিনি এই সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে নিস্তব্ধভাবে আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে এবং আদেশ ও মন্ত্রণা গোপন রাখিতে হইবে। তাঁহার দীক্ষাগুরু মূলমন্ত্রোচ্চারণকালে আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন আর কোন কথারই উল্লেখ করেন নাই। কি উদ্দেশ্য-সংসাধিত করিতে হইবে তাহার তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই দীক্ষাগুরু-প্রদত্ত মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে কিরূপে উন্মূলিত করিতে হইবে এবং ইহা উন্মূলিত করিয়া ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে এক শাসনের অধীন করিতে হইবে কি স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে, ইতালীতে সাধারণতন্ত্র কি রাজ্যতন্ত্র সংস্থাপিত হইবে; তিনি তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দেন নাই।

দীক্ষাকালে প্রত্যেক সভ্যকে কুড়ি ফ্রাঙ্ক এবং মাসিক পাঁচ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইত। যদিও ইহা ম্যাট্‌সিনির ন্যায় ছাত্রের পক্ষে অতিশয় গুরুভার, তথাপি তিনি ইহা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রদান করিতেন। মন্দ উদ্দেশ্যে পরের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করা পাপ বটে, কিন্তু যে কার্য্যে একটী মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ কার্য্যে অর্থ-প্রদান করিতে সংকুচিত হওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পাপ সন্দেহ নাই।

এই সময়কার লোকের এই কয়টী বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সৎকার্য্যে একটী টাকা ব্যয় করিতে হইলে সহস্র তর্ক—সহস্র বিতণ্ডা উপস্থাপিত করিবেন, কিন্তু আমোদ প্রমোদে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে একটী বাক্যব্যয়ও করিবেন না। শরীরের রক্তের

বিনিময়ে যাঁহাদিগের দেশের উদ্ধার সাধন করা উচিত, স্বদেশের স্বাধীনতা ক্রয় করা উচিত, তাঁহারাই বারংবার আত্মস্বার্থত্যাগের অসম্ভবনীয়তা খ্যাপন করিতে লজ্জিত হইবেন না। বরং তাঁহারা আপনাদিগের মান, সম্ভ্রম, জীবন পর্য্যন্তও বিপদ্‌রাশিতে নিমগ্ন করিবেন, স্বদেশবাসিগণের—ভ্রাতৃগণের আত্মাকে দাসত্বরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন, তথাপি আপনাদিগের কোষভাণ্ডারের দ্বার কখনই উদ্‌ঘাটন করিবেন না।

প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া দরিদ্র ভ্রাতৃগণের উপকারার্থ তাঁহাদিগের সমস্ত ধনসম্পত্তি ধর্ম্মগুরুর চরণে নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইতালীর দুইকোটী পঞ্চাশলক্ষ লোকের মধ্যে এমন একলক্ষ লোক পাওয়া যায় না, যাঁহারা ইতালী উদ্ধারের জন্য প্রত্যেকে একটী করিয়া মুদ্রা দিতে পারেন; অথচ ইতালীতে এমন লোক নাই যিনি ইতালীর স্বাধীনতা চান না।

দীক্ষিত হওয়ার অল্পদিন পরেই ম্যাট্সিনি কার্ব্বোনারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এখন হইতে তিনি স্বয়ং অন্যকে দীক্ষিত করিবার অধিকার পাইলেন। তথাপি এই সম্প্রদায় কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে ও কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তদ্বিষয়ে তিনি এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিলেন। ক্রমে তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিল যে, অদ্যাপি ইহারা কোন কার্য্যই করেন নাই। ইহারা সতত বলিতেন যে, ইতালীর কার্য্যকরী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আপনাদিগকে বিশ্বস্বাধীনতাবাদী বলিয়া পরিচয় দিতেন। যাঁহারা জগতের অধিবাসিমাত্রেরই স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারাই উক্ত পদের অভিবাচ্য। কিন্তু ইহারা জানিতেন না যে, যাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে জগতের অধিবাসীমাত্রেরই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

যাহা হউক ম্যাট্সিনি এই সম্প্রদায়ের সহিত এক্ষণে কোন প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া নবাধিগত অধিকার অনুসারে এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, এমন এক দিন আসিতে পারে, যখন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এত বেশী হইতে পারে যে, তিনি তাহাদিগের সাহায্যে একটী নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া, সেই সম্প্রদায়ের মৃতদেহে নব জীবন সঞ্চারিত করিতে পারিবেন।

এই সময় ফ্রান্সে দশম চার্লস ও সাধারণতন্ত্রীদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। গিজো, বার্থ, লাফেটী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাধারণতন্ত্রিদলের অধিনায়ক ছিলেন। ইহাদিগের সহিত কার্ব্বোনারোদলের অধিনায়কদিগের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। আবশ্যক হইলে ইহাদিগের সাহায্য করিতে হইবে, এই ভাবিয়া কার্ব্বোন্যারোদলের অধিনায়কেরা আপনাদিগের কার্য্যচেতনা উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। ম্যাট্‌সিনির উপর আদেশ হইল তিনি টস্‌কানীতে গিয়া কার্ব্বোনারিজম সম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করেন। টস্‌কানী যাত্রার পূর্ব্ব দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তৎকর্ত্তৃক দীক্ষিত সমস্ত শিষ্য সেই স্থানে তদাগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে, এই সম্প্রদায়ের সমস্ত কার্য্য এত নিভৃতভাবে সংসাধিত হইত যে, ম্যাট্সিনির শিষ্যেরা

কেহই জানিত না যে, তাহাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে। যাহা হউক এই শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ম্যাট্‌সিনি অবশেষে লেগ্‌হরণে উপস্থিত হইয়া টস্‌কানী ও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগকে এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে কার্লোবিনি নামে একজন কার্ব্বোন্যারো ম্যাট্‌সিনির বিশেষ সহায়তা করেন। এই যুবকের হৃদয় অতি উদার ও পবিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি অতি তেজস্বিনী ছিল। বাণিজ্যের অনুসরণে সতত ব্যস্ত থাকায় ও তাৎকালিক মনুষ্য ও ঘটনাবলীর কৃতকার্য্যতার উপর বিশ্বাস না থাকায়, এমন উদার হৃদয় ও এতাদৃশী তেজস্বিনী বুদ্ধির বিস্ফুরণ সতত হইতে পারিত না। পারলৌকিক পুরস্কারের আশা ও বিশ্বাস বিনা অসাধারণ ধর্ম্মনৈতিক দৃঢ়তা ও অসীম আত্মত্যাগ সম্ভাবিত নয়— যাঁহাদিগের এরূপ বিশ্বাস, কার্লোবিনির চরিত্র তাঁহাদিগের বিশ্বাসের অমূলকতা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম।

কার্লোবিনিও ম্যাট্‌সিনির ন্যায় কার্ব্বোন্যারিজমের সঙ্কেতাদির উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। তথাপি তিনি যে-কোনপ্রকার সভা স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন। ইঁহারা দুই জনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন মণ্টিপল্‌সিয়ানো নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে এই সময়ে কসিমো ডেল্‌ফ্যান্‌টি নামক সাহসিক সৈনিক পুরুষের প্রশংসাসূচক গীতি গান করার অপরাধ গোয়েরাট্‌সি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের এত দূর আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা সংঘটিত হইয়াছিল যে, অধীন জাতি কোন বীরপুরুষের যশোগান করিয়া আপনা-দিগের বিমজ্জনোন্মুখ আত্মাকে কথঞ্চিৎ উত্তোলিত করিতে গেলেও, তাহারা ভয়ে কম্পিত হইত। তাহাদিগের সাধ্য থাকিলে তাহারা ইতিহাসকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিত সন্দেহ নাই। অবশেষে গোয়েরাট্‌সির সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, গোয়েরাট্‌সি সেই ভীষণ কারাগারে বসিয়াও তাঁহার "অ্যাসিডিও ডি ফিরেঞ্জ" নামক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন আছেন। তিনি উপ-ক্রমণিকাটী তাঁহাদিগের নিকট পাঠ করিয়া স্বয়ং এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, মস্তকে জলসিঞ্চন দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশের অতীত অবদানপরম্পরার উপর তাঁহার গভীর ভক্তি ও ভাবী মহত্ত্বের উপর তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ইতালী ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে, তাঁহার অতীব তেজস্বিনী কল্পনা তাঁহার মনোদর্পণে তাহাদিগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিত। কিন্তু কি উপায়ে সেই মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদিত হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি কোন স্থিরতা অবলম্বন করিতে পারিত না। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা গিজো ও কুজিন দত্ত ঐতিহাসিক দার্শনিক উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। গিজো ও কুজিনের মত সকল উন্নতি পক্ষপাতী ছিল; এই জন্য তাঁহাদিগের উপদেশ সকলের আগমনকাল তাঁহারা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। ম্যাট্‌সিনি দান্তের "ডেলা মনার্কিয়া" নামক পুস্তক পাঠ করা অবধি এই মতের পক্ষপাতী হন। তিনি সেই অবধি এই মতটী অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য তিনি গোয়েরাট্‌সির নিকট গিজো ও

ম্বারো সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করণ কালে মন্ত্রোচ্চারণ এবং শেষতঃ অসি-গর্ভ যষ্টি ব্যবহার করণ। ম্যাট্‌সিনি এক এক করিয়া সমস্ত অভিযোগ হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রজা-পীড়ন করিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী ছিল, কিন্তু কিরূপে প্রজাপীড়ন করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিত না। ম্যাট্‌সিনির গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোড়ন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাগজপত্র পাইল না।

প্রটোলঙ্গো নামে যে কমিশনর ম্যাট্‌সিনির বিচারার্থ নিযুক্ত হন, তিনি প্রমাণাভাবে ম্যাট্‌সিনিকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তথাপি তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না। ম্যাট্‌সিনি পিয়াট্‌সা সার্জ্জেনোর শিবিরে অবরুদ্ধ থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। এখানে একজন প্রাচীন কমিশনর কর্ত্তৃক তিনি পুনর্ব্বার পরীক্ষিত হইলেন। তিনি ম্যাট্‌সিনির প্রতি নানা-প্রকার প্রশ্ন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, নানা-প্রকারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার নিকট হইতে কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত ও ক্রোধান্ধ হইয়া, ম্যাট্‌সিনিকে হতবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"তুমি এখনও স্বীকার কর, তোমার সমুদায় বিষয় প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এখন গোপন করা বৃথা। তুমি অমুক দিন, অমুক সময় মেজর কর্টিন্ নামক কোন ব্যক্তিকে কার্ব্বোণ্ডারিজম্ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিয়াছিলে।"

ভয়ে ম্যাট্‌সিনির সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ ভয় সংবরণ করিয়া বলিলেন—"স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাপবাদের অসত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। আচ্ছা যদি ইহা সত্য হয়, তবে আপনি কেন উক্ত মেজর কর্টিন্‌কে আমার সম্মুখীন করুন না।"

কিন্তু কমিশনর মেজর কর্টিন্‌কে ম্যাট্‌সিনির সম্মুখীন করিতে পারিলেন না। কারণ ম্যাট্‌সিনির বিরুদ্ধে গোয়েন্দার কার্য্য গ্রহণ করার সময় কর্টিন্ গবর্ণমেণ্টকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে, তাঁহাকে যেন কোন মতেই বিচারস্থলে আনয়ন করা না হয়।

ম্যাট্‌সিনি কিছুদিন সেই শিবিরেই অবরুদ্ধ রহিলেন। যে কয়েক দিন তিনি তথায় ছিলেন, সৈনিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার রহস্য কৌতুক করিত। তিনি যেন তাহাদিগের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিলেন। যত দিন তিনি শিবিরে আবদ্ধ ছিলেন, প্রতিদিনই গৃহ হইতে তাঁহার জন্য আহারীয় দ্রব্যাদি আসিত। একদিন তাঁহার জননী সেই আহারীয় দ্রব্যাদির অভ্যন্তরে একটী পেন্সিল্ পাঠাইয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ধৌত করিবার নিমিত্ত বাটীতে যখন তাঁহার লিনেন্ জামা পাঠাইয়া দিতেন, সেই সময় সেই পেন্সিল্ দিয়া আপনার মন্তব্য কথা সেই জামায় লিখিয়া পাঠাইতেন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকে গৃহস্থিত কতকগুলি কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবার উপদেশ দেন। সেই কাগজপত্রগুলি ধরা পড়িলে টস্কানীর অনেকগুলি কার্ব্বোণ্ডারোর প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন বা করাবরোধ হইত সন্দেহ নাই।

যৎকালে ম্যাট্‌সিনি কারারুদ্ধ হন, তৎকালে মরেলি নামক একজন ব্যবহারাজীব, ডোরিয়া নামক একজন পুস্তকবিক্রেতা এবং

[ব]সানো ও চৌর্য্য প্রভৃতি আরও অনেকগুলি [ক]ার্ব্বোন্যারো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

একদিন ম্যাট্‌সিনির পিতা জেনোয়ার [গ]বর্ণর ভেনান্‌সন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পুত্র কি অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত [হ]ইয়াছেন?” তদুত্তরে গবর্ণর বাহাদুর বলিলেন এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার সময় এখনও [উ]পস্থিত হয় নাই। তথাপি যদি জানিতে ইচ্ছা [ক]র, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তোমার [পু]ত্রের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহার প্রকৃতি [অ]তি চিন্তাশীল; কিন্তু তাহার চিন্তার বিষয় [য]ে কি, তাহা সে জিজ্ঞাসা করিলেও কোন-[ম]তে প্রকাশ করে না। আর সে রজনীতে [নি]র্জ্জন প্রদেশ ভ্রমণ করিতে অতিশয় ভাল [বা]সে। এরূপ তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন যুবকবৃন্দ—[য]াহাদিগের গভীর চিন্তার বিষয় গবর্ণমেণ্টের [নি]কট অবিদিত—কখন গবর্ণমেণ্টের প্রীতি-[ভ]াজন হইতে পারে না।”

একদিন রজনীতে ম্যাট্‌সিনি গভীর [নি]দ্রায় অভিভূত আছেন, এমন সময় দুইজন [সৈ]নিক পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ [ক]রিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুবর্ত্তন [ক]রিতে বলিল। ম্যাট্‌সিনি মনে করিলেন [ত]াঁহাকে বুঝি আবার পরীক্ষা করিবে বলিয়া [ল]ইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন তাহারা [ত]াঁহাকে বস্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে [ব]লিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহাকে এ [শি]বির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। [ত]খন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে কোথায় যাইতে হইবে। তদুত্তরে [ত]াহারা বলিল যে, তাঁহার নিকট তাহা ব্যক্ত করার নিষেধ আছে। তখন হঠাৎ স্নেহময়ী জননীর কথা ম্যাট্‌সিনির মনে উদিত হইল। জননী যদি পরদিন জানিতে পারেন যে, তাঁহার পুত্রকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে পুত্রের জীবন বিষয়ে হতাশ হইয়া হয়ত তিনি আত্মহত্যা করিবেন। এইজন্য ম্যাট্‌-সিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বলচালিত না হইলে জননীকে পত্র না লিখিয়া তিনি এক পাদও বিচলিত হইবেন না। সৈনিকদ্বয় অনেক চিন্তার পর আপনাদিগের দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যাট্‌সিনিকে পত্র লিখিতে অনুমতি প্রদান করিল। ম্যাট্‌-সিনি জননীকে এই মর্ম্মে কতিপয় পংক্তি লিখিলেন যে, তিনি শিবির পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার কোন ভয়ের কারণ নাই। পত্র সমাপ্ত হইলে তিনি সেই সৈনিকপুরুষদিগের অনুগমন করি-লেন। শিবিরদ্বারে তাঁহার জন্য একখানি সিডান চেয়ার প্রস্তুত ছিল। ম্যাট্‌সিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র সৈনি-কেরা ইহা অবরুদ্ধ করিয়া দিল। এই সময় হঠাৎ দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল যেন কোন অশ্বারোহী বহুদূর হইতে অতিবেগে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব সমীপবর্ত্তী হইল এবং “ভয় নাই! ভয় নাই! প্রফুল্ল হও! প্রফুল্ল হও!” পিতৃ-দেবের এই চিরপরিচিত স্বর ম্যাট্‌সিনির কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিল।

ম্যাট্‌সিনির পিতা পুত্রের স্থানান্তরীকরণ বৃত্তান্ত কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। ম্যাট্‌সিনির পিতা সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সৈনি-কেরা যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল,—ম্যাট্‌সিনি পিতার করস্পর্শ-জনিত সুখেও যাহাতে বঞ্চিত

হন সেই অভিপ্রায়ে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে সিডান্ চেয়ার হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বন্দীশকটে আরোপিত করিল, —যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাহারা ম্যাট্‌সিনির দুঃখে কাতর সমীপবর্ত্তী কোন যুবকের প্রতি ধেনু গ্রাস করিবার মানসে ধাবমান হইল,—ওরূপ নিষ্ঠুরতার নিদর্শন ম্যাট্‌সিনি পূর্ব্বে আর কখন দেখেন নাই। যে যুবক অদূরে দাঁড়াইয়া ম্যাট্‌সিনির দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন তাহার নাম অগষ্টিনো রফিনি। এই পরিবারের সহিত ম্যাট্‌সিনির ভ্রাতৃভাব ছিল। ইহার অনতিকাল পরেই এই অনুপম যুবক নির্ব্বাসিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে মানবলীলা সংবরণ করেন। হৃদয়ের কোমলতা বুদ্ধিবৃত্তির গভীরতা এবং আত্মার অপাপবিদ্ধতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার নাম, শুদ্ধ ইতালীর কেন, স্কটলণ্ডেরও অধিবাসিদিগের চিত্তপটে চির-অঙ্কিত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে বন্দীশকট সেণ্ট আণ্ড্রিয়া কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই কারাগার হইতে একজন বন্দী আনীত ও শকটমধ্যে প্রবেশিত হইল। এই বন্দীর পাদ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল; তথাপি ম্যাট্‌সিনি তাহাকে পাসানো বলিয়া চিনিতে পারিলেন। পাসানোর সহিত বন্দুকধারী দুই জন সৈনিক পুরুষ ছিল। তন্মধ্যে একজন লায়ন্ ক্রস্ হোটেলের সেই গুপ্তচর।

বন্দীশকট পুনরায় প্রবাহিত হইল এবং অনতিবিলম্বে সেভোনার দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই বন্দীই দুর্গের অভ্যন্তরে নীত ও তৎক্ষণাৎ পৃথক্‌কৃত হই-লেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আসার কোন সংবাদ ছিল না, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের জন্য কোন গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় নাই এইজন্য ম্যাট্‌সিনিকে প্রথমে এক অন্ধকার-ময় স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় সেভোনার গবর্ণর ডিমেরি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পুরুষ বক্রোক্তি পূর্ব্বক ম্যাট্‌সিনিকে বলি-লেন—"তুমি অনেক রজনী বিদ্রোহী সভায় জাগরণে অতিবাহিত করিয়াছ, অনিদ্রায় ও চিন্তায় তোমার শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; আশা করি এক্ষণে এই নির্জ্জন ও নিভৃত প্রদেশে বিশ্রাম লাভ করায় অনিদ্রা ও চিন্তাজনিত ক্লম অপনীত হইবে।" ম্যাট্‌সিনি তাঁহার নিকট একটি চুরট প্রার্থনা করায় আবার বক্রোক্তি পূর্ব্বক বলিলেন-আমি জেনোয়ার গবর্ণরের নিকট এ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইব। তিনি যদি অনুমতি করিয়া পাঠান তাহা হইলে আমার দিবার কোন আপত্তি থাকিবে না।" বলিয়া গবর্ণর প্রস্থান করিলেন। ম্যাট্‌সিনি কারারুদ্ধ হইয়া অবধি অনেক বার অবমানিত হইয়াছেন, অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তথাপি ম্যাট্‌সিনির চক্ষু দিয়া এক বিন্দুও জল কখন পতিত হয় নাই। কিন্তু আজ গবর্ণর চলিয়া গেলে—তাঁহার গর্ব্বিত নয়ন ভেদ করিয়া গুটিকত অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। কিন্তু এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু নহে—কাতরতার অশ্রু নহে—ক্রোধের অশ্রু; পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ক্রোধাশ্রু; ক্রোধের কারণ এই যে, তিনি এরূপ ঘৃণিত ও পাষণ্ডদিগের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন।

গবর্ণরের সহিত কথোপকথনের এক

ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই নবগৃহ সেই দুর্গের শিখরোপরি অবস্থিত ছিল। সুতরাং সেখান হইতে অনন্ত সাগরের লহরীলীলা ভিন্ন আর কিছুই অবলোকন করা যাইত না। ইহাও ম্যাট্‌সিনির পক্ষে তখন সামান্য সুখের বিষয় হইল না। যখনই তিনি তদীয় গৃহপিঞ্জরের লৌহজালাবদ্ধ গবাক্ষ দিয়া নয়ন প্রসারণ করিতেন, তখনই অনন্ত সাগর ও অনন্ত আকাশ—প্রকৃতির দুই প্রকাণ্ডতম পদার্থ—তাঁহার নয়নপথে পতিত হইত। সেই গৃহটী এত উচ্চে অবস্থিত ছিল যে, তথা হইতে মৃত্তিকা দেখা যাইত না। অনিলদেব যখন সেই গবাক্ষের দিকে প্রবাহিত হইতেন, তখনই সুদূর হইতে জলোপজীবিদিগের আনন্দগীতি শুনিতে পাওয়া যাইত। প্রথম মাসে ম্যাট্‌সিনির হস্তে কোন পুস্তক প্রদত্ত হয় নাই; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ডি মেরির পরিবর্ত্তে, কাভালীয়ার ফণ্টানা নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি সেভোনার গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। ইনি দয়া করিয়া একখানি বাইবেল, একখানি ট্যাসিটস্ ও একখানি বাইরন্ ম্যাট্‌সিনির হস্তে প্রদান করেন। এখানে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী তাঁহার একমাত্র কারাসহচর ছিল। ইহার সুমিষ্ট রব ও বিবিধ গতি দ্বারা অনেক সময় তাঁহার মানসিক ক্লেশ অপনীত করিত।

তাঁহার সদয় কারাধ্যক্ষ সার্জেণ্ট অ্যাণ্টোনীটি; দৈনন্দিন কারাপ্রহরী; ক্যাটেরিনা নামক পীড্‌মণ্টিস্ রমণী—যিনি প্রত্যহ তাঁহার আহারসামগ্রী আনয়ন করিতেন;—এবং গবর্ণর ফণ্টানা,—মানবজাতির এই কয়েকজন মাত্র সেই কারাগারে তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতেন। অ্যাণ্টোনীটি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ম্যাট্‌সিনিকে বলিতেন—"যদি আমি কোন বিষয়ে আদেশ প্রদান করি?" তদুত্তরে ম্যাট্‌সিনি প্রায়ই বলিতেন—"হাঁ, কিসের আদেশ তাহা আমি বুঝিয়াছি; আমায় জেনোয়ায় লইয়া যাইবার জন্য একখানি শকটের"।

ফণ্টানা একজন বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ। ইতালীতেই তাঁহার জন্ম; মাতৃভূমির দুঃখে তিনি কাতর ছিলেন না এরূপ নহে। কিন্তু তাঁহার মনে এই গভীর প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, কার্ব্বোণারো সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য কেবল লুণ্ঠন, ধর্ম্মের নির্ব্বাসন এবং প্রকাশ্য স্থানে নরবলি প্রদান ইত্যাদি। ম্যাট্‌সিনির ন্যায় এমন যুবকের মনে এরূপ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার জন্য তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং সদয় ব্যবহারে তাঁহাকে সৎপথে আনিবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেন। অধিক কি তিনি কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াও প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার ও তদীয় পত্নীর সহিত কাফি পান করিবার নিমিত্ত ম্যাট্‌সিনিকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

ইত্যবসরে ম্যাট্‌সিনি জেনোয়াস্থিত বন্ধুদিগের সাহায্যে নির্ব্বাণোন্মুখ কার্ব্বোণারিজম্ সম্প্রদায়ের প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতি দশম দিবসে তিনি জননীর নিকট হইতে একখানি করিয়া হস্তলিপি প্রাপ্ত হইতেন। এই হস্তলিপি খোলা অবস্থায় আসিত এবং তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইত। তিনি

জননীর পত্রের উত্তর দিতে পারিতেন বটে; কিন্তু অ্যাণ্টোনীটীর সাক্ষাতে তাঁহাকে উহার উত্তর লিখিতে হইত এবং তাঁহারই হস্তে খোলা অবস্থায় ইহা দিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের এতদূর সতর্কতাতেও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র নির্ব্বিবাদে চলিতেছিল, তাঁহ-দিগের সহিত ম্যাট্সিনির এরূপ সঙ্কেত ছিল যে, তিনি জননীকে যে চিঠি লিখিবেন তাহার একটী অন্তর প্রত্যেক পদের প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিলে যে লাটিন্ পদগুলি প্রস্তুত হইবে, সেই গুলিই তাঁহাদিগের মনোযোগের বিষয়। এইরূপ সাঙ্কেতিক উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও তাঁহার জননীর পত্রে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতেন।

এইরূপে তিনি বন্ধুদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহারা যেন তাঁহার পরিচিত কার্ব্বোন্সারোগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব সকল ব্যক্ত করেন। কিন্তু তৎকালে কার্ব্বোন্সারোগণ এতদূর ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন যে, ম্যাট্সিনির বন্ধুবর্গের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না।

এই সময় পোলণ্ডে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ম্যাট্সিনি বন্ধুদিগের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া যৌবনসুলভ অসাবধানতা বশতঃ ফণ্টানাকে ইহা বলিয়া ফেলিলেন। ফণ্টানা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ম্যাট্সিনি কেমন করিয়া এই সংবাদ পাইলেন ভাবিয়া গবর্ণর বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ম্যাট্সিনির সহিত কোন ভূতযোনির কথোপকথন হইত। এই ঘটনায় এই বিশ্বাস এখন হইতে আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া গেল।

যাহা হউক কার্য্যকালে ভীতি, কোন অবিচলিত বিশ্বাস বা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাব এবং অন্যান্য কারণে ম্যাট্সিনির মনে প্রতীতি জন্মিল যে, কার্ব্বোন্সারিজম্ সম্প্রদায় এখন আর জীবদ্দশায় নাই। সুতরাং মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করার বৃথা চেষ্টায় সময় ও শক্তি পর্য্যবসিত না করিয়া, জীবিত ব্যক্তিদিগকে উত্তেজিত করিলে এবং নব ভিত্তির উপর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিলে, অধিকতর মঙ্গল সংসাধিত হইবে।

এই কারাবাসের সময়েই ম্যাট্সিনির মনে "নব্য ইতালী" নামক সমাজ-সংস্থাপনের কল্পনা উদিত হয়। কি কি মূল মতের উপর এই সমাজমন্দির সংস্থাপিত হইবে, ইহার সভ্যদিগের পরিশ্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কি হইবে, ইহার ঘটনাপ্রণালীই বা কিরূপ হইবে, ইহার সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিরূপ লোকই বা মনোনীত করিতে হইবে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের বর্ত্তমান বিদ্রোহীদলের কার্য্য-প্রণালীর সহিত ইহার কার্য্য-প্রণালী কি সূত্রেই বা সম্বদ্ধ করা যাইতে পারে, ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের গভীর চিন্তায় তাঁহার দিবা রজনী অতিবাহিত হইত।

তিনি এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ সংখ্যায় অল্প, বয়সে কনিষ্ঠ এবং ধন ও প্রভাবে দরিদ্র ছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, যে ইতালীবাসীর হৃদয় একদিন স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠিত, যে ইতালীবাসীর হৃদয় আজ উত্তাপ অভাবে শীতল হইয়া পড়িয়াছে, সেই ইতালীবাসীর হৃদয়কে উত্তাপিত ও

উত্তেজিত করিতে পারিলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হইবে—ইতালীর পুনরুদ্ধার অবশ্যই সংসাধিত হইবে।

সাধারণ লোক সমূহ হইতেই জাতীয় সমস্ত সুমহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আপনার কার্য্যকরী শক্তির উপর অটল বিশ্বাস এবং অবিচলিত ইচ্ছা—সাধারণ লোক সমূহের এক মাত্র বল। সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ও নানা প্রকার বাধাবিপত্তিও এ বলের প্রতিরোধ করিতে পারেন না। কার্য্যের সূত্রপাত হইলে, তখন সম্ভ্রান্ত লোক সাধারণ লোক সমূহের অনুগমন করেন এবং ধনসম্পত্তি ও মান সম্ভ্রম দ্বারা আরব্ধ কার্য্যের সমর্থন ও বহন করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এরূপও ঘটে যে, সম্ভ্রান্ত লোকের সংস্রবে আরব্ধ কার্য্যের লক্ষ্যেরও পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

ইতালীর অতীত ইতিহাস ও সামাজিক গঠন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া ম্যাট্‌সিনি একতা ও সাধারণতন্ত্র—এই প্রস্তাবিত সমাজের লক্ষ্য নির্দ্ধারিত করিলেন। তিনি যে শুদ্ধ ছিন্ন ভিন্ন, উৎপীড়িত ও অবনত ইতালীরই প্রদেশ সকলে একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন এরূপ নহে; ইতালীতে একতা ও সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করা তাঁহার চরম লক্ষ্য রহিল।

ইতালী যে একদিন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যে একদিন একতা ও সাধারণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইতালীর সাহায্যে যে এক দিন সমস্ত ইউরোপে একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যেন তিনি নখদর্পণে দেখিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—ইতালী যখন স্বাধীন হইবে, ইতালীতে যখন একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেই এক, স্বাধীন ও সাধারণতন্ত্রী ইতালীর কোন নিভৃত স্থানে যদি তিনি তাঁহার কষ্টযন্ত্রণাপূর্ণ জীবনের এক বৎসরও অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আপনার জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিবেন।

এতদিন তাঁহার হৃদয়াকাশ চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন ছিল; আজ সেই হৃদয়াকাশ এই ভাবের বিদ্যুদ্বিকাশে সহসা উজ্জলিত হইল। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, চিরনিদ্রোত্থিত ইতালী জগতে—উন্নতি ও ভ্রাতৃভাব,—এই নবীন ও অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম উদ্ঘোষিত করিতেছে। পূর্ব্বে ইতালী-জগতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, এই নব ধর্ম্মের সহিত তাহার তুলনা নাই।

রোম—যে রোম এক দিন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল—যে রোম এক দিন জগতের একতার মধ্যবিন্দু ছিল—যে রোম একদিন জগতের একমাত্র জীবন ছিল—সেই রোমই এখন ম্যাট্‌সিনির জীবনের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিল। রোম ব্যতীত জগতের শাসনভার দুইবার গ্রহণ করা আর কোন রাজ্যেরই ভাগ্যে ঘটে নাই। তথায় জীবন একদিন অনন্ত ও মৃত্যু অজ্ঞাত ছিল। খ্রীষ্টীয় সভ্যতার পরে যে রোম জগতের সভ্যতার নেতা ছিল—সেই সাধারণতন্ত্রী রোম—সেই রোম সীজরদিগের হস্তে যে রোমের জীবিত-পর্য্যবসান হয়—তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন. —যেন সেই রোম এক্ষণে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া অতীত জগৎকে স্মরণপথের অতীত

করিয়াছে, যেন তাহার নবীন জয়পতাকা সমস্ত জগতে উড্ডীন করিয়াছে, যেন স্বত্ব ও স্বাধীনতার স্রোত সমস্ত জগতে প্রবাহিত করিতেছে।

"'ইহার প্রথম পতনের পর লোকে যখন ইহার জন্য শোকে অভিভূত ছিল, তখনই ইহা আবার উঠিল, আবার বৃহত্তর আকার ধারণ করিল, আবার জগতের অন্যপ্রকার একতার মধ্যবিন্দু হইল। এক সময়ে ইহা পার্থিব বিধির অধিনায়ক ছিল, এক্ষণে ইহা স্বর্গীয় বিধির অধিনায়ক হইল এবং জগতের হৃদয়ে স্বত্বের পরিবর্তে কর্ত্তব্যের ভাব অঙ্কিত করিল।

"রোম যদি একবার পড়িয়া আবার উঠিয়াছিল, তবে কেন তৃতীয়বার উঠিবে না? তবে কেন নূতন রোম—ইতালীর সাধারণ লোকের রোম—তৃতীয় যুগের সৃষ্টি করিবে না? কেন ইতালীতে বিস্তৃততর একতার ভিত্তি সংস্থাপিত করিবে না? কেন স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করিবে না? কেন—শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্রের নিকট নয়—জাতিমাত্রেরই নিকট "সমাজ" এই শব্দটী উদ্বোধিত করিবে না? এবং কেনই বা স্বাধীন ও ব্যক্তিমাত্রকেই তাহাদিগের লোকের কর্ত্তব্যের উপদেশ দিবে না?'

কারাধ্যক্ষ অ্যান্টোনীটী ও গবর্ণর ফণ্টানার সহিত তাঁহার মতবিষয়ে দৈনন্দিন বিবিধ তর্ক বিতর্কের পর যাহা কিছু সময় পাইতেন, তাহাতে তিনি তাঁহার গৃহপিঞ্জরে বসিয়া এইরূপ চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ইহার পর নির্ব্বাসিত অবস্থায় ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া যখন তিনি আত্মজীবনবৃত্তান্ত লিখেন, তখনও এ গভীর চিন্তাসকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার জীবদ্দশায় এই সকল কারণে তাঁহাকে কেহ অসম্ভবানুসারী কেহ বা উন্মত্ত বলিয়া পরিহাস করিত। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, তাঁহার এই চিন্তাসকল কখনই উন্মাদবিজৃম্ভিত নহে। এমন দিন অবশ্যই আসিবে যখন সেগুলি প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইবে।

যাহা হউক তিনি দেখিলেন, যে সকল উপায়ে ইতালীর পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইবে, সেগুলি শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, বরং অধিকতর নৈতিক। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের উচ্ছেদসাধন করিলেই যে, ইতালীর উদ্ধার সাধিত হইবে তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানিতেন যে, ইতালীর অধিবাসীদিগের নৈতিক উন্নতি ব্যতীত কখন চিরস্থায়ী মঙ্গল সংসাধিত হইবে না।

এদিকে ম্যাট্সিনির বিচারের ভার টিউরিণের সিনেটারদিগের কমিটীর হস্তে অর্পিত হইল। গবর্ণমেণ্ট কটিনের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী লায়ন্ রুগ্ হোটেলের সেই ছদ্মবেশী পুলিশ কর্ম্মচারী। কিন্তু ম্যাট্সিনির নিজের অস্বীকার এই একমাত্র সাক্ষ্যের সমতুল, সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তিনি নবীন উৎসাহের সহিত পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। বস্তুতঃও সিনেটারেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্সন্ ইহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া কার্লো ফেলিসের চরণে গিয়া শরণাপন্ন হইলেন; বলিলেন, তিনি স্বয়ং যে প্রমাণের

বিষয় অবগত আছেন, তাহাতে তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, ম্যাট্‌সিনি অপরাধী এবং গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ। কার্লো ফেলিস্ গবর্ণরের কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া ম্যাট্‌সিনির। আত্মগত স্বত্ব, তাহার বিচারকদিগের আদেশ, তাঁহার জনক জননীর নিরুদ্ধ ক্রন্দন, সকলই পদদলিত করিলেন। তিনি ম্যাট্‌সিনিকে এই মর্ম্মে সংবাদ দিয়া পাঠান যে, তিনি জেনোয়া টিউরিণ এবং তৎসদৃশ অন্যান্য বড় বড় নগরে অথবা লিগিউরিয়ান্ উপকূলের কোন স্থানে অবস্থিতি করার আশা যেন পরিত্যাগ করেন। অ্যাষ্টি, অ্যাকুই, ক্যাসেইল্‌স প্রভৃতি ইতালীর অভ্যন্তরস্থ কোন ক্ষুদ্র নগরে তাঁহাকে বাসস্থান মনোনীত করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে কোন অনিশ্চিত কালের জন্য নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে। এই নির্ব্বাসনের অবসান তাঁহার চরিত্র ও রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে।

কার্লো ফেলিসের আদেশানুসারে সৈনিক পুরুষ দ্বারা তাঁহাকে জেনোয়ায় লইয়া যাওয়া হইল। এবং তথায় শুদ্ধ অতি নিকটসম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইল ম্যাট্‌সিনির পিতা পুত্রকে এই যাতনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কার্লো ফেলিসের আদেশের মর্ম্ম সেভোনায় আসিয়া স্বয়ং তাঁহাকে অবগত করান।

যৎকালে ম্যাট্‌সিনির উপর এই কঠোর আদেশ প্রদত্ত হয়, তখন প্যাসানো কর্শিকার অধিবাসী বলিয়া এবং অ্যাঙ্কোনা নগরে কিছু দিন ফ্রেঞ্চ কন্‌সলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন বলিয়া কারামুক্ত হন। তৎকালে সকল রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টই ফ্রান্সকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিত, অথচ তাহার তোষামোদ, তাহার আদেশ প্রতিপালন এবং যে কোন প্রকারে তাহার তুষ্টিবিধান করিতে ক্রটি করিত না।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাট্‌সিনি কারামুক্ত হন। ইহার অনতিপূর্ব্বে ইতালীর অভ্যন্তরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি শুনিলেন যে, নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ইতালীর সীমাভিমুখে ধাবমান হইতেছেন এবং তথায় ফ্রান্সের নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য ও আশাদান দ্বারা প্রোৎসাহিত করিতেছেন। সুতরাং ম্যাট্‌সিনি নির্ব্বাসনই স্বীকার করিলেন। তিনি দেখিলেন, যদি তিনি পীড্‌মণ্টের কোন ক্ষুদ্র নগরে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে পুলিসের সতত নির্য্যাতনে তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন এবং সামান্য সন্দেহে পুনরায় কারারুদ্ধ হইতে পারেন। এজন্যও তিনি নির্ব্বাসনই শ্রেয়ঃকল্প মনে করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, নির্ব্বাসন তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বাধীনতায় পুনঃসংস্থাপিত করিবে। কিন্তু তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন যে, এ নির্ব্বাসন অতি অল্পদিন স্থায়ী হইবে। তিনি এই আশ্বাসবাক্যেই বিদায়কালে পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিলেন। যাইবার সময় পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ আপনি কাতর হইবেন না, আমি অচিরকালমধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।" কিন্তু তখন তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তিনি এ জীবনের মত আর পিতৃমুখ দেখিতে পাইবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ম্যাট্‌সিনি পিতার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া দেশান্তরবাসে নির্গত হইলেন। তিনি সেভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিয়া সিনিস্ পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশ পর্য্যটনানন্তর জেনিভায় অবতরণ করেন। জেনিভা হইতে ফ্রান্সে গমনপূর্ব্বক তথায় রাজাদেশ পর্য্যন্ত দেশান্তর বাসকাল অতিবাহিত করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে ম্যাট্‌সিনির মাতুল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেন। এই জন্ম ম্যাট্‌সিনির জননী পূর্ব্বেই স্থির করেন যে, পুত্রের ফ্রান্সে ভ্রমণ ও অবস্থিতি কালে তদীয় ভ্রাতাই তাঁহার সহচর থাকিবেন। ম্যাট্‌সিনির মাতুল বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং ম্যাট্‌সিনির ভ্রমণসহচরত্ব কার্য্যে ব্রতী হইবার তিনিই সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন।

সুইজর্‌লণ্ডে যাইয়া ম্যাট্‌সিনি সর্ব্বপ্রথমেই সাধারণতন্ত্রী ইতিবেত্তা সিস্‌মণ্ডির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ও তদীয় পত্নী উভয়েই ম্যাট্‌সিনিকে অতিশয় সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন।

সিস্‌মণ্ডি এই সময় "ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার আকৃতি হৃদয়গ্রাহিণী ও বিনয়নম্র, তাঁহার স্বভাব সরল ও অমায়িক এবং তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ইতালীয় ছিল। তিনি সস্নেহ-ঔৎসুক্যের সহিত ম্যাট্‌সিনির নিকট ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতালীয়েরা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মত সকলের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু এই বলিয়া আবার আপনিই ইহার মীমাংসা করিলেন যে, সংঘর্ষকালে এরূপ ভাব অনিবার্য্য। সিস্‌মণ্ডি ইতালীয়দিগের মতের অপযশ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিজের মতও সম্পূর্ণ উদার ছিল না। তদীয় বুদ্ধি—অধিকার ও অধিকারের অবশ্যম্ভাবি-ফলস্বরূপ স্বাধীনতামাত্র উপলব্ধি করিতে পারিত; কিন্তু স্বাধীনতার সহিত একতার সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা ও সম্ভবপরতা উপলব্ধি করিতে পারিত না। তিনি ইচ্ছা করিতেন যে, সুইজর্‌লণ্ডের ন্যায় ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশগুলি বিদেশীয় শাসনের অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্বদেশীয় এক শাসনের অধীন হয়, ইহা প্রার্থনীয় বা সম্ভবপর বলিয়া তিনি মনে করিতেন না।

সিস্‌মণ্ডি ম্যাট্‌সিনিকে "লিটারেরি ক্লব" নামক একটী সভার সভ্যদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সভার সভ্যদিগের অনেকগুলিই ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তি। ইঁহাদিগের বিষয় দূর হইতে শুনিয়া ম্যাট্‌সিনির মনে যে আশালতা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ম্যাট্‌সিনির মনে সেই আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের কাহারও স্বাধীন যুক্তি বা স্বাধীন চিন্তা নাই। তাঁহাদিগের চক্ষে ফ্রান্সই সকলই, ফ্রান্সের অনুবর্ত্তনই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহাদিগের রাজনীতি কোন অসঙ্কালনীয় নৈতিক ভিত্তির উপর অবস্থাপিত ছিল না। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না।

ঘটনা-স্রোতের পরিচালন করা তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল না, তাহার অনুবর্ত্তন করাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য।

সেই সভার সভ্যদিগের মধ্যে একজন লম্বার্ডি হইতে নির্ব্বাসিত। ইহাঁর নাম জিয়াকোমো দিয়ানি। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করেন। যৎকালে ম্যাট্‌সিনি সিস্‌মণ্ডির নিকট হইতে বিদায় লইতেছিলেন, তৎকালে এই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ম্যাট্‌সিনির কাণে কাণে এই কথা বলিলেন যে—যদি আপনি কিছু কাজ করিতে চাহেন, তাহা হইলে লিয়নস্ নগরে গমন করিবেন এবং যে সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়েরা তথাকার "কাফি ডেলা ফিনিস্" নামক হোটেলে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন। এই উপদেশ নিবন্ধন ম্যাট্‌সিনি এই ব্যক্তির নিকট চিরঋণে বদ্ধ ছিলেন।

লিয়নসে আসিয়া ম্যাট্‌সিনি ইতালীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত জীবনের স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। যে সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা প্রতিদিন তথায় আসিয়া জুটিতেছিলেন, সকলই সৈনিক পুরুষ। যে সকল বীর পুরুষদিগকে দশ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্‌সিনি জেনোয়ার রাজপথে মনের বিষাদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা স্পেন ও গ্রীসে স্বাধীনতা সমরে অবতীর্ণ হইয়া ইতালীয় নাম জগৎপূজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বীর পুরুষদিগের অনেককেই ম্যাট্‌সিনি তথায় সমবেত দেখিতে পাইলেন। এতদ্ব্যতীত বর্সো ডি কার্মিনেটি কার্লোবিয়ান্কো, ভোয়ারিণো, টেডেস্কি প্রভৃতি অনেক নির্ব্বাসিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

লিয়নসে সমবেত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই নিয়মতন্ত্র রাজত্বের পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের যে আন্তরিক বিশ্বাস এইরূপ ছিল তাহা নহে। ফ্রান্সে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত, তাহার অনুরূপ শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতে তাঁহারা কোনমতে সাহসী হইতেন না।

ক্রমে ইতালীয় নির্ব্বাসিতেরা চারি দিক্ হইতে আসিয়া লিয়নসে মিলিত হইতে লাগিলেন। সেভয়ের আক্রমণ তাঁহাদিগের লক্ষ্য। সেভয়-আক্রমণোদ্যত সৈন্যের সংখ্যা ক্রমে দুইসহস্র ইতালীয় ও কতিপয় ফরাসি শ্রমজীবীতে পরিণত হইল। অভিযানোদ্যত ব্যক্তিদিগের কোষ ধনে পূর্ণ ছিল। তাহার কারণ এই ফরাসি গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের পোষকতা করিলেন এবং অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপাতী—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অসংখ্য নির্ব্বাসিত ধনী ও রাজন্যবর্গ এই অভিযানে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে এই অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক পতাকার সহিত ফ্রান্সের ইগল্ "কাফি ডেলা ফিনিস্" হোটেলের শিখরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অধিক কি আভিযাত্রিক কমিটির লিয়নসের প্রিফেক্টরের সহিত লেখালিখিও চলিতে লাগিল।

কিন্তু রাজচরিত্র কে বুঝে? রাজাদিগের উপর যাঁহারাই বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পরিণামে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনি স্বচক্ষে এই তৃতীয়বার রাজকীয় বিশ্বাসঘাতকতা অবলোকন করিলেন।

প্রথম—ক্যাবোন্যারো-নায়ক চারলস অ্যাল্বার্টের শত্রুশিবিরে পলায়ন। দ্বিতীয় মডেনার ডিউক চতুর্থ ফ্রান্সিস্ কর্ত্তৃক সাইরোমিনোতি নামক ব্যক্তি দ্বারা বিদ্রোহের উত্তেজন ও পরে অষ্ট্রীয়ার উত্তেজনায় তাহার প্রাণবিনাশন। তৃতীয় ফরাশি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হতভাগ্য ইতালীয় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্বান্তীকরণ।

এক দিন ম্যাট্সিনি "কাফি ডেলা ফিনিসের" দিকে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন—তাঁহার মন অব্যবহিত কার্য্যের পূর্ণ আশায় উচ্ছ্বসিত—এমন সময় দেখিলেন, গবর্ণমেণ্ট প্রাকারোপরি যে একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিবার জন্য অসংখ্য লোক ধাবিত হইতেছে। সেভয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ইতালীয় অভিযান নিবারণ করাই এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা যেন অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হয়—যাহারা মিত্ররাজ্য সকলের সীমা-প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করিয়া সেই সকল রাজ্যের সহিত ফ্রান্সের সন্নিবন্ধন শিথিলিত করিবে, তাহারা দণ্ডবিধির উচ্চতম দণ্ডে দণ্ডিত হইবে—ঘোষণাপত্র ইহাই প্রচার করিতেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘোষণাপত্র লিয়ন্সের প্রিফেক্টরের আফিস হইতেই প্রচারিত হয়।

ম্যাট্সিনি দেখিলেন, আভিযাত্রিক কমিটি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত—অভিযানোদ্যত ব্যক্তিগণ হতবুদ্ধি ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কাফি ডেলা ফিনিস্ হোটেলের মস্তক পতাকাশূন্য—অস্ত্রাগার হৃতাস্ত্র—অভিযান-সেনাপতি বৃদ্ধ রেজিস্ সাশ্রুনয়ন—এবং অভিযানোদ্যত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ ফরাশিরাজের অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতকতা ভাবিয়া করতলবিন্যস্তকপোল। ম্যাট্সিনি স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখিলেন—অমনি তাঁহার মনে এই চিন্তা সমুদিত হইল—যে জাতি স্বদেশের উদ্ধার-সাধন বিষয়ে বিদেশীয় রাজের উপর নির্ভর করে, তাহারা এইরূপেই বিধাতার কোপানলে ভস্মীভূত হয়।

কোন কোন ব্যক্তির রাজভক্তি এত অচলা যে, তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, উদারচেতা লুই ফিলিপ লিবারেলদিগের আশালতা এরূপে সমূলে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, অভিযান নিবারণ করা ফরাশি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য না হইতে পারে। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট এই অভিযানের সহায়তা করেন নাই—এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করাই এই ঘোষণা-পত্রের উদ্দেশ্য। ম্যাট্সিনি এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত নানা বিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিলেন যে, ফরাশি গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক এই অভিযানের প্রতিকূল কি না, সেভয়ের অভিমুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেই জানা যাইবে। ম্যাট্সিনির পরামর্শের অনুসরণ করা হইল। সেভয়ের অভিমুখে ফরাশি-শ্রমজীবি-বহুল একদল সেনা যেই প্রেরিত হইল, অমনি ফরাশী অশ্বারোহী সেনা দ্বারা তাহাদিগের গতি প্রতিরুদ্ধ ও ছত্রভঙ্গ হইল। ফরাশী শ্রমজীবীরা সর্ব্বপ্রথমেই ছত্রভঙ্গ হইল। ফরাশিসেনানায়ক তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—বিদেশীয়দিগকে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে উন্মুক্ত করার ভার স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই নিহিত আছে। তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। তাহারা সেনানায়কের এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিল, আর তৎক্ষণাৎ দলভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে সেভয়-অভিযানের উদ্যম নিষ্ফল হইল।

ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। যে সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেকেই ধৃত হইলেন এবং শৃঙ্খলিত হস্তে ক্যানে নগরে আনীত ও ক্যানে হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

যৎকালে চতুর্দ্দিক্—কারারোধ, পলায়ন, ভয়প্রদর্শন ও হতাশ্বাসতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই ভীষণ সময়ে বর্সো গোপনে ম্যাট্‌সিনিকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার কতিপয় সাধারণতন্ত্রী সহচর সমভিব্যাহারে সেই রাত্রিতেই কর্সিকা যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং তথা হইতে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য লইয়া ইতালীর মধ্যভাগের নির্ব্বাপ্যমান বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবেন দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনিও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। ম্যাট্‌সিনি তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কর্সিকা যাত্রার বিষয় মাতুলের নিকট সম্পূর্ণরূপে অবিদিত রাখিলেন। কেবল যাইবার সময় তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন যে, তিনি যেন তাঁহার কর্সিকা-যাত্রার জন্য বিশেষ ভীত না হন, আর এই ঘটনা যেন তাঁহার জনক জননীর গোচর না করেন।

তাঁহারা লিয়ন্‌স হইতে যাত্রা করিয়া অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর মার্সেলিস্ নগরে উপনীত হইলেন। মার্সেলিস্ হইতে টুলনে এবং টুলন হইতে একখানি নিয়োপলিটান্ বাণিজ্য অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া অত্যুচ্চ তরঙ্গমালা-সমাকুলিত সাগরের উপর দিয়া ব্যাষ্টিয়া নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। বহু দিন জন্মভূমির মুখাবলোকন করিলে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, আজ ম্যাট্‌সিনির হৃদয়ে সেই আনন্দ আবির্ভূত হইল। ইতালীয় মারুত-হিল্লোলে তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ আজ পুনরুজ্জীবিত হইল।

ফ্রান্সের অত্যাচারে ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা বশতঃ কর্সিকা যে কি শোচনীয় অবস্থায় আনীত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করা যায় না; তথাপি একথা অখণ্ডনীয় যে, এই দ্বীপ আজও পর্য্যন্ত কি জল বায়ু, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি ভাষা, কি স্বদেশানুরাগ—সকল বিষয়েই প্রকৃত ইতালীয় ছিল। এই দ্বীপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব শুদ্ধ শিবিরেই সন্নিবেশিত ছিল। ব্যাষ্টিয়া ও অ্যাজাসিয়ো নগরে বৈতনভোগী কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে, সমুদায় কর্সিকার মধ্যে সেই নগরদ্বয়ই কেবল বেতনদাতা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত কর্সিকার আর সমস্ত অধিবাসীই অন্তরে আপনাদিগকে ইতালীয় বলিয়া মনে করিত এবং বাহিরেও তাহা ব্যক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। সকলেই উৎসুক অন্তরে কেন্দ্রোত্থ বিগ্রহের পরিণাম অবলোকন করিতেছিল; এবং সকলেরই অন্তরের বলবতী ইচ্ছা যে, এই দ্বীপ জননীর সহিত পুনঃসংযোজিত হয়।

ম্যাট্‌সিনি কর্সিকার মধ্যস্থলে যত দূর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র ফরাশিদিগের প্রতি প্রজ্বলিত বিদ্বেষ ও বৈরভাব অবলোকন করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের মধ্যস্থল পর্ব্বতমালা-সমাকুলিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সুদৃঢ়কায় বীর পুরুষ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ইহারা এই সময়

রোমাগ্‌না প্রদেশের স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইবে সঙ্কল্প করিতেছিল; সুতরাং তাহারা ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়কত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রভুপরায়ণ, আতিথেয়, পার্ব্বতীয় জাতি সাধারণতঃ স্বাধীন প্রকৃতি, স্ত্রীজাতি বিষয়ে অতিশয় ঈর্ষাপরতন্ত্র; সাম্যপ্রিয় এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত। কিন্তু ইহারা যখন জানিতে পারে যে, বিদেশীয়দিগের নিকট কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, যখন জানিতে পারে যে, বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিতেছেন, যখন জানিতে পারে যে—যেমন সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরা অসভ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করেন—বিদেশীয়েরা তাহাদিগের সহিত সে ভাবে কথোপকথন করিতেছেন না, তখন তাহারা প্রাণ দিয়াও তাঁহাদিগের সাহায্য করিবে। ইহারা অতিশয় প্রতিহিংসা-প্রিয়, কিন্তু বরং নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি গুপ্তভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে না।

নিয়োপলিটান্ নির্ব্বাসিতেরাই সর্ব্বপ্রথমে কর্সিকায় কার্ব্বোন্যারিজম্ প্রচারিত করেন। সেই অবধি কার্ব্বোন্যারিজম্ তথায় একটী ধর্ম্মের ন্যায় অনুসৃত হইত। যাহারা পরস্পরের সহিত চিরশত্রুতা পাশে সম্বদ্ধ তাহারাও এই নূতন ধর্ম্মের বলে, পরস্পরের মিত্র হইয়া উঠিল। এই নূতন ধর্ম্মের বলে সকলেই যেন স্বদেশের উদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানোৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

এইরূপ সঙ্কল্প হইল যে, যে তিনসহস্র কর্সিকান্ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিনায়ক হইয়া ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবর্গ সাগর পার হইয়া ইতালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হস্তে তৎকালে এমন অর্থ ছিল না যে, তাঁহারা তরণোপযোগী যান ভাড়া করেন—বা যে সকল দীন দ্বীপবাসী তাঁহাদিগের সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদিগের অসহায় পরিবারবর্গের জন্য কিছু রাখিয়া যান। অনেকেরই নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইল, অনেকেই অর্থসাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু কেহই সে অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত করিলেন না। অবশেষে বলগ্‌নার প্রোভিসনল্ গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। কিন্তু সেই গবর্ণমেণ্ট আপনার দীনতা ও ভীরুতা গোপন করিয়া এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে—যাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রার্থনা করে, তাহাদিগের স্বদেহের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করা উচিত।

এই বিলম্ব নিবন্ধন যে যে ইতালীয় প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল সেই সেই প্রদেশের অধীশ্বরেরা অষ্ট্রীয়ার সাহায্যে স্ব স্ব রাজ্যে শান্তি পুনঃসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি ভগ্ন মনে ও রিক্ত হস্তে কর্সিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মাতুলও তাঁহার জনক জননীর নামে তাঁহাকে তথায় প্রত্যাগত হইতে বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন।

ম্যাট্‌সিনি মার্সেলিসে প্রত্যাগত হইয়া "নব্য ইতালী" নামক চিরাভিলষিত সভার অধিষ্ঠাপনের সঙ্কল্প পুনর্গ্রহণ করিলেন।

এই সময় মডেনা, পার্ম্মা এবং রোম্যাগ্‌নার নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ সকলেই আসিয়া

মার্সেলিসে একত্র হইলেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমে এক সহস্রে পরিণত হইল। তাঁহাদিগের অধিনায়কগণের সহিত ম্যাট্‌সিনির পরিচয় হইল। স্বদেশানুরাগ ইঁহাদিগের ধমনীমণ্ডলে প্রবলবেগে রুধিরস্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। যে যে ভ্রমবশতঃ ইতালী-উদ্ধারের পূর্ব্বোপক্রম সকল এত দিন বিফল হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা ম্যাট্‌সিনির সহিত স্থির সঙ্কল্প করিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা কখন এরূপ ভ্রমের অধীন হইবেন না।

তাঁহারা সকলেই ম্যাট্‌সিনির সহিত পবিত্রতম বন্ধুত্বসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন। এই সম্বন্ধ—লক্ষ্যের একতা, সুখ দুঃখের সহভাগিতা, বিদেশে সহবাস প্রভৃতি কারণে ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা এক্ষণে পরস্পর যে শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইলেন, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুতেই সে শৃঙ্খল ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

ম্যাট্‌সিনি "নব্য ইতালী" নামক তদীয় অভীপ্সিত সভার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিলেন; এবং জেনোয়াস্থিত তদীয় বন্ধুবর্গের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

ইত্যবসরে, সেই বৎসরের এপ্রিল মাসে কার্লোফেলিসের মৃত্যু হওয়ায়, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রী—চারল্‌স অ্যাল্‌বার্ট সার্ডিনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; চারল্‌সের সিংহাসনাধিরোহণে অনেক দুর্ব্বল প্রকৃতি লোকের মনে প্রবল আশা জন্মিল যে, ষড়যন্ত্রী রাজকুমার রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া এক্ষণে অবশ্যই স্বাভিপ্রেত সকল কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, তাহাদিগের রাজকুমার কখন কোন হৃদগত শুভকর ভাবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় সঞ্চালিত হন নাই—দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তির অনুসরণই তাঁহার সমস্ত কার্য্যের লক্ষ্য ছিল। তাহারা জানিত না যে, তাহাদিগের রাজকুমার যৎকালে কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রে নির্লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার হারাইবার কিছুই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর; সুতরাং ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য না হইলে তিনি অনিশ্চিত মহত্তর সিংহাসনের জন্য নিশ্চিত ক্ষুদ্রতর সিংহাসন হারাইবেন। এরূপ বীরোচিত সাহসিকতায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তির কার্য্য নহে।

চারল্‌স অ্যালবার্ট—কার্ব্বোন্যারো ষড়যন্ত্রী—সার্ডিনিয়ার বর্ত্তমান অধীশ্বর—ইতালীর উদ্ধারব্রতে অবশ্যই ব্রতী হইবেন—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইতালীর অধিকাংশ অধিবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাট্‌সিনির ইতালীস্থ বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই বলিয়া পাঠাইলেন—যে তাঁহার সঙ্কল্প উৎকৃষ্ট হইলেও এক্ষণে অনাবশ্যক ও অসাময়িক; যে যত দিন না সার্ডিনিয়ার নূতন রাজা তাঁহাদিগের চিরলালিত আশালতার উন্মূলন করিতেছেন, তত দিন তাঁহারা কেহই এ ব্যাপারে যোগ দিতে পারিতেছেন না।

ম্যাট্‌সিনি এ উত্তরে হতাশ্বাস হইলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, যত দিন না তাঁহারা সেই মুগ্ধ আশ্বাসে বঞ্চিত হইবেন, তত দিন তাঁহাকে তাঁহাদিগের সহকারিতায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি জানিতেন, তাঁহাদিগকে সেই মুগ্ধ আশ্বাসে বঞ্চিত করিতে

যোসেফ্ ম্যাট্‌সিনি ও নব্য ইতালী।

অধিক আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না; সংবাদপত্র যোগে চারল্‌স অ্যালবার্টকে একখানি পত্র লিখিলেই তাঁহার সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

ম্যাট্‌সিনি চারল্‌স অ্যালবার্টকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল।—

"১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রী রাজকুমার চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টের সার্ডিনিয়ার সিংহাসনাধিরোহণে ইতালীয় অধিবাসিমাত্রেরই অন্তরে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে—যে রাজকুমার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যে সকল প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন এবং তৎকালে অসমর্থতা বশতঃ যে সকল প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হন, এক্ষণে রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অবশ্যই সে সকল প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ইতালীর অধিবাসীরা আহ্লাদপূর্ব্বক ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছে—তিনি সেই সময় সহচরবৃন্দকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হন তাহা অবস্থাজনিত—নিজের ইচ্ছা-জনিত নহে। ইউরোপে এমন হৃদয় নাই যাহার শিরাসমূহে আপনার সিংহাসনাধিরোহণ-সংবাদ শ্রবণে প্রবলতররূপে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; ইউরোপে এমন নেত্র নাই, যাহা এই নবজীবনে প্রবর্ত্তিত আপনার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আপনার উপর পতিত হয় নাই।

রাজন্! আপনার সম্মুখ-জীবন-ক্ষেত্র সঙ্কটাপন্ন। ইউরোপ এক্ষণে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকার ও ক্ষমতা—কার্য্যপ্রবণতা ও স্থিতিপ্রবণতা লইয়া চতুর্দ্দিকে ঘোরতর সমর উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে রাজবৃন্দ বহু দিন হইতে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক—অন্য দিকে প্রজাসাধারণ, যে সকল প্রকৃতিদত্ত অধিকার সকল হইতে এতদিন বঞ্চিত ছিল, তাঁহাদিগের পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প। তর্ক বিতর্কের সময় অতীত হইয়াছে। এক্ষণে—হয় সমর, নয় প্রজাদিগের অধিকার প্রত্যর্পণ—এই দুই বিকল্পের মধ্যে যেটী ইচ্ছা আপনি অবলম্বন করিতে পারেন। প্রজারা বরং সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি তাহাদিগের প্রকৃতিলব্ধ অধিকার সকলের একটীরও পুনরুদ্ধারে পরাঙ্মুখ হইবে না।

রাজন্! এক্ষণে দুইটী পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে বল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রজাদিগকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে প্রার্থিত অধিকার সকল প্রজাদিগকে প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম পথের অনুসরণে অসংখ্য বিপদ্—অসংখ্য বিঘ্ন। রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত—প্রজাদিগের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্তপাত করিবেন, কি তৎক্ষণাৎ আপনার শরীর হইতে দুই বিন্দু রক্ত পতিত হইবে। এক জন প্রজার প্রাণবধ করিবেন, কি ষড়যন্ত্রীর নিষ্কোশিত অসি প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিবে। যদি দ্বিতীয় পথের অনুসরণ করিতে চা'ন, তাহা হইলে—বিচারক ও শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন, করের যথাযথ নির্দ্ধারণ ও বিনিয়োগ, দণ্ডবিধির কাঠিন্য সংযমন এবং শাসনকার্য্যের অত্যাচার সকল নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, এরূপ মনে করিবেন না। শাসনপ্রণালী অপরিবর্ত্তনীয়

ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইলে, রাজা ও প্রজা একটী দুশ্ছেদ্য সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ না হইলে রাজ্যের শাসনকার্য্যে প্রজাদিগের অলঙ্ঘ্য ক্ষমতা ও অধিকার আছে, স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত না করিলে—আপনার সে অভীষ্টসিদ্ধির কোন আশা নাই।

রাজন্! অতঃপর প্রজাদিগের প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে। আংশিক সংস্কার যথেচ্ছাচারের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যতদিন অযথাচারী রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কে দোষী ও কে নির্দ্দোষ তাহার নির্ব্বাচন-ক্ষমতা প্রজাদিগের হস্তে সমর্পিত না হইতেছে, যতদিন প্রজাসাধারণ রাজদণ্ডের ঔচিত্যানৌচিত্য নির্ণয় করিবার অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীর কর্ম্মচ্যুতিতেও প্রজাদিগের হৃদয় প্রশান্ত হইবে না; তাহারা এরূপ কার্য্যকে যথেচ্ছাচারের আর একটী অঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। দণ্ডপ্রণালীর অবৈষম্য ও বিচারের প্রকাশ্যতা—প্রজা-রঞ্জনার্থ এই দুইটী বিষয় সর্ব্বথা অপরিহার্য্য।

রাজন্! অল্প স্বাধিকার ত্যাগে আর প্রজাদিগকে প্রশান্ত করিতে পারিতেছেন না। মানবজাতির যে সকল প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে তাহারা এতদিন বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্তেরই পুনরুদ্ধারসাধন এক্ষণে তাহাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা রাজকীয় বিধির অধীন হইতে প্রস্তুত আছে—কিন্তু তদ্বিনিময়ে তাহারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় একতা চায়। তাহারা এক্ষণে বিভক্ত, বিচ্ছিন্নাঙ্গ এবং উৎপীড়িত; তাহাদিগের এক্ষণে জাতীয় নাম বা জাতীয় অস্তিত্ব নাই। বিদেশীয়েরা তাহাদিগকে দাসজাতি বলিয়া পরিহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারা দেখিতে পায় যে, স্বাধীন দেশের লোক এ দেশ দর্শন করিতে আসিয়া ইহাকে মৃত মহাত্মাদিগের—জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা দাসত্ব-হলাহলে উদর পরিপূরিত করিয়াছে আর তাহারা পারে না—এক্ষণে তাহাদিগের দৃঢ় সঙ্কল্প যে, এ হলাহল তাহারা স্পর্শও করিবে না।

রাজন্! ইতালীর প্রদেশমাত্রই যে অষ্ট্রীয়ার বিদ্বেষী তাহা বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই। আপনি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে যে ইতালীর প্রদেশমাত্রেই সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন—তাহা বোধ হয় আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই নূতন পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। আপনি এই নূতন পথে অগ্রসর হউন—প্রজাসাধারণের উপর নির্ভর করুন—দেখিবেন ফ্রান্স বা অষ্ট্রীয়া অপেক্ষা তাহারা আপনার অবিচলিত ও অসন্দিগ্ধ মিত্রের কার্য্য করিবে। রাজন্! আমি যে রাজমুকুটের কথা বলিতেছি—তাহা পিডমণ্টের মুকুট অপেক্ষা সহস্র গুণে উজ্জ্বলতর ও মহত্তর। এই মুকুট মস্তকে ধারণ করার ভাব মনে আনিতে যে ব্যক্তির সাহস আছে, যে ব্যক্তি এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত আছে, যে ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এতদূর বলবতী যে, সে এই মুকুটমণি হইতে সমুত্থিত কিরণমালা নিজ পাপে ও অত্যাচারে কলুষিত করিবে না, এই মুকুট—এই দেবদুর্লভ মুকুট—সেই মহাত্মারই শিরোভূষণ হইবে।

রাজন্! আপনি যদি এই ইতালীয় জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের অধিনায়ক না হন, তাহা হইলে ইহাকে কিছুদিন বিলম্বিত করিবেন মাত্র, কখনই একেবারে নিবারিত করিতে পারিবেন না। বিধাতা ইতালীয় জাতির ললাটে ভাবী স্বাধীনতা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিধাতার লেখন কে খণ্ডন করে? 'আপনি যদি ইহা না করেন, অপরে করিবে; তাহারা আপনার অভাবেও ইহা করিবে, অধিক কি আপনার বিরুদ্ধেও করিবে।'

রাজন্! আপনার সিংহাসনাধিরোহণে সাধারণ আনন্দ ও সাধারণ উৎসাহ দেখিয়া আপনি ভ্রান্ত হইবেন না। আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, এই আনন্দ ও এই উৎসাহের মূল কি? প্রজাসাধারণ আপনাকে তাহাদিগের সমস্ত আশা ও সমস্ত উচ্চাভিলাষের প্রতিভূ বলিয়া মনে করে এবং আপনার নাম স্মরণ মাত্র তাহাদিগের মনে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ষড়যন্ত্রী রাজকুমারের কথা সমুদিত হয়।

রাজন্! আমি আপনাকে ভূতার্থ বিদিত করিলাম। স্বাধীনতাপক্ষপাতী প্রজাবৃন্দ আপনার কার্য্যাবলীতে এই পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল। সে উত্তর যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভবিষ্যৎ পুরুষ আপনাকে হয় মহত্তম পুরুষ—নয় ইতালীর শেষ প্রজাদ্রোহী রাজা—বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এক্ষণে আপনার যথাভিরুচি।"

চারল্‌স অ্যাল্‌বার্টের প্রতি লিখিত এই পত্রখানি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে পারিসে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেই পত্রখানির প্রথমে প্রকাশকের প্রতি লেখকের নিম্নলিখিত উক্তিনিচয় সন্নিবেশিত হয়।

"লণ্ডন, এপ্রিল ২৭, ১৮৪৭।

"মহাশয়!

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমি রাজা চারল্‌স অ্যালবার্টকে যে পত্রখানি লিখি, তাহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের জন্য আপনি আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তদুত্তরে আমি এই মাত্র বলিতেছি—যে সেই সময় হইতে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি বা যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমস্তই সাধারণের সম্পত্তি। যিনি ইচ্ছা করেন, তিনিই যে কোনও প্রকারে সেই সমস্তের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

"কিন্তু আমি ইচ্ছা করি না যে, এই অনুমোদন পরামর্শ বা উপদেশ রূপে গৃহীত হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষয়টীতে সাবধান হইবেন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজা প্রিন্স বা পোপ দ্বারা, কি বর্ত্তমানে কি ভবিষ্যতে, ইতালীর উদ্ধার-সাধন হইবে না।

"ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলকে একত্র করা, বিদেশীয় অধীনতা হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করা—সামান্য রাজার কার্য্য নহে। এরূপ রাজার অসাধারণ প্রতিভা চাই, নেপোলিয়নের ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্যপ্রবণতা চাই এবং অসামান্য ধর্ম্মপ্রবণতা চাই। অসাধারণ প্রতিভা—যদ্দ্বারা এই গুরুতর ব্যাপারের ভাব মনে অঙ্কিত করিতে পারা যায়—যদ্দ্বারা জয়লাভের সহিত অনিবার্য্য রূপে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তব্য-নিচয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নেপোলিয়নের

ন্যায় তেজস্বিনী কার্য্যপ্রবণতা—সঙ্কল্পিত গুরুতর কার্য্যের অনিবার্য্য সহচর বিপদ্‌পরম্পরার সম্মুখীন হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নহে,—কারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সে বিপদের সংখ্যা অতি অল্পই হইবে;—কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক বন্ধন ও সর্ব্বপ্রকার সন্ধিবন্ধন ছেদনের জন্য,—রাজকীয় জীবনের যে সকল অভ্যাস ও আবশ্যকতা প্রজাদিগের অভ্যাস ও আবশ্যকতা হইতে স্বতন্ত্র ও দূরবিক্ষিপ্ত তাহাদিগের মূলোৎপাটনের জন্য,—ধূর্ত্ত ও ভীত মন্ত্রিদলের বাক্‌জাল ও কূট মন্ত্রজাল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য। অসামান্য ধর্ম্মপ্রবণতা—যদ্দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এতাবৎকালভুক্ত অধিকার-নিচয়ের অন্ততঃ কিয়দংশও পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। প্রজাদিগের অধিকার প্রজাদিগকে ফিরাইয়া না দিলে তাহারা সমরে ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না।

"যে সকল মহীপাল এক্ষণে পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তাঁহাদিগের কেহই এ সমস্ত গুণের আধার নহেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা, তাঁহাদিগের স্বভাব এবং প্রজাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অবিশ্বাস—তাঁহাদিগকে এ সমস্ত রাজোচিত গুণে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বুঝি বিধাতা প্রজাদিগের সম্মুখে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য—রাজাদিগকে এই সমস্ত রাজোচিত গুণে ভূষিত করেন নাই। যখন আমি রাজা চার্লসকে পত্রখানি লিখি তখনও আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও সেইরূপ বিশ্বাস আছে। চার্লস আল্‌বার্ট যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন; ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের গভীরতর প্রতিজ্ঞা সকল তখনও তাঁহার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান,—বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের আর্ত্তনাদ তখনও তাঁহার শ্রুতিতে বিরাজমান,—তিনি প্রজাসাধারণকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন, এই আশায় ও উৎসাহে প্রজাদিগের যে হৃদয়তন্ত্রী এক দিন বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহারি প্রতিঘাতে তখনও তদীয় হৃদয়তন্ত্রী তাড়মান। ইহাতেও তিনি ইতালীদিগের অভাব ও ইচ্ছা কি, তাহা জানিলেন না—ইহাতেও তিনি প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিলেন না।

"ইতালীয়েরা তাঁহার উপর যে প্রকাণ্ড আশাসৌধ নির্ম্মিত করিয়াছিল, আমি তাঁহার নিকট তাহা বিদিত করিয়াছিলাম মাত্র; সে সৌধ নির্ম্মাণে আমার কোন অংশ ছিল না।

"আপনি যদি মল্লিখিত সেই পত্রখানি পুনঃপ্রকাশিত করেন, তাহা হইলে—ফ্রান্সে যাঁহারা আপনাদিগকে নবদলের স্রষ্টা ও অধিনায়ক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং নিয়মতন্ত্র রাজত্বের পক্ষপাতী বলিয়া আপনাদিগের গৌরব করিতেছেন—তাঁহারা অন্ততঃ বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদিগের এই দল নূতন দল নহে—ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয়দিগের মধ্যে যে জাতীয় দল সংস্থাপিত হয়, ইহা তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র; এবং তাঁহারা যে মত নূতন বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতেছেন, সে মত সেই জাতীয় দলের মতের ছায়া মাত্র, জাতীয় দল অনেক বৎসরের প্রবঞ্চনার পর—অজস্র ভ্রাতৃরুধির পতনের পর—যে মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা সেই মতের অনুকরণ মাত্র। ইতালীয়েরা অসংখ্য বিপদ্‌পাতের পর,—বহু দিনের

পরীক্ষার পর,—এই সত্য জানিতে পারিয়াছেন যে—

তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ও সমস্ত ভরসা তাঁহাদিগের নিজের উপর ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে। আপনার জোসেফ্ ম্যাট্সিনি।”

চারল্‌স আল্‌বার্টের প্রতি লিখিত পত্রখানি সর্ব্ব প্রথমে মার্সেলিসে প্রকাশিত হইল। সার্ডিনিয়ার যে যে অধিবাসীকে ম্যাট্সিনি নামতঃ চিনিতেন, ইহার এক এক খণ্ড ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ডাকের চিঠী খোলার পদ্ধতি তখন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয় নাই। তথাপি কি প্রকারে ইহার দুই চারিটী গুপ্ত মুদ্রাঙ্কন সম্পাদিত হইল। এইরূপে অনতিকালমধ্যেই ইহা ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজা চারল্‌স ইহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। এবং পাঠও করিলেন।

অমনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সার্ডিনিয়ার সীমাস্থিত কর্ম্মচারিগণের প্রতি এই সার্কুলার জারী হইল যে—‘ম্যাট্সিনি নামক কোন নির্ব্বাসিত ইতালীয়, যদি ইতালী প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যেন তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়’।

যাহা হউক এই পত্র প্রচারিত হইলে, ইতালীর যুবকসম্প্রদায় উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। ম্যাট্সিনি মার্সেলিসে বসিয়া ইতালীর একতাসমর্থক যে স্বর মুখ হইতে সমুদ্গিরিত করিলেন, সেই স্বরের প্রতিঘাতে ইতালীর যুবকসম্প্রদায়ের নিদ্রিতপ্রায় হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল এবং সেই বাদ্যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের নিদ্রিত বা অননুভূত হৃদয়াবেগের অতিশয় প্রাবল্য হইয়া উঠিল। ম্যাট্সিনি এই ভাবী শুভসূচনা সাহ্লাদে শিরোধার্য্য করিলেন। ম্যাট্সিনির অসমসাহসিকতা এই প্রথম উৎসাহ পাইল।

যদিও যুগে যুগে ইতালীর পুরুষশ্রেষ্ঠগণের মুখ হইতে ইতালীর ভাবী একতা সূচক ভবিষ্যদ্বাণী সমুদ্গিরিত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান রাজমন্ত্রণা-তত্ত্ববিদেরা ইহাকে কার্য্যবিষয়িণী রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাকে অসম্ভবপ্রলাপীর উক্তি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিলেও করা যাইতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। ইতালীর স্বাধীন প্রদেশ সকলকে এক সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কোন একতার ভাব তাঁহারা মনে ধারণা করিতে পারেন না।

তাঁহাদিগের চিন্তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া যতদূর ব্যাপৃত ছিল, জাতীয় স্বাধীনতা লইয়া ততদূর ব্যাপৃত ছিল না। কিন্তু যে দেশ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে?

যাহা হউক ইতালীর প্রজাসাধারণ—চারল্‌স আল্‌বার্ট সম্বন্ধে যে সকল ভ্রমে পতিত হন, তদীয় রাজত্বের প্রথম কার্য্য দ্বারাই সে সকল ভ্রমের অপনয়ন হয়। যে সকল লোক ১৮২১ খৃঃ তদুদ্ভাবিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে নির্ব্বাসিত হন, চারল্‌স রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বোধ হয় তৎপ্ররোচনা ব্যতীত কখন ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে

কতকগুলি আবার চারল্‌সের প্রিয় সহচর ছিলেন; তথাপি তাঁহাদিগের স্বদেশে প্রত্যানয়ন বিষয়ে চারল্‌স একবারও ভাবিলেন না।

ম্যাট্‌সিনি এই ঘটনানিচয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। এই সকল শুভ চিহ্ন ইতালীর ভাবী স্বাধীনতা-সূচক তাহাও তিনি বুঝিলেন। তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলীর প্রতি সাবধান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন কি প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে কার্লো বিয়াঙ্কো—যাঁহার সহিত ম্যাট্‌সিনি তৎকালে মার্সেলিসে সহবাস করিতেছিলেন—অ্যাপোফেসিমিনিস্ নামক একটী গুপ্ত সমাজের অস্তিত্বের বিষয় ম্যাট্‌সিনিকে বিদিত করিলেন। ইহাকে একপ্রকার সৈনিক সভাও বলা যাইতে পারে। ইহার সভ্যদিগের নিকট হইতে শপথ গৃহীত হইত ও তাঁহাদিগকে পরস্পর-পরিচায়ক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদত্ত হইত। ইহাদিগের মধ্যে পদ ও পদের ক্রমারোহণও প্রচলিত ছিল; এবং ইহাদিগের মধ্যে এরূপ কঠিন শাসন প্রচলিত ছিল যে, সে কঠিন শাসনে হৃদয়ের উৎসাহ ও একাগ্রতার উৎস পর্য্যন্তও বিশুষ্ক হইয়া যাইত। অধিকন্তু এই সমাজ কোন সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না।

কিন্তু ম্যাট্‌সিনির সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুশিক্ষা বিধান ও বিদ্রোহের বীজ বপন—এ দুইটীই তাঁহার সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল। চিন্তা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানই তাঁহার প্রবলতর হৃদগত ভাবের বিষয় ছিল। বিশেষতঃ কেন্দ্রোত্থ বিদ্রোহের পতনে তাঁহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, যে সকল সমাজ দ্বারা সেই বিদ্রোহ নিয়মিত ও সঞ্চালিত হইয়াছিল, সে সকলের মধ্যে অবশ্যই সজীবতার পূর্ণ অভাব বর্ত্তমান ছিল। এই জন্য তিনি নূতন লোক লইয়া তাঁহার সমাজ গঠিত করিবেন স্থির করিলেন।

ইতালীকে স্বাধীন করা তাঁহার সমাজবন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইতালীর মহত্ত্ব ও ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত করা—ইতালীকে তাহার অতীত কীর্ত্তি-নিচয়ের উপযোগিনী করা এবং ইতালীর হৃদয়ে তাহার ভাবী কর্ত্তব্যনিচয়ের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করা—তাঁহার সমাজবন্ধনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ম্যাট্‌সিনির এই উচ্চতম মতসকল ইতালীর তৎকাল-প্রচলিত সাধারণ মত-সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

ইতালী সকল বিষয়েই ফ্রান্সের মুখ চাহিয়া থাকিত। ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশগুলিকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করা এবং ইতালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থোন্নতি করাই—ইতালীয় সাধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ইতালীকে এক শাসনের অধীন করা, সমস্ত ইতালীকে এক শিক্ষা-প্রণালীতে দীক্ষিত করা, সমস্ত ইতালীকে এক নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা, সমস্ত ইতালীকে এক জাতিতে পরিণত করা—এ সমস্ত ইতালীয় সাধারণের বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত ছিল। ইহাদিগের কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল না। অধিক কি বর্ত্তমান অসহ্য ক্লেশরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা যে কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর এবং যে কোনও লোকের অধীন হইতে প্রস্তুত ছিল। . . . .

ইতালী যে পর-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া

স্বয়ং স্বাধীনতা সমরে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ—এ ভাব কেবল ম্যাট্সিনিরই অন্তরে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়। ম্যাট্সিনির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে—

আত্ম-নির্ভর-পর না হইলে কোন জাতই স্বাধীন হইতে পারে না।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ফরাসি গবর্ণমেণ্টের জঘন্য অনুবর্ত্তিতা হইতে স্বদেশকে উন্মুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ম্যাট্সিনি জানিতেন যে—ইতালীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বার্থপরতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে "নিরভিসন্ধি আত্মত্যাগ" রূপদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন আশা নাই। তিনি জানিতেন যে, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা কখনই বিজয়মার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তিনি জানিতেন যে, অবিচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা বিজয়ী হইয়াও বহু দিন আত্মগৌরব রক্ষণে সমর্থ হইবে না।

কার্ব্বোন্যারিজ্‌ম সম্প্রদায় ম্যাট্সিনির নিকট এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া প্রতীত হইল। অষ্টাদশ লুই এবং দশম চারল্‌সের রাজত্বকালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত সমদর্শী সমাজের ন্যায়, ইহার লক্ষ্য এত অনির্দ্দিষ্ট ছিল যে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন। অটল বিশ্বাস ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যতিরেকে কখনই একতা সম্পাদিত হয় না এবং একতা ব্যতিরেকেও কখন মহতী অবদান পরম্পরা সংসাধিত হইতে পারে না।

যৎকালে দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়ন্ ইউরোপের ভস্মরাশির উপর প্রকাণ্ড একতাসৌধ নির্ম্মাণ করেন, যৎকালে ইউরোপে এক দিকে ভাবী শুভের বলবতী আশা যুবক হৃদয়কে এবং অন্য দিকে দুর্দ্দমনীয় সর্ব্বগ্রাসকরী বৃত্তি বৃদ্ধ-সৈনিক-হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছিল, যৎকালে এক দিকে প্রজারা দূর হইতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবী রাজ্যের মোহন মূর্ত্তির ছায়া মাত্র অবলোকন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছিল ও অন্য দিকে গবর্ণমেণ্ট অতীত ঘটনাবলীর নিদর্শন দেখাইয়া পূর্ব্বপ্রচলিত অত্যাচার সকল পুনরাবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই কালে—সেই পরস্পরবিরোধী মত সকলের সংঘর্ষকালেই—কার্ব্বোন্যারিজ্‌ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবহেতু পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার লোকেই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং যে ভীষণ তমোরাশি তৎকালে ইউরোপ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরে ইহার প্রকৃত অবয়ব অতি অস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হইতে লাগিল।

যতদিন কার্ব্বোন্যারিজ্‌ম সম্প্রদায়কে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করা সম্ভবপর ছিল, ততদিন ইহা সিসিলির রাজগণের আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সামান্য উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কার্ব্বোন্যারিজ্‌ম দেশীয় লোকের মনকে প্রকৃত লক্ষ্যের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। যদিও রাজগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া ইহা রাজকীয় উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তথাপি ইহা অতর্কিত ভাবে পূর্ব্বের কতকগুলি অভ্যাসের অনুসরণ করিত। এই সম্প্রদায়ের আর একটী সাংঘাতিক দোষ এই ছিল যে, ইহা সমাজের উচ্চতম শ্রেণী হইতেই অধিনায়ক সকল মনোনীত করিত। ইহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, ইতালীর উদ্ধার

উচ্চশ্রেণী দ্বারাই সংসাধিত হইবে। ইহাঁরা জানিতেন না যে, বৃহৎ বিপ্লব সকল প্রজাবৃন্দ ব্যতিরেকে আর কাহারও দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। অনেক রাজনৈতিক সমাজেই এই ভয়ঙ্কর ভ্রম অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে।

কার্ব্বোন্যারিজমের আর একটী প্রধান দোষ এই ছিল যে, ইহা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজসৌধের কিরূপে মূলাকর্ষণ করিতে হয় তাহাই শিখাইত; কিন্তু কিরূপে সেই স্থলে নব সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহা শিখাইত না।

এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা দেখিলেন যে, যদিও জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ে সমস্ত ইতালীয়েরাই একবাক্য; তথাপি জাতীয় একতা বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যে যে গুরুতর প্রভেদ আছে তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন।

তাঁহারা এই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পতাকার উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা—এ উভয়ই অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং কি উপায়েই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, ভবিষ্যতে যখন আবশ্যক হইবে তখন দেশের উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরাই তাহার মীমাংসা করিবেন।

এই রূপে তাঁহারা "জাতীয় একতা" শব্দ স্থানে "জাতীয় মিলন" শব্দ প্রয়োগ করিলেন। ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক শাসনের অধীন হইবে—ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল এক সন্ধিসূত্রে পরস্পর-সম্বদ্ধ হইবে,—"মিলন" শব্দে এই দুই অর্থই বুঝাইতে পারে।

সাম্য বিষয়ে এই সম্প্রদায় কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। অথবা এরূপ অস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহা হইতে প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থও ব্যক্ত হইতে পারে।

এই রূপে কার্ব্বোন্যারিজম্ একতাবন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও সেকালে সাধারণমনে যে সকল সন্দেহের ও প্রশ্নের আন্দোলন হইতেছিল, সে সকল সন্দেহের কোন উৎকৃষ্ট মীমাংসা বা সে সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিল না। যাহাদিগকে বিপদ্ প্রাঙ্গণে আহ্বান করিতেছে, যাহাদিগের নিকট হইতে বিবিধ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে তাহাদিগের নিকটও ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর কোন বিবরণ প্রকাশ করিল না।

সকল শ্রেণীর লোকই ইহার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। কারণ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই ইচ্ছা এবং সকলেরই চেষ্টা যাহাতে বর্ত্তমান শৃঙ্খলা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই রূপে এই সমাজের সভ্যসংখ্যা অসাধারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যদিও এই সম্প্রদায়ের মত সকল সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তথাপি ইহার অধিনায়কদিগের প্রজা-সাধারণের উপর বিশ্বাস না থাকায়, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রাপ্ত হইলে, এই সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, এই

জন্যই কেবল এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা প্রজাসাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে কোন অব্যবহিত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের এরূপ কোন ইচ্ছা ছিল না।

এই সমাজের যুবক-সম্প্রদায় উৎসাহপূর্ণ ও কার্য্যদক্ষ, স্বদেশহিতৈষী ও সাধারণতন্ত্রপ্রিয় যুদ্ধকুশল ও গৌরবপ্রিয়; কিন্তু প্রাচীনসম্প্রদায় সাম্রাজ্যপ্রিয় ও কার্য্যকুণ্ঠ, বিশ্বাসশূন্য ও আশাবিরহিত এবং শুদ্ধ নিজেরাই উৎসাহ ও সাহসে বঞ্চিত হইয়াও ক্ষান্ত নহেন—যুবক-হৃদয়ের উৎসাহ ও সাহসের বীজ পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ প্রাচীন সম্প্রদায়ের হস্তে তাদৃশ যুবক-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্পিত হইল।

ক্রমে কার্বোনারোদিগের সংখ্যা এত অধিক হইল যে, তাহাদিগের গুপ্ত ভাব অনক্ষণীয় হইয়া উঠিল। অনতিকালমধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া দলপতিরা দলস্থ ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সেই গুরুতর কার্য্যে তাহারা স্বয়ং অসমর্থ হইয়া একজন অধিনায়কের—একজন রাজার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই দিন হইতেই কার্বোনারিজমের পতন আরম্ভ হইল—এই দিন হইতেই কার্বোনারিজম্ একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

'জাতীয় অভ্যুত্থান ও ইহার পতন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে দিন হইতে কার্বোনারোগণ ইতালীর উদ্ধার-সাধনের জন্য একজন রাজার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহাদিগের পতন আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতেই তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন।

রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উপর যে কার্বোনারোদিগের বিশেষ আস্থা ছিল এরূপ নহে; কারণ তাঁহারা আপনাপনির মধ্যে রাজতন্ত্র লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও ত্রুটী করিতেন না। তথাপি তাঁহারা যে এত আদরের সহিত ইহাকে গ্রহণ ও এত উৎসাহের সহিত ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, ইহা তাঁহাদিগের বলপ্রাপ্তির প্রধান কারণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রজামণ্ডলীকে তাঁহারা অতিশয় ভয় করিতেন; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, তাহাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিলে—তাহাদিগের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে—বিপ্লবের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, নির্ম্মুক্ত বৃষের ন্যায় তাহাদিগকে শেষে আয়ত্ত করা দুরূহ হইবে; তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল রাজতন্ত্রের আশ্রয় লইলে তাঁহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইবে না অথচ তাঁহাদিগের অভীষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, এই অভ্যুত্থানের সহিত কোন রাজনাম সংশ্লিষ্ট করিলে তাঁহারা অস্ট্রীয়ার ক্রোধানল কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত করিতে পারিবেন এবং ইংলণ্ড কি ফ্রান্স—কোন না কোন রাজতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এইজন্যই তাঁহাদিগের নেত্র পীডমন্টের চারলস আলবার্ট এবং নেপলসের প্রিন্স ফ্রান্সেসকোর উপর পতিত হইল। চারলসের প্রকৃতি স্বভাবতই যথেচ্ছাচারপ্রবণ ছিল; এবং তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি অতিশয় তেজস্বিনীসত্বেও মহত্ব অভাবে তাহা কখনই পরিতৃপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়—ফ্রান্সেসকো, জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কপটাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। কার্বোন্যারোগণ এবম্ভূত দুই অযোগ্য রাজপুরুষের হস্তে ইতালীর ভাবী আশা ন্যস্ত করিলেন—ইতালী উদ্ধারের সমস্ত আয়োজনভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, এই দুই রাজপুরুষের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং মতও স্বতন্ত্র। জানিয়াও তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় এরূপ পরস্পর-বিসংবাদী উদ্দেশ্য ও মতের সামঞ্জস্যের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিলেন।

রাজনামে—রাজপ্রতাপে—তাঁহাদিগের দলে লোক-সংখ্যা অধিক হইবে, কার্বোন্যারোগণ এই আশাতেই রাজ-চরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে,শুদ্ধ লোকের সংখ্যায় কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। যাহারা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি এবং যে কার্য্যে অবতীর্ণ হইবে সেই কার্য্যের প্রতি আসক্তিই কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান মূল। বিপ্লবের অধিনায়কদিগের উচ্চ লক্ষ্যের অসদ্ভাবের অনিবার্য্য পরিণাম কি, উপস্থিত ঘটনাবলী দ্বারা তাহাও বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইল।

কার্বোন্যারোদিগের প্রথম উদ্যম কৃতকার্য্য হইল। তাঁহাদিগের পথে কোন গুরুতর বিঘ্নপরম্পরা অবস্থিত ছিল না। কিন্তু এই কৃতকার্যতা অনতিবিলম্বেই ঘোরতর অন্তর্বিদ্রোহে পরাভূত হইল। প্রলয়-কার্য্য মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে—এমন সময় প্রত্যেক কার্বোন্যারো আপন আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত মতামত লইয়া পরস্পরের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রলয়কার্য্যে তাঁহাদিগের সকলেরই ঐকমত্য ছিল। কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ উপস্থিত হইল। কতকগুলির মত যে,—সমস্ত ইতালী এক রাজতন্ত্রের অধীন হয়; অনেকের ইচ্ছা যে, ইতালী ফ্রান্স বা স্পেনের সহিত মিলিত হয়। কাহারও কাহারও ইচ্ছা যে ইতালীতে একমাত্র সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়; আবার অনেকের ইচ্ছা যে ইহা বহু সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত হয়। কিন্তু কাহারও ইচ্ছা সফল হইল না—সুতরাং সকলেই আপনাদিগকে প্রতারিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

উপস্থিত-কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য তৎকালে ইতালীতে কয়েকটী প্রোভিসনল্ বা সাময়িক গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হয়। কিন্তু কার্য্যপ্রারম্ভেই সভ্যদিগের পরস্পর-বিবাদে তাঁহাদিগের কার্য্য-স্রোত ব্যাহত হয়। কেহ কেহ কিছুই করিব না বলিয়া বসিয়া রহিলেন, আবার অনেকে শুদ্ধ কিছু না করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, অপরে কিছু করিতে উদ্যত হইলেও, তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এইজন্যই সেই সকল গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ অব্যবস্থিততা ও অনিশ্চিততা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল গবর্ণমেণ্ট যদি দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা

হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন। যাহা হউক এই সকল কারণে ইতালীর যুবকবৃন্দ ও প্রজাসাধারণ অচিরকালমধ্যেই নিরুৎসাহ, ছিন্ন ভিন্ন এবং লক্ষ্য-শূন্য হইয়া পড়িল।

রাজতন্ত্রতা বিপ্লবের অধিনায়ক হওয়ায়, কার্য্যের সাধক মনোনীতকরণে কার্ব্বোন্যারোদিগের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। রাজতন্ত্রতার সহিত অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যাবলী ও অসংখ্য বিশ্বাস, বিদ্রোহ-জীবনের নির্ভীক পরিণতি হইতে দিল না। কিন্তু ন্যায়ের রাজ্য এক সময়ে না এক সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। বিদ্রোহের অধিনায়কেরা অসন্দিগ্ধরূপে খ্যাপন করিলেন যে, প্রজা-সাধারণ আত্মোদ্ধারে বা আত্ম-শাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম, এইজন্য তাঁহারা প্রজাসাধারণকে আত্মোদ্ধারসাধক অস্ত্র প্রদান দ্বারা বিদ্রোহের অধিনয়ন-কার্য্যে কোনও অংশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রজারূপ বলের স্থানে অন্য বলের বিনিয়োজনা করিতে হইয়াছিল—এই অভাব পূরণের জন্য তাঁহাদিগকে অগত্যা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? তাঁহারা শরণাগত হইলেন—আপনাদিগের অধিকার, আপনাদিগের স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে বিসর্জ্জন দিলেন—আপনাদিগের মান সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা কি পাইলেন? মিথ্যা আশা! মিথ্যা প্রতিজ্ঞা! তাঁহারা রাজপুরুষদ্বয়ের হস্তে মন্ত্রী ও সেনাপতি মনোনীতকরণের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারই বা ফল কি হইল? দেশশত্রু বিশ্বাসঘাতক ও অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ইতালীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী অর্পিত হইল—ইতালীর দুর্দ্দশা—যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা—অধিকতর হইল। তাঁহাদিগের পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে হইল যে—তাঁহাদিগের সমস্ত আশা ভরসার স্থল সেই রাজপুরুষদ্বয়ই শত্রুশিবিরে পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিয়া, যে বিদ্রোহ তাঁহারা আপনারাই উত্তেজিত করেন, তাহারই বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রিন্স অ্যাল্বার্ট ও প্রিন্সফ্রান্সেস্কোর পলায়নের পরেই ইতালীয় জাতীয় অভ্যুত্থানের পতন আরম্ভ হয়। নিয়োপলিটান্ অভ্যুত্থানের সর্ব্বপ্রথমেই পতন হয়। নিয়োপলিটেসের পতনের প্রথম লক্ষণ বেনেভেণ্টো এবং পণ্টিকর্ভো নামক চির-সংশ্লিষ্ট নগরীদ্বয়ের পরিত্যাগ। দ্বিতীয় লক্ষণ নিয়োপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষণা—যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহারা রণে প্রবৃত্ত হইবেন না। তৃতীয় লক্ষণ যৎকালে অষ্ট্রিয় সৈন্য ইতালীর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত, তখনও নিয়োপলিটান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষণ—যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয় সেনা নিয়োপলিটান্ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহাতে পদার্পণ না করিতেছে, ততক্ষণ তাহাদিকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না।

পীড্মণ্টিস্ অভ্যুত্থান ঠিক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। ইহার অধিনায়কেরা নিয়োপলিটীসের দৃষ্টান্তে আপনাদিগকে অনায়াসেই ভ্রম হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন—একইরূপ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহারা করিলেন না, সেইজন্যই ক্রমেই তাঁহাদিগেরও পতন হইল। যৎ-

কালে লম্বার্ডীর সমস্ত লোক অভ্যুত্থানোন্মুখ হইয়াছিল, যৎকালে কেবলমাত্র ২৫০০০পচিশ হাজার পীড্‌মণ্টিস্‌ সৈন্য লম্বার্ডদিগের সহিত মিলিত হইলে লম্বার্ডের বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিত—কারণ তৎকালে লম্বার্ডীতে যে অষ্ট্রীয় সৈন্য ছিল, তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে, এরূপ জাতীয় অভ্যুত্থান কখনই নিবারণ করিতে পারিত না—তখনও তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য প্রেরণ করা হইল না, এই সাহায্য তাঁহারা অভ্যুত্থানের এক সপ্তাহ মধ্যে অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিতেন। এইরূপে একে একে নিয়োপলিটিস্‌ পীড্‌মণ্ট ও লম্বার্ডী পতিত হইল। ইহাদিগের পতনে ইতালীর হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল। ইতালীয় উদ্ধার-সাধন দূর-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

চার্লস্‌ অ্যালবার্ট—যিনি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন—বিজ্ঞাপন জারি করিলেন যে, যে সকল সৈন্য বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, বিদ্রোহিদলের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংস্রব পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। বিদ্রোহিসমাজ রুষীয় দূত মসিনিগোর শরণাপন্ন হইলেন। রুষীয় দূত স্বীকার করিলেন যে, অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রদান করাইবেন এবং এরূপ আশাও দিলেন যে, তিনি ইতালীতে কোন প্রকার নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই বিদ্রোহিসমাজের অধিকাংশ সভ্যেরই নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা প্রতিবাদাসহ। সকলেই দীক্ষিত কার্ব্বোনারো। তাঁহারা যে -সাধন মানসে বিপ্লব হইতে নিরস্ত হইলেন তাহা নহে। একদিকে বিপ্লবের আনুষঙ্গিক নৈমিত্তিক বিশৃঙ্খলা তাঁহাদিগের মনে পড়িল, অন্যদিকে রাজ্য-তন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা মনে পড়িল। উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অগত্যা শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। যে লোককে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, যে ব্যক্তি—তাঁহাদিগের মনে ভয় ছিল—একদিন তাঁহাদিগকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিলেও করিতে পারে, তাঁহারা অগত্যা তাহার নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কোন্‌টী ন্যায়-সঙ্গত তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না এরূপ নহে; কিন্তু বুঝিয়াও ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা পুরাতন রাজকর্ম্মচারী ও পুরাতন সেনাপতিগণকে পরিবর্ত্তিত না করিয়া রাজ্যের পূর্ণ সংস্কারে—আমূল পরিবর্ত্তনে—কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সুতরাং বিফল হইল। তাঁহারা নোভারায় গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লাটুরের হস্তে এবং সেভয়ের গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট ডাণ্ডিজেনির হস্তে সেই আমূল পরিবর্ত্তনের ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, ইঁহারা দুই জনেই বিপ্লবের প্রখ্যাত শত্রু।

সমরের অনিবার্য্যতা ও আবশ্যকতা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছিলেন ও বলিয়াও ছিলেন। তথাপি রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলার পাছে কোন ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থিত হইয়াও প্রজাসাধারণকে শস্ত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন; ইলেক্‌টরাল্‌ সমাজ আহ্বান করিতে অপরিমিত বিলম্ব করিলেন; প্রত্যুত যে কোন কার্য্য দ্বারা বিপ্লববিষয়ে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি সমুদ্ভূত করা যাইতে পারিত, তাঁহারা তৎসমস্তেই অবহেলা প্রদর্শন করিলেন; অধিক

কি জেনোয়ায় লবণের মূল্য কমানোর জন্য যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয়, তাহা পর্য্যন্তও তাঁহারা রদ করিলেন।

এইরূপ অসংখ্য ভ্রমে ও অন্তর্দৌর্ব্বল্যেই কার্ব্বোনারোদিগের পতন হইল। যদি তাঁহারা প্রবলতর শত্রুসেনা দ্বারা পরাভূত হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ গৌরবরক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দুর্বুদ্ধিতার দোষে—আপনাদিগের বৈপ্লবিক কার্য্যপ্রণালীর পরস্পর-বিসংবাদেই—বাহ্য অন্তরায় বিনাও পতিত হইলেন। তাঁহারা ইতালীর উদ্ধার-সাধন করিবেন, অথচ প্রজা-সাধারণকে স্বাধীনতা দিবেন না—তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিবেন না। তাঁহারা স্বদেশকে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিবেন, অথচ বিপ্লবের অধিনায়ন কার্য্যের ভার অষ্ট্রীয়ার দাস কতিপয় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিবেন! তাঁহারা প্রচলিত শাসনপ্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিবেন, অথচ প্রচলিত শাসনপ্রণালীর প্রধান সমর্থক পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত রাখিবেন। কিন্তু অসম্ভব কে সম্ভবপর করিতে পারে?

কার্ব্বোনারোগণ ম্যাট্সিনির নিকট এইরূপ চিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন—মস্তকশূন্য এক প্রকাণ্ড ও সবল দেহ—এক সম্প্রদায়, যাহাতে উদার ইচ্ছার অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু লক্ষ্য ও উপায়ের কোনও সামঞ্জস্য নাই এবং অন্তর্নিগূহিত জাতীয় ভাবকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে পরিমাণ যুক্তি ও যে পরিমাণ বহুদর্শন থাকা আবশ্যক, তাহার অস্তিত্বের অভাব আছে।

কার্ব্বোনারোদিগের বিশ্বনাগরিকতায় তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যকরী শক্তি অতিশয় ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদিগের কার্য্যের লক্ষ্য হওয়ায় তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন দেশেরই মঙ্গলসাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু কার্ব্বোনারোগণ একটী গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহারা যে বীরোচিত অবিচলিততার ভাব শিক্ষা দ্বারা লোকের মনে চির-অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে, নির্ভীকতার সহিত তাঁহারা স্বদেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—সেই অবিচলতা ও নির্ভীকতার সহস্র দৃষ্টান্ত ইতালীয় জাতির অন্তরে এমন একটী জাতীয় একতার ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা হইতেই ইতালীর ভাবী জাতীয় মিলন ও মহতী ভবিষ্য অবদান-পরম্পরার পথ উন্মুক্ত হয়; তাহা দ্বারাই কি সম্ভ্রান্ত কি অসম্ভ্রান্ত, কি ধর্ম্মব্যবসায়ী, কি সাহিত্যোপজীবী, কি সিবিল্ কি সৈনিক—ইতালীর সকল শ্রেণীর লোকই এক লক্ষ্যে দীক্ষিত হন।

এই সময় ইতালীতে যে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং যে অমানুষ সহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতার সহিত কার্ব্বোনারো দণ্ডিতগণ আপনাদিগের দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা পাঠ করিলে তাদৃশ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি মৃত ব্যক্তিরও হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে এবং কার্ব্বোনারোদিগের প্রতি পাষাণ-হৃদয়ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। ইতালীয় অভ্যুত্থান নিবারিত হইলে অসংখ্য কার্ব্বোনারো ষড়যন্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অধিক কি ধর্ম্মোপজীবীরাও এই দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। দক্ষিণ

ইতালীতে অসংখ্য এবং মডেনায় দুইজন-মাত্র ধর্ম্মোপজীবী এই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। কার্ব্বোন্যারোগণ কিরূপ নির্ভীকতা ও বীরোচিত ঔদার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করেন, তাহা একটীমাত্র উদাহরণে বিশদীকৃত হইতে পারে। ইঁহাদিগের অন্যতম সভ্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক গুইসেপী আণ্ড্রিয়োলী যৎকালে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি ও তৎ সহচর কারাবাসিগণের মধ্যে তাঁহারই কেবল প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তৎকালে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না এবং তিনি এই করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কারাবাসীদিগের নিজ নিজ মুখ হইতে তাহাদিগের বিদ্রোহিতাপরাধ স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য নৃশংস রাজতান্ত্রিকেরা ভীষণ উপায় সকল উদ্ভাবিত করিয়াছিল। কারাবাসীদিগের পানীয়ের সহিত ইন্‌ফিউশন অব আট্রোপোস্ বেলাডোনা নামক ঔষধি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনতি-বিলম্বেই মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত। মস্তিষ্কের এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কারাবাসী-দিগকে যাহাই জিজ্ঞাসা করা হইত, তাঁহারা ভয়ে ও আত্মসংযমাভাবে তাহাই স্বীকার করিতেন। দণ্ডোরা সম্মুখে আপনা-দিগের অপরাধ স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের-বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইত না, সুতরাং বিনা আয়োজনে তাঁহারা বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হইতেন। এইরূপে অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইল। ক্ষুদ্র মডেনা রাজ্যে ১৪০, পীডমণ্টে শতাধিক এবং লম্বার্ডী, নেপল্‌স ও সিসিলিতে অগণ্যসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ বধ হইল।

বিপদে ধৈর্য্য, অবিচলিত অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং স্বদেশের কার্য্যে অকা-তরে প্রাণবিসর্জ্জন করা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সক্ষম হন, কার্ব্বোন্যারোদিগের সে সকল গুণের কোনও অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা এই গুরুতর অভ্যুত্থানে অকৃতকার্য্য হইলেন কেন ? এ দুরূহ প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে ? আমরা এই অভ্যুত্থান-সমকালিক কার্ব্বোন্যারোদিগের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্ন লিখিত কয়েকটী ঘটনাকে তাঁহাদিগের পতনের মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি—প্রথমতঃ কি প্রণালীতে প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এবং প্রলয়কার্য্য সমাপন করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কার্ব্বোন্যারো-সম্প্রদায়ের অধিনায়কেরা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অথবা প্রজাসাধারণকে তাহার কোনও তালিকা প্রদান করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত ছিল যে, কি প্রণা-লীতে কার্য্য করিতে হইবে, এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া শেষেই বা কি কি কার্য্য করিতে হইবে, এ সমস্ত সবিশেষ জানিতে না পারিলে, যাহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কার্ব্বোন্যারোগণ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপরই তাঁহা-দিগের জয়াশা অধিক পরিমাণে সন্ন্যস্ত করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত

ছিল যে—আপনারা সক্ষম না হইলে কখনই পর-সাহায্যে স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে সকল ইতালীর অধিবাসী বিদ্রোহের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কার্ব্বোনারোগণ তাঁহাদিগেরই হস্তে বিদ্রোহের আনীতি ও পরিণতির ভার সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এ সামান্য জ্ঞান থাকা উচিত ছিল যে, বিদ্রোহের সৃষ্টির সহিত যাঁহাদিগের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, বিদ্রোহের ফলাফলের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ মহানুভূতি থাকিতে পারে না।

যাহা হউক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে বিদ্রোহিদিগের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির একটী স্পষ্ট লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। উচ্চশ্রেণী ও সৈনিক দলের হস্তক্ষেপ ব্যতীত বিদ্রোহে কৃতকার্য্যতালাভ অসম্ভব—এই অন্ধ বিশ্বাস এই দ্বিতীয় বিদ্রোহকালে বিদ্রোহিদিগের মন হইতে চলিয়া যায়। ইতালীর বক্ষেই কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতেই এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সমুত্থিত হয়।

প্যারিসের ত্রৈদিবসিক বিদ্রোহের পর দিন, বলোনার ডাকঘর লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্যারিসের সংবাদপত্র সকল বলোনার যুবক-বৃন্দের হস্তে আসিয়া পড়িল। যুবকবৃন্দ উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়া কাষ্ঠ-মঞ্চকে দণ্ডায়মান হইয়া পরিবেষ্টনকারী শ্রোতৃবৃন্দকে প্যারিসের ঘটনা সকল পড়িয়া শুনাইলেন। উৎসাহ-স্রোত যুবকহৃদয় হইতে উচ্ছলিত হইয়া প্রবল বেগে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় প্লাবিত করিল। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্রসংগ্রহ হইতে লাগিল; দলে দলে ইচ্ছা-সৈনিকের সংখ্যা স্ফীত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বেই সেনানায়ক সকল মনোনীত হইল। এই সংক্রামক উৎসাহ বলোনার রাজসেনাদলের চিত্ত পর্য্যন্তও অধিকার করিল। বলোনার সেনাপতি গবর্ণরকে জানাইলেন যে, তাঁহার সৈনিকেরা নগরবাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অস্বীকৃত। সুতরাং এই বিদ্রোহ-স্রোত অপ্রতিহত বেগে বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল।

এই অগ্নি অন্যান্য নগরেও জ্বলিয়া উঠিল। ২রা ফেব্রুয়ারী মডেনার নাগরিকেরা সাইরো মিনোত্তির গৃহের উপর যে কামান-গোলক বর্ষণ করিল, তাহাই জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্কেত চিহ্ন-স্বরূপ পরিগৃহীত হইল। বলোনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী বলোনার অধিবাসিগণ তাহাদিগের ডিউক ও তদীয় পারিষদ্বর্গকে নগরী হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিল। ইলোমা ফেয়েন্‌সা, ফর্লী, কাসেনা এবং রাভেন্না একে একে সকলেই স্বাধীন হইয়া উঠিল। ৭ই তারিখে ফেরারাও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অষ্ট্রীয় সৈন্য পলায়ন করিল। ৮ই তারিখে পেসারো, ফসোম্‌ব্রোণ, ফেনো এবং অর্বীণো আপনাদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করিল। ১৩ই তারিখে বিদ্রোহাগ্নি প্রথমে পার্ম্মায়, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে কামেরিণো, আস্‌কোলি, পেরুজিয়া, তার্ণী, নার্ণী এবং অন্যান্য নগরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সাধারণ বেগ ও সমবেত উৎসাহোন্মাদের এতদূর শক্তি যে—যে কার্য্য এক যুগে সম্পন্ন হওয়া কঠিন, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই বৈদ্যুতিক বেগে নিষ্পন্ন হইয়া উঠিল। এই উৎসাহ ও বেগ এত বিশ্বজনীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও ইহা দ্বারা উন্মাদিত হইয়া-

ছিলেন। তাঁহারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ বলসাধ্য যুদ্ধ-ব্যাপারে নিযুক্ত হন নাই বটে; কিন্তু গৃহে বসিয়া পতাকা, ককেড্‌স প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যথাসাধ্য বিদ্রোহের সাহায্য করিতে ক্রটী করেন নাই। এ দিকে রণবৃদ্ধ বীর পুরুষগণ যুবকবৃন্দের মন বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতেছে দেখিলে অমনি তাঁহাদিগের দেহ বস্ত্রোন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়া বলিতেন "দেখ; স্বদেশের রক্ষার জন্য আমাদিগের শরীর কত ক্ষত ধারণ করিয়াছে!"

এই রূপে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ ইতালীয় অধিবাসী জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত মিলিত হইল। তাহারা স্বজাতির উদ্ধার-সাধনে প্রাণ সমর্পণ করিল। তাহারা যে শুদ্ধ আত্মরক্ষণপর সমরের জন্য উদ্যুক্ত হইল এরূপ নহে, পরবর্ত্তী সমরের জন্যও প্রস্তুত হইল।

ক্রমে এই অভ্যুত্থান ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় আকার ধারণ করিল। ইতালীয় ত্রৈবর্ণিক ককেড্‌ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে বলোনার যুবকবৃন্দ টস্‌কানীর আক্রমণে চেষ্টমান হন; মডেনা ও রেজিওর যুবকবৃন্দ মাসানগরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন; এবং অবশেষে জাতীয় সেনা ফর্লোর মধ্য দিয়া নেপাল্‌স রাজ্য আক্রমণে নীত হইবার জন্য অধিনায়কদিগকে গুরুতর উত্তেজনা করিতে লাগিল। কিন্তু অধিনায়কেরা ঈদৃশ—মূলতঃ লক্ষ্যতঃ ও উপাদানতঃ—জাতীয় বিপ্লবকে প্রাদেশিক অভ্যুত্থানে পরিণত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বিস্তৃতি ও পরিব্যাপ্তি জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম, বিপ্লবের অস্তিত্বের মূলসূত্র। বিপ্লবকে সজীবিত রাখিতে হইলে ক্রমেই ইহার পরিধির বিস্তার সাধন করা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু বিপ্লবের অধিনায়কেরা ইহার ক্রমিক বিস্তৃতি সাধন না করিয়া ক্রমেই ইহাকে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বিধি দ্বারা নিষেধ করিলেন অতঃপর কেহই বক্তৃতা রচনা বা কথোপকথন দ্বারা বিদ্রোহ-সূত্রের প্রচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পূর্ব্বাগত বিঘ্নরাশি বিদূরিত না করিয়া বরং বিদ্রোহমার্গে নব নব বিঘ্নরাশি সঞ্চিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বব্যাপিনী জাতীয়তাই এই অভ্যুত্থানের প্রকৃত জীবন। ইতালীয় জাতিই এই অভ্যুত্থানের একমাত্র জনক। কিন্তু তাঁহারা সেই ইতালীয় জাতির উপর নির্ভর না করিয়া ইতালীর বহিশ্চর জাতিদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। অষ্টীয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, যেরূপ উৎসাহ অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিলে তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী সমরে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই দেখাইলেন না; বরং এরূপ ঘোষণা করিয়াদিলেন যে, শান্তির পরিরক্ষণ ও পুনঃসংস্থাপনের উপরেই বিপ্লবের জয় প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে এবং শান্তি যে শুদ্ধ সম্ভবপর এরূপ নহে—ইহা অনায়াস-রক্ষ্য ও অনায়াস-লভ্য, সুতরাং যেকোন কার্য্য দ্বারা শান্তিভঙ্গ বা শান্তির ব্যাঘাত সম্পাদন হওয়া সম্ভব, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদ্রোহের উপাদানসামগ্রীর প্রকৃতি এবং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলের অবস্থান-বৈষম্য জন্য ... সাধারণতন্ত্রপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ ইহাতে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সকলের সহানুভূতি লাভ অসম্ভব; এই

প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি সমাকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত অধিনায়কদিগের প্রাণপণে যত্ন করা উচিত ছিল। প্রজাসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রধান উপায়, তাহাদিগের নিকট অকপট ভাবে আপনাদিগের সমস্ত মনোগত ভাব খুলিয়া বলা, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া রাজবৃন্দের অনুগ্রহভিখারী হইলেন এবং সেই জাতীয় অভ্যুত্থানকে রাজসভার জটিল মন্ত্রণাজালে পর্য্যুদস্ত করিলেন।

অপরকে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে; অপরের কার্য্যকরী শক্তি উদ্দীপিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগের কার্য্যকরী শক্তি দেখাইতে হইবে, অপরের মনে বিশ্বাসের ভাব অঙ্কুরিত করিতে হইলে, অগ্রে আপনাদিগকে বিশ্বাসী হইতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই দুর্ব্বলতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা-জনিত ভীতি পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং বিদ্রোহী প্রদেশ সকলে তাঁহাদিগের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গভীর হতাশতার ভাব ইতালীর সমস্ত প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ইতালী উদ্ধারের জন্য নির্ভর করার বিষময় ফল কার্ব্বোন্যারোগণ ক্রমেই উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স অসন্দিগ্ধরূপে ঘোষণা করেন যে, তিনি কোন প্রকারেই বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবেন না। এই ঘোষণা সত্ত্বেও ইতালীয় অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইতালীর প্রভাবশালী লোকগণ লাটুর মবুর্গ নামক প্যারিসস্থিত ইতালীর দূতের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে —"যদি ইতালীতে একটী জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং তজ্জন্য ইতালীয়েরা অষ্ট্রীয়ার ভয়ঙ্কর কোপানলে পতিত হন, তাহা হইলে ফ্রান্স ইতালীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন।" দূত স্বহস্তে সেই পত্রেরই পার্শ্বদেশে লিখিয়া দেন, যে "যদি এই নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনসমিতি, বিশৃঙ্খল আকার ধারণ না করেন, যদি তাঁহারা ইউরোপ-প্রচলিত সাধারণ নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম না করেন, তাহা হইলে ফ্রান্স অবশ্যই এই বিপ্লবের সমর্থন করিবেন।" কিন্তু বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাশী দূত অম্লানবদনে এই স্বহস্তলিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র অস্বীকার করিলেন।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার সভাপতি লাফেট, সুবিখ্যাত ইতিহাসলেখক গিজো, পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী এবং ডিউক্ অব্ ডাল্মেসিয়া প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ফ্রান্স বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যস্রোতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া প্রজা-সাধারণের শান্তি হরণ করিবেন না বটে, কিন্তু বহিশ্চর রাজ্য সকলের প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হইলে ফ্রান্স তাহাদিগকে অনুকূল হস্ত প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না; স্বাধীনতার পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন সাধনই ফ্রান্সের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য, উদাসীন থাকিয়াই হউক, আর লিপ্ত হইয়াই হউক, ফ্রান্স তৎসাধনে কখনই ভীত বা বিমুখ হইবেন না। কিন্তু এই সকল আশ্বাসবাক্য সময়ে কোনও ফল প্রসব করিল না।

এই সকল আশ্বাসবাক্যে বিপ্লবের অধিনায়কদিগের স্বভাবতই এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, বিপদকালে ফরাশিরাজ লুই ফিলিপ

কখনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত সঙ্গত হইলেও তাঁহাদিগের অন্যতর কোটি কল্পনা করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

কার্বোনারোগণের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, লুই নিতান্ত ধর্মভীরু ও একান্ত প্রতিজ্ঞাপালন-তৎপর হইলেও আত্মরাজবংশের ধ্বংস-সম্ভাবনায় কখনই ইতালী উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন না। মনে কর এই সময় ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সমস্ত ইউরোপ এই যুদ্ধে দুই ভাগে বিভক্ত হইল—যাঁহারা উন্নতিশীল তাঁহারা ফ্রান্সের সহিত যোগ দিলেন; যাঁহারা স্থিতি-শীল তাঁহারা অষ্ট্রীয়ার সহিত মিলিত হইলেন। লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় দুর্বল এবং প্রজা-সহানুভূতি-বিরহিত ছিল। এ দিকে সাধারণতন্ত্রের ভাব প্রজাদিগের মনে অদ্যাপি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল, সুতরাং তাহারা সুযোগ পাইলে—লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার শিথিলিত ও পর্যুদস্ত—ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে সতত অভ্যুদ্যত! অষ্ট্রীয়ার সহিত সমরে ফ্রান্স জয়লাভ করিত সন্দেহ নাই কিন্তু এই সংঘর্ষে লুই ফিলিপের গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িত; সুতরাং ফ্রান্সে প্রজাদিগের নবীন উৎসাহে একটী নবীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারিত। এরূপ আত্মবিধ্বংসকারী কার্য্যে লুই কেন প্রবৃত্ত হইবেন? ইতালীর উদ্ধারসাধন তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে, কিন্তু আত্মবিনাশে তিনি তাহা করিবেন কেন? কার্বোনারোদিগের এই বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল

কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে প্রতিজ্ঞাপালনে বাধ্য করিবার দুইটী সহজ উপায় ছিল—প্রথমতঃ যদি কার্বোনারোগণ ইতালীয় বিদ্রোহ দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্রমে ফ্রান্সের প্রজাসাধারণের মনে ইহার প্রতি নিশ্চয়ই গভীর সহানুভূতি সমুদ্ভূত হইত, সুতরাং সর্বসাধারণমত ইতালীর পক্ষ সমর্থন করিলে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না;—দ্বিতীয়তঃ প্রাসিয়ার সসৈন্য বেলজিয়মে আসার ন্যায়, অষ্ট্রীয়ার সসৈন্য পীডমণ্টে আসা ফ্রান্সের চিরকালের অসহ্য; বিদ্রোহ ইতালীর সর্বত্র—বিশেষতঃ পীডমণ্টে—পরিব্যাপ্ত হইলে অষ্ট্রীয়া নিশ্চয়ই সসৈন্য পীডমণ্টে আসিয়া উপস্থিত হইত, ফ্রান্স ইহা কখনই সহ্য করিত না, অগত্যা ফ্রান্সকে ইতালীয় বিদ্রোহে সাহায্য করিতে

সহদোষশালা প্রদর্শন করিয়া লুই ফিলিপের দয়া ও সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা উন্মত্ততা প্রকাশ বই আর কিছুই নহে। শান্তিভঙ্গ-নিবারণী নীতির অনুরোধে অষ্ট্রীয়া বিদ্রোহী ইতালীকে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে, এরূপ আশা অনিকের উন্মত্ততার কার্য্য সন্দেহ নাই। অষ্ট্রীয়া বরং আপনাকে সমরসাগরে প্রক্ষিপ্ত করিবে, তথাপি স্বসন্নিকৃষ্ট আল্পসোত্তর-শিনিসীন প্রদেশে স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইতে দিবে না।

তথাপি বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের কোনও আয়োজন করিলেন না। এদিকে অষ্ট্রীয়া সময় পাইয়া ফ্রান্সের সহিত মনোরাগের যে সকল কারণ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইল এবং ইতালীর আক্রমণের জন্য সজ্জিভূত হইতে লাগিল। তখনও বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট এই

অমূলক, বিশ্বাস ধরিয়া বসিয়া রহিলেন যে, অষ্ট্রিয়া ইতালী আক্রমণ করিবে না এবং বিদ্রোহকে নির্ব্বিবাদে ইতালীর বক্ষঃস্থলে বদ্ধমূল হইতে দিবে; এই জন্য বিদ্রোহিদিগের বিদ্রোহ-প্রণালীর এইটী প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল যে, অষ্ট্রিয়া যেন ইতালী আক্রমণের কোনও ন্যায়-সঙ্গত কারণ না পায়।

এই জন্য জাতি-সাধারণ যে—রাজ্যের প্রকৃত ঈশ্বর এবং জাতিসাধারণ যে—রাজ্যের অধিকার সকলের একমাত্র অধিকারী, তাহা তাঁহারা কোন প্রকাশ্য বিধি দ্বারা স্থাপন করিলেন না, প্রজাসাধারণকে যুদ্ধার্থ অস্ত্র-শস্ত্রে সসজ্জ হইবার নিমিত্ত কোন ঘোষণা করা হইল না। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বিত হইল না, ইতালীর সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকলকে ইতালীর সাহায্যার্থ অভ্যুত্থিত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার অনুরোধপত্র প্রচারিত হইল না।

কার্ব্বোন্যারোদিগের প্রত্যেক বিধিতে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে
স্পষ্ট বোধ হইল যে, বিদ্রোহ সকলেই অন্তরে অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই প্রকাশ্য রূপে ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে বা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহেন। পার্ম্মা ও মডেনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহাদিগের রাজবংশ দেশ পরিত্যাগ করায় এবং তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে কোন প্রকার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত না করায় তাঁহারা অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বলোনাও ইহাদিগের অনুকরণে এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, তাহাদিগের গবর্ণর মসো ক্লারেলী রাজ্যের শাসনভার পরিত্যাগ করায় তাঁহারা অরাজকতা-নিবারণের জন্য অগত্যা এই নূতন শাসন-সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। যখন কৃতকার্য্যতা ও অন্তঃসারবত্তা নির্ভীকতার ভাষা অবলম্বন করিতে বলিল, তখনও বলোনার গবর্ণমেণ্ট কাপুরুষোচিত ভাষা অবলম্বন করিলেন এবং প্রজা-সাধারণের অনন্ত অধিকার সকলের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তাহা না করিয়া ১৪৪৭খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম নিকলাসের সহিত বলোনার যে সন্ধি হয়, তাহাই তাঁহারা বলোনার স্বাধীনতার মূল বলিয়া স্থাপন করিলেন।

পার্ম্মার জাতীয় সেনার অধিনায়কত্ব ফেডিলি নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করার প্রস্তাব হয়। ফেডিলি রাণীর (পার্ম্মার ডচেস্) নিকট অনুমতি না লইয়া এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাদিগের মূর্খতার প্রতিফল স্বরূপ ফেডিলি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলেন! ফেডিলি রাণীর সহযোগে বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে এক প্রতিকূল ষড়যন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন। বিদ্রোহের চরম সীমায় যখন তাঁহাদিগের কোষ শূন্যপ্রায় হইয়া পড়িল, তখনও হুকুম জারি হইল যে, নিষ্কাসিত রাজ-পরিবারের কর্ম্মচারিগণের যেন রীতিমত বেতন প্রদান করা হয়।

যৎকালে নেপল্‌স এবং পীড্‌মণ্ট প্রভৃতি ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্রোহ শিখা প্রজ্বলিত হইতেছিল, বিদ্রোহকেন্দ্র বলিয়া যৎকালে বলোনার দিকে সকলেরই নেত্র নিপতিত ছিল, সেই সময়েই—২১ই ফেব্রুয়ারী—বলোনা লজ্জা ও গৌরবের

মস্তকে পদাঘাত করিয়া আইন জারি করিল যে "বলোনা অন্যান্য রাজ্যের সহিত সখ্যভাব নষ্ট করিতে চায় না—বলোনা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কোন প্রকারেই শান্তিভঙ্গ করিবে না ; এবং ইহার পরিবর্ত্তে বলোনা আশা করে যে, অন্যান্য রাজ্যও বলোনার বিরুদ্ধে স্বতঃ পরতঃ কোন প্রকারে শত্রুতাচরণ করিবে না ; এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কারণেই বলোনা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না।" এই কার্য্যে বিদ্রোহের কেন্দ্রীভূত বলোনা তাহার মৌলিকতা পরিত্যাগ করিল ; এবং ইতালীর জাতীয় লক্ষ্য হইতে তাহার লক্ষ্য স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিল। যাহারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহের অনুকূল ছিল না, যাহারা বিদ্রোহের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সতত সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল, তাহারা বলোনার ব্যবহারে বিদ্রোহ-ব্যাপার হইতে বিরত হওয়ার বিশেষ কারণ পাইল ; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিল যে বিদ্রোহ কোন মতেই কৃতকার্য্য হইবে না। প্রাচীন ষড়যন্ত্রীরা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যখন বলোনা বিদ্রোহ হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে, তখন অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ়তম কারণ নিগূহিত আছে। এই কাপুরুষদিগের সন্দেহ-উদ্দীপনায় বিদ্রোহিদিগের মন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল—তাঁহাদিগের হৃদয় অর্দ্ধভগ্ন হইল। উৎসাহ, অধ্যবসায় ও যুগপৎ কার্য্যানুষ্ঠান বিপ্লব-সাধনের নিদানীভূত ; এই তিনের সমবায়ের উপর তাঁহাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস টলিয়া গেল। তাঁহারা এখন হইতে ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন ; ঘটনাস্রোত যে দিকে যাইতে লাগিল, তাঁহারা সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন—তাহার গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য, তাহাকে স্বায়ত্ত রাখিবার জন্য, তাঁহারা কোনও চেষ্টা করিলেন না। ইহার অনিবার্য্য পরিণাম বিদ্রোহের পতন।

লম্বার্ডীর প্রতিনিধিগণ বলোনায় অতি হতাদরে গৃহীত হইলেন ; লম্বার্ডেরা ইহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, এবং কার্য্যানুষ্ঠানের আশা তাঁহারা মন হইতে একেবারেই বিদূরিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অবিচলিত অধ্যবসায় ও বীরোচিত সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন।

বলোনার গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় রাজ্যের সাহায্য-প্রত্যাশায় আত্মরক্ষক ও পরধর্ষণ উভয়প্রকার যুদ্ধের আয়োজনে বিরত রহিলেন। মিলিসিয়া সংগঠন করার প্রস্তাব হইল—গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। আঙ্কোনার দুর্গের পুনঃসংস্কার করা হইল না। সেনাপতি যুচি যে ছয় রেজিমেণ্ট পদাতিক ও দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করেন তাহা অনুমোদিত হইল না। সার্কগ্নেনী রোমের বিদ্রোহোন্মুখতা দর্শন করিয়া রোম আক্রমণ করার যে প্রস্তাব করেন তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। রোমের ক্যাপিটল হইতে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন হইলে ইতালীয় জাতির অন্তরে যে কি অনিবার্য্য বল প্রদীপ্ত হইত, বলোনার মন্ত্রিসভা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না।

পুনঃপুনরাবৃত্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইতালীয় যুবকবৃন্দের হৃদয়ে অঙ্কুরিত অসন্তোষের ভাব প্রশমিত করা হইল বটে ; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কোনবারই কার্য্যে পরিণত করা হইল না।

১২ই ফেব্রুয়ারীর কঠোর বিধি দ্বারা প্রতিকূল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হইল। সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে যে বিধি বদ্ধ হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে—কোন লেখা দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের সহিত বলোনার বর্ত্তমান সখ্যভাব বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, কোন বিক্রেতা তাদৃশ সংবাদপত্র পত্রিকা বা পুস্তকাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না; এই বিধি সত্ত্বেও বিক্রয় করিলে তাহাদিগকে হয় অর্থদণ্ড নয় কারাবাস সহ্য করিতে হইবে।

ঈদৃশ কাপুরুষতার অনিবার্য্য প্রতিফল স্বরূপ বলোনার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট সকল বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রতারিত ও পরি-ত্যক্ত হইল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বলোনার পত্রের উত্তর পর্য্যন্তও দিল না। ফরাশী দূত রোম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় বলোনার পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিলেন; বলোনার গবর্ণমেণ্টের সহিত কোনপ্রকার সংস্রবে না আসাই তাঁহার এরূপ বক্রগতির প্রধান উদ্দেশ্য।

ইত্যবসরে অষ্ট্রীয়া—পার্ম্মা, মডেনা এবং রীজিয়ো আক্রমণ করিল। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল যে, বলোনা যদি অষ্ট্রীয়ার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন তাহা হইলে অষ্ট্রীয়া বলো-নার উপর কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। বলোনা এই লুব্ধ আশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া এরূপ ঘোষণা করিলেন যে "মডেনা প্রভৃতির কার্য্যের সহিত বলোনার কোনও সংস্রব নাই; সন্নিকৃষ্ট প্রদেশ সকল ও পররাষ্ট্র সক-লের কার্য্যস্রোতের প্রতিঘাত না করা বলো-নার অব্যভিচারী নিয়ম, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ যেন কোন বলোনীজ পার্শ্বচর বা বহিশ্চর রাজ্য সকলের কার্য্যপ্রণালীর সহিত কোনও সংস্রবে না আইসেন।" তাঁহারা আরও আদেশ করিলেন যে "বিদেশীয়েরা সশস্ত্র বলোনার অন্তঃসীমায় পদার্পণ করি-লেই তাঁহাদিগকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া স্বদেশে প্রেরিত করা হইবে।" এই আদেশানুসারে সেনাপতি যুচি কর্ত্তৃক অধিনীত সপ্তশত মডেনীস্ সৈন্যকে মুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করা হয়।

পার্ম্মা, মডেনা ও রীজীয়ো আক্রমণের পর অষ্ট্রীয়া ফেরারা আক্রমণ করিল, ফেরারায় পোপের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অব-শেষে ২০শে তারিখে বলোনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সেনার হস্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আঙ্কোনায় পলায়ন করি-লেন; তথায় পঞ্চ দিবস অবস্থিতির পর ২৫শে মার্চ্চ বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্ট কার্ডিন্যাল বেন্-ভেনুটির হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, আত্ম-সমর্পণের বিনিময়স্বরূপ তাঁহার নিকট কেবল ক্ষমাদান প্রার্থনা করিলেন। এই লজ্জাকর আবেদনপত্র বলোনীজ্ গবর্ণমেণ্টের প্রায় সকল সভ্যই স্বাক্ষরিত করেন।

যে নিয়মে বলোনা আত্মসমর্পণ করেন, অষ্ট্রীয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা ভঙ্গ করেন এবং ৫ই এপ্রেল পোপও ইহার অনুমোদন করেন। ১৪ই ও ৩০শে তারিখের আদেশ অনুসারে—বিদ্রোহের কি অধিনায়ক, কি সাহায্যকারী, কি অনুমোদনকারী সকলেরই প্রাণদণ্ড বিহিত হইল। ইহার সহিত বলোনার বিদ্রোহের অবসান হইল এবং বলোনার পতনে ইতালীর অভ্যুত্থানেরও পতন হইল।

সেনাপতি যুচি ৭০ জন বিদ্রোহী সমভি-ব্যাহারে জলযানে দেশান্তরে পলায়ন করিতে

ছেন; এমন সময় দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রীয়রণতরি তাঁহার জাহাজ ধৃত করিল এবং বন্দিভাবে তাঁহাদিগকে বিনিসে আনয়ন করিল। অনন্তর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল অষ্ট্রীয়ার আদেশানুসারে মডেনার ডিউক এই ভীষণ আইন জারি করিলেন যে "যখনই কোনও গুপ্ত প্রমাণ দ্বারা (প্রমাণাহরণকারীর সহিত বাদীর মোকাবিলা হইবার আশা নাই) নৈতিক নিশ্চয়তার সহিত জানা যাইবে যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখনই প্রমাণদাতার কোনও উল্লেখ না করিয়া অপরাধীকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য যতই কেন গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা যাউক না, তাহার সহিত সতত‍ই নির্ব্বাসনদণ্ড সংযোজিত হইবে।"

এই কঠোর বিধি ইতালীর কণামাত্রাবশিষ্ট স্বাধীনতাও হরণ করিল—ইতালীর ভাবী অভ্যুত্থানের আশা সুদূরপরাহত করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ম্যাট্‌সিনি কর্ত্তৃক লা জিয়োবিনি ইতালীয়া বা নব্য ইতালী নামক সমাজ সংস্থাপন।

১৮২০-২১ এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না। কোন্ কোন্ ভ্রম প্রমাদবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতন হইল, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে, সেই সকল ভ্রম প্রমাদের দূরীকরণ হইলে ভাবী অভ্যুত্থান অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ভীত বা হতাশ হইল না বটে, কিন্তু ইতালীয়গণের অধিকাংশেরই হৃদয় এই জাতীয় অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনে গভীর হতাশতার ভাবে ম্লান ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল।

ম্যাট্‌সিনি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইলেন যে, অধিনয়ন কার্য্যের পটুতার উপরই জাতীয় অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। এই অধিনয়ন কার্য্যের দোষই জাতীয় অতীত অভ্যুত্থানদ্বয়ের পতনের একমাত্র কারণ।

যাঁহারা বিপ্লবের স্রষ্টা, বৈপ্লবিক শাসনকার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত না হইয়া সচরাচর বিপ্লববিরোধী বা উদাসীন ব্যক্তিদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। এই ভ্রমের সহস্র সহস্র জীবন্ত উদাহরণ ইতালীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যাঁহারা কখন উচ্চ-পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই হস্তে বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যের ভার সমর্পণ করা ইতালীয় লোক-সাধারণের—বিশেষতঃ যুবকগণের—একটী রোগ হইয়া উঠিয়াছিল। "অরাজকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা" অপবাদভয়ের প্রাবল্যই ইহার মূল। জাতীয় স্বাস্থ্যের সময় পলিতকেশ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করা শুভপ্রদ বটে, কিন্তু তাঁহারা বিপ্লবসময়ের কে? বিপ্লবের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পলিত-কেশই হউন আর পূর্ণপ্রভাবশালীই হউন, তাঁহাদিগের দ্বারা বিপ্লবের অনিষ্ট বই ইষ্ট সাধন হইতে পারে না। পীডমণ্ট ও বলোনার বৈপ্লবিক শাসনসমিতি এইরূপ লোকদ্বারাই সংগঠিত হয়। ইহারা পূর্ব্বাদত

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত, গলিতবয়া; পুরা-প্রচলিত সঙ্কীর্ণ মতাবলীতে দীক্ষিত, যুবক-মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসবিরহিত, ফরাশি-বিপ্লবের অত্যাচার-জনিত ভয়ে অদ্যাপি জড়ীভূত; এরূপ লোকদিগের বিপ্লব-সাধনোপযোগী উৎসাহ, অধ্যবসায়, শক্তি ও বুদ্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এরূপ লোকদিগের হস্তে যখন বিপ্লবের অধিনয়ন কার্য্যভার অর্পিত হয়, তখন বিপ্লব পরাস্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

এই সকল কারণে ম্যাট্‌সিনি নূতন প্রণালীতে বিপ্লবসাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং এই উদ্দেশ্য সাধন-মানসে তিনি নব্য ইতালী নামক একটি সমাজ সংস্থাপন করিলেন।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের জন্য ম্যাট্‌সিনি যে উপদেশাবলী ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

নব্য ইতালী।

সাম্য—স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা—একতা—পরোপকারব্রততা—নব্য ইতালীর মূলমন্ত্র স্বরূপ।

প্রথম শাখা।

ইতালীর উন্নতি ও উদ্ধার-সাধন যাঁহারা জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন; যাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতালী এক দিন এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে এবং তৎসাধনার্থ ইতালীকে বহিশ্চর রাজ্যসকলের শরণাপন্ন হইতে হইবে না; যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে ইতালীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতীয়-অভ্যুত্থানসকলের পতনের কারণ অধিনয়ন-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, অন্তর্দৌর্ব্বল্য নহে; এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে চেষ্টার অবিচ্ছিন্নতা ও একতাই বলের মূল; নব্য ইতালী সমাজ সেই সকল ইতালীয়গণকে এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ করিতেছে। ইহারা ইতালীর উদ্ধারসাধন জন্য চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবে; অষ্ট্রীয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইতালীয়দিগকে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিবেন এবং স্বাধীন ইতালীয় জাতির অন্তরে সাম্য ও ঐক্যের ভাব প্রবলতর রূপে অঙ্কিত করিবেন।

দ্বিতীয় শাখা।

এক শাসনের অধীন, এক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশস্থ ইতালীর অধিবাসি-সমষ্টিই ইতালীয় জাতি শব্দের প্রতিপাদ্য।

তৃতীয় শাখা। সমাজের ভিত্তিমূল।

লক্ষ্যের অবিচলিততা, পরিস্ফুটতা ও সুনিশ্চিততা,—সমাজের স্থায়িত্ব, কার্য্যকারিতা এবং দ্রুত উন্নতির মূল।

সভ্য-সংখ্যা সমাজের বলের প্রকৃত পরিচায়ক নহে; সভ্যদিগের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অবিচলিততা এবং লক্ষ্যের ও মনোভাবের একতাই সমাজবলের প্রকৃত পরিচায়ক।

যাঁহাদিগের লক্ষ্যের ও কার্য্যপ্রণালীর কোন নিশ্চিতত্তা নাই, যাঁহাদিগের মতের কোন একতা নাই, এরূপ নির্লক্ষ্য বা অনিশ্চিত লক্ষ্য বিভিন্নধর্ম্মা সভ্যগণ দ্বারা যে সকল বৈপ্লবিক সমাজ সংগঠিত, সংহার-কার্য্যের সময় তাঁহাদিগের একচিত্ততা পরিদৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইলেই তাঁহাদিগের কার্য্যস্রোত অন্তর্বিচ্ছেদে ব্যাহত হইবে; এবং যে সময় কার্য্য ও লক্ষ্যের এক-

তার নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সময়েই ঘোরতর গৃহ-বিচ্ছেদে বিপ্লবের উদ্দেশ্য পর্য্যুদস্ত হইবে।

বিপ্লব-সাধন করিতে হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে; নিয়ম শব্দের অর্থ প্রণালী; লক্ষ্যের অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন করাই উক্ত প্রণালীর কার্য্য।

যত দিন বিপ্লবের লক্ষ্য অনিশ্চিত থাকিবে তত দিন বিপ্লবের সাধন-সামগ্রীরও কোন নিশ্চিততা হইবে না; এবং সাধন-সামগ্রীর নিশ্চয়াভাবে বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অল্প। কারণ লক্ষ্যের নিশ্চয়াভাবে, অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন হইতে পারে না; এবং অনুরূপ সাধন-সামগ্রীর আয়োজন বিনাও বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বিশ্বাস না জন্মিলেও কখন লোকে বিপ্লব-সংসাধন জন্য প্রাণপণ করিতে পারে না; প্রাণপণ চেষ্টা ব্যতীতও কখন বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে না। অতীত ঘটনায় ইহার ভূরী ভূরী প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারাই বিপ্লবের অধিনায়ক হইবেন, বিপ্লবের পরিণাম কি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট রূপে জানিতে হইবে। যাঁহারাই লোক-সাধারণকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান করিবেন, তাঁহাদিগকেই বলিয়া দিতে হইবে কি ফলের আশায় তাহারা অস্ত্র ধারণ করিবে; কারণ জয় লাভ করিয়া কি ফল হইবে তাহা জানিতে না পারিলে কখন সমস্ত জাতি যুদ্ধার্থ অভ্যুত্থিত হইতে পারে না। যাঁহারাই দেশের পুনঃসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে, তাঁহারা তৎসাধনে সমর্থ; এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহারা কখনই তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবেন না; এবং তাঁহারা সংহার কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করিয়া এরূপ অরাজকতা সংঘটিত করিবেন, যাহার প্রতিবিধান বা নিরাকরণ তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত।

এই সকল কারণে নব্য ইতালীর সভ্যগণ জাতীয় ভ্রাতৃগণকে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্য-প্রণালী অবগত করাইতেছেন।

এই সমাজের প্রথম লক্ষ্য বিপ্লব সাধন, দ্বিতীয় লক্ষ্য নব নির্ম্মাণ; কিন্তু তাঁহাদিগের লক্ষ্য সাধনের প্রধান অস্ত্র শিক্ষা। শিক্ষা যেরূপ বিপ্লব সাধনের মহাস্ত্র; তেমনই বিপ্লবের পর নির্ম্মাণ-কার্য্যেরও অদ্বিতীয় সাধক; এই জন্য বিপ্লবের পূর্ব্বে ও পরে শিক্ষাই এই সমাজের প্রধান অবলম্বনীয় হইবে।

নব্য ইতালী সমাজ সাধারণতন্ত্র-বাদী

১ম কারণ—সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সকল জাতিই সময়ে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে, সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালীই এই ভবিষ্য সুখ-সাধনের একমাত্র উপযোগিনী।

২য় কারণ—জাতি-সাধারণই দেশের প্রকৃত রাজা এবং সর্ব্বোচ্চ নৈতিক বিধির একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

৩য় কারণ—সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী এখন যতই কেন অধিকার ভোগ করুন না, সমাজের স্বাভাবিকী প্রবণতা সাম্যের দিকেই; সাম্যই স্বাধীনতার মূল; সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই সাম্যের প্রতিকূলে; সুতরাং সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শাসনপ্রণালীই স্বাধীনতার বিরোধী।

৪র্থ কারণ—জাতিসাধারণের রাজত্ব স্বীকার না করিয়া যদি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের রাজত্ব স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে পরস্পর বিবাদের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যেখানে সখ্যভাব একান্ত প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের সহিত কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সখ্যভাবের অভাবে সামাজিক জীবনের চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

৫ম কারণ—রাজা প্রজা-সাধারণের সহিত পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া কখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন না; রাজকীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন—যাঁহারা রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় বিভবশালীও হইবেন না এবং প্রজা-সাধারণের ন্যায় অতি দীনও হইবেন না;—কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই সমাজের যাবতীয় দূষণ ও বৈষম্যের নিদান।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতিহাস পাঠে ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সিংহাসন শূন্য হইলে, প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিবার নূতন নূতন রাজা মনোনীত করিতে গেলে, রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়; আবার এদিকে পুরুষ-পরম্পরায় এক বংশেই রাজসিংহাসন আবদ্ধ রাখিলে যথেচ্ছচারিতার নিরতিশয় আধিক্য হইয়া উঠে।

৭ম কারণ—রাজত্বাধিকার পুরাকালের ন্যায় এখন আর ঈশ্বরদত্ত স্বত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় না; এই জন্য লোক-সাধারণের নিকট ইহারি মোহিনী শক্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় ইহা রাজ্যের প্রভুতা ও একতার কেন্দ্র-স্বরূপ হইতে পারে না।

৮ম কারণ—ইয়ুরোপে যে সকল ক্রমিক উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, যে সমস্তেরই অনিবার্য্য প্রবণতা সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপনের দিকে।

৯ম কারণ—ইতালীতে আপাততঃ রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইলে অচিরকাল মধ্যেই সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন জন্য দ্বিতীয় বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

১০ম কারণ—কার্য্যতঃ ইতালীতে রাজতান্ত্রিক উপাদান-সামগ্রী নাই। রাজা, মিদার ও প্রজাসাধারণ—এই তিনটাই রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য উপাদান। ইহার কোনটীরও অভাবে রাজতন্ত্র পরিরক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু ইতালীতে প্রথম দুইটীরই একপ্রকার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইতালীতে এমন কোন প্রাচীন রাজবংশ নাই, যাহা ইতালীর সমস্ত প্রদেশের স্নেহ ও সহানুভূতি আয়ত্ত করিতে পারে; এবং এরূপ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণীও নাই—যাঁহারা রাজা ও প্রজাসাধারণের মধ্যবর্ত্তী গহ্বর পরিপূরিত করিতে পারেন।

১১শ কারণ—ইতালীয় প্রবাদ প্রধানতঃ সাধারণতান্ত্রিক; ইতালীর অতীত অবদান-পরম্পরার স্মৃতিও সাধারণ-তান্ত্রিক; ইতালীর জাতীয় উন্নতির ইতিবৃত্ত সাধারণতান্ত্রিক; রাজতন্ত্র ইতালীর অবনতির সমসাময়িক মাত্র। বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনতা, প্রজাবর্গের প্রতি বিরোধিতা এবং জাতীয় একতার প্রতিকূলতা দ্বারা, রাজতন্ত্রই অচিরকাল মধ্যে ইতালীর পূর্ণ ধ্বংস বিধান করিয়াছে।

১২শ কারণ—যে প্রণালী প্রাদেশিক

উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহে, ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ সকল প্রফুল্ল মনে তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের প্রভুতাধীনে আসিবে না।

১৩শ কারণ—যদি রাজতন্ত্র ইতালীয় বিপ্লবের একবার লক্ষ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্যনিচয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে; বহিশ্চর রাজবৃন্দের চরণে আত্মবিসর্জ্জন,—দূতমণ্ডলীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন,—দেশের একমাত্র উদ্ধার-সাধক লৌকিক বলের নিয়ন্ত্রণ—বিপ্লববিরোধী রাজতন্ত্রপক্ষপাতীদিগের হস্তে বৈপ্লবিক গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপরিভাবী ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবেরই মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

১৪শ কারণ—অতীত ইতালীয় বিপ্লবদ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, ইতালীয় জাতি-সাধারণের বলবতী প্রবণতা সাধারণতন্ত্রেরই দিকে।

১৫শ কারণ—সমস্ত জাতিকে যখন যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে হইবে, তখন তাহাদিগের নিকট এমন একটা লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে, যাহার সহিত তাহাদিগের স্বার্থের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

১৬শ কারণ—ইতালীর বর্ত্তমান সকল গবর্ণমেণ্টই—হয় ভয়ে নয় মতে—সঞ্জীবন কার্য্যের প্রতিকূল।

এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ বিপ্লবসাধনার্থ রাজতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক; ইহার সভ্যেরা ইতালীয় রণক্ষেত্রে জাতীয় ধ্বজা উড্ডীন করিয়া লোক-সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিবেন; এবং যে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী আধুনিক ইয়ুরোপীয় বৈপ্লবিক বিস্ফুরণের অভিনেত্রী, সেই সার্ব্বজনীন প্রণালীর নামে সভ্যেরা লোকসাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিবেন।

নব্য ইতালী একতাবাদী অর্থাৎ ইতালীর বিচ্ছিন্ন রাজ্যসকলকে এক সাধারণ-সূত্রে সম্বদ্ধ করা ইহার অন্যতম লক্ষ্য।

১ম কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

২য় কারণ—একতা ব্যতীত প্রকৃত বলপ্রাপ্তির আশা নাই; কিন্তু যখন ইতালী চতুর্দ্দিকে প্রবল, একীভূত ও ঈর্ষা-পরবশ জাতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত,—তখন ইতালীর পক্ষে বলপ্রাপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

৩য় কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার রাজনৈতিক অবস্থা ঠিক সুইজরলণ্ডের ন্যায় হইয়া পড়িবে; সুতরাং অগত্যা তাহাকে কোন সন্নিকৃষ্ট প্রবলতর জাতির অধীনে থাকিতে হইবে।

৪র্থ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আবার প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং মধ্যযুগের ভীষণ অন্ধকার আবার ইতালীকে আচ্ছন্ন করিবে।

৫ম কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে ইতালীর প্রশস্ত জাতীয় কার্য্যক্ষেত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে; এইরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির অযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তি সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইবে; সুতরাং সাম্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

৬ষ্ঠ কারণ—ইতালী বিচ্ছিন্ন হইলে মানব

জাতি-সাধারণের প্রতি ইনি যে গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধন-ব্রতে ব্রতী, তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

৭ম কারণ—যখন ইয়ুরোপীয় সমাজ এক বৃহৎ রাজনৈতিক সূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ হইতে যাইতেছেন, তখন ইতালীকে অন্তর্বিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়া উন্মাদবিজৃম্ভিত মাত্র।

৮ম কারণ—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে দৃষ্ট হয় যে, বহুদিন হইতে ইতালীর আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বেগ একতা প্রতিষ্ঠাপনের দিকেই ধাবিত হইতেছে।

নব্য ইতালী সমাজ যে জাতীয় একতার উপাসক, তাহার অর্থ ইতালীর সমস্ত প্রদেশের এক রাজনীতি ও এক সমাজসূত্রে গ্রন্থন। প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। নব্য ইতালী সমাজ রাজ্যের কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের এরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা করিবেন যে, প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় একতা এই দুইই সংরক্ষিত হইবে; কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগ—যাহা অন্যান্য ইয়ুরোপীয় রাজ্য সকলের নিকট ইতালীর প্রতিভূ স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইবে—এক এবং কেন্দ্রীভূত থাকিবে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একতা ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় জীবন সম্ভবপর নহে। নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত মত সকল এবং তাহাদিগের সম্ভাবিত ভাবী পরিণাম—যাহা যাহা সমাজের পত্রিকাদিতে পরিব্যক্ত হইবে—সমাজের মূলধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে; এবং যাঁহারা এই মূলধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং যাঁহাদিগের এই মূলধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে, তাঁহারাই নব্য ইতালী সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

নব্য ইতালী সমাজ হইতে সময়ে সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রত্যেক মতের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব বাহির হইবে। উন্নতি মানবজাতির জীবন; সুতরাং সেই উন্নতির নিয়মানুসারে এই সকল মতেরও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা হইবে।

যাঁহারা দীক্ষাগুরু তাঁহারা এই সকল মত দীক্ষিতদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিবেন; এবং দীক্ষিতেরা আবার সেই সকল মত যতদূর সম্ভব ইতালীর জাতিসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত উভয়কেই সতত মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল মতের নীতিমার্গানুসারী প্রয়োগই বিশেষ প্রয়োজনীয়। নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে প্রকৃত নাগরিকত্ব সম্ভবপর নহে;—কোন গুরুতর কার্য্যের কৃতকার্য্যতার প্রথম সোপান নৈতিক উৎকর্ষ;—যাঁহারা এই সকল মতের প্রচারক, এই সকল মতের সহিত তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের অবিসংবাদিতা থাকা চাই, অন্যথা তাঁহারা জগতের নিকট অতি ভয়ঙ্কর কপটাচারী ও স্বধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া পরিচিত হইবেন;—নৈতিক উৎকর্ষের দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা অপরকে তাঁহাদিগের মতে আনিতে সক্ষম;—যাঁহারা তাঁহাদিগের মতের সত্যতা অস্বীকার করেন, যদি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত-মতাবলম্বী সাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘৃণা করিবে;—কিন্তু নব্য ইতালী সমাজ সম্প্রদায়বিশেষে বা দলবিশেষে পরিণত

হইতে চাহেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে ঈশ্বর প্রেরিতের ন্যায় তাঁহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস, জীবন্ত ধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে।

যে উপায় দ্বারা নব্য ইতালী সমাজ তাঁহাদিগের লক্ষ্য সংসাধন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন—তাহা শিক্ষা এবং বিপ্লব। দুইই এক সময়ে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং একটী অপরটীর সহিত যাহাতে সমঞ্জসীভূত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত বাক্য এবং রচনা দ্বারা বিপ্লবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য হইবে। আবার বিপ্লব এরূপ প্রণালীতে সংসাধন করিতে হইবে যে, তাহা হইতেই জাতীয় শিক্ষা সংসাধিত হইতে পারিবে।

এই বিপ্লবোদ্দীপক শিক্ষা ইতালীতে কাযে কাযেই গুপ্তভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; কিন্তু ইতালীর বাহিরে ইহা প্রকাশ্যভাব ধারণ করিবে।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা সমাজের মত প্রচার ও মুদ্রাঙ্কনাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেকেই কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিবেন।

ইতালীর নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ এই সকল মতের প্রচারকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী উপদেশাদি ও সংবাদ ইতালীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয় স্থলেই অতি গুপ্তভাবে প্রদত্ত হইবে। এই বিপ্লবের কার্য্যপ্রণালী ভাবী ইতালীর জাতীয় কার্য্য-প্রণালীর বীজস্বরূপ হইবে। যেখানেই বিপ্লবের নবাভ্যুত্থান হইবে, যেখানেই বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন হইবে, যেখানেই বিপ্লবের লক্ষ্য নির্ব্বাচিত হইবে, ইতালীর নাম সর্ব্বত্র উদেবাষিত হইবে, ইতালীর জাতীয় ভাব সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত হইবে।

এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ইতালীকে একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত করা, সুতরাং ইহার কার্য্যপ্রণালী জাতীয় নামেই সম্পাদিত হইবে এবং যে ইতালীর লোক-সাধারণ এতদিন অনাদৃত ও পদদলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেই এই বিপ্লবের একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র অধিনায়ক করিতে হইবে।

নব্য ইতালী সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে—ইতালী বাহিরের সাহায্য ব্যতীতও অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিতে সক্ষম; একটী জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইলে, অগ্রে লোকের মনে জাতীয় ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে। কিন্তু বৈদেশিক শক্তি দ্বারা বিপ্লব সংসাধিত হইলে এরূপ জাতীয় ভাব ও জাতীয়তার জ্ঞান সম্ভবপর নহে। "নব্য ইতালী" সমাজ অসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইয়াছেন যে, যে বিপ্লব বহিশ্চর সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহাকে বহিশ্চর ঘটনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়; সুতরাং তাহার জয়লাভ অনিশ্চিত।

যে বিংশতি লক্ষ ইতালীয় এক্ষণে অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের যে জিনিষের অভাব আছে তাহা শক্তি নহে, আত্মশক্তির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বিশ্বাসের উৎপাদন করাই নব্য ইতালী সমাজের প্রধান চেষ্টা হইবে।

ইতালীর পূর্ণ বিপ্লব সাধন করিতে হইলে অগ্রে ইতালীর চতুর্দ্দিকে লোকসাধারণকে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও

অভ্যুত্থিত করিতে হইবে; যখন এই অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইবে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব আরম্ভ হইবে।

প্রথম অভ্যুত্থান ও ইতালীর পূর্ণ দাসত্ব-মোচনের মধ্যবর্ত্তী সাময়িক কার্য্যভার অল্প সংখ্যক লোকেরই হস্তে সমর্পিত থাকিবে।

ইতালীতে পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে, একটী জাতীয় সভা সংগঠিত হইবে; তখন সেই জাতীয় সভার নিকট সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হইবে; যিনি যে কোন ক্ষমতাপ্রার্থী হইবেন, তাহা এই সভার নিকট হইতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যে জাতি আপনাদিগকে বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে অধীন জাতির নিয়মিত ও সুসম্বদ্ধ সেনা থাকার সম্ভাবনা নাই; গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী এই অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে। ইহা অধীন জাতিকে যুদ্ধকুশল করিয়া তুলিবে এবং জন্মভূমির প্রত্যেক স্থানকেই যুদ্ধ-ব্যাপারের পবিত্র স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী স্থানীয় শক্তির অনুরূপ কার্য্যদক্ষতা উৎপাদন করে; শত্রুদিগকে অনভ্যস্ত যুদ্ধপ্রণালীতে বলপূর্ব্বক অবতারিত করে; অতি বিস্তৃত সমরে ভীষণ পরাজয়ের ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে দেশবাসীদিগকে সংরক্ষিত করে; এবং জাতীয় সমরকে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করে না। এই সকল কারণে ইহা অজেয় ও অবিনাশ্য।

গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী দ্বারা যখন শত্রুসৈন্য শ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে, তখন অতি সাবধানে নির্ব্বাচিত ও অতি সুশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মিত সেনা দ্বারা বিপ্লবকার্য্য সাধনা করিতে হইবে।

"নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যগণ প্রত্যেকেই এই সকল মত প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই সমাজ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদি বাহির হইবে, তাহাতে সেই সকল মত অতিশয় পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট রূপে পরিব্যক্ত হইবে এবং যে সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা অভ্যুত্থানকাল নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

৫ম শাখা।

"নব্য ইতালী" সভার প্রত্যেক সভ্যকে সভার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রতিমাসে অন্যূন অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। যাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, তাঁহাদিগকে অবস্থার ক্রমানুসারে অধিকতর চাঁদা দিতে হইবে।

৬ষ্ঠ শাখা।

"নব্য ইতালীর" পরিচায়ক বর্ণ—শ্বেত, লোহিত এবং হরিৎ হইবে। "নব্য ইতালীর" ধ্বজপতাকা এই তিন বর্ণই ধারণ করিবে এবং পতাকার এক দিকে—স্বাধীনতা, সাম্য ও পরোপকারব্রততা ও অন্য-দিকে—একতা ও স্বাতন্ত্র্য এই বাক্যগুলি লিখিত থাকিবে।

৭ম শাখা।

প্রত্যেক সভ্যকে "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যপদে দীক্ষিত হওয়ার সময় দীক্ষাগুরুর সমীপে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করিতে হইবে—

ঈশ্বর ও ইতালীর নামে এবং সেই মহাত্মাদিগের নামে—যাঁহারা ইতালী উদ্ধার রূপ পবিত্র যজ্ঞে স্বদেশীয় যথেচ্ছচারিণী শক্তির হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন—

যে দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে আমার ভ্রাতৃগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি আমি যে কর্ত্তব্য-ঋণে আবদ্ধ, তাহার নামে—

যে দেশ আমার জননীকে জন্ম প্রদান করিয়াছে, যে দেশ আমার পুত্রকন্যাদিগের ভাবী ক্রীড়াস্থল হইবে, সেই দেশের প্রতি আমার হৃদয়ে যে প্রকৃতিসিদ্ধ প্রণয় বিরাজমান রহিয়াছে, সেই প্রণয়ের নামে

অন্যায়, অবিচার, অশুভ, পরাধিকারগ্রহণ ও যথেচ্ছচারিণী শাসনপ্রণালীর প্রতিকূলে আমার হৃদয়ে যে বলবতী ঘৃণা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে—

যখন আমি অন্যান্য দেশের স্বাধীন নাগরিকের নিকট দণ্ডায়মান হই এবং জানিতে পারি যে, তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার নাই, যাহাকে নিজের দেশ বলিতে পারি এমন দেশ নাই এবং নিজের জাতীয় পাতাকা নাই, তখন যে প্রবল লজ্জার বেগে আমার ললাটদেশে আলোড়িত হয়, তাহার নামে—

আমার যখন মনে হয় যে, আমার আত্মা স্বাধীনতাসুখ ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, যখন আমার মনে হয় যে, আমার আত্মা জগতের অনন্ত শুভ-সাধনে সক্ষম হইয়াও দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় জগতের কিছুই করিতে পারিতেছে না, তখন আমার হৃদয়ের যে বলবতী ইচ্ছা স্বাধীনতার দিকে অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হয়, তাহার নামে—

ইতালীর অতীত মহত্বের যে স্মৃতি ও বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার যে জ্ঞান আমার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহার নামে—

সংক্ষেপতঃ ইতালীর অসংখ্য অধিবাসী অহরহঃ যে দারুণ দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার নামে—

আমি অমুক,—যাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে যে, জগদীশ্বর ইতালীকে জগতের মঙ্গল-সাধন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক ইতালীয়েরই কর্ত্তব্য তদুদ্দেশে প্রাণপণ চেষ্টা করা—

—যাহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইতালী একটী স্বাধীন জাতিরূপে পরিণত হয়, ইহা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন তিনি তৎসাধনোপযোগী শক্তি অবশ্যই ইতালীর অভ্যন্তরেই রাখিয়া দিয়াছেন; সেই শক্তির আধার ইতালীর লোকসাধারণ; এবং সেই শক্তি লোকসাধারণের উপকারার্থ লোকসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই জয় লাভ হইবে—

—যাহার বিশ্বাস যে আত্মত্যাগে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই প্রকৃত ধর্ম্ম এবং একতা ও লক্ষ্যের অবিচলিততাতেই প্রকৃত বল—

সেই আমি, "নব্য ইতালী" সমাজের—যে নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা আমার সহিত এক মতে, এক বিশ্বাসে ও এক ধর্ম্মে দীক্ষিত ও সম্বদ্ধ—সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া শপথ করিতেছি—যে ইতালীকে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে—

ইতালীকে একটী সাধারণতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত করিতে জন্মের মত এ প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। সেই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে

বাক্য, রচনা ও কার্য্য দ্বারা যতদূর সাধ্য, আমার ইতালীয় ভ্রাতৃগণকে "নব্য ইতালীর" লক্ষ্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করিব; যে সমাজবন্ধন "নব্য ইতালীর" অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান উপায় তাহার অনুষ্ঠানে রত থাকিব; এবং যে নৈতিক উৎকর্ষ জয় চিরস্থায়ী করিবার একমাত্র নিদান তাহার অনুসরণে কখনই বিরত হইব না।

কখনই অন্য কোন সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইব না। যাঁহারা "নব্য ইতালী" সমাজের সভ্যদিগের প্রতিভূ, তাঁহারা যখন যাহা আদেশ করিবেন, সমাজের লক্ষ্যের সহিত বিসংবাদী না হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব; এবং প্রাণ দিয়াও সেই সকল আদেশের গূঢ়তা রক্ষা করিব।

কার্য্য ও পরামর্শ দ্বারা সমাজস্থ ভ্রাতৃগণের সতত সাহায্য করিব।

এই সকল প্রতিজ্ঞাপালনে—এক্ষণে ও অনন্ত কালের জন্য—আমার এই জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।

যদি কখন আমি আমার এই প্রতিজ্ঞাসকলের সমস্ত বা অংশমাত্র ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রের বজ্র যেন আমার মস্তককে চূর্ণীকৃত করে, মানবী ঘৃণা যেন আমাকে পদদলিত করে এবং মিথ্যাশপথকারীর অক্ষালনীয় কলঙ্ক যেন আমার স্মৃতিকে অনন্ত কালের জন্য কলুষিত করে।

ম্যাট্সিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে অসংখ্য লোক ম্যাট্সিনির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। নব্য ইতালী সমাজ ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল।

নব্য ইতালী সমাজ ম্যাট্সিনির মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা। সুতরাং ইহার কার্য্যতা সাধনে ম্যাট্সিনির যতদূর আগ্রহ ও যত্ন হইবার সম্ভাবনা ততদূর আর কাহারও সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইহার কৃতকার্য্যতা সাধনের জন্য যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন; তাহা তৎকালে ম্যাট্সিনি ভিন্ন অতি অল্প লোকেরই ছিল। আরও বিপ্লবের সময় অধিনয়ন-কার্য্যভার অধিক লোকের হস্তে সমর্পিত থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকা দুরূহ। এই সকল কারণে ম্যাট্সিনি স্বয়ংই ইহার অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন।

অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু আপন অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছামত তাঁহার কায করিবার যো ছিল না। কারণ নব্য ইতালী সমাজের মূলভিত্তিস্বরূপ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা তাঁহাকে সতত আবদ্ধ থাকিতে হইত। তিনি সে গুলি হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলে তাঁহার সহশ্রমিগণ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতেন; সুতরাং ম্যাট্সিনিকে তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম ও ভ্রমসংশোধন করিতে হইত।

বস্তুতঃ অধিনেতৃপদে অভিষিক্ত হওয়ায় ম্যাট্সিনিকে কষ্টের বোঝাই অধিক বহিতে হইয়াছিল। অপযশ, বাধা, নির্য্যাতন প্রভৃতি তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তাঁহারা সকলেই প্রায় রিক্তহস্ত ছিলেন। ম্যাট্সিনি চারিমাস অন্তর বাটী হইতে জীবনধারণোপযোগী কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেন। তিনি তাহা হইতেই যতদূর সাধ্য কিছু বাঁচাইয়া সভার চাঁদা দিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষাও

অধিকতর শোচনীয় ছিল। তথাপি তাঁহারা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত সাগরে ঝাঁপ দিলেন। যদি তাঁহাদিগের মতে কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই অনেকে তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন এবং অর্থ সাহায্য করিবেন—এই অনিশ্চিত ভাবী আশার উপর নির্ভর করিয়াই কপর্দ্দক-শূন্য কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত বিপ্লবতরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারতবাসিন্! পূর্ব্বপুরুষ-গৌরবদৃপ্ত! স্বদেশানুরাগাভিমানিন্! যদি দেশের প্রকৃত হিত ইচ্ছা কর, যদি দেশের বিনষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তবে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের নিকট বিপদে ধৈর্য্য, কার্য্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস ও দারিদ্র্যে ত্যাগস্বীকার শিক্ষা কর।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাহ্য বিপ্লব অন্তর্ব্বিপ্লবের প্রতিফলন মাত্র। কি নৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক যে কোন বিপ্লব সাধন করিতে যাও না কেন, অগ্রে তোমাকে অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করিতে হইবে; অগ্রে তোমাকে লোকের মনের ভাবস্রোত তদনুকূল দিকে প্রধাবিত করিতে হইবে। অভীপ্সিত-কার্য্যারম্ভ হওয়ার অগ্রে লোকের মনকে অনুকূলভাবে প্রমত্ত করিতে হইবে। লোকের মন অনুকূলভাবে প্রমত্ত হইলে, তাহা কার্য্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে আপনিই প্রধাবিত হইবে। সে বেগ নিবারণ করে কাহার সাধ্য? 'ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?' অভিলষিত বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প মন ও নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি কে রোধ করে? এ স্রোতের বেগে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তি সকল অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্ব্বিপ্লব সাধন করাই—জনসাধারণের মানসিক ভাবস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করাই—সংস্কারকদিগের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই গভীর বিপ্লব-সাধনের দুই মাত্র অস্ত্র—লেখনী ও জিহ্বা। বাগ্মী হৃদয়ালোড়নকারিণী বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্ত উন্মাদিত করিয়া দেন; লেখক হৃদয়-প্রজ্বালনকারিণী রচনা দ্বারা অনাগত পাঠকবৃন্দের হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া তুলেন। অন্তর্বিপ্লব সাধন করিতে হইলে এই দুই শ্রেণীর সংস্কারকেরই একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অধীন দেশে বাগ্মীর সংখ্যা অতি বিরল। ইতালী বহুকাল হইতে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। যে ইতালী একদিন বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ সিসিরোর বক্তৃতায় উন্মাদিত হইয়াছিল, সেই ইতালী এক্ষণে চির-অধীনতায় নীরব! অষ্ট্রীয়ার দৌরাত্ম্যে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতেও অক্ষম! পিশাচদিগের আবির্ভাবে সেই দেবভূমি এক্ষণে শ্মশান! কুত্রাপি জীবনের কোন চিহ্ন উপলক্ষিত হইতেছে না, কেবল সেই পিশাচ-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শ্মশানের অদূরে কয়েকটী নির্ভীক কাপালিক একত্র হইয়া শবসাধন করিতেছিলেন মাত্র। বলা বাহুল্য, মাত্র যে, এই কাপালিক সমাজ নির্ব্বাসিত ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত। সেই কাপালিক সমাজ পৈশাচিক আবির্ভাব হইতে ইতালীকে মুক্ত করিবার জন্য—ইতালীয়দিগের মৃতদেহে

জীবন সঞ্চার করিবার নিমিত্ত, ভগবতী সঞ্জীবনী শক্তির আরাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়ৎকাল দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেই তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তাঁহাদিগের অবসন্নপ্রায় হৃদয় ভাব-বেগে উচ্ছ্বলিত হইল। তাঁহাদিগের শিথিলিত হস্ত নূতন বল পাইয়া লেখনী ধারণ করিল। তাঁহারা পিশাচগ্রস্ত ইতালীয়দিগের রুধিরে—তাঁহাদিগেরই বক্ষঃফলকে এই মূল মন্ত্রগুলি লোহিতবর্ণে অঙ্কিত করিলেন :—

"ভ্রাতৃগণ! তোমরা পিশাচদিগের হস্তে পতিত হইয়াছ! তোমাদিগের হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে ভস্মীভূত হইতেছে! তোমাদিগের শোণিত ভয়ে শুষ্ক হইতেছে! পিশাচ-তাড়নে তোমাদিগের মাংস অস্থি হইতে বিশ্লেষিত হইতেছে! কিন্তু ভয় পাইও না। হৃদয়ে ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সিদ্ধির আশা ধারণ কর, দেখিবে অবিলম্বেই সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইবে। আমাদিগের এই উক্তি নির্ব্বাসিতের বিলাপমাত্র মনে করিও না।

আমরা জানি যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অনেক সময় কেবল বৃথা বাক্যব্যয়েই অতিবাহিত হইয়াছে, কিছুই অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদিগের নিজের হৃদয়-প্রবণতার অনুসরণ করিলে আমরা আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতাম না, অত্যাচারের গভীর প্রায়শ্চিত্তের দিন পর্য্যন্ত নীরবে থাকিতাম; কিন্তু আমাদিগের মরণোন্মুখ ভ্রাতৃগণের কাতরোক্তিতে ও অনুরোধে সাধারণ হিতের জন্য আমরা সঞ্জীবনৌষধস্বরূপ গুটিকত বীজ মন্ত্র না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সরলভাবে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে গুটিকত অকাট্য সত্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবং যে সকল জাতি অবিচলিতভাবে ও অম্লানমুখে ইতালীর কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও গুটিকত মর্ম্মভেদী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

হৃদয়-ভাবের উদ্বেলতা হইতেই মহতী বিপ্লব-পরম্পরা সংসাধিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে, শুদ্ধ শাণিত বেয়নেটেই বিপ্লব সংসাধিত হইতে পারে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। নৈতিক উৎকর্ষ অন্তর্বিপ্লব সংসাধন করিলে, বেয়নেট্ বা শারীরিক বল বাহ্য বিপ্লব মাত্র সম্পাদিত করে। ভাবোদ্বোধিত স্বত্ববিশেষের সমর্থন কালেই বেয়নেট্ প্রকৃত শক্তিশালী। জনসাধারণের মনে নৈতিক জ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই, তাহা হইতে সামাজিক স্বত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ধ পাশব বলে কখন কখন দুই একটী জেতৃপুরুষ সমুদ্ভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের জয় প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে, এইজন্য তাহার পরিণাম প্রায়ই যথেচ্ছাচার—সাধারণ হিতের সমূলোৎপাটন।

যখন লেখকের তেজস্বিনী রচনা স্বাধীনতার ভাবে জনসাধারণের মনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়, তখনই লোকের স্বাধীনতা লাভে প্রকৃত অধিকার জন্মে। যখনই লোকে স্বাধীনতার অভাব অনুভব করিতে শিখে, তখনই তাহাদিগের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন বিপ্লব আপন হইতেই আবির্ভূত হয়। তখনই বিপ্লব বিধি ও ন্যায়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তখন বিপ্লবের

সাধন-সামগ্রীও ন্যায় ও বিধির অনুমোদনে অনিবার্য্য বল প্রাপ্ত হয়।

অদ্বিতীয়-প্রতিভাশালী প্রশস্ত-হৃদয় মনীষিগণ জগতে যে নূতন উন্নতির বীজ রোপণ করেন, অসংখ্য লোকের জলসেচনে সেই বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর ও পরে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বৃক্ষ আবার বহুকাল জলসেচনের পরে ফল ধারণ করিয়া থাকে।

মানব সমাজের শিক্ষা একদিনে সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের বহুকাল-ব্যাপিনী পর্য্যালোচনায়, ঘটনানিচয়ের অক্লান্ত অধ্যয়নে এবং অধিগত সত্য সমূহের ধীর ও বহুকাল-ব্যাপী প্রয়োগেই মানবমনে নূতন সংস্কার—নূতন বিশ্বাস—প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

এই ক্রমিক উন্নতি ও ক্রমিক শিক্ষার প্রধান সাধন সাময়িক পত্র। যাঁহাদিগের জীবনের এক লক্ষ্য, তাঁহাদিগের সমবেত শ্রমে ও সমবেত যত্নেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। এই সাময়িক পত্র—সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবে, কোন ঘটনাকেই তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে না। ইহা প্রত্যেক ঘটনার অভ্যন্তরে যে গভীর ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীই এক্ষণকার ঘটনাস্রোতের গতি-প্রাবল্যের সম্পূর্ণ উপযোগিনী।

ইতালী এক্ষণে একটী নব জীবনের দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত; সুতরাং এতদবস্থ অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালীতেও এক্ষণে ভীষণ শক্তি-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। লক্ষ্যের অবৈষম্য সত্ত্বেও, সাংঘাতিক মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই এক লক্ষ্য; কিন্তু কি উপায়ে সেই লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয় জেতৃগণের প্রতি কতকগুলি লোকের বিদ্বেষ এরূপ প্রবল যে, বিদেশীয় অষ্ট্রীয়গণ স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে বলিয়াই, তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনতার স্বতন্ত্র মূল্য এখনও অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বিচ্ছিন্ন ইতালীর প্রদেশগুলিকে একত্র করা কতকগুলি লোকের আবার এত ইচ্ছা যে, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা বরং বিদেশীয় যথেচ্ছাচারী প্রবল রাজার অধীন হইতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি তাঁহারা অসংখ্য স্বদেশীয় রাজার অধীনে ইতালীকে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্নাঙ্গ দেখিতে প্রস্তুত নহেন।

আবার কতকগুলি লোক প্রাদেশিক বিদ্বেষের সংঘর্ষ হইতে এতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করেন এবং সহসা প্রাদেশিক স্বার্থের মূলোৎপাটন চেষ্টার সাফল্য বিষয়ে এতদূর সন্দিহান যে, ইতালীর পূর্ণ একতা বিধান চেষ্টা অসম্ভব ভাবিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিতে চাহেন এবং আপাততঃ এমন যে কোন নব বিভাগে সম্মত আছেন, যাহাতে ইতালীর বিচ্ছিন্ন ভাব কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়।

একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য—এই তিন অপরিহার্য্য ভিত্তির উপর ইতালীর উন্মোচন চেষ্টা সংস্থাপিত না হইলে যে, ইতালীর প্রকৃত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে, ইহা এক্ষণে অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা এরূপ বুঝিয়াছেন, এরূপ

লোকের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং আশা করা যাইতে পারে যে, অচিরকাল মধ্যেই এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসের অভ্যন্তরে অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাস বিলীন হইবে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, অষ্ট্রীয়ার প্রতি ঘৃণা এবং অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ার জ্বলন্ত ইচ্ছা; এক্ষণে প্রায় ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ভয় এবং রাজনৈতিক কৌশল এত দিন যে সকল জঘন্য সামের অনুমোদন করিয়া আসিতেছিল, তাহা অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইয়া জাতীয় ইচ্ছার গৌরব পরিরক্ষিত করিবে। ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের সম্মুখে দুইটী মাত্র সম্ভবনীয় ঘটনা রহিয়াছে—এই শক্তি-সংঘর্ষে হয় ইতালীতে বৈদেশিক যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত আধিপত্য পরিবর্দ্ধিত হইবে, নয় তোমাদিগের অমানুষ বীরত্বে বৈদেশিক যথেচ্ছাচার ইতালীক্ষেত্র হইতে জন্মের মত বিদূরিত হইবে।

কি উপায়ে সেই গভীর লক্ষ্য সংসাধন করিতে হইবে এবং কি উপায়েই বা এই অন্তর্বিদ্রোহানলকে চিরস্থায়ী ও সফল বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে।

একদল সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, কৌশলে ও গুপ্তভাবেই বিপ্লব সাধিত হইতে পারে। বিশ্বাসের অবিচলিততা ও ইচ্ছার দৃঢ়তার অনিবার্য্য বল অপেক্ষা এই কৌশল ও গূঢ়তার উপরই তাঁহারা অধিকতর আশা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা আমাদিগের মতের অনুমোদন করেন বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত। বিদেশীয় অধীনতায় দেশের অসীম অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য মর্ম্মপীড়িত; তথাপি তাঁহারা উৎকট রোগের প্রতীকার জন্যও উগ্রতর ঔষধ প্রয়োগ করিতে ভীত হয়েন; তথাপি যে কৌশলে ও যে ধূর্ত্ততায় ইতালী যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রীয়ার পদানত হইয়াছে, সেই কৌশল ও সেই ধূর্ত্ততা দ্বারাই তাঁহারা ইতালী উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহারা যে সময়ে ইতালীতে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ইতালীয়গণের অন্তরে স্বাধীন জাতির কর্ত্তব্য-জ্ঞান উদ্বোধিত হয় নাই, সুতরাং অতীত মহিমার স্মরণে; প্রাকৃতিক স্বত্ব সমর্থনের জন্য, প্রাণের দায়ে, প্রজাসমূহ অভ্যুত্থিত হইলে যে, তাহাদিগের বেগ অসংবরণীয়—এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। জ্বলন্ত উৎসাহে তাঁহাদিগের কোন বিশ্বাস নাই। যে কূট ও জটিল রাজনীতিতে আমরা সহস্রবার ক্রীত ও বিক্রীত হইয়াছি এবং যে বৈদেশিক বেয়নেট্ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদিগকে সহস্রবার শত্রুহস্তে সমর্পিত করিয়াছে, সেই কূট ও জটিল রাজনীতি এবং সেই বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিক বেয়নেটেই তাঁহাদিগের সমস্ত আশা সন্ন্যস্ত রহিয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে যে—ইতালীয় হৃদয়ে সঞ্জীবন ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে, ইতালীয় জাতি সাধারণের মন উৎকৃষ্টতর অবস্থার জন্য প্রবলবেগে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন।

তাঁহারা জানেন না যে, বহুকালব্যাপী দাসত্বের পর পুনরুজ্জীবিত হইতে হইলে অসা-

ধারণ নৈতিক উৎকর্ষ ও জীবনের নির্ভীক উৎসর্গীকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাঁহারা জানেন না যে, ইতালীর শতাধিক সার্দ্ধদ্বিকোটি অধিবাসী এই সুমহৎ লক্ষ্য সাধনে সমুদ্রত দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে,জয় দুর্নিবার্য্য। ইতালীর সমস্ত অধিবাসী যে এক লক্ষ্যে ও এক উদ্দেশ্যে কখন সমবেত হইতে পারে ইহা তাঁহারা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি কখন একাগ্র চিত্তে ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন? 'তাঁহারা ইহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত' কখন কি তাঁহারা এরূপ ভাব ইতালীয় ভ্রাতৃগণের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন? শুদ্ধ ইতালীয় ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিয়া কখন কি তাঁহারা বিদেশীয় জেতৃগণের উপর রণোদ্যোষণ করিয়াছিলেন? 'আত্মনির্ভর ব্যতীত উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই'—স্বদেশীয়ভ্রাতৃগণের নিকট তাঁহারা কি কখন এই অমূল্য সত্যের উদ্‌ঘোষণ করিয়াছিলেন? 'তাঁহাদিগের সাপক্ষ্যে যে আন্দোলন অভ্যুত্থিত হইবে তাহা স্বশোণিতে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত করিতে হইবে'—ইহা কি তাঁহারা কখন লোকসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন? 'যুদ্ধ অপরিহার্য্য—সেই সাংঘাতিক ও অপরিহার্য্য যুদ্ধকে হয় জাতীয় সমাধিতে—নয় জাতীয় বিজয়ে পরিণত করিতে হইবে'—এ উপদেশ তাঁহারা কখন কি প্রজাসাধারণকে প্রদান করিয়াছিলেন?

না, কখন না; তাঁহারা কার্য্যের গুরুত্বে ভীত হইয়া হয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন, নয় সভয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, যেন তাঁহারা যে গৌরবের পথে অগ্রসর হইতে-লেন, তাহা ন্যায় ও বিধির অনুমোদিত ন হ।

যে সকল নিয়মাবলী ও বিধিব্যবস্থা বৈদে-িক মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, জাসাধারণকে সেই সকলের অনুবর্ত্তনে িক্ষা দিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে প্রকৃত ভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন; বৃথা বৈদেশিক াহায্যের আশা দিয়া—যাহারা হৃদয় চিরিয়া াহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল—তাহাদিগের ৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন; এবং যে ময় অক্লান্ত কার্য্যে বা রণক্ষেত্রে যাপিত করা চিত ছিল, সেই সময় আলস্যে বা বৃথা ধিক তর্ক বিতর্কে অতিবাহিত করিয়াছেন।

অবশেষে যখন আপনাদিগের আশামরীচিকায় আপনারা উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন; যখন বৈদেশিক কূট রাজমন্ত্রণা-জালে আপনারা প্রবঞ্চিত হইলেন, যখন দ্বারে শত্রু ও হৃদয়ে ভীতি বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল; যখন স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা সমর্থনের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করা তাঁহাদিগের মহৎ পাপের মহৎ প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল, তখন তাঁহারা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যাঁহারা কখনই আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় বিশ্বাস উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় বিশ্বাসের শক্তি অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদিগের ভীরুতা ও সন্দিগ্ধতা দ্বারা জাতীয় উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এক্ষণে জাতীয় উৎসাহের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ করিয়া থাকেন।

আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারা শান্তিলাভ —— তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের কোন বিদ্বেষ

যা শ্রেয়ঃ নাই। আমরা জানি তাহাদের ভ্রম মানসিক-দুর্ব্বলতা-জাত, নীচতা-সম্ভূত নহে। কিন্তু যে কার্য্যের আগন্ত ধারণা করিবার তাঁহাদিগের শক্তি নাই, সে কার্য্যের অধিনেতৃত্ব গ্রহণে তাঁহাদিগের কি অধিকার?

বিপ্লবের পরিণতির সময় প্রত্যেক ভ্রম প্রত্যেক স্খলন সত্য-নির্ণয়ের এক একটী সোপান স্বরূপ হইয়া উঠে। অতীত ঘটনাবলী অভ্যুত্থানশীল পুরুষের বিশেষ শিক্ষাস্থল; এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী অতীত কালের পুরুষদিগের সহিত নব্য ইতালীর পূর্ণ বিচ্ছেদ—পূর্ণ পৃথক্ভাব—সংসাধিত করিয়াছে।

এই শেষ দৃষ্টান্ত—যথায় যে শপথ স সহস্র দেশীয় বীর পুরুষের দেহ স্পর্শ করিয়া গৃহীত হয়, তাহাও অগৌরবে ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হইয়াছে—এই শেষ দৃষ্টান্তও কি ইতালীয়দিগকে শিক্ষা দিবে না যে, জয় অসি-অগ্রে, রাজপুরুষদিগের কূট মন্ত্রণাজালে নহে।

সহস্র বৎসরের শিক্ষা এবং শত সহস্র প্রতারিত পিতৃপুরুষদিগের মৃত্যু-শয্যায় প্রদত্ত শাপ, কি ইতালীয়দিগের মনে এই প্রতীতি জন্মাইতে পর্য্যাপ্ত নহে, যে বিদেশীয়দিগের হস্তে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা মরীচিকা মাত্র।

অসংখ্য স্বাধীন ব্যক্তি যে ইতালীর সহিত এতবার প্রবঞ্চনা করিল, কত সহস্র নির্ব্বাসিত ইতালীয় যে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিল; কত সহস্র ইতালীয় যে স্বদেশে থাকিয়া ও এত দুর্বিবহ উৎপীড়ন সহ্য করিল; ইহাতেও কি ভ্রাতৃগণ। তোমাদিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দী। এতদিন পরে—আমাদিগের বিশ্বাস—ইতালী জানিতে পারিয়াছেন যে, লক্ষ্য ও সাধনার একতা ব্যতীত ইতালী উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই; যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গীকৃত না করিলে ইতালী উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই; বিজয়ের পথ রুধিরকর্দ্দমিত, পুষ্পবিকীরিত নহে।

ইতালীর ভাবী অদৃষ্ট লম্বার্ডীক্ষেত্রেই পরীক্ষিত হইবে; বৈদেশিকদিগের একটী চরণও ইতালীক্ষেত্রে থাকিতে ইতালীতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না।

ইতালী এতদিন পরে জানিতে পারিয়াছে যে—জন-সাধারণের অভ্যুত্থান ব্যতীত জাতীয় সমর সংঘটিত হইতে পারে না; যাঁহারা সেই জনসাধারণের অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে চাহেন, জনসাধারণকে উত্তেজিত ও অভ্যুত্থিত করা তাঁহাদিগেরই হস্তে, তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্তে, নূতন ঘটনা নূতন প্রকার লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকে—যাঁহারা প্রাচীন অভ্যাস ও প্রাচীন নিয়মের অধীন নহেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবী শুভের ভাব জীবন্ত ও জাজ্বল্যমান ও অবিচলিত বিশ্বাসই শক্তির গূঢ় কারণ; আত্মত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম; এবং আত্মবলই সর্ব্ব কৌশলের মূল।

নব্য ইতালী সমাজ এ সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন। তাঁহারা আপনাদিগের সাধনার মহত্ব অনুভব করিতেছেন এবং তৎসিদ্ধি বিষয়েও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য ইতালীয় স্বদেশের উদ্ধার-সাধন-ব্রতে প্রাণ বিস ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র নামে শপথ করিয়া আমরা

বলিতেছি যে, নির্যাতনে আমাদিগের বিশ্বাস বিদলিত না হইয়া বরং দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

যে মহাত্মগণ স্বদেশ-উদ্ধার-যজ্ঞে জীবন বলি প্রদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদিগের রুধিরের অভ্যন্তরে একটী সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। যে স্বাধীনতাবীজ বীরপুরুষদিগের রুধিরে অভিষিঞ্চিত, কোন শক্তিই তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিতে সমর্থ নহে। আমাদিগের অঙ্গীকার ধর্ম্ম স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতানলে জীবন আহুতি প্রদান; আমাদের কল্যকার ধর্ম্ম হইবে—জাতীয় বিপ্লবের উদ্বোধন করা।

নব্য ইতালী সমাজ যুবকমণ্ডলীসংগঠিত—আমরা একমন্ত্রে দীক্ষিত—এক সাধনায় নিমগ্ন; যে কোন প্রকারে সেই পবিত্র যজ্ঞের উদ্যাপন করা আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র লক্ষ্য। যেহেতু আমরা অস্ত্রের ব্যবহারে নিষিদ্ধ, এই জন্য আমরা লিখিব।

যে সকল উদার মত—যে সকল উন্নত হৃদয়ভাব—আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত ও বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে সংশ্লেষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিব। যদি কোন দাসোচিত অভ্যাস—যদি কোন কাপুরুষোচিত হৃদয়ভাব—নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্নিহিত থাকে, আমরা অচিরাৎ তাহাকে অঙ্কুরে দলিত করিব।

আমরা ইতালীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার আমাদিগের মস্তকে গ্রহণ করিলাম; আমরা অদ্য হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীয় ইতালীর বিবিধ কষ্ট যন্ত্রণা, বিবিধ আশা ভরসা, বিবিধ অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা খ্যাপনের মুখমন্ত্রস্বরূপ হইলাম।

আমরা এই লক্ষ্য-সাধনের জন্য মধ্যে মধ্যে পত্রিকাদি প্রচার করিব। আমরা যে সকল মত ব্যক্ত করিলাম, আমাদিগের রচনা সেই সকল মত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ইতালীই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য, সুতরাং আমরা অকারণে বৈদেশিক রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইব না; কিন্তু যখন দেখিব যে বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় ইতালীয়দিগের শিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, যখন দেখিব বৈদেশিক দৃষ্টান্তের তুলনায় মানবদ্রোহী অষ্ট্রীয়গণের কীর্ত্তি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণে অভিরঞ্জিত হইতেছে, যখন দেখিব বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনায় সর্ব্বদেশীয় স্বাধীন জনগণের ভ্রাতৃভাব অধিকতর দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, তখন বৈদেশিক রাজনীতির আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইব না।

আমরা জানি যে **প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব ধর্ম্ম।** যেখানেই দুই হৃদয় এক লক্ষ্যে প্রধাবিত, যেখানেই দুই আত্মা এক ধর্ম্মে দীক্ষিত, সেই খানেই এক দেশ, সেই খানেই এক জাতি। সমস্ত জগতের সাধুব্যক্তিদিগকে এক সমাজে আবদ্ধ করার বর্ত্তমান সময়ের যে অত্যুদার চেষ্টা, তাহার অনুকূলতা সাধন বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিব না।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিকদিগের হস্তে ইতালী—হৃদয়ে যে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, যতদিন না সে ক্ষত শুকাইতেছে, যতদিন না সেই ক্ষতদেশ হইতে রুধিরনির্গমন বন্ধ হইতেছে, ততদিন ইতালী বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিতেছে না। যে সকল জাতি দ্বারা আমরা লজ্জাকর কীর্ত্তি,

বিক্রীত, অবমানিত, ঘৃণিত ও পদদলিত হইয়াছি; যত দিন বিশ্বাসহত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু-শয্যায় ক্রন্দন সেই সকল বৈদেশিক জাতির ও আমাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিবে, ততদিন আমরা বৈদেশিকদিগকে ক্ষমা করিতে পারিব না। ক্ষমা বিজয়ের ধর্ম্ম, দাসত্বের ধর্ম্ম নহে। প্রেম ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার সাম্য-সাপেক্ষ; ক্ষমতা ও শ্রদ্ধার বৈষম্যে প্রেম জন্মিতে পারে না।

যদিও আমরা বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক কৃপার বিদ্বেষী, তথাপি আমরা ইউরোপীয় মনের উৎকর্ষ বিধানে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করিব না; আমরা দেখাইব যে ইতালীয়েরা এখনও পূর্ব্ব গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পরিরক্ষিত করিয়াছেন, আমরা দেখাইব যে, ইতালীয়েরা হতভাগ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অন্ধ বা কাপুরুষ নহেন; এইরূপ সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমরা ভাবী বন্ধুত্বের মূলভিত্তি পরস্পর শ্রদ্ধার উপর সংস্থাপিত করিব।

ইতালীর নাম লুপ্তপ্রায়, ইতালীর এক্ষণে প্রকৃত ইতিহাস নাই। বৈদেশিকেরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে ইতালীর ঘটনা সকলকে, ইতালীয়দিগের প্রবৃত্তিনিচয়, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার এবং অভ্যাস সকলকে অসত্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আমাদিগের হৃদয় খুলিয়া বৈদেশিকদিগের সম্মুখে আমাদিগের ক্ষত প্রদর্শন করিব, দেখাইব কূটমন্ত্রীরা সাধারণ শান্তিরক্ষা ব্যপদেশে ভয়ে আমাদিগের হৃদয়-ক্ষত হইতে কত পরিমাণ রক্ত উদ্গিরিত করিয়াছে, আমরা গগণ বিদারিয়া বৈদেশিকদিগকে আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিব; বৈদেশিকেরা যে অসত্যজালে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সে জাল ছিঁড়িয়া আমাদিগের প্রকৃত ছবি দেখাইব।

আমরা বৈদেশিক হস্তে যে অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি এবং সেই অত্যাচার ও সেই যন্ত্রণার মধ্যেও যে অতুল নৈতিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছি আমরা কারাগারের অন্ধকার হইতে এবং অত্যাচারীর মন্ত্রভবনের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে, অসংখ্য লেখ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রমাণ করিব।

যে সকল মহাত্মা ইতালীর উদ্ধার-সাধন করিতে গিয়া বৈদেশিক হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদিগের কষ্ট যন্ত্রণা, আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও আমাদিগের দুঃখে বৈদেশিকদিগের পাপময় উপেক্ষা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং যে মহাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্তও ইউরোপে অদ্যাপি বিদিত নাই; আমরা আমাদিগের সমাধিস্থলের অধস্তম তলে নামিয়া সেই মহাত্মাদিগের অস্থি উত্তোলন করিয়া বৈদেশিকদিগকে দেখাইব; দেখাইয়া বলিব—যতদিন এই মহাত্মাদিগের অস্থি ইতালী-বক্ষে নিহিত থাকিবে, ততদিন বৈদেশিকদিগের মঙ্গল নাই; ততদিন বৈদেশিকদিগের সহিত আমাদিগের শান্তিসংস্থাপনেরও কোন আশা নাই।

যে ইতালী দুইবার ইউরোপে স্বাধীনতা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন, সে ইতালীর ধ্বংস দেখিয়াও ইউরোপ উদাসীন—এই দেখিয়া যেন সেই সমাধিনিহিত ব্যক্তিগণের হৃদয় ভেদ করিয়া সহসা গগণবিদারী রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইল।

আমরা সে রোদন শ্রবণ করিয়াছি;

আমরা সেই রোদনের প্রতিধ্বনিতে সমস্ত ইউরোপ পরিপূরিত করিব। যতক্ষণ না ইউরোপ বুঝিবে ইতালীর প্রতি কি পরিমাণ অত্যাচার কৃত হইয়াছে, ততক্ষণ সে প্রতিধ্বনি নীরব হইবে না। আমরা ইউরোপীয় লোকবৃন্দকে বলিব দেখ। কোন্ মহাত্মাদিগকে তোমরা ক্রীত ও বিক্রীত করিয়াছ, দেখ। কোন্ পুণ্য-ভূমিকে তোমরা চির-বিচ্ছিন্ন ও চিরদাসত্বে পরিণত করিয়াছ।"

কাপালিক সমাজের এই প্রথম শবসাধন। নব্য ইতালী সমাজের এই সর্ব্বপ্রথম মন্তব্য-উদেঘাষণ। নব্য ইতালী সমাজের মুখযন্ত্রস্বরূপ 'নব্য ইতালী' নামক পত্রিকার এই প্রথম মুখবন্ধ। এই শবসাধনে—এই মন্ত্রে-উদেঘাষণে-আল্প্স্ হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ইতালী কাঁপিল! অষ্ট্রীয়সম্রাটের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িল! সেই তমসাচ্ছন্ন শ্মশানভূমিতে জীবন সঞ্চার পুনরায় সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল! যেন তাড়িত যন্ত্র ইতালীয় মৃতদেহ আলোড়িত করিয়া তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করিল! যেন এই আলোড়নে অধীনতা প্রপীড়িত জাতি মাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:•:—

অতীত বিপ্লব পরম্পরার পতনের কারণ

ম্যাট্‌সিনি "নব্য ইতালী" নামক পত্রিকায় অনেকগুলি প্রস্তাব লিখেন; তন্মধ্যে প্রথম কয়েকটী বৈদেশিকদিগের তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পর তিনি—ইতালীর স্বাধীনতার পরিণতি যে কারণ-পরম্পরায় এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রতিহত হইয়া আসিয়াছে—তদ্বিষয়ে দুইটী সুদীর্ঘ ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব লিখেন। ম্যাট্‌সিনির রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভের ব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসরে অভ্যুত্থিত বিপ্লব সকল যে যে কারণে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল, এই প্রস্তাবদ্বয়ে সেই কারণমালা সাবধানে সমালোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ—অধিনেতৃগণের ভ্রম ও অক্ষমতা, ইতালীয় জাতির বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব নহে। কারণ প্রত্যেক অভ্যুত্থানই সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল।

ইতালীয় জাতির সহজজ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে ইতালীয়ক্ষেত্রে ইতালীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল; এবং বৈদেশিকদিগকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যদিও জাতীয় একতা সংসাধিত করিতে না পারুক, অন্ততঃ জাতীয় সম্মিলন সংসাধনের জন্য একাগ্র হইয়াছিল।

অধিনয়নকার্য্যের বিশৃঙ্খলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যুত্থানের পতনের কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধিনয়ন কার্য্য অক্ষম ও বিশ্বাসহীন অধিনেতৃগণের হস্তেই পতিত হয়। তাঁহারা জনসাধারণের অন্তর্নিগূহিত বলবতী হৃদয়াকাঙ্ক্ষার মর্ম্মবোধে অক্ষম এবং জাতীয় ইষ্টসাধনে জীবন উৎসর্গীকৃত করণে ভীতসাহস ছিলেন। তাঁহাদিগের সাহসও ছিল না এবং আপনাদিগের উপর বা জনসাধারণের উপর বিশ্বাসও ছিল না বলিয়াই তাঁহারা বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর তাঁহাদিগের বিজয়াশা সন্ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সেই

বৈদেশিক শক্তি ও কূট মন্ত্রণাজালই তাঁহাদিগকে পদে পদে পরিত্যক্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত করে।

ঔদার্য্য ও বীরত্বের সহিত আরব্ধ এতগুলি জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের পরিণাম শেষে এই দাঁড়াইল যে, ইতালীয় হৃদয়ে গভীর হতাশতা ও নিরুৎসাহতার ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। এবং তাহার বিষময় ফলস্বরূপ এরূপ কার্য্যবিমুখতা জন্মিল যে, তাহা হইতে ইতালীকে উদ্ধার করিতে না পারিলে ইতালীর আর কোন আশা রহিল না।

যাঁহারা ভবিষ্য অভ্যুত্থানের অধিনায়ক হইবেন তাঁহাদিগকে জাতীয় শক্তির উপরই বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইবে এবং জনসাধারণকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মনে এই ধারণা চাই যে, বিপ্লবের কৃতকার্য্যতা আক্রমণেই, এবং বৈদেশিক অস্ত্রে শাসিত দেশে যুদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রতিশব্দমাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য, তখন ইহা এরূপ প্রণালীতে আরব্ধ করা চাই যে, যত দিন ইতালীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা বিকীর্ণ না হইবে, ততদিন যেন শান্তি বা সন্ধি অসম্ভাব্য হয়।

জানিও যদি এই জাতীয় অভ্যুত্থান জাতিসাধারণের জয়-শব্দে উদ্ঘোষিত না হয়, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য।

জাতীয় অভ্যুত্থানের পতনের আর একটী কারণ—অধিনেতৃগণের অবিচলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বাসের অভাব। বর্ত্তমান অবস্থার বিপর্য্যাস সাধন—যে শৃঙ্খলে ইতালীর জাতীয় চরণ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করণ—এবিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই বটে, কিন্তু তাহার পর কি করিতে হইবে বিষয়ে তাঁহারা অনিশ্চিত, সন্দিগ্ধ ও নানামতে বিভক্ত। কিন্তু যাঁহারা প্রতিষ্ঠাপিত সমাজের শৃঙ্খল ভেদ করিয়া জনসাধারণকে উন্নতিমার্গে অগ্রসর করিতে চান, তাঁহাদিগের প্রচিন্ত অগ্রগামী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পথে আলোক বিকীর্ণ করেন।

ব্যক্তি-বিশেষের আধিপত্য বা ব্যক্তিবিশেষের রাজত্বের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে সংঘাতমানবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে। সংহিত মানবের শক্তি জগতে অনিবার্য্য।

জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের জন্যই বিপ্লব আরব্ধ ও সংসাধিত করিতে হইবে—

ইহাই নব্য ইতালীসমাজের মূলমন্ত্র, ইহাই নব্য ইতালীসমাজের বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, প্রীতি ও চিন্তা লক্ষ্য ও কার্য্য!

ইতালীয় জনসাধারণ বহুদিন হইতে অসংখ্য অত্যাচার, অসংখ্য মনঃকষ্ট সহ্য করিতেছে, যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তি এবং গর্ব্বিত ও ঘৃণিত উচ্চশ্রেণী দ্বারা প্রতিদিন পদদলিত হইতেছে, যদি তাহাদিগকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিতে হয়, তবে স্পষ্টাক্ষরে তাহাদিগের নিকট বলিতে হইবে, যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয় তাহা হইলে অত্যাচারের এই দুইটী মূলই উন্মুলিত হইবে।

তাহাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইলে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। ইতালীয় অতীত অবদান-পরম্পরা—ম্যাসানিলো, পারিস, ব্রসেল্‌স্, ওয়ারসা প্রভৃতি নগরের আধুনিক যুদ্ধ সকল—তাহাদিগের স্মরণপথে অবতারিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বলিতে হইবে "যদি তোমরা এই সকল কীর্ত্তি

কলাপের অনুকরণ করিতে চাও, তবে অসুরের বল ধারণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন, উৎপীড়িতদিগের সহিতই ঈশ্বরের সহানুভূতি। যখন দেখিবে এই উদ্দীপনবাক্যে ইতালীয় ললাট স্ফুরিত হইতেছে, সাগর-হৃদয়ের ন্যায় ইতালীয় হৃদয় তরঙ্গায়িত হইতেছে, তখনই অপ্রতিহত বেগে সমরশীর্ষে প্রধাবিত হইবে এবং লম্বার্ডী ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—

"যাহাদিগকর্তৃক তোমাদিগের দাসত্বনিশা বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, ঐ দেখ সেই জাতি অদূরে দণ্ডায়মান। তাহার পথ আল্‌পসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে—এই আমাদিগের স্বাভাবিকী সীমা—যে অষ্ট্রীয়া সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর।"

"ঈশ্বর জনসাধারণের মঙ্গল বিধান করিবেন! জনসাধারণ তাঁহারই অনুগৃহীত এবং তৎকর্তৃকই তদীয় বিশ্বব্যাপী প্রেমের উদ্বোধন কার্য্যে নিয়োজিত।"

"ভবিষ্য বিপ্লব সকল জনসাধারণের জন্য সাধারণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইবে"—এই আধুনিক মতের প্রবণতা সাধারণ-তন্ত্রেরই দিকে। এই জনসাধারণকে সাধারণ-তন্ত্রের মূল সূত্রে দীক্ষিত করাই নব্য ইতালীসমাজের প্রধান লক্ষ্য। ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইতালীর একতা ও স্বাধীনতা কখনই সংসাধিত হইবে না।

ইউরোপ নানা আকারে রাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার রাজতন্ত্রেই শান্তি পাইতেছে না। এক্ষণে সাধারণতন্ত্র ব্যতীত ইউরোপের উন্নতি ও শান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। নেপোলিয়ান সেণ্টহেলেনায় বসিয়া বলিয়াছিলেন যে, "চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র হয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইবে অথবা ইহা কসাকদিগের অধীন হইবে।" ম্যাট্‌সিনির মুখ হইতে নেপোলিয়ানের সেই বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত।

সাধারণতন্ত্রের প্রতি লোকের যে বিদ্বেষ ও ভয় আছে তাহার কারণ প্রথম ফরাসীবিপ্লবের ভীষণ রণোন্মাদ। কিন্তু লোকের জানা উচিত যে, তখন বস্তুতঃ ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপনের চেষ্টামাত্র হইতেছিল—সাধারণতন্ত্রানুকূল সংক্রমমাত্র আরব্ধ হইয়াছিল—সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই।

লোকে সাধারণতন্ত্রের নামেই কম্পিতকলেবর হয়। কিন্তু সাধারণতন্ত্র কি উপাদানে গঠিত, যদি একবার ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে ইহার গ্রহণে কখনই অস্বীকৃত হইবে না।

জাতীয় শাসন-ভারের জাতীয় হস্তে পরিরক্ষণের নামই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপন। যে বিধিমালা দ্বারা এই শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তাহা জাতীয় ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শাসন-প্রণালীতে জাতীয় প্রভুশক্তিই সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক শক্তি ও সর্ব্বপ্রকার প্রভুতার কেন্দ্র ও মূল বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

ইহা এরূপ একপ্রকার জাতীয় সম্মিলন যথায় সংখ্যার শক্তি অনুসারেই প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যথায় সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদা আইনে অস্বীকৃত হয় এবং কার্য্যের দোষ গুণ অনুসারেই দণ্ড ও পুরস্কার প্রদত্ত হয়; যথায় সর্ব্বপ্রকার কর, সর্ব্বপ্রকার উপায়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সর্ব্ব-

প্রকার শুল্ক ন্যূনতম পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়; যথায় সাধারণ কর্ম্মচারিগণ সংখ্যায় স্বল্পতম ও বেতন-পরিমাণে পরিমিততম; যথায় সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য সংখ্যায় অধিকতম অথচ অবস্থায় দরিদ্রতম শ্রেণীর উপকার সাধন।

"নব্য ইত্যালী" পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি-লিখিত পরবর্ত্তী দুইটী প্রস্তাবের মধ্যে একটী নিয়োপলিতান্ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার-বিষয়ক, অপরটী "উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি প্রযুক্ত চিন্তামালা" নামক। ম্যাট্‌সিনি নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের পুত্র ডিউক অব্ রায়েশষ্টাডের মৃত্যুতে তাৎকালিক কবিবৃন্দের তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া কবিত্বপূর্ণ এই প্রস্তাবটি লিখেন। আমরা যতদূর সামর্থ্য ইহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদান করিলামঃ—

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের বিংশ দিবসে এই রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। সেদিন পারী-নগরী কামানের গভীর শব্দে নিদ্রোত্থিত হয়।

তৎকালে পারীনগরী জগতের আদর্শ-রূপিণী ছিল; তখন ফরাসী পতাকার আধুননে জগৎ-হৃদয় বিকম্পিত হইত এবং তাহার আহ্বানে ফরাশি-হৃদয় সম্মান ও গৌরব-লালসায় উদ্দীপিত হইত।

কুমারের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে অধীর হইয়া প্রজাবৃন্দ পারীনগরীর রাজপথ সকল অবরুদ্ধ-প্রায় করিয়া তুলিল। এই সংবাদে কত ইচ্ছা কত আশা তাড়িত বেগে তাহাদিগের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইল। তাহারা সেই একাধিক শত তোপধ্বনি একটী একটী করিয়া গুণিতে লাগিল—যেন সেই তোপধ্বনিতে ফ্রান্সের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। অবশেষে যেমনি সেই একাধিক শততম তোপধ্বনি সতৃষ্ণ প্রজাবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, অমনি এই বিশ্বব্যাপী জয়ধ্বনি ভূতল বিদারিয়া গগনে উত্থিত হইল—

"জয় নেপোলিয়ানের জয়! জয় বিজয়-লক্ষ্মীর প্রেমাস্পদের জয়! আনন্দ ও শান্তি ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিরাজ করুক। ফ্রান্সের অধিনায়কের একটি নবকুমার জন্মিয়াছে।"

আর সেই ফরাশিনায়ক স্বয়ং কুমারের দোলার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অভিবাদন ও জয়োদ্ঘোষণ করিতেছে; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিজয়-স্ফূর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট তৃণবৎ প্রতীত হইতেছে।

সেই এক দিন আর এই এক দিন! একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে! আজ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই।

আজ গাত্রে অষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ, ললাটে গভীর চিন্তার রেখা, হৃদয়ে মর্ম্মভেদী যাতনা, "নেপোলিয়ান" নামের গুরুত্বে চূর্ণীকৃত ও বিশীর্ণ, এই অবস্থায় ফরাশি-যুবরাজ স্কীনব্রন্ প্রাসাদে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান!

মরণোন্মুখ রাজকুমারের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটী সমগ্র জগৎ, কিন্তু বাহিরে অসীম শূন্য! যে সকল পরিচারক ও বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার শেষ নিশ্বাস অপেক্ষা করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল, তাহারা যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতেছিল তাহা তাঁহার জাতীয় ভাষা নহে—যে পতাকা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে দুর্গোপরি তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তাহা সেই ফরাসী পতাকা নয়, যে পতাকা একদিন তদীয় পিতার আদেশে অষ্ট্রীয় রাজপ্রাসাদেরও উপর সগর্ব্বে ক্রীড়া করিয়াছিল!

বিখ্যাত ২০শে মার্চ্চের শিশু আজ ধরাশায়ী

[জন্মদিনে অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের পুত্র—যাঁহার প্রথম ক্রন্দনে গগন ভেদিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল—আজ তিনি অনাদরে অপমানে মৃত্যুশয্যায় শয়ান! পিতৃ-সম্বন্ধিনী অমর গৌরব-রশ্মিমালার ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত। তিনি তাহার ঔজ্জ্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মৃত্যুকালেও—গৌরব, সাম্রাজ্য, ভ্রষ্ট-লব্ধ মুকুট—এই সমস্ত গভীর চিন্তা অনিবার্য্য বেগে যুগপৎ তাঁহার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ হৃদয়-বহ্নিকে সহসা উদ্দীপিত ও পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত করিল। তাঁহার অন্তর্নিগূহিত হৃদয়বহ্নিতে কেহই সান্ত্বনাবারি প্রদান করিল না। প্রলাপোদ্গিরিত তদীয় মুখোচ্চারিত "যুদ্ধ" "যুদ্ধ" শব্দ কেহই প্রতিধ্বনি দ্বারা সম্মানিত করিল না। অদ্ভুত-প্রভুশক্তি-সম্পন্ন মহান্ পুরুষের সন্ততি এইরূপে অজ্ঞাত ভাবে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

এই অদ্ভুত রাজকুমারের জন্ম ও মৃত্যু—গভীর কবিত্ব-শক্তির অনুকূল দুইটী প্রকাণ্ড যুগ।

অবিশ্রান্ত কার্য্য, অবিশ্রান্ত আন্দোলন, ধারাবাহিক আনন্দ এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় খরতর প্রভুশক্তি ও উজ্জ্বলতর বিজয়-পরম্পরায় যে কবিত্ব, প্রথম যুগের সেই কবিত্ব; আর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় গম্ভীর বিষণ্ণ এবং নিস্তব্ধ আভ্যন্তরীণ চিন্তায় যে কবিত্ব দ্বিতীয় যুগের সেই কবিত্ব। বিশ্বাস ও বিজয়ে যে কবিত্ব, প্রথম যুগে সেই কবিত্ব; অসীম মহত্ত্বের ধ্বংসে যে কবিত্ব, দ্বিতীয় যুগে সেই কবিত্ব। একটী বর্ত্তমান-বিষয়ক, অপরটী অতীত-বিষয়ক। ম্যারেঙ্গো, পিরামীড্‌স্, ওয়েগ্রাম এবং অষ্টারলিট্‌স প্রভৃতি যে সকল প্রকাণ্ড সমরে বিজয়-লক্ষ্মী নেপোলিয়নের অঙ্কশায়িনী হন, প্রথম যুগ সেই সমর-নিচয়ের কিরণ-মালায় উদ্ভাসিত; এবং মস্‌কাউ, ওয়াটার্লু ও সেণ্টহেলেনা প্রভৃতি যে সকল স্থল নেপোলিয়ানের অধঃপতনের সাক্ষীভূত, দ্বিতীয় যুগ সেই সকল স্থলের ভীষণ স্মৃতিতে তমসাচ্ছন্ন। একটী উদ্দীপনাপূর্ণ, অপরটী শোকোদ্দীপক। একটী জীবন-বিষয়ক, অপরটী মৃত্যু-বিষয়ক।

যে ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের নিকট একদিন সমস্ত ইউরোপ নতশির ছিল, সেই ব্যক্তিগত চরম মহত্ত্বের একমাত্র প্রতিনিধির মৃত্যুতে কেন আজ ইউরোপ এত উদাসীন? কেন আজ এই উজ্জ্বল তারকার অন্তর্ধানে—এই প্রকাণ্ড ব্যক্তিগত মহৎস্বরূপ ভাবের জগৎ হইতে অপুনরাগমনের নিমিত্ত তিরোধানে ইউরোপীয় কবিবৃন্দের এরূপ তুষ্ণীম্ভাব? ব্যক্তিগত মহত্ত্বের চরম দৃষ্টান্তস্থল যে চতুর্দ্দশ লুই, দশম চারল্‌স ও প্রথম নেপোলিয়ন্ প্রভৃতির নিকট আজ দুই শতাব্দীকাল সমস্ত ইউরোপ লুণ্ঠিত-শির ছিল, সেই ব্যক্তিগত মহত্ত্বের শেষ স্ফুলিঙ্গের নির্ব্বাণে কেন আজ ইউরোপের এত ঔদাসীন্য?

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাশি কবি এই প্রকাণ্ড ঘটনাবিষয়ে দুইটী চরণ ছন্দোবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সম্পাদকেরা এই মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া একটী গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের রচনায় প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস বা গভীর শোকের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। বরং তাঁহাদিগের রচনায় এই বিস্ময়ভাব পরি-

ব্যক্ত ছিল যে, তাঁহারা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন আপনাদিগকে ততদূর উত্তেজিত করিতে পারেন নাই।

কুমারের জন্মদিনের দোলা হইতে তদীয় সমাধি-মন্দিরের পথ একাধিক বিংশতি বৎসর মাত্র।

কিন্তু এই একাধিক বিংশতি বৎসর যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখন এক শতাব্দী তাহা করে নাই।

কুমারের জন্ম-দিনের এক বৎসর পরে রুসিয়া হইতে নেপোলিয়নের পলায়ন, তাহার পর বৎসর জর্ম্মাণীতে লৌকিক অভ্যুত্থান, এবং তাহার পর বৎসর নেপোলিয়ান্ এল্‌বায় নির্ব্বাসিত। তৎপরে অদ্ভুত উপায়ে নেপোলিয়ানের প্রত্যাগমন এবং অবিচলিত-বিশ্বাস জনসাধারণের অনুগ্রহে সিংহাসন-পুনঃপ্রাপ্তি। তাহার পর ওয়াটার্লু সমরে পরাজয় ও সেণ্টে-হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসন। এ সকলের পর স্পেনিস্ বিপ্লব, গ্রীস্ ও ইতালীর ক্রমিক অভ্যুত্থান, পারীনগরীর ত্রৈদিবসিক বিপ্লব এবং ব্রসেল্‌স্ ও ওয়ার্সার সেই সকল ভীষণ দুর্দ্দিন; কত কত রাজবংশ বিধ্বস্ত, কত কত রাজা ইউরোপে নির্ব্বাসিত পরিব্রাজক; শ্রেষ্ঠ-তন্ত্র ভাবের ইংলণ্ডেও মূলোৎপাটন; এবং সাধারণতান্ত্রিক ভাবের জার্ম্মাণীতেও সবিশেষ উদ্দীপন।

এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও কেন আজ কবি-বৃন্দের বীণা নেপোলিয়ন্‌তনয়ের সমাধির নিকট নীরব?

ইহা এখন হইতে আর এক তানে বাজিবে। বিগত একাধিক বিংশতি বৎসরের ঘটনা-স্রোতে ব্যক্তি-বিশেষের নাম এবং অবিমিশ্রিত জিগীষা ও যশোলিপ্সা ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত যুগের পরিবর্ত্তে এক্ষণে জাতীয় যুগ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। কবি-বৃন্দের বীণা এখন হইতে আর ব্যক্তি-বিশেষের যশোগান করিবে না। এখন হইতে জাতীয় সঙ্গীত—জন-সাধারণের যশোগানই—ইহার লক্ষ্য হইবে। এই জন্যই নেপোলিয়ন্-তনয়ের মৃত্যুতে ইহা নীরব। অতীত সংকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া এখন ইহা ভীষণ ও প্রকাণ্ড ভবিষ্যতের সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবে। ভবিষ্যৎই এখন সকলের চিন্তা ও অভিলাষের বিষয়ীভূত; অনন্ত ভবিষ্যৎ—সাগরের ন্যায় তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক আগ্নেয় গিরির ন্যায় ধাতু-নিস্রব নির্গত করিয়া, দ্রুতপদে ও অনিবার্য্য বেগে আসিয়া মানব-মণ্ডলীর উপর অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহার আগমনে বিলয়োন্মুখ জাতি সকল আবার উঠিতেছে, বিচ্ছিন্ন জাতি সকল পুনরায় মিলিতেছে; ব্যক্তিপরম্পরা প্রকাণ্ড মানব-গিরির আরোহণোপযোগিনী সোপান-পরম্পরায় পরিণত হইতেছে।

নেপোলিয়ন্ ও বাইরন্—ব্যক্তিগত যুগের দুই প্রকাণ্ড বীর, দুই প্রকাণ্ড অধিনায়ক। ইহাঁদিগের আবির্ভাবেই ব্যক্তিগত যুগ পরিণতির চরম শিখরে আরোহণ করে, আবার ইহাদিগের অস্তগমনের সহিতই ইহা অস্তমিত হয়। এক জন সাংগ্রামিক রাজ্যের অধীশ্বর; আর এক জন কল্পনা-রাজ্যের অধিপতি। এক জন কার্য্যবিষয়ক কবিত্বের, আর এক জন চিন্তাবিষয়ক কবিত্বের পারদর্শী।

এক জন এক হস্তে নবোদ্ভাবিত দণ্ডবিধি ও অন্য হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক, জাতিবৈষম্য উপেক্ষিত ও পদদলিত করিয়া, একই সংস্কার-মালায় ও একই শৃঙ্খলদামে ইউরোপীয় জাতি

সমূহকে আবদ্ধ করিতেছেন এবং তাহাদিগের রাজ-নৈতিক অবস্থাকে একীকৃত ও তাহাদিগকে এক সম্মিলন-সূত্রে গ্রথিত করিতেছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভবিষ্যতের সংগঠনের নিমিত্ত ইঁহাকে দ্বিতীয় আটিলার ন্যায় ইউরোপীয় একতার প্রগ্রহক করিয়া পাঠাইয়াছেন। একবার ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে, সংহতি যুগের মূল ভিত্তি দৃঢ়তর রূপে সন্ন্যস্ত করিবার জন্যই যেন বিধাতা ইউরোপীয় জাতিসমূহকে পূর্ব্ব হইতেই বলপূর্ব্বক একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন; "এক দিন তোমরা যেমন দাসত্বের বোঝা একত্র বহন করিয়া আসিয়াছ, এখন সেইরূপ একত্র এক সময়েই ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে" ইউরোপীয় জাতি সমূহকে এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই যেন বিধাতা নেপোলিয়ান্‌কে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে সে সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের শক্তি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; যখন ইউরোপ জানিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। যে দিন জাতিনিচয় আপনাদিগের কার্য্য বুঝিতে শিখিয়াছে, সেই দিনই নেপোলিয়নের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

সেই দিন হইতেই নেপোলিয়নের পরাজয় আরম্ভ হয়। সেইজন্যই তাঁহার অবরোহণ ও পতনের বেগ, তাঁহার অভ্যুদয় ও আরোহণের বেগ অপেক্ষা দ্রুততর ও ভীষণতর হয়। বোধ হইল যেন ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার সৌকার্য্যার্থ কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তিনি ইউরোপক্ষেত্র হইতে সহসা অপসারিত হইলেন।

আট্‌লাণ্টিক-বক্ষে অবস্থিত হইয়া তিনি চিন্তানলে আত্মভস্মীকরণ আরম্ভ করিলেন। বোধ হইল যেন লোকতান্ত্রিক মতের পর্য্যাপ্ত প্রচারের সুবিধার জন্য ব্যক্তিত্ব-বাদের পরিরক্ষক ও মূর্ত্ত্যন্তর নেপোলিয়ন্ ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

আর একজন—কবিত্বের নেপোলিয়ন্—একই সময়ে অভ্যুদিত হন। প্রকৃতি যেন দৃশ্যমান প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-নিচয়ের গভীর অনুভূতি ও তাহাদিগের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির জন্যই তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বাহ্য জগতের উপর ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন না।

বাহ্য জগৎ দর্শনে হতাশ হইয়া তিনি নিজ অন্তর্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এবং তাহার গভীরতম প্রদেশে অবরোহণ করিয়া গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইলেন। তথায় সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন যেন একটী প্রকাণ্ড আগ্নেয় পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে, তথা হইতে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় সকল ভীষণ ধাতুনিঃস্রব ও অগ্নিশিখা উদ্গিরিত করিতেছে; যথেচ্ছাচার সমাজকে যে শোচনীয় অবস্থায় আনীত করিয়াছে এবং পোপ ও যাজকমণ্ডলী ধর্ম্মকে যে কলঙ্কিত আকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে; মানবজাতি যেরূপ অবনত বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার বিরুদ্ধেও ভীষণ ভ্রুকুটী আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি হৃদয়ের সেই সকল ক্রন্দন শুনিলেন, এবং নানা সুরে কিন্তু একই তীব্রতা ও একই বলে, সেই গুলি গাইলেন

এবং সৃষ্টির কার্য্যের বিরুদ্ধে সেই ক্রন্দনের অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

ইহার ফল বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত কবিতামালার উৎপত্তি—ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসে ও ব্যক্তিগত প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ এক প্রকার কবিতা—যাহার মূল মানব সাধারণে নাই এবং যাহাতে কোন ব্যাপক বিশ্বাস নাই।

ইহাই নেপোলিয়নের পতনের মূল ; ইহারই জন্য বাইরন্ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিলেন। সেণ্টহেলেনা ও মিসোলঙ্গি সমাধির অভ্যন্তরে অতীত সময়ের সেই দুইটী পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। নেপোলিয়নের পর—ইউরোপে যথেচ্ছাচার প্রণালী পুনঃ প্রতিষ্ঠাপন করিতে, বিজয় দ্বারা ইউরোপীয় জাতি সমূহকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে এবং সভ্যতার মৌলিক মতের স্থলে নিজের মতের অবতারণা করিতে আর কাহারও সাহস হইবে ? আবার বাইরণের পর—তদীয় কর্সেয়ার লারা. ম্যানফ্রেড প্রভৃতির প্রচারের পর—কে, বিনা জঘন্য অনুকরণে এমন একটী মানবপ্রতিকৃতি সংগঠনে সমর্থ, যাহা সমাজিক মানব অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্ ?

নেপোলিয়ন্! আর তোমায় আমরা চাহিনা ; তোমার অনিয়ন্ত্রিত বলবতী ইচ্ছা, ইউরোপীয় জাতি সমূহের উপর তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা, তোমার গভীর ও অবিচলিত মনঃসন্নিবেশ, তোমার শিরঃকম্পনের অলৌকিক শক্তি—যে কম্পনে একদিন অগণি জনরাশি উন্মত্তের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রধাবিত হইত,—তোমার সামরিক যথেচ্ছাচার এবং জাতীয় শুভনিরপেক্ষ সামরিক কীর্ত্তিকলাপ এ সমস্তে আমাদিগের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই ; সুতরাং ইহাদিগের নিকটে এক্ষণে আমরা বিদায় চাই। ব্যক্তিবিশেষের নিকট আমরা বিদায় চাই। এখন সময় আসিয়াছে, যখন লোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্যনিচয় আপনারা সম্পাদন করিতে শিখিয়াছে। এখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইউরোপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা বাইরন্‌কেও আর চাহিনা। তাঁহার প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি-সৃষ্টি ও অদৃষ্টের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তিকল্পনা দেখিতে এবং জগৎ শূন্য মরুভূমি সদৃশ ও কষ্ট যন্ত্রণাই বিশ্বের নিয়ম—ইত্যাদি ক্রন্দন শুনিতে চাহি না।

বসুন্ধরা এক্ষণে আর মরুভূমি নাই। স্বাধীনতার নামে এখন ইহা বীরনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নবযুগ ধীরে ধীরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া কবিদিগের নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। যাহার জীবন পারিবারিক দুঃখযন্ত্রণায় ভারস্বরূপ হইয়াছে, সে এক্ষণে দেশের জন্য সগর্ব্বে জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবে।

যে কবিতা জাতীয় জীবন সঙ্কীর্ত্তন করে এবং যাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগের যশোগান করে, সেই কবিতাই অনন্তকাল-স্থায়িনী হয়।

সম্প্রতি এই মত প্রথমে ফ্রান্স এবং ফ্রান্স হইতে ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে—এক্ষণে কবিত্ব নির্ব্বাণ-প্রায় ; এবং কল্পনা সৃষ্টি ও উৎসাহোন্মাদ মৃতপ্রায়। সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই এই মত। পৃথিবীতে যে—কোনপ্রকার সুখ আছে অথবা কোন আশা ভরসা আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানব

জাতি কেবল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই যেন পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন মানবজাতির ইহজগতে অন্য কোন কার্য্য নাই।

এই সকল মত পাঠ করিলে হৃদয়ে যেন এক প্রকার শূন্য ও উদাশ ভাব উদিত হয়, যেন শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি আমাদিগের নয়ন-সমক্ষে অবতারিত হয়; মানবীয় বস্তুমাত্রেরই উপর গভীর বিদ্বেষ-ভাব বদ্ধমূল হয়; জীবন শুষ্ক ও নীরস হয়; এবং কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকে না।

কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্য অদৃষ্টের উজ্জ্বলতার উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস; সুতরাং কবিত্বের অস্তিত্বেও আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস! জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবমাত্রই কতকগুলি কর্ত্তব্য-নিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্ত্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ত্ব আছে ও আত্মবিসর্জ্জনে যে অলৌকিক ঔদার্য্য আছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও স্বজাতি যে ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানবজাতি যে ধর্ম্মের পরিধি; স্বাধীনতা, একতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা যে ধর্ম্মের ব্যাসার্দ্ধত্রয়—সে ধর্ম্মে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধর্ম্মের সমস্তই কবিত্ব-পূর্ণ। যে যে দেশে আক্রান্ত অধিকারনিচয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, সেই সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় ক্রন্দনের শক্তি অনুভূত ও অনুপেক্ষিত হয়, সেই দেশেই কবিত্ব; যে দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসংখ্য বীর পুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই দেশেই কবিত্ব। জগতে এমন বৃথা নাই, যাহাতে কবিত্ব নাই। কবিত্ব সৌর কিরণের ন্যায় সকল পদার্থের উপরই পতিত হয় এবং সকল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হয়। ইহার ঐকতানিক শক্তি কাব্য-দেবীর বীণার প্রতি তারের সহিত মিশাইয়া আছে, কবির উন্মেষকারী করস্পর্শেই কেবল তাহা উদ্দীপিত ও স্ফুরিত হয়।

প্রত্যেক মানব-হৃদয়েই কবিত্বের উপাদান-সকল নিহিত আছে, তাহাকে উদ্বোধিত করিতে কেবল গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস চাই। যে দেশ এত কষ্ট পাইয়া আবার উঠিতেছে, সে দেশে সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের অসদ্ভাব হইবে বোধ হয় না।

যতদিন যাইবে ততই এই কবিত্বের পরিণতি ও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইবে। কবিত্বই মানবের জীবন, কবিত্বই মানবের গতি, কবিত্বই মানবের কার্য্য-প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দীপক, কবিত্বই তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ-পথের একমাত্র ধ্রুবতারা, কবিত্বই উদ্ভ্রান্ত জাতিনিচয়কে মরুভূমির মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র অগ্নিস্তম্ভ, কবিত্বই মূর্ত্তিমতী উদ্দীপনা, কবিত্বই আমাদিগের উদার চিন্তানিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কবিত্বই আমাদিগের আত্মত্যাগের উপদেশক। কে বলে কবিত্ব মরিয়াছে? না, কবিত্ব মরে নাই, কবিত্ব অমর; কবিত্ব প্রেম ও স্বাধীনতার অনন্ত উৎসের ন্যায় অজর। রমণীয় নব্য ইউরোপকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই কবিত্ব প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়াছে। চাতক যেমন আশ্রয়ভূত অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর আশ্রয় ও নির্ম্মলতর আকাশের অনুসরণ করে, সেইরূপ কবিত্ব পূর্ব্বাশ্রয় প্রাচীন ইউরোপকে পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর ও নির্ম্মলতর নবীন ইউরোপের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এখন রাজাসংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মানবজাতি-সাধারণ-রূপ অসীম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা এক্ষণে রাজবৃন্দের জয়োদ্ঘোষণ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির কার্য্যে উৎসর্গীকৃতজীবন বীরবৃন্দের জয়স্তোত্র আরব্ধ করিয়াছে।

এই নবীন কবিত্বের বলেই ফরাশি জাতীয় সভার আদেশে সাধারণ-তন্ত্রিণী সেনা আভ্যন্তরীণ বিবাদ, ভীতি ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও—রিক্ত পদে ও জীর্ণ বস্ত্রে প্রাচ্য সীমাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল; তাহাদিগের মুখে 'স্বাধীনতা' রব, উষ্ণীষে জাতীয় ককেড, করে উজ্জ্বল বেয়নেট্ এবং অন্তরে দুর্জ্জেয় বিশ্বাস।

এই নবীন কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়াই স্পেনের পার্ব্বতীয় গেরিলা সেনা নেপোলিয়নের অজেয় সেনারও গতিরোধ করিয়াছিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াই লোকসাধারণকে বৈদেশিক উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল।

এই নবীন কবিত্বে জর্ম্মণী পারপ্লাবিত হইয়াছে। ইহা এখানে একটী পবিত্র ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারই উদ্দীপনায় জর্ম্মান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া এবং গৃহের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

যে কবিত্বের জন্মদিন এরূপ অমানুষী অবদান-পরম্পরায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, সে কবিত্বের কি এরূপ অসময়ে বিলয় সম্ভব? ব্যক্তিবিষয়ক কবিত্বের সহিত কি এই জাতীয় কবিত্বের তুলনা আছে? ব্যক্তিগত কবিত্ব সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া, রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির, বা কোন প্রাচীন বংশের সঙ্কীর্ত্তনে নিরত থা করে; এবং যে সকল সীমায় [illegible] পা ন্তু সেই সঙ্কীর্ণ সীমাতেই তাহার লয় হইবে। বি ন্তু সেই গম্ভীর, স্থির, বিশ্বাসপূর্ণ জাতীয় ক ত্ব—অসীম জগৎ ও অনন্ত মানব জাতির উ র আধিপত্য বিস্তার করিয়া জগতে এক নূ ন যুগের অবতারণা করিবে।

উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ কি এখনও েপোলিয়ন-তনয় বা বোর্দ্দো-রাজকুমারের য শাগান করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে? পোলণ্ড --পবিত্রতার আধার ও ঔদার্য্যের আবাসভূমি --পোলণ্ডের যে আর্ত্তনাদে সাইবীরিয়ার র্ব্বাসনপথ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেই আর্ত্ত- াদে কি কেহই উদ্দীপিত হইবেন না?

যে সহস্র সহস্র নির্ব্বাসিত ব্যক্তি অদৃষ্টের দ্ভুত মহিমায় ফরাশিক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত ইয়া ভবিষ্য প্রকাণ্ড ইউরোপীয় মহাসভার ত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুঃখের হিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন, ইউ-রোপে এমন কি একজনও কবি নাই?

অনন্ত উন্নতির দিকে মানব-হৃদয়ের এই অক্ষার জিগীষা; বিশ্বব্যাপী সম্মিলনের জন্য মানবজাতির এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা; যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জাতিসমূহের এরূপ অনন্ত যুদ্ধ-খ্যাপনা; অপহৃত স্বত্বনিচয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগের এরূপ অক্লান্ত চেষ্টা; লৌকিক অভ্যুত্থানের সমক্ষে প্রাচীন রাজবংশ সকলের এরূপ পতন; নূতনের জন্য এরূপ অশ্রান্ত অন্বেষণ; প্রাচীন ইউরোপ হইতে এরূপ অপূর্ব্ব নবীন ইউরোপের সৃষ্টি; অধিক কি শ্মশান-ভস্ম হইতে এরূপ উজ্জ্বল জীবনের উৎপত্তি—এ সমস্ত কি কবিত্ব নয়?

উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ! আপনারা অনন্ত ভবিষ্যতের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করুন

কেন আপনারা অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অতীতের সহিত আপনাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্য পুরুষ-পরম্পরার ভাবী যশ কীর্ত্তন করুন; বিশ্বপ্রেমিকতা স্বাধীনতা এবং উন্নতির পবিত্র নামে পুনরুজ্জীবিত জাতি সকলের নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্যবহ্নির সন্ধুক্ষণ করুন। ইতস্ততঃ ও সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিবেন সমস্ত ইউরোপ আপনাদিগের মুখ পানে চাহিয়া আছে। ভবিষ্যতের গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নামিয়া ভবিষ্যৎঘটনাবলীর আবিষ্কার করুন।

স্বদেশীয় কবিবৃন্দ! আমাদিগের জন্য জাতীয় সমরের উপযোগী গীতিমালা প্রস্তুত করুন; সেই গীতিরবে উত্তেজিত হইয়া ইতালীয় যুবকমণ্ডলী যেন অষ্ট্রীয় প্রভুশক্তিকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে পারে; যেন সেই জাতীয় সঙ্গীতমালা ভীষণ কালস্রোত অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতে চিরসংলগ্ন হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের প্রতি উক্তির" পর ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালী পত্রিকার "কসিমো ডেল্‌ফ্যাণ্টের উপর বক্তৃতা," জাতিসাধারণের ভ্রাতৃভাব "জার্ম্মাণ ট্রিবিউন্," "ফরাশি ও জর্ম্মান্ জাতি সমূহের মিলন" "জার্ম্মান্ জাতি ও ফরাশি লিবারেল্‌দিগের প্রতি নব্য ইতালী সমাজের উক্তি" প্রভৃতি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখেন।

ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালী পত্রিকার প্রথম কয়খানি সংখ্যা বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিস্‌মণ্ডির নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহকারিতার হয়েন। এই উপলক্ষে সিস্‌মণ্ডির সহিত তাঁহার কিছুদিন পত্রাপত্রি চলে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলির পর সেই পত্রগুলি সিস্‌মণ্ডির অনুরোধে নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সিস্‌মণ্ডি ম্যাট্‌সিনির প্রস্তাবে সম্মত হন এবং নব্য ইতালী সমাজের উদার উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি ইহাতে নিজের নাম দেওয়ার পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট হইতে দুইটী বিষয়ের প্রতিশ্রুতি চান। প্রথমতঃ এই যে, যে রাজ্যে এই পত্রিকার লেখকেরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহা কখন প্রতিকূল ভাব ধারণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ এই পত্রিকায় এমন কোন মত প্রচারিত হইবে না, যাহাতে জনসাধারণের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে।

ম্যাট্‌সিনি ইহার উত্তরে লিখেন যে, "ফরাশি সাময়িক রাজনীতি-বিষয়ক প্রশ্ন সকলে ব্যাপৃত থাকা এই পত্রিকার লেখকদিগের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা জনসাধারণের ধর্ম্মভাবের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিব না। যখন আমি নিজে সেই ভাবে বিস্ফুরিত, তখন আমি কোন্ প্রাণে ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জগতে অরাজকতার বীজ বপন করিব? কোন্ প্রাণেই বা মানবজীবনের একমাত্র উৎস ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য এবং একতাসূত্রের একমাত্র দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি—সেই ধর্ম্মভাবের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক জগতের প্রলয় সাধন করিব?"

সিস্‌মণ্ডি দ্বিতীয় পত্রে স্পষ্টরূপে নব্য-ইতালী পত্রিকার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

হইতে স্বীকৃত হন এবং তাহাতে আপনাকে সাধারণতঃ—বিশেষতঃ ইতালী সম্বন্ধে—সাধারণতান্ত্রিক বলিয়া প্রখ্যাত করেন।

ম্যাট্সিনি তাহার পর নব্য ইতালী পত্রিকায় "স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট নব্য ইতালী পত্রিকার লেখকগণের নিবেদন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখেন। "নব্য ইতালী সমাজের" বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষীয়েরা যে বিবিধ আপত্তি উত্থাপিত করেন, ইহাতে সেই গুলি সমালোচিত ও খণ্ডিত হয়; এবং যে সকল মত সভার সভ্যদিগের পরিশ্রমের নোদক ও যে সকল লক্ষ্য ইঁহার সাধনের নিয়ামক তাহা অসন্দিগ্ধরূপে পরিব্যক্ত হয়। তাঁহারা বলেন "শত্রুই হউন আর মিত্রই হউন আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইতে এবং তাঁহাদিগেরও পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, ইহা ইতালীকে "নব্য" ও "প্রাচীন" এই দুই দলে বিভক্ত করিয়া ইতালীর অন্তর্দৌর্ব্বল্য অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। এই দুই দল একত্র হইয়া কার্য্য করিলে ইতালীর উদ্ধার সাধন সম্ভবপর হইতে পারিত; কিন্তু এই দুই দলের এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাব ইতালীর ভাবী অন্তর্বিদ্রোহের নিদান।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা ইতালীয় কার্য্যকর জাতীয় প্রশ্নে নিরবচ্ছিন্নরূপে সংরুদ্ধ না থাকিয়া কল্পনাবিজৃম্ভিত ভবিষ্য ইউরোপীয় সম্মিলনের আশায় বৈদেশিক জাতিসমূহের সহিত সম্মিলনপ্রার্থী হইয়া, ইতালীর লক্ষ্যসাধন ব্যাহত করিয়া তুলিয়াছে। উক্ত সমাজের কর্ত্তব্য যে বৃথা মত-বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে কার্য্যতঃ ইতালীর প্রকৃত হিতসাধন হয়, তাহাতেই নিরবচ্ছিন্নরূপে ব্যাপৃত থাকে। অবশিষ্ট সমস্তই আপাততঃ ভবিষ্যতের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে ইতালীর উদ্ধার সাধন হইলে সে সকল তখন বিচার করা যাইবে।

ম্যাট্সিনি দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে এই বলিয়াছেন:—"যে যদি এই সমাজ হইতে ইতালীয় প্রকৃত হিতসাধনের কোন যৌক্তিক আশা থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল এই জানিতে হইবে যে, এই সমাজের কার্য্যকলাপ এরূপ বিশ্বপ্রয়োগসহ নিয়মাবলী দ্বারা সঞ্চালিত ও সংযমিত যে, তাহা ইউরোপীয় জাতিমাত্রেরই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

"একত্বই ভৌতিক ও নৈতিক উভয় জগতেরই নিয়ন্ত্রী। যদি সামাজিক জীবনের [illegible]নিচয় কোন এক অব্যভিচারী মূল নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ও সংযমিত না হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ ঘোরতর ব্যক্তিগত মত-বৈষম্য উপস্থিত হইবে এবং বলই সেই বৈষম্যের একমাত্র মীমাংসক হইবে; সুতরাং যথেচ্ছাচারের পথ পরিষ্কৃত হইবে। বিবিধ বৈষম্য [illegible]বলের সামঞ্জস্য করণের দিকেই সমাজ [illegible]র স্বাভাবিকী প্রবণতা। সেই বিষম [illegible]নিচয়ের অন্যোন্য-সংঘর্ষই সামাজিক [illegible]ড়ার নিদান।

সামাজিক উন্নতির কারণ-নিচয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও স্থাপন করাই প্রত্যেক বিপ্লবের লক্ষ্য।

নব্য ইতালী সমাজের সভ্যদিগের বিশ্বাস যে—যাঁহারা ইতালীর উদ্ধার সাধনের প্রকৃত

অভিলাষী তাঁহাদিগের পক্ষে তাহার সাধনোপযোগী উপাদান-কারণসামগ্রীর আলোচনা একান্ত আবশ্যক; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উপাদানকারণ-সামগ্রীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ সম্ভবপর এবং কিরূপ মূলভিত্তির উপর নূতন রাজনৈতিক প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাপিত হইবে এ সকলের পর্য্যালোচনাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

"স্বাধীনতা শব্দের লক্ষ্য ও অর্থ না বুঝিয়া শুদ্ধ "স্বাধীনতা!" "স্বাধীনতা!—" রব করা উৎপীড়িত দাসের কার্য্য বই আর কিছুই নয়।

"প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লক্ষ্যশূন্য প্রতিঘাতমাত্রে সংরুদ্ধ থাকিলে আমরা স্বাধীনতা শব্দের মহৎ উদ্দেশ্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিব না। এরূপ অর্থে অনুসৃত স্বাধীনতা আমাদিগকে উৎসর্গীকৃত জীবন মাত্র করিতে পারিবে, বিজয়প্রদান করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

এই জন্য ইতালীয়দিগের অভ্যুত্থানের লক্ষ্য কি তাহা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"আমরা চাই কি?"

"আমরা জাতীয় অস্তিত্ব চাই। আমরা জাতীয় নাম চাই। আমরা আমাদিগের দেশকে প্রভুশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বসম্মানিত, স্বাধীন ও সুখী দেখিতে চাই।

"আমরা জাতীয় স্বাধীনতা, একতা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য চাই।"

"আমরা জানি প্রথমটী সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কারণ ইতালীয় মাত্রেই সমস্বরে ইতালীর গগন বিদারিয়া বলিবে—বৈদেশিক উৎপীড়কদিগকে দূরীকৃত কর।

জাতীয় একতা বা জাতীয় সম্মিলন সম্বন্ধে মতান্তর ছিল বটে, কিন্তু ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ মতান্তর সহজে অপনীত হইতে পারে। কাহারও কাহারও এরূপ ইচ্ছা যে, সমস্ত ইতালী এক জাতীয় প্রভুশক্তির অধীন হয়, আবার কাহারও কাহারও বা ইচ্ছা যে, ইতালীয় প্রদেশ সকল বিভিন্ন প্রভুশক্তির অধীন থাকিয়াও এক প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম, ইহার অভ্যন্তরে ঘোরতর মতসংঘর্ষ নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, জাতীয় একতায় জাতীয় বলের পরমা কাষ্ঠা সংসাধিত হয়; সুতরাং জাতীয় একতা সম্ভবপর হইলে তাহাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। জাতীয় একতা সম্ভবপর কিনা এই বিষয় লইয়াই মতান্তর; কেহ কেহ বলেন ইহা অসম্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন ইহা সম্ভব। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে আবার দুই দল আছে; এক দল বলেন ইহা সম্ভব বটে, কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ; আর একদল বলেন ইহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু কিরূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতবৈষম্য আছে। এক দল বলেন বিধিনিয়ন্ত্রিত স্বদেশীয় রাজাধিষ্ঠিত রাজতন্ত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিরক্ষণের সবিশেষ উপযোগিনী শাসনপ্রণালী; আর এক দল বলেন ইতালীতে এক্ষণে এরূপ প্রভুশক্তিসম্পন্ন ও প্রাচীন রাজবংশ-সম্ভূত রাজপুরুষ নাই, যাঁহার নিকট সমস্ত ইতালীবাসী নতশির হইতে পারেন, এই জন্য ইউরোপের কোন প্রাচীন রাজবংশ হইতে একটী রাজকুমার আনাইয়া ইতালীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। আর এক দল বলেন যে

যে ইতালীয় সৈনিকপুরুষ বৈপ্লবিক সময়ে বিজয়লক্ষ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রেমাস্পদ হইবেন, তাঁহাকেই ইতালীর রাজ-চক্রবর্ত্তী করিতে হইবে ; আবার সংখ্যায় বহুল আর এক দল বলেন যে, সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী ব্যতীত আর কোন প্রকার শাসনপ্রণালীরই অধীনে ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিভূ নাই। ইহা অপেক্ষা লঘুতর প্রশ্ন লইয়াও নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান, নির্ব্বাচন-রাজনীতির প্রয়োগ-প্রণালী। যথা—প্রতিনিধি সভা একটী, দুইটী বা তদতিরিক্ত হইবে ? বিচার-বিভাগে কি পরিমাণে প্রভুশক্তি সন্ন্যস্ত থাকিবে ? ইত্যাদি। এবং এই সকল বিবাদ বিসংবাদ ও দলাদলি বৈদেশিক শত্রুদিগের সমক্ষেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শত্রুরা এই অন্তর্বিচ্ছেদের সুবিধা লইয়া এক এক করিয়া সমস্ত দলেরই মস্তক চূর্ণ করেন।

এই ঘোর অন্ধকার ও ভীষণ মত-বিসংবাদের নিরাকরণ মানসে কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করেন যে "যতদিন না ইতালীয় জাতি ইহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধ করিতে পারিতেছেন, আইস তত দিন আমরা সমস্ত মতভেদ পরিত্যাগ করি। যেহেতু বৈদেশিক অধীনতা হইতে ইতালীর উদ্ধার সাধন বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, আমরা এক্ষণে ইহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই ; জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত হইলে সে সকল মতভেদের তখন মীমাংসা করা যাইবে।"

এরূপ প্রস্তাব অন্তর্দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক ; নব্য ইতালী সমাজ দুর্ব্বলতাপ্রদর্শনে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বাধাবিপত্তি বা সন্দেহের পরিবর্জ্জন ও পরিহরণ ইহাঁদের ইচ্ছা নহে ; প্রত্যুত সন্দেহের নিরসন ও বাধাবিপত্তির উল্লঙ্ঘনই ইহার দৃঢ় ব্রত।

"বাধাবিপত্তিও সন্দেহের পরিহরণ করিয়া এবং কোথায় যাইব কিছুই না জানিয়া কেবল "অগ্রসর হও ! অগ্রসর হও !" বলিয়া রব করা কাপুরুষের কার্য্য—স্বদেশের সঞ্জীবন কার্য্যে ব্রতী মহাত্মাদিগের কার্য্য নহে।

"বিশেষতঃ লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনিময়ে জাতীয় স্বাধীনতার প্রার্থী নহে। যদি তাহারা জানিতে পারে যে, জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইবে, তবেই তাহারা বৈদেশিকদিগের শৃঙ্খল হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইবে।

"শুদ্ধ প্রতিষ্ঠাপিত শৃঙ্খলার প্রলয়সাধনে একটী সমগ্র জাতিকে বিপ্লবে উত্থাপিত করা অসম্ভব। তাহারা প্রাচীন যথেচ্ছাচার স্থলে নব যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য দেহের রুধির, গৃহের ধন এবং যথাসর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন করিতে কখনই প্রস্তুত হইবে না। যদি জনসাধারণকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতে চাও, তবে অগ্রে তাহাদিগের নয়ন-সমক্ষে একটী সংক্ষিপ্ত অসন্দিগ্ধ ও পূর্ণ কার্য্যপ্রণালী ধারণ করে।

"কি প্রকার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, বিপ্লবের কৃতকার্য্যতার পর এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বরং নূতন নূতন দুর্গমতা উপস্থিত হইবে।

"সেই ভীষণ ঝটিকার পর যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তাহাতে জনসাধারণের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠা ভার হইবে। তখন যিনি কৌশলী তিনি প্রজাসাধারণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকর্ত্তৃক

আপনাকে অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করি... পারেন। সুতরাং বিপ্লবের উদ্দেশ্য বিষ... হইতে পারে।

"বিপ্লবের পর এ সকল প্রশ্নের মীমাং... করার পরীক্ষা কার্বোনারো সম্প্রদায় কর্তৃ... একবার অনুষ্ঠিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। অন্তর্বিচ্ছেদের মৌলিক অনিষ্ট বিপ্লবের ... দ্বিগুণতর ভীষণ আকার ধারণ করে; কি... সেই মুহূর্ত্তেই আবার লক্ষ্যের একতা ও কা... প্রণালীর ঐকতানিকতার বিশেষ ও অপরিহা... আবশ্যকতা। কারণ লক্ষ্য স্বতন্ত্র হইলে, কার্য্যপ্রণালীও স্বতন্ত্র হইবে। যেহে... যাঁহারা বিধিনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপি... করিতে সমুদ্যত, তাঁহাদিগকে সাধারণতান্ত্রি... দিগ হইতে স্বতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী অবলম্ব... করিতে হইবে। নতুবা ফলবৈষম্য ঘটি... কেন? বিভিন্ন কারণ হইতেই বিভিন্ন বিভি... কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

"সাধ্য ফলের স্থিরতা ও পূর্ণ অবগতি... প্রত্যেক বিপ্লবের মূল ভিত্তি স্বরূপ।

"কি সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে সে... সাধ্য ফল পাওয়া যাইবে তাহা দ্বিতী... বিবেচনার স্থল। কিন্তু সাধ্যের সিদ্ধান্ত হইতে সাধনার সিদ্ধান্ত আপনিই প্রসূত হয়। এ... জন্য অগ্রে সাধ্যের—বিশ্বাস ও লক্ষ্যের—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

"আমরা সাধারণতন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম।

"যে সকল কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে আবার সংক্ষেপে বলিতেছি। ১ম সাধারণতন্ত্র কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের অপরিহার্য্য ও ন্যায়-সঙ্গত ফল; ২য় প্রকৃত স্বাধীনতা ও বিশ্বজনীন একতার সহিত রাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য নাই; ৩য় অসংখ্য রাজপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা; ৪র্থ কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রাদেশিক ঈর্ষানলের নির্ব্বাণাসম্ভবতা; ৫ম এমন একটী ধার্ম্মিক, যশস্বী ও প্রতিভাশালী লোকের অসদ্ভাব, যিনি ইতালীর সঞ্জীবন-কার্য্যের অধিনেতা হইতে পারেন; ৬ষ্ঠ সাধারণতন্ত্রের অতীত মহতী অবদান-পরম্পরা অদ্যাপি ইতালীয়দিগের স্মৃতিপটে জ্বলদক্ষরে লিখিত আছে; ৭ম ইতালীয়দিগের মধ্যে রাজতন্ত্রের অনেকগুলি উপাদান-সামগ্রীর অভাব আছে; ৮ম এবং বিপ্লবেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করার ইচ্ছা—এ সমস্ত কারণই রাজতন্ত্রের প্রতিকূল; কিন্তু সাধারণতন্ত্রের অনুকূল।

"এই জন্যই আমরা সাধারণ-তন্ত্রকে আমাদিগের সাধ্য স্থির করিলাম। সুতরাং যখন আমরা লৌকিক পতাকা গগনে উড্ডীন করিলাম, তখন আমাদিগের সমস্ত আশা লোকসাধারণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। তাহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগের স্বাধীন কার্য্যের প্রতিরোধ করিব না কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যাবলীকে সৎপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব; এবং এরূপ লৌকিক, জাতীয় গেরিলা যুদ্ধ স্থাপন করিব, যে কোন শত্রুরই এরূপ সাধ্য হইবে না যে, তাহার প্রমুখীন হয়। এই জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিব; সাম্যবাদকে একটী নূতন ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিব; এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেণী বৈষম্য পদদলিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলন সংস্থাপিত করিব।

"এই জন্য আমরা কেবল রাজার সাহায্য...

প্রার্থী হইব না, অথবা বৈদেশিক রাজনীতি ও কূট মন্ত্রণাজালের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির বৃথা আশায় প্রবঞ্চিত হইব না, আমরা বৈদেশিক মন্ত্রিদল ও বৈদেশিক রাজদূতের নিকট মুক্তি ভিক্ষা চাহিব না; কারণ আমরা জানি যে, যখন আমরা সাধারণতন্ত্রের নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিয়াছি তখন আমরা ইউরোপীয় রাজনীতির সহিত অনিবার্য্য ও অপরিসংহরণীয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি; এ বিপ্লব কূট মন্ত্রণাজালে বা মুগ্ধ সন্ধিতে সংসাধিত হইবার নহে. শাণিত বেয়নেটের সুসাহায্যেই ইহা সংসাধিত করিতে হইবে। জনসাধারণেরই সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়াই আমরা লড়িব। তাহারাই আমাদিগকে বুঝিবে।"

ম্যাট্সিনি প্রথম আপত্তির উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন:—

"আমরা যে ইতালীর ত্রৈবর্ণিক পতাকার উপর "নব্য ইতালী" এই সঙ্কেত অঙ্কিত করিয়াছি তাহার কারণ এই যে, ইহাই আমাদিগের মতে সঞ্জীবিত ও অভ্যুদয়োন্মুখ ইতালীয় জাতির নামের উপযুক্ত সঙ্কেত।

"যাঁহারা সামাজিক বিপ্লবের ...ভমুখে জনসাধারণের ফলবতী ইচ্ছাকে সঙ্কীর্ণ সংস্কার-সীমায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন; যাঁহারা মর্য্যাদা বা সম্ভ্রান্তি-রূপ প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষকে লোকতান্ত্রিক নবীন প্রাসাদের সোপান-প্রস্তর করিতে চান; যাঁহারা অতীত বহুদর্শনের অখণ্ডনীয় প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও বংশপরম্পরাগত রাজতন্ত্রের প্রচারে অস্খলিত মগ্ন; যাঁহারা জনসাধারণের মৃতপ্রায় দেহের উপর নবীন যথেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য জনসাধারণকে মৃত্যুমুখে উত্তেজিত করিয়া থাকেন; যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার বিরুদ্ধে উচ্চরব হইয়াও, অধ্রুব শরীর রাজা, বংশপরম্পরাগত সভ্য-সমাকুল সভা এবং নির্ব্বাচনী শ্রেণীরূপ রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও অসমতার মূলভিত্তির উপর নূতন শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চাহেন; যাঁহারা একটী প্রণালীর সমূলোৎপাটন করিবেন বলিয়া লোকের নিকট ভাণ করেন, অথচ সেই প্রণালীর ফলগুলি সযত্নে সংরক্ষিত করেন, যাঁহারা একটী সমগ্র জাতির অদৃষ্টনেমির পরিবর্ত্তনের অধিকার আপনাদিগেরই হস্তে রাখিতে চান, অথচ বিপৎ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে কম্পিতকলেবর হয়েন; যাঁহারা ষড়্বিংশতি মিলীয়ান্ ইতালীয়কে বিপ্লবে সমুত্থিত করিতে চাহেন, অথচ কোথায় যাইতে হইবে এবং কি করিতে হইবে তাহা জানেন না, যাঁহারা আপনাদিগকে এতদুর নিরবচ্ছিন্নরূপে ইতালীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, বৈদেশিক অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ বৈদেশিক মন্ত্রিসভার অনুগ্রহের উপরই যাঁহারা সমস্ত বিজয়াশা নির্ভর করেন এবং জাতীয় সেনা লইয়া বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করা অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়া খ্যাপন করেন; যাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়াও সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার প্রতিকূল—তাঁহাদিগকেই—তাঁহারা যে বয়সেরই হউন, যে অবস্থারই হউন, যে প্রদেশেরই হউন—কেবল তাঁহাদিগকেই আমরা "প্রাচীন ইতালী" নামে অভিহিত করিলাম। তাঁহারা অতীত যুগের লোক, তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি জাতীয় উন্নতির ভীষণ শত্রু।

তাঁহাদিগের হইতে আমরা "নব্য ইতালী"—যাহাদিগের মন অনন্ত উন্নতি; অসীম, ভবিষ্যৎ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত—যে বয়সেরই, যে অবস্থারই এবং যে প্রদেশেরই হউ না কেন—আমরা চিরকালের জন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বলিয়া খ্যাপন করিলাম।

আমরা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য সার্ব্ববিষয়িক স্বাধীনতা চাই।

আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও কর্ত্তব্যনিচয়ের অবৈষম্য চাই।

আমরা জগতের উন্নতিসাধন-ব্রতে ব্রতী যাবতীয় লোক লইয়া, সমস্ত জাতি একত্র মিলিত হইয়া, একটীপ্রকাণ্ড মানবসমাজ গঠন করিতে চাই। ইহাই আমাদিগের সঙ্কেত, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য, ইহাই আমাদিগের কঠোর ব্রত।

যিনি আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা কিছু ভাল শিখাইতে পারেন তিনি অগ্রসর হউন। তাঁহারই কর্ত্তব্য তাহা খ্যাপন করা।

যিনি আমাদিগের অপেক্ষা কিছু ভাল না জানেন, আসুন তিনি আমাদিগের সহযোগী হউন, আমাদিগের ভ্রাতা হউন।

যাঁহারা এ উভয়ের অন্যতর কিছুই করিবেন না, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া এক প্রার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকুন, তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা যেন আমাদিগের নিকট নিস্তব্ধতা ও জড়তার উপদেশ দানরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ না করেন।

জনসাধারণই আমাদিগের এই নবীন ধর্ম্মের মূলমন্ত্র; ইহাই সামাজিক পিরামিডের ভিত্তিভূমি; ইহাই মানবসম্মিলনের মধ্য বিন্দু। ইহাই সেই সংহিত মানব—যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা ইতালীয় বিপ্লব বা সঞ্জীবন কার্য্যের বিষয় বলি বা চিন্তা করি।

জনসাধারণ শব্দে আমরা সেই জনসমষ্টি বুঝি—যাহাদ্বারা এই জাতিটী সংগঠিত।

কতকগুলি লোক হইলেই একটী জাতি হয় না। তাহাদিগের মধ্যে যদি একটা সাধারণ লক্ষ্য না থাকে, যদি তাহারা এক সাধনায় সিদ্ধ না হয়, যদি এক প্রকার বিধিমালা দ্বারা তাহারা সংযমিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে একটী জাতি বলিতে পারি না। জাতিশব্দ একত্বব্যঞ্জক। মতের একতা, লক্ষ্যের একতা এবং অধিকারের একতাই কতকগুলি বিসংশ্লিষ্ট লোককে পরস্পর সম্বদ্ধ ও একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত করিতে পারে।

যখন সেই মত, সেই লক্ষ্য, সেই অধিকারনিচয়, কোন অবিচলিত ও চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত হয়, তখনই সেই জাতিকে প্রকৃত জাতি বলিয়া পরিগণনা করিব।

যে মতে তাহাদিগের সাধারণ বিশ্বাস, সে মত অখণ্ডনীয় ও উন্নতিশীল হওয়া চাই; যেন তাহা সময়ে বা মানুষের খেয়ালে বিনষ্ট না হয়।

আর সেই লক্ষ্য নৈতিক লক্ষ্য হওয়া চাই; কারণ ভৌতিক লক্ষ্য মাত্রই সঙ্কীর্ণ, সুতরাং প্রকৃতিতঃ চিরস্থায়ী সম্মিলনের মূলভিত্তি হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আর সেই অধিকার-নিচয় যেন মানবপ্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ স্বত্বের নিষ্কর্ষ হয়; কারণ তাদৃশ অধিকার-নিচয়ই কালের করাল চক্রে সংঘৃষ্ট ও উৎখালিত হয় না।

মতসাম্য অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছা-প্রসূত হওয়া চাই; বলে ও কৌশলে যে মতসাম্য

তাহা বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায় বেগসহনা-সমর্থ।

আত্মোন্নতি ও আত্মবৃত্তিনিচয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিণতিই যেন ব্যক্তিমাত্রেরই সাধারণ লক্ষ্য হয়।

কিন্তু জাতির লক্ষ্য হইবে সামাজিক বলনিচয়ের বর্দ্ধনশীল পরিণতি ও ক্ষিপ্রকারিতা সাধন। সমাজ-বন্ধন এই উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রধান উপায়।

স্বত্ব ও কর্ত্তব্যে যাহাদিগের সমান অধিকার; তাহাদিগের মধ্যেই প্রকৃত সমাজ-বন্ধন সম্ভব।

যেখানেই স্বত্বের সাম্য অব্যভিচারী নিয়ম নহে, সেই খানেই শ্রেণী-বৈষম্য, আধিপত্য, মর্য্যাদা, দাসত্ব এবং অধীনতা বর্ত্তমান; সেখানে স্বাধীনতা বা সমাজবন্ধন সম্ভবপর নহে।

সাম্য, স্বাধীনতা, এবং সমাজবন্ধন—এই তিনটী উপাদানেই একটী প্রকৃত জাতি গঠিত।

যে স্বাধীন-নাগরিক-স্বত্বভোগী অধিবাসিগণ এক ভাষায় কথা কহে, এক প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বত্বের অধিকারী, এক সাধারণ লক্ষ্যের অনুসরণে ব্রতী—তাহাদিগের সমষ্টিকেই একটী জাতি বলি।

সমাজবন্ধনের ও সম্বদ্ধ সভ্যদিগের সাম্যের প্রথম পরিণাম এই হইবে যে, কোন পরিবার-বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ সেই সামাজিক বলনিচয়ের অংশের বা সমগ্রের উপর একাধিপত্য করিতে পারিবেন না।

সমাজবন্ধন ও সম্বদ্ধ সভ্যগণের মধ্যে মধ্যে সংস্থাপনের দ্বিতীয় পরিণাম এই হইবে যে:—

কোন শ্রেণীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ জাতির নিকট হইতে অব্যবহিত আদেশ না পাইয়া সেই সামাজিক বলনিচয়ের সঞ্চালন-কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার পুরুষ-পরম্পরাগত মর্য্যাদা বা আধিপত্যের তিরোধান হইবে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পিত থাকিবে, তাঁহারা জাতির নিয়োজিত ভৃত্য হইবেন; তাঁহাদিগের আদেশ জাতি দ্বারা প্রতিসংহরণীয় হইবে; কারণ তাঁহারা পদমর্য্যাদা, স্বত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহা জাতি হইতেই।

স্বয়ং জাতিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা।

যে সকল ক্ষমতা জাতি হইতে প্রসূত হয় নাই, তাহা হঠহৃত ও অবৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

যে কোন ব্যক্তি জাতি-নির্দ্দিষ্ট প্রভুতাসীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন; তিনিই একজন বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

নব বিধিমালার প্রতিষ্ঠাপন; এবং প্রতিষ্ঠাপিত বিধিমালার—যখন জাতীয় অভাব ও সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির সহিত তাহার অসামঞ্জস্য হয়—পরিবর্ত্তন বা পরিপুষ্টি সাধন; রূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় স্বত্ব কেবল জাতিরই হস্তে নিহিত আছে।

কিন্তু যে হেতু জাতিস্থ ব্যক্তিমাত্রই সাধারণ সভায় অধিবেশন করিয়া জাতীয় বিধিমালার আলোচনা ও তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম; এইজন্য জাতিসাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ইহাঁরা—যাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস আছে—এরূপ কতিপয় প্রতিনিধিকে কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদিগকে জাতীয় আজ্ঞার ও জাতীয় ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন

করিয়া দেন এবং সেই জাতীয় অভাবের অনুসরণে সেই জাতীয় ইচ্ছাকেই বিধির আকারে গঠিত করিতে আদেশ করেন।

জাতিনিয়োজিত প্রতিনিধি কর্তৃক পরিব্যক্ত জাতীয় ইচ্ছাই সেই জাতির প্রত্যেক সভ্যের অলঙ্ঘ্য বিধি হইবে।

জাতি অভিন্ন, সুতরাং জাতীয় ইচ্ছার পরিব্যক্তিও অভিন্ন। একের অভেদের অভ্যন্তরে অপরের অভেদ নিহিত আছে।

এই প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলনের অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উপাদান ও বল অন্তর্নিহিত আছে, যে প্রতিনিধি জাতীয় প্রণালী এই সকল জাতীয় উপাদান ও জাতীয় বলের ইচ্ছার অভিব্যক্তির মুখযন্ত্রস্বরূপ, তাহাকেই আমরা প্রকৃত জাতীয় প্রতিনিধি প্রণালী বলি।

যেই খানেই সেই সকল বলের কোনটী উপেক্ষিত হয়, সেই খানেই প্রতিনিধি প্রণালী অসম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রতিনিধি দ্বারা সেই বলের যথাযথ অভিব্যক্তি করিতে স্বভাবতই বলবতী ইচ্ছা ও প্রবণতা জন্মে; এই জন্যই আবার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া উঠে; সুতরাং বিবাদও বিপ্লব—শান্তি ও নিস্তব্ধ পরিণতির স্থলাভিষিক্ত হয়।

আমাদিগের অধিনয়নে জাতীয় প্রতিনিধিনির্ব্বাচন প্রণালী সম্পত্তির উপর সন্যস্ত না হইয়া জনসংখ্যারূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে।

প্রতিনিধি মনোনীত করণ কালে প্রত্যেক অধিবাসীর মত গ্রহণ করা যাইবে। যিনি প্রতিনিধি মনোনীত করণে আত্মমত প্রদান না করিবেন, তিনি স্বাধীন নাগরিকের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন।

শিক্ষা ও ক্ষমতার বৈষম্য হেতু যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত করণে বিশ্বব্যাপী অধিকারের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আপত্তি খণ্ডনের জন্য আমরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দুইটী অঙ্গ করিব; প্রথমতঃ বিশ্বব্যাপী অধিকারের বলে প্রত্যেক অধিবাসী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচক মনোনীত করিবেন; দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সভার সভ্যনির্ব্বাচনের ভার তাঁহাদিগেরই উপর অর্পিত হইবে।

এই সভ্যগণের উপরই জাতীয় শাসনভার ন্যস্ত থাকিবে; তাঁহারা জাতীয় কোষ হইতে বেতন পাইবেন; এবং যতদিন তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা রাজ্যের অন্য কোন পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।

এই জাতীয় সভার সভ্যসংখ্যা যত অধিক হয় ততই ভাল, সভ্যসংখ্যা অধিক হইলে উৎকোচপ্রথা আপনিই কমিবে, কারণ সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকিলে উৎকোচদ্বারা সভ্য মনোনীত হওয়ার তত প্রয়োজন থাকিবে না। এই জাতীয় সভার সভ্যসংখ্যার হ্রাসের সহিত ফ্রান্সের স্বাধীনতার হ্রাস পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

প্রতিনিধি-নির্ব্বাচকেরা একত্র মিলিত হইয়া জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন; প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে তাঁহাদিগের ক্ষমতা অপরিসীম থাকিবে, কারণ সে ক্ষমতা সবাধা হইলে জাতীয় রাজত্বের গৌরব নষ্ট হইবে।

সামাজিক বলনিচয়ের পরিণতি, উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল উন্নতি ও কার্য্যপরতাই সমাজবন্ধনের মূলভিত্তি ও অলঙ্ঘ্য জাতীয় বিধি।

সাধারণ হিতের অনুসরণে সেই সামাজিক বলনিচয়ের সুশাসন, সুনিয়ন্ত্রণ, ও পরিপুষ্টি

সাধনই জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা রাজনৈতিক সাম্যের পরিরক্ষক, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিধিমালা এরূপ ভাবে গ্রথিত করিতে হইবে যে, সামাজিক সাম্যেরও যেন ক্রমে পরিপুষ্টি সাধন হয়।

এই জন্ত দারিদ্র দুঃখ প্রপীড়িত অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর দুঃখাপনোদনে তাঁহাদিগের অনেক সময় ও অনেক যত্ন ব্যয়িত করিতে হইবে।

এই জন্ম দায়, উইল্ এবং দানাদি বিষয়ক বিধিগুলি এরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে যেন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অতিশয় টাকা না জমিতে পারে এবং পরিবার বিশেষের অধীনে অতিরিক্ত সম্পত্তির সঞ্চয় না ঘটিতে পারে।

সমস্ত বিধিমালার লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে, যাঁহারা রাজ্যের যে পরিমাণ উপকার সাধন করিবেন, তাঁহারা সেই পরিমাণই পুরস্কার পাইবেন।

কর-প্রণালী এরূপে সংগঠিত করিতে হইবে যেন যে সকল বস্তু জীবিকা সাধনের অপরিহার্য্য উপযোগী সে সকলের উপর কোন প্রকার কর সংস্থাপিত না হয়; কিন্তু যে সকল বস্তু শুদ্ধ বিলাসসাধন সে সকলের উপর পরিমাণানুরূপ ও ক্রমিক বর্দ্ধনশীল কর সংস্থাপিত হয়।

সমমান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিচারের অধিকার হইতে সমুৎপন্ন জুরিবিচার-প্রথা প্রতিষ্ঠাপিত হইবে।

সম্ভবতঃ অধিকতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সম্ভবতঃ অধিকতম জাতীয় সৌভাগ্যের, সামঞ্জস্য সাধন করাই, জাতীয় স্বাধীনতার পরিরক্ষক জাতীয় প্রতিনিধিদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিরক্ষণের জন্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যত প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে হইবে।

তাহা হইলেই ব্যক্তিগত-বিবেক-বিষয়ক স্বাধীনতা অস্পৃশ্য রাখিতে হইবে; এবং ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিচারের মীমাংসায় অর্পণ করিতে হইবে।

তাহা হইলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত হইবে।

কিন্তু আমাদিগের জাতি এক্ষণে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না। সম্মিলিত সমাজে ক্রমিক উন্নতি-সাধনের দিকে ইহার বলবতী ইচ্ছা। সামাজিক বলনিচয়ের পরিরক্ষণ মাত্রে ইহার পরিতৃপ্তি হইবে না, তাহার পরিবর্দ্ধন করা ইহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। সুতরাং ইহার প্রতিনিধিদিগের ভবিষ্যতের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে; ভবিষ্য যুগে যে উচ্চতর শ্রেণীর সভ্যতার আবির্ভাব হইবে তাহার অনুসরণে সতত নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সুতরাং সমাজ বন্ধনের স্বাধীনতা সর্ব্বথা পরিরক্ষিত করিতে হইবে এবং সুশিক্ষা দ্বারা সাধারণ মনোবৃত্তির যাহাতে বিশেষ পরিপুষ্টিসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার উপায় বিধান করিয়া দিতে হইবে; এরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে যাহাতে জাতিস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অন্ততঃ সামান্য শিক্ষাও পাইতে পারে।

যাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির এবং পারিবারিক ও সামাজিক নীতির উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই সাধারণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

অপরাধীর উন্নতি ও সংস্কার-সাধনরূপ ভিত্তির উপরই দণ্ডবিধি সন্ন্যস্ত হইবে।

নানা স্থানে যাহাতে সাধারণ পুস্তকালয়, সাময়িক পত্রিকা; বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতি-

ষ্ঠাপিত হয়, তাহার নানাপ্রকার উপায় করিতে হইবে।

স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল রাজ্যের মূলভিত্তি স্বরূপ এই গুলি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে ইতালীর সেই সভ্যতাশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার পথ পরিষ্কৃত হইবে, যাহার জন্য আমরা এতদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম এবং যে শাসনসমিতি প্রজাসাধারণের আহ্বানে প্রভুতায় আহূত হইয়াছেন, সে শাসনসমিতি অবশ্যই এই লক্ষ্যসাধনে সরলভাবে ও প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, নতুবা তা কখনই প্রজাসাধারণের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবে না।

বিশ্বব্যাপী ভোটে যে প্রকার শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচিত হইবে, তাহারই নিকট আমরা নতশির হইব ; কারণ জাতীয় ইচ্ছার অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ইচ্ছার অন্তর্ধান সর্ব্বথা প্রার্থনীয় ; কিন্তু যদি এ সকল মত আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের মূলভিত্তি না হয়, তাহা হইলে আমরা কাতর অন্তরে দেখিব আরও কতদিন মানব দুর্ব্বলতা ও মানব প্রলোভন —মানবজাতি ও উহার ভবিষ্য সৌভাগ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া নব নব বিপ্লবের নিত্য আবশ্যকতা সৃষ্টি করিবে।

আমাদিগের উত্তর এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। আমাদিগের অভিপ্রায় সকল এক্ষণে জগতের নিকট বিদিত হইল ; যিনি ইচ্ছা করেন এই সকলের সমালোচনা করিতে পারেন। "নব্য ইতালী" সমাজ এক্ষণে ইহার পথে অগ্রসর হইবে ; ইতালীয় ভবিষ্য সৌভাগ্যের ন্যায় ইহা স্থির ও অবিচলিত ; যে স্বাধীনতার চিন্তা হইতে ইহার উৎপত্তি তাহার ন্যায় ইহা অবিনাশী।

"নব্য ইতালী" সমাজের বিনাশ নাই, যে হেতু বর্ত্তমান যুগের বিশ্বব্যাপী হৃদয়াবেগের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে ; শাসনসমিতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের নির্য্যাতনে, অথবা ব্যক্তিবিশেষের সন্দেহে ইতালীর যুবকমণ্ডলীর উন্নিনমিষা কখনই দমিত হইবে না।

যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, নব্য ইতালী সমাজ কাহার নিকট হইতে এই ক্ষমতা, এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন? তাহার উত্তরে আমরা বলিব:—

"আমাদিগের হৃদয়প্রতীতির পবিত্রতা এবং আমাদিগের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও নৈতিক বল হইতেই আমরা এই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছি ; যাঁহারা জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন, অনন্ত মানব-স্বত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই তাঁহাদিগের হস্তে এরূপ কার্য্যভার অর্পণ করেন।

যে সকল মনীষী স্বদেশের উন্নতির সহিত মানবজাতির সামঞ্জস্য বিধানে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে যে কার্য্যভার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও তাহার অনুমোদন গ্রহণ করিব।"

যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবের পতনের মূল কারণ, অথবা সভ্যতা ও জ্ঞানালোক যাঁহাদিগের হৃদয়ে অর্দ্ধপ্রবেশ মাত্র করিয়াছে, এবম্ভূত লোকেই ম্যাট্‌সিনির সেই অকাট্য সত্য সকলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত করেন —তাঁহাদিগের মতে ইতালীয় একতা অসাধ্য কল্পনা মাত্র এবং ইতালীয়দিগের ঐতিহাসিক প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু কালে প্রকৃত ঘটনা দ্বারা ম্যাট্‌সিনির মতের সত্যতা প্রমাণীকৃত হইল; সুতরাং ইহাদিগের আপত্তির স্বতই খণ্ডন হইয়া আসিল।

অষ্টম অধ্যায়।

অসাধারণ অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত আত্মত্যাগের শক্তি দুর্নিবার্য্য। নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের বেগ অসংবরণীয়। নিঃস্বার্থ সত্যের প্রচার রোধ করে কাহার সাধ্য?

অসংখ্য প্রতিবন্ধক অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ম্যাট্‌সিনির অধ্যবসায় ও ম্যাট্‌সিনির কার্য্যপরতার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। ভবিষ্যতের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস নিবন্ধন তাঁহার উৎসাহোন্মাদ বরং দিন দিন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার লেখনী হইতে একটী প্রবন্ধের পর আর একটী প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার উত্তেজনায় চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনি জেনোয়া ও লেগ্‌হরণে যে সকল সহযোগী বন্ধুগণকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ নিয়মাবলী ও উপদেশমালা পাঠাইতে লাগিলেন। জেনোয়ার রুবিনী ভ্রাতৃগণের যত্নে এবং লেগ্‌হরণের বিনি ও গোয়ারাট্‌জির উদ্যোগে দুইটী সর্ব্বপ্রথম সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই দুইটীই ইতালীতে গুপ্ত সমাজ বিস্তারের কেন্দ্রীভূত হইল।

নব্য ইতালী সমাজের গঠন-প্রণালী।

সমাজের গঠনপ্রণালী যতদূর সরল ও সুস্কেতশূন্য করা সম্ভব তাহা করা হইল। কার্ব্বোন্তারোদিগের গুরুপরম্পরার অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত এই দুইটীমাত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যাঁহারা দীক্ষাগুরু, এই সম্প্রদায়ে নব নব শিষ্য দীক্ষিত করিবার অধিকার তাঁহাদিগেরই হস্তে প্রদত্ত হইল; কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র দীক্ষিত তাঁহাদিগের হস্তে সে অধিকার প্রদত্ত হইল না। নব্য ইতালী সমাজের ভিত্তিভূত মত-সকলে যাঁহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞতা যথোচিত পুরিপুষ্ট তাঁহাদিগকেই দীক্ষাগুরু করা হইতে লাগিল।

ইতালীর বহির্ভাগে মার্সেলিসে একটী মাধ্যমিক সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। এই সমাজ ইউরোপীয় লোকতান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের পরস্পর মিলনের সন্ধিস্থল ও "নব্য-ইতালী" সমাজের বিজয়পতাকার কেন্দ্রস্বরূপ হইল। এই সভা দ্বারাই নব্য ইতালীসমাজের শাখা প্রশাখার নিয়মন ও তত্ত্বাবধান কার্য্য চলিতে লাগিল।

ইতালীর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের প্রত্যেক উপ বিভাগে নব্য ইতালী সমাজের এক একটী গুপ্তশাখা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। একজন দীক্ষাগুরু ও কতিসংখ্যক দীক্ষিত শিষ্য লইয়াই এক একটী শাখা নির্ম্মিত হইল। সকলের সমবেত কার্য্যের বিশৃঙ্খলা না ঘটে, এই জন্য প্রত্যেক নগরের শাখা গুলির উপর এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এবং প্রত্যেক প্রদেশের তত্ত্বাবধায়কদিগের কার্য্য-প্রণালী দেখিবার জন্য একজন করিয়া সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। সকল

শাখার উপর চ ত্র লেখা, পত্রিকা বিতরণ করা, নব নব শিষ্য দীক্ষিত করা প্রভৃতি কার্য্যভার অর্পিত হইল।

মাধ্যমিক সমাজে কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে এই পর্য্যায়ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। দীক্ষিত শিষ্য হইতে দীক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু হইতে তন্নগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক, নগরস্থ তত্ত্বাবধায়ক হইতে প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক, প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক হইতে মাধ্যমিক সমাজের সভাপতির নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

নিত্য পরিচায়ক সর্ব্বপ্রকার সঙ্কেতচিহ্ন বিপৎসঙ্কুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। মাধ্যমিক সভা হইতে প্রাদেশিক সভায়, অথবা প্রাদেশিক সভা হইতে মাধ্যমিক সভায় কোন দূত যাইলে, তাঁহাকে একপ্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বিশেষ প্রকারে কাটা এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া এবং এক বিশেষ রকমে হস্তমর্দ্দন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইত। রাজ-নির্যাতনভয়ে এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন আবার প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবর্ত্তিত করা হইত।

প্রত্যেক সভ্যকে নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক চাঁদা দিতে হইত। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বিতৃতীয়াংশ প্রাদেশিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রাদেশিক ধনাগারেই সঞ্চিত থাকিত; অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ সাধারণ শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাধ্যমিক সভার ধনাগারে প্রেরিত হইত। এবং পত্রিকাদির বিক্রয়ে যে টাকা উঠিত তদ্দ্বারা ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত।

উৎসর্গীকৃত-জীবন মনীষিগণের স্মরণার্থ একটী করিয়া সাইপ্রেস বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা নব্য ইতালী সমাজের পরিচায়ক চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। নব্য ইতালী সমাজের মটোর এই কথাগুলি লিখিত ছিল—"এক্ষণে এবং চিরজীবনের মত"—অর্থাৎ "আমরা নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণ এখন হইতে চিরজীবনের মত স্বদেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গীকৃত করিলাম।"

নব্য ইতালী সমাজের পতাকা ইতালীয় ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হইয়া একদিকে স্বাধীনতা সাম্য ও মানবপ্রেম এবং আর একদিকে একতা ও স্বাতন্ত্র্য এই পদগুলি ধারণ করিয়াছিল। প্রথম পদগুলি ইতালীর বহির্জাতীয় ব্রতের পরিচায়ক, দ্বিতীয় পদগুলি অন্তর্জাতীয় ব্রতের পরিচায়ক।

নব্য ইতালী সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাপন দিন হইতে বহিশ্চর রাজ্য সংকল্পের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও মানবজাতি এবং স্বদেশের সহিত সম্বন্ধে ঈশ্বর ও জনসাধারণ—ইহার মূলসূত্রস্বরূপ গৃহীত হইল।

এই দুই মূলসূত্র—যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এক মূল সূত্রেরই প্রয়োগদ্বয়মাত্র—এই দুই মূল সূত্রই নব্য ইতালী সমাজের যাবতীয় নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি।

ম্যাট্‌সিনি সমাজস্থাপনের সেই প্রথম যুগে বিভিন্ন বিভিন্ন সভার সভ্যগণ ও তত্ত্বাবধায়কদিগকে এবং যে সকল ইতালীয় যুবকমণ্ডলীর সহিত তিনি কোন প্রকারে সংস্রবে আসিতেন, তাঁহাদিগকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন তাহা শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, প্রধানতঃ নীতিমূলক।

সেই সকল নীতিমূলক উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমরা শুদ্ধ ষড়যন্ত্রকারী নহি ; বিপ্লব-সাধনই যে আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য এরূপ নহে ; নূতন ও অদ্ভুত সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবিতায় এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস। ইতালী সঞ্জীবন সাধনই আমাদিগের একমাত্র ব্রত।

"আমাদিগের প্রথম লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষা বিধান। কিন্তু আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অস্ত্র ও বিদ্রোহই সেই জাতীয় শিক্ষা বিধানের একমাত্র উপায় ; এই জন্যই আমরা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা আমাদিগের বেয়নেটের সূচ্যগ্রে কোন গভীর লক্ষ্য না রাখিয়া কখনই তাহার ব্যবহার করিব না।

"সে ধ্বংসের কোনও উপকারিতা নাই, যাহার স্থলে আমাদিগের রমণীয়তর প্রাসাদ নির্ম্মাণের কোনও আশা নাই। সে স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কেবলমাত্র পত্রাঙ্কিত করার ফল কি যাহা লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিব বলিয়া আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

"আমাদিগের পিতৃপিতামহেরা এই লক্ষ্য মুখে রাখিয়া কায করেন নাই বলিয়াই আজ আমাদিগের এই দুর্দ্দশা ; এইজন্য আরও প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা আমাদিগের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা উচিত। শুদ্ধ বিবিধ প্রদেশ সকলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। আমাদিগকে এক জাতি প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে।

"ইহা আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস যে, ইহ-জগতের ইতালীর জীবন অদ্যাপি ভস্মসাৎ হয় নাই। তাহার ললাটে অদ্যাপি লিখিত আছে যে, সে আবার বর্দ্ধনশীল মানবপরিণতির উপাদান-সামগ্রীর সংযোজনা করিবে। আবার সে তৃতীয় জীবনের সৌভাগ্য-দোলায় লালিত হইবে। সেই তৃতীয় জীবনের অবতারণা করাই আমাদিগের এই উদ্যমের একমাত্র লক্ষ্য।

"ইতালীয় জাতির অন্তরে আমাদিগকে একটী প্রবল ও অকৃত্রিম বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে ; তাঁহাদের অন্তরে জাতীয় অতীত অবদান-পরম্পরার জ্বলন্ত ভাব পুনরুদ্দীপিত করিতে হইবে ; তাঁহাদিগের অন্তরে আমাদিগের কঠোর ব্রতের উপযোগী আত্মত্যাগ, অবিচলিততা এবং একচিত্ততা উত্তেজিত করিতে হইবে।

রাজনৈতিক উপদেশ।

"শিষ্যদিগের অন্তরে শুদ্ধ বৈপ্লবিক ভাব উদ্দীপিত করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিলে চলিবে না ; নির্লক্ষ্য বা অনির্দ্দিষ্টলক্ষ্য উদার মতের প্রখ্যাপনায় জগতের অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা অল্প। প্রত্যেক সভ্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস কি ; যাঁহাদের সহিত হৃদয় ও প্রতীতি মিলিয়া যাইবে, তাঁহাদিগকেই সভ্য মনোনীত করিবে। সংখ্যার বহুত্বের উপর বিজয়াশা নির্ভর করিও না ; যদি কখন বিজয় লাভ হয়, তাহা সংখ্যার বহুত্বে নহে, সামাজিক বলনিচয়ের একীভাবে।

"আমাদিগের পরীক্ষা ইতালীয় জাতির উপরই অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদিগের আশা ভরসা পূর্ব্ব হইতেই প্রতারিত ও বিধ্বস্ত হউক তাহাতেও আমারা প্রস্তুত আছি, তথাপি

আমরা বৈপ্লবিক বিজয়ের পর দিনই শিবিরাভ্যন্তরে ঘোরতর অন্তর্বিচ্ছেদ দেখিতে প্রস্তুত রহি।

"তোমাদিগকে একটী নবীন পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে, সুতরাং তোমাদিগকে যুবকমণ্ডলী হইতেই তাহার পক্ষসমর্থক বাছিয়া লইতে হইবে; কারণ যুবকমণ্ডলীরই হৃদয় উৎসাহোন্মাদ, কার্য্যদক্ষতা ও আত্মত্যাগের আধার। তাহাদিগের নিকট পূর্ণ সত্য খ্যাপন কর। আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় তাহাদিগকে সমস্ত জানিতে দেও। যদি আমাদিগের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় জানিয়া তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতে পারিব।

"অতীত বিপ্লবের প্রধান ভ্রম এই হইয়াছিল যে, ইতালীর অদৃষ্ট কোন অপরিবর্ত্তনীয়া মহতী নীতির উপর সন্ন্যস্ত না হইয়া, শুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও সাধুতার উপর সমর্পিত হইয়াছিল।

"এই ভ্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ খ্যাপন কর, ব্যক্তি-বিশেষের নাম পরিত্যাগ কর; ইতালীয় জাতিতে, আমাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্বে এবং ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস প্রচার কর।

"শিষ্যদিগকে শিক্ষা দাও, যাঁহাদিগের হৃদয় বৈপ্লবিক ভাবে অনুপ্রাণিত তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই যেন অধিনেতা মনোনীত করে এবং অতীত পদার্থ ও অতীত প্রণালীর সহিত তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করে। ১৮৩১ সালের ভ্রম সকল তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেও, পূর্ব্ব অধিনেতৃবৃন্দের দোষ সকল তাহাদিগের নিকট গোপন করিয়া রাখার প্রয়োজন নাই।

"বারংবার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, ইতালীর জন-সাধারণ ভিন্ন ইতালীর উদ্ধার-সাধন আর কাহারও দ্বারা হইবে না। সেই জনসাধারণের কার্য্যপরতা—অশ্রান্ত কার্য্যপরতা—হইতেই এরূপ গুরুতর ব্যাপার সংসাধিত হইবে; যেন প্রথম পরাজয়ে জন-সাধারণের হৃদয় ভীতিসমাকুল বা হতাশা প্রপীড়িত না হয়।

"সর্ব্বপ্রকার মত-সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিবে; কারণ ইহা নীতিবিগর্হিত ও বিপৎসঙ্কুল।

অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ—অতি প্রচণ্ড ও রুধির-কর্দ্দমিত যুদ্ধ—পরিহার্য্য বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিও না। বরং যে মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবল বলিয়া মনে করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রণ-খ্যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে। বৈপ্লবিক সমরে প্রত্যাক্রমণ অপেক্ষা আক্রমণই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কারণ তুমি প্রথমে আক্রমণ করিলে শত্রুদিগের হৃদয়ে ভীতি উদ্দীপিত হইবে, এদিকে তোমার বন্ধু বান্ধবদিগের অন্তর সাহস ও উৎসাহে পরিপূরিত হইবে

"বৈদেশিক রাজ্য সকলের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা করিও না; তাহাদিগের সাহায্য ব্যতীতও তোমরা বিজয়লাভে সমর্থ—এইটী তোমরা যতক্ষণ দেখাইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তাহারা কখনই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না।

"কূট মন্ত্রণার উপর কোনও বিশ্বাস স্থাপন করিও না, একবারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এবং তোমাদিগের লক্ষ্য ও সাধন মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া কূট মন্ত্রণার মূলোচ্ছেদ করিবে।

ইতালীয় জাতির ভিন্ন অন্য কাহারও নামে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিও না। কোন একটী অবিচলিত নীতির নামে, জাতীয়

বল লইয়া তোমরা যদি প্রথম যুদ্ধে জয়-লাভ কর, তাহা হইলে জন-সাধারণে তোমাদিগকে আপনাদিগের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহারা তোমাদিগের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। আর যদি নিতান্তই তোমাদিগের পতন হয়, তাহা হইলেও তোমাদিগের মনে এই সান্ত্বনা থাকিবে যে, তোমরা স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে কিরূপে জাতীয় সমরের অধিনয়ন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ; এবং তোমরা যে কার্য্য-প্রণালী প্রখ্যাত করিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্য পুরুষ অবশ্যই ইতালীর উদ্ধার-সাধন করিতে পারিবেন।"

ম্যাট্সিনির পরীক্ষা ফলবতী হইল। জন-সাধারণের বিশ্বজনীন সহানুভূতি বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদিগের মুখে কালিমা অর্পণ করিল।

অচিরকাল মধ্যেই টস্কানীর প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল। জেনোয়ার রুফিনি ভ্রাতৃগণ ক্যাম্পানেলা বেন্জা প্রভৃতি কতিপয় সভ্যের যত্নে চতুর্দ্দিকে সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিল। এই সকল যুবকবৃন্দের নাম সম্ভ্রম কিছুই ছিল না, সুতরাং সামাজিক আধিপত্য লাভের কোনও প্রকার উপায় ছিল না। তথাপি ইহাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত যত্নে ছাত্র হইতে ছাত্র এবং যুবক হইতে যুবক —সকলেই তাড়িত বেগে এই নবোদ্ভাবিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। নব্য ইতালী সমাজের প্রথম-প্রচারিত পত্রিকা সকল ইহার প্রবর্ত্তকদিগের নাম সম্ভ্রম ও সামাজিক আধিপত্যের অভাব বিদূরিত করিল। যাহারাই সে সকল পড়িতে লাগিল, তাহারাই ইহাতে যোগ দিতে লাগিল। এতদিন লোকে নামের মোহিনী শক্তিতেই ভুলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আজ সত্যের নিকট,—অখণ্ডনীয় মতের নিকট— তাহারা পরাজিত হইল। আজ ম্যাট্সিনি প্রভৃতি কতিপয় নির্নাম যুবকের মতে সমস্ত ইতালী সায় দিল। বোধ হইল যেন ইতালীয় জাতির নিদ্রিতপ্রায় উন্মিলমিষা এই কাপালিক সমাজের ভীষণ শবসাধনে পুনরুন্মীলিত হইল।

এই কৃতকার্য্যতায় সেই কাপালিক সমাজ নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। যে সকল গুরুতর কর্ত্তব্যভার তাঁহারা মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে যতদূর সম্ভব, তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

যে সকল যুবকমণ্ডলী দ্বারা সেই কাপালিক সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল,—যাঁহাদিগের ন্যায় উৎসর্গীকৃতজীবন, পরস্পরের প্রতি অবিচলিত ও গভীর অনুরাগপরায়ণ এবং প্রতিদিনের ও প্রতি মুহূর্ত্তের নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই একান্ত উদ্যোগশীল, ব্যক্তি সেণ্ট্ সাইমোনীয়গণ ব্যতীত ইউরোপে আর ছিল না—সেই প্রাতঃস্মরণীয়দিগের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ম্যাট্সিনি, লাম্বার্তী, ইউসিগ্লিয়ো, লুস্ত্রিনি এবং রুফিণি ভ্রাতৃগণের নাম করিতে হয়, ইহাদিগের অনেকেই মডেনাবাসী। ইহারা একাকী, রীতিমত আফিস নাই, সাহায্যকারী কর্ম্মচারী নাই, এরূপ অবস্থায় রাত্রি দিবা ঘোরতর পরিশ্রমে নিমগ্ন; কখন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন; কখন চিটিপত্র লিখিতেছেন; কখন পত্রিকা পত্রাদি পাঠাইবার জন্য পরিব্রাজকের অনুসন্ধান করিতেছেন; এবং এ

উদ্দেশ্যে কখন বা নাবিকদিগকেও নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন ; কখন বা বিদেশে পাঠাইবার জন্য পত্রিকাগুলি তাড়ায় তাড়ায় বাঁধিতেছেন ; এইরূপে যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির গভীর আলোচনার প্রয়োজন সেই সকল কার্য্য হইতে সামান্য কার্য্য পর্য্যন্তও তাঁহারা অম্লান-বদনে করিতে লাগিলেন।

লা সিসিলিয়া নামক একজন কম্পজিটরের কার্য্য করিতে লাগিলেন ; ল্যানুবার্তী প্রুফ-সংশোধনের ভার গ্রহণ করিলেন ; এবং আর একজন সত্তার খরচ বাঁচাইবার জন্য পত্রিকাদির বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলেন।

এই মনীষিগণ সোদরের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবে একত্র কালযাপন করিতে লাগিলেন ; তাঁহারা এক আশা ও এক লক্ষ্যে দীক্ষিত ছিলেন ; এবং লক্ষ্যের অবিচলিততা ও পরিশ্রমের অশ্রান্ততা হেতু সকলেরই প্রীতি ও ভক্তির ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিককে অনেক সময় নিজ নিজ দৈনন্দিন খরচ হইতে বাঁচাইয়া এই সকল খরচ চালাইতে হইত; এই জন্য তাঁহাদিগকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা সতত প্রফুল্ল থাকিতেন এবং ভবিষ্যতে অবিচলিত বিশ্বাস হেতু বিজলীর ন্যায় হাস্যরেখা তাঁহাদিগের অধরোষ্ঠে সতত বিরাজমান থাকিত।

সেই প্রথম দুই বৎসর (১৮৩১ - ১৮৩৩) নব্য ইতালী সমাজে শৈশবের সরলতা ও পবিত্রতা, তারুণ্যের স্ফূর্ত্তি ও তেজ, প্রৌঢ়াবস্থায় ধীর ও প্রশান্ত প্রফুল্লতা ও বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য ও আত্মত্যাগ—এ সমস্তই যুগপৎ বিদ্যমান ছিল। এই সময় সেই কাপালিক সমাজ চতুর্দ্দিকে দুর্দ্দমনীয় শত্রুবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়াও অসংখ্য বিপৎপরম্পরার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সত্যের পথে—বিজয়ের পথে—অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সকল শত্রুমণ্ডলী এই সময় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরিচিত ও প্রকাশ্য শত্রু। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে—অনেক সময় আপনাদিগের মধ্যে—পরস্পরের নিন্দা ; পরস্পরের গ্লানি, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, পরস্পরের প্রতি কৃতঘ্নতা, পূর্ব্ব বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অকারণে তাঁহাদিগের সংসর্গত্যাগ ; অধিক কি ইতালীয় বর্ত্তমান পুরুষের প্রায় সমস্তকর্ত্তৃকই—যাঁহারা ঈশ্বর-সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছিলেন, কখনই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না, তাঁহাদিগ কর্ত্তৃকও—কোন নব বিশ্বাস বশতঃ নহে, শুদ্ধ আত্মদৌর্ব্বল্যবোধে বা প্রতিহত অভিমানভরে—তাঁহাদিগের পতাকাত্যাগ ; এ সমস্ত ঘটনা সেই কাপালিক সমাজের হৃদয়-কুসুমকে অদ্যাপি বিশোষিত করে নাই ; এ সমস্ত ঘটনা অদ্যাপি গতাবশিষ্ট কতিপয় শবসাধককে হতাশাপ্রপীড়িত হইয়াও কিরূপে কর্ত্তব্যপ্রণোদিত পরিশ্রমের বোঝা বহন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেয় নাই ; কর্ত্তব্য, যাহার শাসন দুর্লঙ্ঘ্য, মূর্ত্তি ভীষণ, কিন্তু স্পর্শ শীতল ! যে মহাত্মগণ এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যেন অনন্তকালের জন্য তাঁহাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় নাম জগতের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে।

কিরূপে গুপ্তভাবে তাঁহাদিগের পত্রিকা সকল ইতালীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারে, সেই কাপালিক সমাজ এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসায় আন্দোলিত হইলেন। ষ্টীমবোট কোম্পানীর এজেণ্ট, মস্তেনারা নামক কোন যুবাপুরুষ নিয়োপলিতীয় বাষ্পীয়পোতে ইত-

স্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি এবং আর, কতিপয় ফরাশি নাবিক—এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যতদিন তাঁহাদিগের দিকে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলিত বা তাঁহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ক্রোধ উদ্দীপিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা যে প্যাকেট্ জেনোয়ায় পাঠাইবেন তাহা লেগহরণের কোন অসন্দিগ্ধ বাণিজ্যাগারের নাম দিয়া পাঠাইয়া দিতেন; আবার যাহা লেগহরণে পাঠাইবেন তাহা সিভিটা ভিচিয়া প্রভৃতি সাঙ্কেতিক স্থলের নাম দিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে কিছু দিন তাঁহারা যেখানে যেখানে জাহাজ লাগিত, তথাকার পুলিশ ও কষ্টমহাউস্ কর্ম্মচারিদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের হস্ত হইতে প্যাকেট্গুলিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন জাহাজ অভীষ্ট বন্দরে পৌঁছিত; তখন প্যাকেটগুলি যাঁহার মারফত প্রেরিত হইত, তাঁহারই জিম্মায় থাকিত, যতক্ষণ না কাপালিক সমাজের পূর্ব্বেই প্রাপ্তসংবাদ কোন গুপ্তচর আসিয়া অতি সংগোপনে তাহাদিগকে লইয়া যাইত।

কিন্তু যখন গবর্ণমেণ্টের চক্ষু সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিলেন যে, যাহারা নব্য ইতালীসমাজের পত্রিকাদি ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে এবং যাহারা সে সকল পত্রিকার ইতালীতে প্রচারিত হওয়া বিষয়ে কোনপ্রকার সাহায্য করিবে তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করা যাইবে; যখন চার্লস্ অ্যাল্বার্টের ক্যাসিয়া পেস্কা প্রভৃতি মন্ত্রিগণ স্বাক্ষরিত আজ্ঞালিপি ঘোষণা এই করিল—যে, যাহারা নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাদি প্রচারের সহায়তা করিবে, তাহাদিগের প্রতি গুরুতর অর্থদণ্ড ও দুইবৎসর কারাবাসরূপ শারীর দণ্ড প্রদত্ত হইবে, কিন্তু যাহারা সংবাদ দিবে তাহাদিগকে সেই অর্থদণ্ডের অর্দ্ধেক পারিতোষিক দেওয়া যাইবে অথচ তাহাদিগের নাম অপ্রকাশিত থাকিবে; তখনই ইতালীর নীচাশয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কাপালিক সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে যদিও কাপালিক সমাজের অনেক শ্রম, অনেক অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইয়াছিল, তথাপি বিজয়লক্ষ্মী পরিশেষে তাঁহাদিগেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন।

এখন হইতে পত্রিকাদি পাঠাইতে তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল কৌশলের একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নানা স্থানে কমিসন্ এজেণ্ট নিযুক্ত হইল; চোঙের ভিতর করিয়া নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাসকল তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল। যে সকল চোঙের অভ্যন্তরে কি আছে, কমিসন্ এজেণ্টেরা তাহা জানিতেন না। এদিকে সমাজের গুপ্তচরদিগকে চতুর্দ্দিকে লিখিয়া পাঠান হইত, তাঁহারা যেন যথা সময়ে সেই সেই কমিসন্ এজেণ্টের নিকট গিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সেই সকল চোঙ খরিদ করেন। গুপ্তচরেরা সেই সকল চোঙ খরিদ করিয়া তদভ্যন্তরস্থ পত্রিকাগুলি দীক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচারিত করিতেন।

পত্রিকাদির গুপ্ত প্রচারে কাপালিক সমাজ ফরাশি সাধারণতান্ত্রিকদিগের ও ইতালীয় বাণিজ্যতরির নাবিকদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইতেন। সাহায্য পাইবেন বলিয়া তাঁহারা ইতালীয় নাবিকদিগকে

বৈপ্লবিক শিক্ষায় দীক্ষিত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছিল।

ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ইতালীতে কাপালিক সমাজের পত্রিকাদি প্রচার রহিত করিতে অসমর্থ হইয়া, মার্সেলিস্‌স্থিত কাপালিকদিগের স্বর রোধ করিবার জন্য ফরাশি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, ফরাশি গবর্ণমেণ্টও সে অনুরোধ রক্ষা করেন।

কাপালিক সমাজের বিরুদ্ধে উভয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্য্যাতনপ্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা পরে সবিশেষ বিবৃত হইবে। এক্ষণে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, উভয় গবর্ণমেণ্টের ভয়ঙ্কর নির্য্যাতন সত্বেও কাপালিক সমাজের গতি বিন্দুমাত্রও প্রতিহত হইল না।

অচিরকাল মধ্যেই ইতালীর প্রায় সর্ব্বত্র সমাজের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। শাখাসমাজের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অধিক কি নিয়োপলিটান সীমা পর্য্যন্তও গুপ্ত মন্ত্রণা নির্ব্বিঘ্নে প্রচারিত হইতে লাগিল। কাপালিক সমাজের উপদেশ সংক্রামিত করিবার জন্য এবং দীক্ষিতদিগের উৎসাহবহ্নি ইন্ধনসন্ধুক্ষিত রাখিবার জন্য কাপালিক সমাজের পরিব্রাজক গুপ্তচর সকল সর্ব্বত্র ইতালীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সমাজের পত্রিকা সকল পাঠ করিবার ইচ্ছা যতদূর বলবতী হইয়া উঠিল যে, যত সংখ্যা পত্রিকা ইতালীতে প্রেরিত হইত, তাহাতে সাধারণ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না। সুতরাং জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য চতুর্দ্দিকে সে সকল পত্রিকার গুপ্ত পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন এবং গুপ্ত ও বিস্তৃত প্রচার আরম্ভ হইল।

নব্য ইতালী সমাজের আবির্ভাব এইরূপে সমস্ত ইতালীয় জাতি কর্ত্তৃক সোৎসাহে ও সাদরে পরিগৃহীত হইল। অনধিক বর্ষাকালের মধ্যেই ইহার প্রভাব ইতালীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এ জয় ব্যক্তিবিশেষের জয় নহে, মতের জয়, সত্যের জয়। নীচকুলোদ্ভব, অজ্ঞাতনামা, কপর্দ্দকশূন্য, অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয় মাত্র যুবাপুরুষ—যখন জনসাধারণের বিশ্বাসপাত্র ও অধিনেতা, সম্ভ্রান্ত, মান্য গণ্য, গলিতশ্মশ্রু ব্যক্তিদিগের চিরলালিত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও, এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ এক প্রবল সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেন, যাহাকে দমন করিতে সপ্তরাজ্যকে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল—তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, তাঁহারা যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের পতাকা।

যখন ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীয় জাতির অন্তরে জাতীয় সমর ও সাধারণতান্ত্রিক জীবনের ভাব দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ফ্রান্সরাজ লুই ফিলিপ ও তদীয় সভাস্তবর্গ ইতালীয় জাতির মনে বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব উত্তেজিত করিতে অশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন।

মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, ফ্রান্সের উন্নতি স্থিতিশীল নহে। ফ্রান্সের অদৃষ্টচক্র নিয়তিপথে অনবরত অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই দেখিলাম ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক স্বতোমাদের পদেশক, মানবপ্রেমের প্রচারক; পর মুহূর্ত্তেই আবার দেখিলাম, ফ্রান্স সে মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ

মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যে ফ্রান্স একদিন স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক ছিলেন, সে ফ্রান্স আজ যথেচ্ছাচারের আবাসভূমি, জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতিকূল। যে ফ্রান্স এক দিন সভ্যতা-মার্গের উপদেশক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ বর্ব্বর জাতির ন্যায় সভ্যতার মূলমন্ত্র-স্বরূপ স্বাধীনতা প্রচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। যে ফ্রান্স একদিন মানবপ্রেমের প্রচারক ছিলেন, সেই ফ্রান্স আজ মানবদ্বেষী; সেই ফ্রান্স আজ সর্ব্বপ্রকার সঞ্জীবন, সর্ব্বপ্রকার নব শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর।

ফ্রান্স উন্নতিশৈলের যে শিখর অবলম্বন করিয়া উঠিতেছিলেন, আমরা জানি তিনি তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর তাহার উপর উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা উঠিতে পারিবেন না বলিয়া [illegible] তিশৈলের অন্যান্য শিখর ধরিয়া তাহার উচ্চতম বিন্দুতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, নামিয়া তাহাদিগের গতি-রোধ করিবার প্রয়োজন কি? ইতালীর নবীন অভ্যুত্থানের প্রতিকূলে তাঁহার দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? উন্নতিশৈলের উচ্চতর শিখরে অন্য কোন জাতি উঠিতে পারে, সে ত তাহারই গৌরব, তাহাতে ত তাঁহারই মুখ উজ্জ্বল; কারণ তিনি অতদূর উঠিয়াছিলেন বলিয়াই আর এক জাতি তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর উঠিল। ফ্রান্স! আমরা তোমায় বড় ভাল বাসি, এই জন্য এ সংবাদ—তোমার এ নীচতায়—তোমার এ অবনতিতে—আমাদের হৃদয় ফাটিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ-বিধানার্থ ফ্রান্সের মন্ত্রি-সভা ম্যাট্সিনির প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড প্রযুক্ত করিলেন। ম্যাট্সিনি মার্সেলিস্কে তাঁহার কার্য্যকেন্দ্র করিয়াছিলেন। নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত পত্রাদি তথায় মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রচারিত হইত এবং ইতালীর সমস্ত নগরগুলি মার্সেলিসের সঙ্গে যেন তারে তারে গাঁথা ছিল; এই জন্য ম্যাট্সিনি মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রতি[illegible] করিলেন যে, পার্য্যমাণে মন্ত্রি-সভার আদেশ প্রতিপালন করা হইবে না, সুতরাং তিনি এরূপ ভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন, যাহাতে লোকে মনে করে যে, তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া পলা[illegible]ছেন।

সেই সময় বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণ ফ্রান্সে প্রদেশ সকলে প্রতিষ্ঠাপিত হইতেন এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া বৃত্তি পাইতেন। বৃত্তিভোগী বলিয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হইতে হইত। ম্যাট্সিনি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই বৃত্তি লইতেন না, সুতরাং তিনি তাদৃশ বিশেষ বিধির অধীন ছিলেন না। এই জন্য তিনি পুলিশের প্রখর পর্য্যবেক্ষণ হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সাধারণতান্ত্রিকদিগের মুখ-যন্ত্রস্বরূপ ট্রিবিউন্ নামক পত্রিকার ১৮৩২ খৃঃ ২০শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া এইরূপ একখানি প্রতিবাদ-পত্র প্রচারিত করিলেন—

"যে রাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও বিদেশবাসের, প্রাকৃতিক স্বত্বসীমা—গর্হিত বিধি ও অধিক[illegible]র গর্হিত বিধি-প্রয়োগ দ্বারা উল্লঙ্ঘিত হয়; যে রাজ্যে অভিযোগ, বিচার [illegible]দোষনির্ণয় একই প্রভুশক্তি হইতে প্রসূত হয় এবং আত্মদোষক্ষালনের কোন প্রকার

সম্ভাবনা প্রদত্ত হয় না ; যেখানে যথেচ্ছাচার ও অধীনতাস্বীকার ভিন্ন আর কিছুরই দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয় না ;—সেস্থলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই, যাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও আত্মগৌরব জ্ঞান আছে, প্রকাশ্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

"এরূপ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য বৃথা আত্মদোষক্ষালন চেষ্টা নহে, অথবা যাঁহারা সেই অত্যাচারে প্রপীড়িত তাঁহাদিগের মনে মহানুভূতি উদ্রিক্ত করার অভিলাষ নহে। যে প্রভুশক্তি আত্মবলের অপব্যবহার করিয়াছে তাহার দুর্নাম ঘোষণা করা ; যে রাজ্যে তাদৃশ ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অপরাধ সকল একটী একটী করিয়া লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করা ; তাদৃশ প্রভুশক্তি যে, জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদিগকে যে অবমানিত ও পদদলিত করিয়াছে, তাহার অসংখ্য প্রমাণের সহিত আর একটী প্রমাণের যোগ সাধন করার— কান্তিক আবশ্যকতার উপলব্ধি হইতেই এরূপ প্রতিবাদের উৎপত্তি!

"এই জন্যই আমি প্রতিবাদ করিতেছি।

"ফরাশি মন্ত্রিসভা আমার নিকট যে অনুজ্ঞা-পত্র পাঠাইয়াছেন, দেখিলাম সংবাদ পত্র সকলে তাহা এবং যে সকল কারণ হইতে তাদৃশ অনুজ্ঞা-পত্র উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও প্রচারিত হইয়াছে।

"দেখিলাম স্বদেশের উদ্ধারসাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা এবং পত্র ও পত্রিকাদির প্রচার দ্বারা ইতালীয়দিগকে সেই লক্ষ্যে উদ্দীপিত করার অপরাধ আমার প্রতি আরোপিত করা হইয়াছে। আমার স্কন্ধে দ্বিতীয় অপরাধ এই ন্যস্ত হইয়াছে যে, আমি—একজন কপ কশুস্ত ও বন্ধুবান্ধব-বিরহিত মার্সেলিসের অস্থায়ী বৈদেশিক অধিবাসী—আমি প্যারিসের সাধারণতান্ত্রিক সভার সভ্যদিগের সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করি এবং সেণ্ট মেরী ক্লইষ্টারের বীরগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পত্রাপত্র লিখি।

"আমি প্রথম অভিযোগের দায়িত্ব মস্তকে লইতে নিশ্চয়ই ভীত হইব না। যদি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে স্বদেশে অপরিহার্য্য সত্যের প্রচার করার চেষ্টা ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমি ষড়যন্ত্রী। দাসত্বে সুখে নিদ্রা যাওয়া অপেক্ষা, দাসত্বের বিরুদ্ধে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ—স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই সত্যে উদ্দীপিত করার উদ্যম যদি ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি শতবার ষড়যন্ত্রী। স্থির ও দৃঢ়ভাবে সেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাক, যে সময়ের সুবিধা লইলে একটী জাতি ও একটি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন করিতে পারিবে—যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়াস ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমি সহস্র বার ষড়যন্ত্রী।

"মানব ভ্রাতার গৌরব রক্ষা ও উদ্ধারসাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে উদার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার তাদৃশ পবিত্রচরিত্র ও কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করার কোনও অধিকার নাই। নিতান্ত যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট না হইলে আর এ মতের অবমাননা করিবে না।

"দেখিলাম মন্ত্রিসভার কার্য্য-বিবরণে পুলিশ কর্ত্তৃক অপহৃত কতিপয় পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে ; তাঁহারা

বলেন যে, সেই পত্রগুলি আমি দেশের অভ্যন্তরিত কতিপয় বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম।

"মন্ত্রিসভা বলেন যে, সেই সকল পত্রে ৫ই ও ৬ই জুনের অভ্যুত্থান-ব্যাপারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে এরূপ লিখিত আছে যে 'এই অভ্যুত্থানে ফরাশী সাধারণতান্ত্রিক দলের কোনও ক্ষতি হয় নাই; ফরাশি দেশহিতৈষিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি অনুরূপ প্রদেশ সকল হইতে প্যারিসে উপস্থিত হন নাই বলিয়াই এই অভ্যুত্থানের পতন হয়; আর একটী অভ্যুত্থানের উপাদানসামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও অদূরে অনুষ্ঠিত হইবে; এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে লুই ফিলিপের সিংহাসনের অন্তর্ভেদ করা হইয়াছে; এবং অবশেষে ফরাশী সাধারণতান্ত্রিক সভা হইতে ইতালীয় বৈপ্লবিকদিগের সহকারিতার জন্য পাঁচ ছয় দূত প্রেরিত হইবে' ইত্যাদি।

"এই চিটিগুলি কোথায়? পারিসে? ফরাশি গবর্ণমেণ্ট কি সেগুলি নিজে ধৃত করিয়াছিলেন? সে পত্রগুলির নকল কি অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কখন প্রেরিত হইয়াছিল? আমার চরিত্রে, আমার কার্য্যে এবং আমার চিটিপত্রে কি পূর্ব্বে কখন এমন কিছু দৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত চিটি গুলি আমাকর্ত্তৃকই লিখিত হইয়াছে—এই প্রস্তাবনার সমর্থন হইতে পারে?

"না!—সেই চিটি গুলি হইতে যে সকল ভাগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে সার্ডিনীয় পুলিশেরই মহিমা; মূল পত্রগুলি তাহাদিগেরই হস্তে রহিয়াছে। ফরাশি মন্ত্রিসভা প্রেরিত পত্রাংশ হইতেই পংক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন; সেই পত্রাংশ যে মূল পত্রের প্রকৃত অংশ তাহা তাঁহারা সার্ডিনীয় পুলিশের কথাতেই বিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার প্রমাণ কি? ফরাশি পুলিশ কি ফরাশি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার ষড়যন্ত্র করার কোন প্রমাণ পাইয়াছেন? ফরাশি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লব খ্যাপন বা অভ্যুত্থান করার অপরাধে কখন কি আমি ধৃত বা দণ্ডিত হইয়াছি।

"যখন এরূপ অবস্থা, তখন আমি কি উপায় অবলম্বন করি?

"কোন বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা সম্ভবপর। কিন্তু যে অভিযোগ অনির্দ্দিষ্ট ও সাধারণ এবং সমস্ত জীবনের চিন্তা ও কার্য্যের উপর সন্ন্যস্ত, সে অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করা অসম্ভব। সে অভিযোগের স্বাপক্ষ্যে কোন প্রকার প্রমাণ প্রদত্ত না হয়, সে অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করা সম্ভব নহে।

"আমি চাহিয়াছিলাম যে, মন্ত্রিসভার সমস্ত চিটিপত্র গুলি যেন আমার নিকট প্রেরিত হয়, কিন্তু আমার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। সুতরাং সে সকল অপরাধ অস্বীকার করা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই, এই জন্য আমি তাহাই করিলাম। আমার কোনও পত্রে মুদ্রিত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলাম।

"১লা আগষ্ট আমি মন্ত্রিবরকে যে পত্র লিখি, তাহাতেই সেই অস্বীকার ব্যক্ত থাকে। আমি মদীয় পত্রে উদ্ধৃত পংক্তি সকলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি; এবং সাহস করিয়া বলিতেছি যে, ফরাশি ও সার্ডিনীয় পুলিশ কখনই ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। আমি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট

কর্তৃক অনুসন্ধান প্রার্থনা করি। আমি বিধি অনুসারে বিচার ও দণ্ডের প্রার্থী হইতেছি।

"কিন্তু মন্ত্রিবর আমার সে পত্র উত্তর-যোগ্য মনে করিলেন না। মার্সেলিসের প্রিফেক্ট—যিনি আমাকে মন্ত্রিবরের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন—আমাকে সহসা মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিতে দ্বিতীয় আদেশ প্রদান করিলেন; আমি অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম।

"প্রকৃত ঘটনা যাহা তাহা বলিলাম।

"প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি আশা কর? তোমাদিগের কপটাচারী 'পবিত্র' আখ্যাধারী সম্মিলনের নিকট লজ্জাকর অধীনতা স্বীকার করিয়া, আমরা কি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিব? অথবা তোমাদিগের অশ্রান্ত নির্য্যাতনে হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া, অভ্যুদয়ে উঠিয়া তোমরা যে স্বাধীনতার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছ, সেই পবিত্র স্বাধীনতার ভাব কি আমরা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিব? তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা এক্ষণে যে অবনতিব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদিগের যথেচ্ছাচার কার্য্য-পরম্পরায় সে ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে? অথবা তোমরা কি বিশ্বাস করিয়াছ যে, যে আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে, তোমরা সেই আমাদিগের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিবে? অথবা যে ফ্রান্স জগতে স্বাধীনতা স্থাপনরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া আপনিই তাহাতে ভঙ্গ দিয়াছেন, বৈদেশিক স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তিগণের অন্তরে সেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত ভাব উদ্দীপিত করাই কি তোমাদিগের অভিপ্রায়?

অথবা তোমরা কি জঘন্য কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ আশা কর যে যাহাদিগকে তোমরা বিপৎসাগরের মধ্যে আনয়ন করিয়া বিপদের সময় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছ—সুতরাং যাহারা ফ্রান্সে বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদিগের গভীর অনুতাপ ও প্রখর আত্মগ্লানির মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই—সেই আমাদিকে ফরাশিভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া তোমাদিগের ললাটাঙ্কিত কলঙ্করেখা অপনীত করিবে? বৃথা প্রয়াস! সে কলঙ্করেখা—সে অপযশকালিমা—আটলাণ্টিক সাগরের জলরাশিতেও বিধৌত হইবার নহে। তোমাদিগের রাজত্বের প্রতিদিনেও, নির্ব্বাসিতের অভিসম্পাতে, প্রতি ক্রন্দনরবে—সে কলঙ্করেখা গভীরতর ও সে কালিমা গাঢ়তর হইতেছে।

"যাহা ইচ্ছা কর তোমরা! কর যত পার! তোমরা আমাদিগের নিকট হইতে প্রিয় স্বাধীনতা, ততোধিক প্রিয়তর জন্মভূমি এবং জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কপর্দ্দকপর্য্যন্তও কাড়িয়া লইয়াছ; এক্ষণে আমাদিগের নিকট হইতে আর কি লইবে? প্রাকৃতিক স্বত্বজাতের মধ্যে একমাত্র বাক্‌শক্তির স্বাধীনতা আছে; ইচ্ছা হয় তাহাও হরণ কর; গন্ধবহ ইতালীক্ষেত্র হইতে গন্ধ আনিয়া আমাদিগের নাসারন্ধ্রে যোগাইতেছে, যদি পার তাহাও হরণ কর; আর নির্ব্বাসিত ইতালীয়ের একমাত্র সান্ত্বনা—সুদূর সুনীল সাগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলা, ঐ পুণ্যভূমি ইতালী দেখা যাইতেছে—যদি ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে সে সান্ত্বনা

হইতেও বঞ্চিত কর। আবার বলি, কর তোমরা যত পার! ধ্বংসের পথে—অবমাননার পথে—এইরূপে দিন দিন অগ্রসর হও। তোমরা যে বিকট নগ্নাবস্থায় জনসাধারণের সমক্ষে তোমাদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব নীচতা ও প্রতারণা অবতারিত করিতেছ, জানিও তাহা জনসাধারণের মঙ্গল ও উদ্ধারের অনুকূলেই। তোমরা যে তোমাদিগের আত্মকার্য্য দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতেছ যে, রাজশক্তির মঙ্গলের সহিত জনসাধারণের মঙ্গলের সামঞ্জস্য অসম্ভব, ইহা সেই পবিত্র সত্যেরই জয়ের অনুকূলে

"কিন্তু যখন তোমাদিগের পাপ পরিমাণপূর্ণ হইবে, যখন জনসাধারণের বিজয়ভেরী স্বাধীনতার রাজ্য উদ্ভাসিত করিবে, যখন ফ্রান্স এক বাক্যে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে—এতদিন তোমাদিগের হস্তে যে প্রভুশক্তি সন্ন্যস্ত ছিল, তোমরা তাহার কি ব্যবহার করিলে?—তখনই তোমাদিগের আর দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না—জানিও তখন রাজা প্রজা সকলেই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

"তোমরা তোমাদিগের কৃত-বিশ্বাস নিরুপায় মাতৃভূমিকে যথেচ্ছাচারী রাজবৃন্দের প্রতারণাজালে আবদ্ধ করিয়াছ। তোমরা তাঁহার মস্তকে অপমানের বোঝা অর্পণ করিয়াছ। তোমরা বিশ্বজনীন সম্মিলনের পরিণতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছ। তোমরা 'পবিত্র সম্মিলনের' করাল কবলে জনসাধারণের স্বাধীনতারত্ন নিক্ষেপ করিয়াছ। বিগত জুলাইএর অভ্যুত্থান—স্বাধীনতা-পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের অন্তরে যে পবিত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল, তোমরা তাহার প্রতিহত করিয়াছ; মনুষ্যের মনকে তোমরা বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছ; সাধুদিগেরও হৃদয়কে তোমরা অবিশ্বাস তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়াছ।

"কিন্তু যখন তোমাদিগের কুট রাজনীতি ও বিশ্বাসঘাতক রচনাবলীর বলিগণ কঙ্কালাবশিষ্ট ভূতগণের ন্যায় তোমাদিগের নিকট আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে, তখন তোমরা তাহাদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে দেশবহিস্কৃত করিয়া দাও; তখন তোমরা আতিথ্য ও দারিদ্র্যের অলঙ্ঘ্য স্বত্ব তোমাদিগের বিধিগ্রন্থ হইতে একবারে উঠাইয়া দাও।

"কিন্তু তোমরা যাহাই করনা কেন কিছুতেই আমাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমরা ভাবী বিপ্লবের কতিপয় অগ্রদূত, সংখ্যায় স্বল্পমাত্র, দারিদ্র্য ও বিপৎপরম্পরার পবিত্রবন্ধনে দৃঢ় সম্বদ্ধ—আমরা যে দিন হইতে উৎপীড়িতদিগের উদ্ধারসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেই দিনই জীবনের সমস্ত আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়াছি; অনিষ্টকারী বিপক্ষের সন্দেহ ও প্রচণ্ড ক্রোধে আমাদিগের হৃদয় কলুষিত হইবার নহে। যে দল জনসাধারণের অনুমতি না লইয়া স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে দলের সহিত জনসাধারণের কোনও সহানুভূতি হইতে পারে না। আমরা জনসাধারণের সহিত সমান কষ্ট পাইতেছি, সুতরাং জনসাধারণের সহিত আমাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি, আমরা সেই জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের দল পরিপুষ্ট করিব এবং যাহাতে যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তি তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবি-

শেষ যত্নবান্ হইব। এমন দিন অব হি আসিবে, যে দিনে সকলেরই কার্য্য ক প ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে পরিমাপিত হই ।

—•::•—

নবম অধ্যায়।

অদ্ভুত নির্যাতন।

যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির মহতী দুর্ব্ব । এই যে, ইহা প্রতিবাদ সহিতে পারে । প্রতিবাদ ন্যায় সঙ্গত হউক বা না হউক, প্রা বাদ মাত্রে ইহার ক্রোধ উদ্দীপিত হ সুতরাং যে রূপ আশা করা যাইতে পা ম্যাট্‌সিনিরও প্রতিবাদ প্রচারিত হইল, অম তাঁহার প্রতি ও তৎপ্রতিষ্ঠাপিত সমাজের প্র ফরাশি গবর্ণমেণ্টের নির্য্যাতনস্পৃহাও বলব হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ে উদ্দ পিত ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের দূতগণ-কর্ত্তৃ উত্তেজিত হইয়া, ফরাশি মন্ত্রী নব্য ইতাল সমাজের পত্রিকার প্রচার রহিত করিব জন্য যথাশক্তি বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিত লাগিলেন। তিনি ইহার প্রকাশক ও প্রিণ্ট প্রভৃতিকে ইহার লেখক বলিয়া সন্দেহ করি তাহাদিগের প্রতি সম্পত্তিহরণ ও নির্ব্বাস দণ্ড প্রয়োগ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শ করিলেন; এবং দ্বিগুণতর উৎসাহ ও দ্বিগুণ তর কার্য্যপরতার সহিত ম্যাট্‌সিনির অনু সন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও অসা ধারণ পৌরুষের সহিত সেই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমতা রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাড়িত ইতালীয় কম্পজিটর প্রেসমান প্রভৃতির স্থলে তাঁহারা ফরাশি কম্পজিটর প্রেসমান প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ভিক্টর ভিয়ার্ নামক একজন মার্সেলিসের অধিবাসী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের কম্পজিটরগণ কার্য্যকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থিত গ্রাম সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল এবং তাঁহার পত্রিকা সকল মুদ্রিত হওয়ার পরক্ষণেই সর্ব্বত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে ফরাশি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল।

ম্যাট্‌সিনি ইহার পর আর ত্রিশ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের বিশ বৎসরকাল তিনি একটী ক্ষুদ্র গৃহের দেউলচতুষ্টয়ের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছা-কারাবাসে সংরুদ্ধ হন।

ফরাশি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি অদ্ভুত কৌশলে ফরাশি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার অনুসন্ধানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে লাগিলেন। মার্সেলিসের প্রিফেক্টের কতিপয় গুপ্তচর ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যতকিছু হুকুম জারি হইত, তাহার নকল তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা তিনি প্রতিপদেই গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধিৎসা হইতে রক্ষা পাইতে লাগিলেন। অবশেষে একবার ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোনপ্রকারে প্রিফেক্টের মত করিলেন যে, প্রিফেক্টের নিজের অনুচর দ্বারা যেন তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হয়। উৎকোচের মহিমায় এ যাত্রায়ও তিনি রক্ষা পাইলেন। ম্যাট্‌সিনির একজন বন্ধু ছিলেন, ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার সম্পূর্ণরূপ আকৃতি-সৌসাদৃশ্য ছিল। উৎকোচে মোহিনী শক্তিবলে প্রিফেক্টের অনুচরের

আসিল। এদিকে আসল ম্যাট্সিনি জাতীয় সৈন্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অবাধে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে আপন গুপ্ত-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাট্সিনি এতদবস্থায় একবৎসর মার্সেলিসে অবস্থিত হইয়া প্রবন্ধ-সংরচন প্রুফসংশোধন ও পত্রাপত্রি লেখনে এবং গভীর মধ্য রজনীতে ইতালী হইতে সমাগত জাতীয় দলের সভ্যদিগের ও ফরাশি সাধারণতান্ত্রিক দলের অধিনায়কদিগের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণায় নিরত রহিলেন।

এমন সময় ফরাশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে একটী ভীষণ দুর্নাম রটনা করিলেন। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধে— অপ্রামাণ্য ও অমূলক অপবাদ প্রচার; দোষোদ্ঘোষণ, যাহার প্রতিবাদ সম্ভবপর নহে; এক সংবাদপত্রে এই উদ্দেশ্যে সন্দেহ খ্যাপন যে অপর সংবাদপত্র-লেখকেরা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত করে; জেসুইটদিগের ন্যায় অন্তর্নিগূহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুমান করা; এবং সমগ্র পত্র হইতে এরূপ পরিবর্ত্তিত ও বক্রীকৃত ভাবে খণ্ডাংশ সকল প্রকাশ করা, যাহাতে লেখকের অনভিপ্রেত অন্য অর্থ বুঝাইতে পারে—ইত্যাদিরূপ যে নির্য্যাতন-পরম্পরা অবলম্বন করেন, পূর্ব্বোক্ত দুর্নাম রটন তাহার সূত্রপাত মাত্র। ইতালীর যথেচ্ছাচারী রাজমাত্রই লুইফিলিপের পুলিশের নিকট এইরূপ নির্য্যাতন-প্রণালী শিখিতে লাগিলেন। এই প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া ইতালীয় ঐতিহাসিক, রাজকর্ম্মচারী, নির্ণাম-সংবাদপত্রলেখক সামান্য-পত্রিকা-রচয়িতা, কর্ম্মপ্রার্থী বা পেন্সনভিখারি, গুপ্তচর বা বাণিজ্যব্যবসায়ী— যুদ্ধ-সেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী শকুনির ন্যায় ত্রিশ বৎসর কাল তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল।

এই রণবীরদিগের যুদ্ধপ্রণালী পশ্চাতে বা পার্শ্বে আঘাত করা—সম্মুখ সমরে ইঁহারা কখনই অগ্রসর হন না, যদি কখন হন, তাহা হইলে নাম অপ্রকাশ রাখিয়া। তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত বা প্রকৃত ম্যাট্সিনির প্রত্যেক কার্য্যের বিরুদ্ধে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কমিউনিষ্ট, গোঁড়া সোসালিষ্ট, বিভীষক, রক্তপিপাসু, প্রতিবাদসহনাসমর্থ, প্রবেশনিষেধক, দুরাকাঙ্ক্ষ, ভীরু ও ষড়যন্ত্রী প্রভৃতি বিশেষণে অভিরঞ্জিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল তাহাদিগেরই মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন—যাহাদিগের সকল বিষয়েই সহজে বিশ্বাস জন্মে, অথবা যাহারা আপনাদিগের অজ্ঞতাজ্ঞানে—পেচক যেমন দিবালোক সহিতে পারে না তেমনই—কার্য্যের নামে কম্পিত-কলেবর হয়।

গুপ্তহত্যা বা ততোধিক জঘন্য গুপ্তহত্যার আদেশরূপ অপবাদ ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধে প্রচারিত হইল। ফরাশি শাসনসমিতি ম্যাট্সিনিকে ধরিতে না পারিয়া রাগোন্মত্ত হইয়া ভাবিলেন, ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধে এইরূপ অপবাদ উদ্ঘোষিত করা যাউক যাহাতে, যে লৌকিক প্রীতি ও ভক্তি ম্যাট্সিনির একমাত্র অবলম্বন, তিনি তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবেন। এই জন্য তাঁহারা ম্যাট্সিনির নাম জাল করিয়া মনিটর নামক পত্রিকায় তাঁহার নামস্বাক্ষরিত একখানি আদেশ লিপি প্রচারিত করিলেন।

আদেশ-লিপির মর্ম্ম এই—"১৫ই অক্টোবর্ষে রজনী দশ ঘটিকার সময় মার্সেলিসে নব্য

ইতালী সমাজের একটী অধিবেশন হয়। রোডেস্‌ সমাজের সভাপতি ইমিলিয়ানি, স্কুরিএটী, লাজারেচি, এবং আন্দ্রিয়ানি নামক ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের নামে এক অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। সেই অভিযোগ পত্রের বিচারই এই সভার সেই অধিবেশনের কার্য্য ছিল। সভায় উক্ত ব্যক্তি-চতুষ্টয়ের অপরাধ সাব্যস্ত হইল। অপরাধ গুলি এই—

'প্রথমতঃ ইহারা আমাদিগের পবিত্র সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি কলঙ্কপূর্ণ রচনা প্রচার করে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহারা জঘন্য পোপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া আমাদিগের পবিত্র স্বাধীনতাসমরের উদ্যোগ সকল বিফল করিতে চেষ্টা করে, এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ অনেক বিবেচনা ও বিচারের পর একবাক্যে ইমিলিয়ানিস স্কুরিএটীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ণ প্রমাণ না পাওয়ায় লাজারেচি ও আন্দ্রিয়ানির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করা গেল না, কেবল বেত্রাঘাত ব্যবস্থা করা গেল এবং রোডেস্‌ সভার প্রতি ভার হইল—তাঁহারা যেন তাহাদিগকে চির দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। রোডেস্‌ সভার সভাপতির প্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইল—তিনি যেন এমন চারিজন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করেন, যাহারা বিশ দিনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ অস্বীকৃত হইলে যেন অচিরাৎ তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। "মার্সেলিসের প্রধান সভার সম্মুখে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, রজনী দ্বিপ্রহরের সময় এই আদেশ প্রদত্ত হইল।

"ম্যাট্‌সিনি, সভাপতি।

"সোসালিয়া, কর্ম্মচারী।"

এই পত্রে যে গুপ্তহত্যার উল্লেখ আছে তাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর আভেরন্‌ প্রদেশের রোডেজ্‌ নগরের রাজপথে ইমিলিয়ান নামক একব্যক্তি সত্য সত্যই কতিপয় ইতালীয় নির্ব্বাসিত দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়। কিন্তু সে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; এবং আততায়ীরাও প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডের অনতিকাল পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে উক্ত ইমিলিয়ানি এবং তাহার সহচর লাজারেচি নামক আর এক ব্যক্তি গাভিয়োলি নামক কোন ইতালীয় নির্ব্বাসিত যুবকের হস্তে হত হয়।

হত দুইজনই মডেনার ডিউকের গুপ্তচর। যৎকালে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, ম্যাট্‌সিনি হত ও হত্যাকারীদিগের কাহারও অস্তিত্ব মাত্রও অবগত ছিলেন না।

ইহার অব্যবহিত পরেই আভেরন্‌ প্রদেশের 'জর্ণাল্‌ডি আভেরনস' নামক পত্রিকায় এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া ম্যাট্‌সিনির নামে এক অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ম্যাট্‌সিনি এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ট্রিবিউন্‌ নামক পত্রিকায় যে পত্র খানি লিখেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"সুবিখ্যাত ট্রিবিউন্‌ পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"মহাশয় জর্ণাল ডি আভেরনসের" ২৭শে অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় ইহা মডেনার পূর্ব্বে অশ্বপাল ইমিলিয়ান নামক কোন ব্যক্তির গুপ্ত হত্যা উপলক্ষে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে :—

"আভেরনের প্রিফেক্ট এই হত্যা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছেন; তাহাতে এরূপ বিশ্বাস

হয় যে হতভাগ্য ইমিলিয়ানির আততায়িগণ নব্য ইতালী নামক সমাজের অধিনায়কদিগের হস্তে কর-যন্ত্র স্বরূপ, যে সহচরগণ তাঁহাদিগের নির্ম্মিত নিয়মাবলীতে বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত, ইহারা এই সকল কর-যন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন।

"উক্ত পত্রিকার সম্পাদক যদি এই বাক্যগুলি দ্বারা সেই 'নব্য ইতালী' সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন—যাহার সভ্যেরা একটি নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক ধর্ম্মে দীক্ষিত; যদি যে ধর্ম্মে ইতালীর পুনরুদ্ধার সম্ভবপর বলিয়া যাহার সভ্যদিগের অবিচলিত বিশ্বাস; এবং 'নব্য ইতালী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় যে সমাজের ভিত্তিভূত মত সকল বিবৃত ও বিখ্যাত হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমি সেই সমাজের একজন অধিনায়ক এবং সেই পত্রিকার একমাত্র সম্পাদক। সুতরাং সেই সভার অন্যতম সভ্য বলিয়া সেই সভার নামে এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দানে আমার অধিকার আছে। অধিকার আছে বলিয়াই আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যান্য যে কেহ এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

"আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, কেহই এরূপ লজ্জাকর অভিযোগের স্বাপক্ষ্যে প্রমাণের ছায়াও অবতারিত করিতে পারিবেন না,—যাহাদিগের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা যে আভেরন্ পত্রিকার সম্পাদকের তুল্য সম্ভ্রান্ত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"আমি আরও বলিতেছি যে—যে দল আপনাদিগের সংস্থাপিত নিয়ম প্রতিপালনের অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প, এরূপ কোন দলের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া আভেরন্ পত্রিকার সম্পাদক ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করিবেন না। নব্য ইতালী সমাজের করযন্ত্র কেহ নাই। যে সকল স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন ভাবে ইহার মত সকল গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেই এই সমাজ সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার সভ্যেরা যথাকালে কেবল অস্ত্রীয়দিগের বিনাশ সাধন করিবেন বলিয়াই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

"এই আমার উত্তর।

"ফরাশি সম্পাদক যে সকল মার্গহত্যা ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ফ্রান্সে এরূপ ব্যাপার কখনই জাতীয় আকার ধারণ করিতে পারে না, ইহা উত্তর দানের অযোগ্য। প্রত্যেক ফরাশিলেখক—যিনি লিখিবার পূর্ব্বে একবার ভাবেন—জানেন যে এরূপ মার্গহত্যা জাতিবিশেষের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; এবং কোন জাতির আচার ব্যবহারের বিষসদৃশ অপরাধ সকল তাঁহাদিগের দেশেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

"রেমস ও ডেলপেকের হত্যাকারীরা ইমিলিয়ানির হত্যাকারীদিগের সমশ্রেণীক।

৩০শে অক্টোবর	}	আপনার একান্ত অনুগত
১৮৩২ খৃষ্টাব্দ	}	ম্যাট্সিনি"

"ম্যাট্সিনি মনিটর পত্রের উত্তরে ন্যাসন্যাল্ পত্রিকায় এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন;—

"মহাশয়!—বিগত—৭ই জুনের মনিটরে রোডেসের হত্যাসম্বন্ধে সভ্যের আকারে

কতকগুলি অলীক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারাংশ এই—মার্সেলিস্-স্থিত নব্য ইতালী নামক কোন গুপ্ত সমাজের আদেশেই লাজারেচি ও ইমিলিয়ানির গুপ্তহত্যা সংসাধিত হইয়াছে; সেই স্বকপোলকল্পিত আদেশলিপিসম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে সেই সমাজের সভাপতি বলিয়া আমার নাম সংযোজিত করিয়াছেন।

"যে শাসনসমিতি—পিরিসিসে মিথ্যা শপথকারী, আঙ্কোনায় পুলিশের গুপ্তচর, ফ্রাঙ্কফোর্টে অপজ্ঞাপক এবং পবিত্র সম্মিলনের নামে তাহার উপকারার্থ নির্য্যাতনকারী—আমার ও মৎসদৃশ স্বদেশানুরাগী অন্যান্য নির্ব্বাসিতের বিরুদ্ধে এইরূপ যখন যেরূপ প্রয়োজন, নূতন নূতন আকার ধারণ করিয়াছেন; কোন স্বাধীন-হৃদয় তেজস্বী ব্যক্তি অসামান্য পৌরুষ ও অধ্যবসায় সহকারে দুর্ব্বহ দুঃখভার অবিচলিত চিত্তে বহন করিতেছেন দেখিলে, যে শাসনসমিতির অহঙ্কার আহত হয়;—সেই শাসনসমিতি যে, আমি যাহাতে দুঃখ পাই এমন কোন ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যে ফ্রান্সে আমি স্বাধীনভাবে বাস করিতেছিলাম, সে ফ্রান্স হইতে আমি বিদূরিত হই—তাহা যে এরূপ শাসনসমিতি ইচ্ছা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবম্ভূত শাসনসমিতির সহিত আমার মত স্বদেশানুরাগাদিগের সমর কেবল মরণে অবসিত হইবে।

"কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহার শত্রুকে আহত করিয়া ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগ করিবেন; মিথ্যাভন-তূণ হইতে এক একটী করিয়া সমস্ত বাণ-শত্রুগাত্রে নিক্ষেপ করিয়া যে আবার অপযশের তাহার বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিবেন এবং তাহাকে সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া অবশেষে গৌরবেও বঞ্চিত করিবেন—এরূপ নীচতা ঈদৃশ গবর্ণমেণ্টেও আমি সম্ভবপর বলিয়া মনে করি নাই। সেই কৌশলময় ও জঘন্য রচনার যে যে স্থল পরস্পর বিসংবাদী, সে সে স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না * * *

"এরূপ অভিযোগ যেরূপ নীচ স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমার পক্ষে দোষ-স্খালন-চেষ্টায় লাঘব স্বীকার বটে, কিন্তু তথাপি মনিটর যেরূপ অসমসাহসিকতার সহিত একজন নিরীহ ভদ্রলোকের নাম পূর্ব্বোক্ত আদেশলিপির নিম্নে প্রদান করিয়াছেন, সে অসমসাহসিকতা দণ্ডিত না হইলে জগতে দুষ্টের অতি প্রাদুর্ভাব হইবে। এই জন্য আমি বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

"আমি বিচারালয়-কেন্দ্র দিয়া জানিব কি সাহসে মনিটর একমাত্র অপ্রমাণীকৃত দলিলের উপর নির্ভর করিয়া আমার মত একজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

"যাহা হউক, ইত্যবসরে অনেকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষ সমর্থন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার পক্ষ সমর্থনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি ইহা বোধ হয় তাঁহারা আশা করিতে পারেন।

"সেই জন্যই আমি স্পষ্টাক্ষরে ইহা অস্বীকার করিতেছি।

"আমি অসন্দিগ্ধভাবে আরোপিত বিবরণ দণ্ডাজ্ঞা এবং সমস্ত বিষয় আমূল অস্বীকার করিতেছি।

"আমি মুক্তকণ্ঠে গবর্ণমেণ্টের মুখযন্ত্রস্বরূপ মনিটরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছি।

"আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং মদ্বিষয়ক অপযশের সৃষ্টিকর্ত্তা বৈদেশিক পুলিশ—কেহই আমার স্কন্ধে আরোপিত অভিযুক্ত বিষয়ের একবর্ণও প্রমাণ করিতে পারিবেন না, অথবা যে আদেশলিপি প্রচারিত হইয়াছে, মন্নামাঙ্কিত তাহার আসল লিপি কেহই দেখাইতে পারিবেন না। এবং আরোপিত লিপির একটী ছত্রও দেখিয়া বোধ হইবে না যে, এরূপ কার্য্য আমা-দ্বারা সম্ভবপর।

জোসেফ্ ম্যাট্সিনি।"

এই প্রতিবাদে মনিটর প্রত্যুত্তর-রহিত। আসল দলিল কখনই বাহির করা হয় নাই। ম্যাট্সিনি তৎকালে মার্সিলিসে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে বা কাহারও উপর ওকালতনামা দিতে অক্ষম হওয়ায় মনিটরের নামে মিথ্যা অপযশ-ঘোষণার অভিযোগ করিতে অক্ষম হয়েন।

যাহা হউক আদালত এই বিষয়ের অন্যরূপ মীমাংসা করিলেন। আভেরণের উচ্চতম আদালত বিচারে স্থির করিলেন যে, এই হত্যাকাণ্ড পরস্পর বিবাদের ফল এবং পূর্ব্বাভিসন্ধি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জন্য উক্ত বিচারালয় হত্যাকারীদিগের প্রাণদণ্ড না করিয়া গ্যাভিয়ালির প্রতি চির দাসত্ব দণ্ড ও লা সেসিলিয়াকে পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিলেন।

আবার অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গিস্কেট্ নামক এক ব্যক্তি—যিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পুলিশের প্রিফেক্টের পদে অভিষিক্ত হন—তদীয় জীবনীমালা লিখিবার সময় তদ্বিরুদ্ধে পূর্ব্বারোপিত অভিযোগ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করেন। ম্যাট্সিনিকে অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং গিস্কেট্ তথায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে তিনি যে, ম্যাট্সিনির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন সে অন্য ব্যক্তি; উপস্থিত ব্যক্তি অতি সুচ্চরিত্র এবং এরূপ কোন অপরাধ করিতে অক্ষম।

ইহার কিছু পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সার জেমস্ গ্রেহাম নামক একজন ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ পুনরুত্থাপিত করেন। কিন্তু আভেরণের জজের নিকট হইতে এ বিষয়ে যে সংবাদ পান, তাহাতে তাঁহাকে হাউস্ অব্ কমনসে প্রকাশ্যরূপে ম্যাট্সিনির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। তথাপি ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বা নির্ণাম পত্রে বার বার অনেক দিন ধরিয়া ক্রমাগত এরূপ কুৎসা বাহির হওয়ায়, ধীরে ধীরে অনেকের মনে প্রতীতি জন্মিল—যে, ম্যাট্সিনি একজন শোণিতপিপাসু প্রতিহিংসা-পরবশ ভীষণ প্রকৃতির লোক এবং নব্য ইতালী সমাজের দণ্ডবিধিতে শপথ-ভঙ্গকারী বা গৃহীত মতের বিরুদ্ধাচারী সভ্যগণের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর দণ্ড ব্যবস্থাপিত আছে। এই ভীষণ অপবাদের বিরুদ্ধে ম্যাট্সিনি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

"রক্তমোক্ষণ—যাঁহারা আমাকে ভালরূপ জানেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে—রক্তমোক্ষণ আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি এবং আমার বিশ্বাস যে সর্ব্বপ্রকার ভয় প্রদর্শন ভাবি-অমঙ্গল নিবারণের অতি নৃশংস, ন্যায়-বিগর্হিত এবং নীচ উপায়, এই জন্য ইহাও আমার গভীর ঘৃণার বিষয়; অমঙ্গল নিবারণের সবিশেষ ফলপ্রদ পায়—উদার ভাব

সকলের সর্ব্বতোবিকীরণ। এবং আমার বিশ্বাস যে প্রতিহিংসা বা প্রায়শ্চিত্তকে দণ্ড-বিধির ভিত্তিভূমি করা নীতি-বিরুদ্ধ ও নিষ্ফল —এরূপ দণ্ড ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক বা সমাজ দ্বারাই প্রযুক্ত হউক। যে দুর্লঙ্ঘ্য বল মানব স্বত্ব ও মানব কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন করে, তাহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হওয়ার শোচনীয় আবশ্যকতা মাত্র আমি স্বীকার করি।

"নব্য ইতালী সমাজ কার্ব্বোণারিজম্ সম্প্রদায়ের প্রতিহিংসা-প্রবণ নিয়মাবলী ও ব্যবহারাবলী অস্বীকার করিয়া বিশ্বাসঘাতক-দিগের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে মৃত্যুভয় প্রদর্শিত হইত তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। নব্য ইতালী সমাজের কেন্দ্রীভূত সভা হইতে কেবল এক-মাত্র দণ্ডবিধি ও একমাত্র বিধিব্যবস্থা বাহির হইয়া থাকে। সে দণ্ডবিধি বা বিধি-ব্যবস্থা সকলেরই সম্মুখে ধারণ করা হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন।

"যাহারা গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতকদিগের ধ্বংসবিধানের জন্য অনুরোধ করিতেন, তাঁহা-দিগকে আমি বলিতাম যে শুদ্ধ সেই সকলের নাম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের গুণব্যাখ্যা কর—সেই অপযশই তাঁহাদিগের যথেষ্ট দণ্ড হইবে।

"এরূপ সম্ভব যে কখন কখন আমাদিগের এই সকল নির্দ্দিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে প্রদেশ-বিশেষে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে কোন কোন কার্য্য হইয়া থাকে; কখন কখন সম্প্রদায়-ত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদিগের বিরুদ্ধে কোনও প্রাদেশিক সভা হইতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু সে দোষ নব্য ইতালী সমাজের উপর আরোপিত করা যুক্তিবিগর্হিত।

"নব্য ইতালী সমাজের লক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথম লক্ষ্য ইতালীর প্রধান বল—একমাত্র আশা—নব্য সম্প্রদায়কে অকৃত্রিম বৈপ্লবিক মতের অধীনেতৃবৃন্দের অধীনে আনা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ইহার অধীনেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ দ্বারা ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রূপ একলক্ষ্যে একত্রী-কৃত করা।

"প্রথম লক্ষ্য সংসাধনের ভার অবস্থা ও মর্য্যাদা অনুসারে নব্য ইতালী সমাজের সমস্ত সভ্যের উপরই বিন্যস্ত হইয়াছে।

"দ্বিতীয় লক্ষ্য সংসাধনের ভার মাধ্যমিক ও প্রাদেশিক সভানিচয়ের উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

"এই জগৎ অনন্ত উন্নতিরূপ একমাত্র নৈতিক বিধিদ্বারা পরিচালিত।

"মহতী—অবদান-পরম্পরার সংসাধনের জন্য মানবের সৃষ্টি। তাঁহার বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ, অনিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিপুষ্টি সাধনের জন্য তাঁহার সৃষ্টি।

"এই লক্ষ্য সংসাধনের জন্য তাঁহাকে যে উপায় প্রদান করা হইয়াছে তাহা—মানবে মানবে মিলন।

"যখন এক লক্ষ্যে—এক নিয়মের শাসনা-ধীনে—মানবগণের একীভাব সংসাধিত হয়, তখনই মানবজাতি সম্ভবপর পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হন।

"এই জন্য নব্য ইতালী সমাজ, মানব জাতির বিশ্বজনীন সম্মিলন—স্বাধীন মানবের সমস্ত চেষ্টার চরম ফল বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা মানব জাতির বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব

মালা ও শাসনপ্রণালীর সংগঠন। নব ইতালী-সমাজ এই নব ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন। অস্ত্র ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারাই নব্য ইতালী সমাজ এই ধর্ম্মবিপ্লব সম্পাদনের প্রস্তাব করিতেছেন।

"অস্ত্র প্রাপ্তির জন্য নব্য ইতালী সমাজ ষড়যন্ত্র করিবেন। নৈতিক শিক্ষার জন্য পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচার করিবেন।

"নব্য ইতালী সমাজের সভ্যেরা লিখেন ও ষড়যন্ত্র করেন এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, ইতালীর উদ্ধার কেবল ইতালীয় বিপ্লব দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে। এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আংশিক অভ্যুত্থানের প্রতিবাদী। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে আংশিক অভ্যুত্থানে ইতালীর অবস্থা বরং অধিকতর হইবে।"

"জাতীয় অভ্যুত্থান কেবল জাতীয় বল দ্বারাই সংসাধিত হইবে। বৈদেশিকের সাহায্যে কখনও প্রকৃত ও চিরস্থায়ী স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে না। বৈদেশিক সেনার ইতস্ততঃ সঞ্চালন হইতে নব্য ইতালী সমাজ সুবিধা লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ইহার উপর তাঁহারা আপনাদিগের সমস্ত আশা ন্যস্ত করিবেন না।

"নব্য ইতালী সমাজের প্রত্যেক সভ্যের উপর এই সকল সাধারণ নিয়ম প্রচারের ভার অর্পিত হইল।

দশম অধ্যায়।

নব্য ইতালী-সমাজের গঠন-প্রণালী।

"একটী কেন্দ্রীভূত বা মাধ্যমিক সভা।

"ইতালীর প্রত্যেক নগরে এক একটী করিয়া প্রাদেশিক সভা।

"প্রত্যেক নগরে এক একজন করিয়া সংগঠক।

"কতকগুলি প্রচারক ও কতকগুলি সভ্য।

"মাধ্যমিক সভা—প্রাদেশিক সভার সভ্য নির্ব্বাচন, সেই সভ্যগণকে সাধারণ উপদেশ প্রদান, সেই প্রাদেশিক সভাগুলির পরস্পর শৃঙ্খলা স্থাপন এবং সভ্যগণকে পরস্পর-পরিচায়ক সঙ্কেতাবলী নির্দ্দেশ প্রভৃতি কার্য্য করিবেন। সমাজের পত্র পত্রিকাদির মুদ্রাঙ্কন ও বিতরণ, সভ্য সংখ্যানির্ণয়, কার্য্যের সাধারণ শৃঙ্খলা স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের ভারও এই মাধ্যমিক সভার উপর বিন্যস্ত থাকিবে। এই মাধ্যমিক সভা প্রাদেশিক সভাগুলির উপর অন্যায় ও অকারণ আধিপত্য করিতে পারিবেন না।

"প্রত্যেক প্রাদেশিক সভা আপন আপন প্রদেশের সমাজ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। প্রাদেশিক সভ্যগণের পরস্পর-পরিচায়ক সঙ্কেতচিহ্নের স্থিরীকরণ, মাধ্যমিক সভার উপদেশাবলীর সংবহন, মাধ্যমিক সভার মাসিক আত্মোন্নতিসূচক কার্য্যবিবরণ প্রেরণ, কত অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, অবান্তর বিভাগ সকলের বা মত কি এবং কি কি উপায়ই বা অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে মাধ্যমিক সমাজের নিকট আত্ম-মন্তব্য খ্যাপন—প্রভৃতি কার্য্যের ভার প্রাদেশিক সভাগুলির উপরই সমর্পিত হইবে।

"নাগরিক সংগঠক প্রাদেশীয় সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। তিনি প্রাদেশিক সভার নিকট একখানি করিয়া মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠাইবেন এবং প্রাদেশিক সভা মাধ্যমিক সভার সহিত যে সকল বিষয়ে লেখালেখি

করেন, তিনিও মাধ্যমিক সভার সহিত সেই সকল বিষয়ে লেখালেখি করিতে পারিবেন।

“নাগরিক সংগঠক ও প্রাদেশিক সভা দ্বারাই প্রচারকগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। বুদ্ধিমান্ ও সহৃদয় ব্যক্তি দেখিয়াই প্রচারক মনোনীত করিতে হইবে। নব ধর্ম্মে সভ্যগণকে দীক্ষিত করা ও সভার মূলমন্ত্রগুলি তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশিত করাই প্রচারকগণের প্রধান কার্য্য। প্রত্যেক প্রচারক আত্ম-নগর সংগঠকের সহিতই চিঠি পত্র লেখালিখি করিবেন। নাগরিক সংগঠক যে যে বিষয়ে প্রাদেশিক সভার সহিত চিটিপত্র লেখালিখি করিয়া থাকেন, প্রচারকগণ সেই সকল বিষয়েই নাগরিক সংগঠকের সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করিবেন। প্রচারকগণ নাগরিক সংগঠকের নিকট তাঁহাদিগের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রদান করিবেন এবং তাঁহার নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন তাহা দীক্ষিত সভ্যগণকে প্রদান করিবেন।

“প্রচারকগণ সচ্চরিত্র লোক দেখিয়াই সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন, তাঁহাদিগের অপরকে দীক্ষিত করার উপযোগিনী বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন নাই। দীক্ষিত সভ্যগণ নিজ নিজ দীক্ষা-গুরু প্রচারকের অধীনে থাকিবেন এবং তাঁহাদের যদি কোন সংবাদ থাকে বা মন্তব্য প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকে তাঁহারা দীক্ষাগুরুর নিকটই তাহা প্রকাশ করিবেন। এই দীক্ষিত সভ্যগণ নব্য ইতালী সমাজের মূল মন্ত্রগুলি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইবেন এবং সর্ব্বদা কার্য্যের জন্ত প্রস্তুত থাকিবেন।

“প্রত্যেক সভ্যের একটী করিয়া গুপ্ত নাম থাকিবে, যদ্দারা তিনি এই সমাজে পরিচিত থাকিবেন।

“সভার লক্ষ্য আত্ম-বিস্তৃতি। এই লক্ষ্য সাধনের প্রধান উপায় যুবকসাধারণের—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর সংখ্যাতীত যুবক-বৃন্দের—নিকট আত্ম-নিবেদন। এই যুবকবৃন্দের সেই ভাবী আশা ও বর্ত্তমান প্রবণতার মূল দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে।

“প্রত্যেক সভ্য—যদি সামর্থ্য থাকে—এক একটী করিয়া রাইফেল বা মস্কেট বন্দুক ও পঞ্চাশটী করিয়া কার্টুর্চ সংগ্রহ করিবেন। যদি অসমর্থ হন তাহা হইলে প্রাদেশিক সভার নিকট আবেদন করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

“প্রত্যেক সভ্য—যদি তাঁহার অবস্থায় অনুমোদন করে—দীক্ষা কালে ও দীক্ষার পর প্রতি মাসে সভার ধনাগারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিবেন।

“এই প্রদত্ত অর্থ প্রাদেশিক ধনাগারে জমা হইবে। প্রাদেশিক সমাজ ইহা দ্বারা প্রাদেশিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কেবল পরিব্রাজক পাঠান, মুদ্রাঙ্কন ব্যয়, অস্ত্রাদি ক্রয় প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেই সঞ্চিত ধনের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র মাধ্যমিক সমাজে প্রেরণ করিতে হইবে।

“দীক্ষাকালে কি পরিমাণে অর্থ দিতে হইবে, কিরূপে সেই অর্থের ব্যয় করিতে হইবে এবং কাহাকেই বা সেই দীক্ষাগুরু হইতে মুক্তি দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় প্রাদেশিক সভারই বিচার্য্য।

“মাধ্যমিক সমাজ অত্যন্ত আত্মআধিপত্য অস্বীকার করেন; একতা ও কার্য্য-প্রণালীর পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষার জন্ত যেটুকু আধিপত্য

একান্ত প্রয়োজনীয় তাঁহারা কেবল সেইটুকু আধিপত্যই সংস্থাপন করিবেন।

"নব্য ইতালী সমাজ কেবল, দুই প্রকার সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করিবেন। প্রথম-প্রকার চিহ্ন প্রাদেশিক সভা ও মাধ্যমিক সভা কর্তৃক নির্ব্বাচিত পরিব্রাজকগণ ব্যবহার করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার চিহ্ন কেবলমাত্র প্রাদেশিক সভা কর্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণ ব্যবহার করিবেন এবং ইহা মাধ্যমিক সভায় অগ্রে জানাইতে হইবে।

"এই সঙ্কেত-চিহ্নগুলি প্রতি তিন মাস অন্তর—এবং প্রয়োজন হইলে তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেও—পরিবর্ত্তিত হইবে। এইরূপে এক প্রদেশের চিহ্ন পুলিস কর্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেও অপর প্রদেশের চিহ্নগুলি পুলিসের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিবে।

—:*:—

একাদশ অধ্যায়।

পোপ চতুর্দ্দশ গ্রেগরীর পত্রের উত্তরে যাজকমণ্ডলীর প্রতি ম্যাট্‌সিনির উক্তি।

"যে নৈতিক শক্তি দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় একতার কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছিল, ইউরোপ এক্ষণে সে নৈতিক শক্তির প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইউরোপ সেই শক্তির প্রতি এক্ষণে যেরূপ উদাসীন তূষ্ণীভাব দেখাইতেছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ইহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। পোপীয় প্রভুশক্তি অন্তর্হিত এবং তাহার সহিত ক্যাথলিক ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়াছে।

"এবং পোপও স্বয়ং ইহা অবগত আছেন, পোপীয় প্রভুশক্তির বিলোপ তিনি স্বভাবজ জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যাজক-মণ্ডলীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই ধ্বংসের—ত্বরপনেয় ধ্বংসের—ধ্বনি স্বয়ং উত্থাপিত করেন; যাঁহারা এই মর্ম্মার্থ বুঝিতে সক্ষম, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন ভাবী ধ্বংসের ইহা অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়োত্তেজক ভবিষ্যদ্বাণী শ্রুত হয় নাই।

"পোপের পত্রের জলন্ত অক্ষরগুলি পাঠ কর—বর্ত্তমান যুগের ন্যায় এরূপ দলাদলি, ষড়যন্ত্র, পোপীয় রাজ্যের প্রতি আক্রমণ প্রভৃতি অন্য কোন যুগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। একতাশৃঙ্খলের এক এক খানি গ্রন্থি যেন দিন দিন খসিয়া পড়িতেছে। ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রকাশ্যরূপে আক্রান্ত হইতেছে। এই অশুভ সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্র প্রাচীন ধর্ম্মমতের বিরোধি মত সকল প্রচার করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের কোপানল পতিত হইয়াছে। কুমারী ও প্রচারকগণের মধ্য দিয়া কেহ আর এক্ষণে মুক্তি-প্রার্থী হয় না।

"পোপের পত্রত এই বলে।

"এই অবস্থায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের কিন্তু একমাত্র আশাস্থল যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে। ল্যামেনেসের মত সকল যদি পোপ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পোপীয় ধর্ম্মের ধ্বংস আরও কিছু দূরবর্ত্তী হইতে পারিত। কিন্তু পোপ ল্যামেনেসের মত সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মধ্বংস ত্বরিত করিয়াছেন।

"ল্যামেনেস প্রত্যক্ষ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অনুভূতি ও যুক্তির প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। এ

সমস্ত তাঁহার মতের বিরোধী বলিয়া তিনি তাহাদিগের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

"তিনি কর্ত্তব্যের একমাত্র ভিত্তিভূমি ও প্রভুশক্তির একমাত্র নিয়ামক একটী অল ঘ্য ও বিশ্বনিয়ামক বিধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

'এই বিধি ঈশ্বরের বিধি—অথবা ই বিধিই ঈশ্বর।

"চর্চ্চ সেই বিধির একমাত্র আ... ও একমাত্র ব্যাখ্যাতা।

"চর্চ্চের অস্তিত্ব ইহার আচার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে। চর্চ্চের আধ্যাত্মিক প্রভুশক্তি পোপের হস্তে। তিনিই বিধির বিধির নিয়ন্তা। ধরাতলে তিনিই ঈশ্বর।

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায়—যাঁহারা ক্যাথলিক চর্চ্চ ও পোপ হইতে অপসৃত হন—বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবেন!

"এই গুলিই ল্যামেনেসের প্রধান প্রস্তাব।

"কিন্তু সর্পত্বক ত্বকের ন্যায় ইউরোপ ইহা ত্যাগ করিয়াছেন, ইউরোপ এই সকল মতের বিরুদ্ধে বিপ্লবপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

"এক্ষণে সর্ব্বত্র এই একমাত্র প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে যে—কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি দর্শন, কি সাহিত্য—সকল বিষয়ে সেই চরম বিধি কি অলঙ্ঘ্য-শাসন প্রভুশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের উপর সংন্যস্ত থাকিবে, —না জনসাধারণ তাহার ব্যাখ্যাতা ও সংস্থাপক হইবে?

"ল্যামেনেস ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ধর্ম্মনৈতিক মত সকলই চর্চ্চের ভিত্তিভূমি, সুতরাং ধর্ম্মনৈতিক প্রভুশক্তি ইহার আচার্য্যের হস্তে সংন্যস্ত হওয়া উচিত।

"তিনি প্রভুশক্তিকে বিশ্বজনীন-প্রমাণসাধ্য বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"তাঁহার মতে প্রভুশক্তি অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী এবং বিশ্বব্যাপী।

"চর্চ্চ-ব্যাখ্যাত খৃষ্টধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি বিষয়ে সেই প্রভুশক্তির আধার।

"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে এবং কোথায় সেই চর্চ্চ এক?

"বিশ্বাস-পরায়ণ জনসাধারণে কি চর্চ্চের একতা? কই জনসাধারণ ত একত্র মিলিত হইয়া তর্কবিতর্কের পর কোন মতামত প্রকাশ করে না।

"যাজকমণ্ডলীতে কি চর্চ্চের একতা? কই যাজকমণ্ডলীত ঐকমত্যে কোন কার্য করেন না; অথবা একত্র মিলিত হইয়া বন্ধুভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়া জনসাধারণের ধর্ম্মনৈতিক শাসনপ্রণালী বিষয়ে কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করেন না।

তবে কি, পোপীয় মন্ত্রিসভাতে চর্চ্চের একতা? কই মন্ত্রিসভাত চিরস্থায়ী নহে! তবে কি পোপ ও মন্ত্রিসভা উভয়েতেই এই একতা? তাহাই বা কিরূপে বলিব? পোপ ও মন্ত্রিসভা—ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করে কে?

"সুতরাং প্রভুতা পোপেই কেন্দ্রীভূত।

"ল্যামেনেসের এই যুক্তি ও এই মত; এবং যতই কেন যথেচ্ছচারিণী হউক না, এমন প্রভুশক্তি জগতে বিদ্যমান নাই, এই যুক্তিবলে যাহার অস্তিত্ব বিধিসঙ্গত বলা যাইতে

থাকিতে পারে—যথেচ্ছাচারী রাজ্যতন্ত্রের একতা প্রজাসাধারণে বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কারণ রাজ্য শাসন বিষয়ে প্রজা-সাধারণের মতামত কখনই গৃহীত হয় না; কোন জাতীয় সভায় বিদ্যমান আছে তাহা বলিতে পার না, কারণ কোন জাতীয় সভার অস্তিত্বই নাই; যে-কোন-প্রকার জাতীয় সভা ও রাজা উভয়েই বিদ্যমান একথাও বলিতে পার না, কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে মীমাংসা করিবে কে? সুতরাং রাজ্যের একতা রাজাতেই কেন্দ্রীভূত।

"এ যুক্তি ডন্ মাইগেল, মডেনার ডিউক, এবং টিউনিসের বে প্রভৃতির নিকটই খাটিতে পারে; কিন্তু সে দিন বহু দূরবর্ত্তী নয়, যখন প্রজাসাধারণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির উত্তরে বলিবেঃ—

"যে হেতু রাজ্যের একতা তোমার ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ হওয়ায় ঘৃণাস্পদ ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্যের একতা আমা-দিগেতেই কেন্দ্রীভূত করিব; এবং যদি আমরা কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমাদিগের প্রভুতা বিধিবিগর্হিত বলিয়া কে প্রমাণ করিতে পারিবে?

'ল্যামেনেসের যুক্তি-প্রণালীতে ঔচিত্য-কে অস্তিত্ববাদের অধীন করা হইয়াছে—অর্থাৎ যাহা আছে তাহার উপরই তাঁহার যুক্তি বিন্যস্ত, যাহা হওয়া উচিত তাহার উপর বিন্যস্ত নহে। কিন্তু এ ভিত্তিভূমি দৃঢ় ও চিরস্থায়ী কি না—ইহার উপর পোপের প্রভুতা বিন্যস্ত রাখা উচিত কি না, যাজকমণ্ডলী তাহা বিচার করুন।

"প্রত্যেক ঘটনার বিদ্যমানতা প্রকৃতিতঃ পরিবর্ত্তনশীল, যে ঘটনা আজ পোপের আধি-পত্যের সমর্থন করিতেছে সেই ঘটনা হয়ত কাল পোপের আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে—তখন পোপের আত্মনিন্দা করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

"যে পূর্ব্বপক্ষ হইতে ল্যামেনেস্ পোপের আধিপত্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষ হইতেই আমরা পোপের ধ্বংস-রূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি।

"এবং ল্যামেনেস্ ও পোপ উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন যে—যে অস্তিত্ববাদের উপর তাঁহাদিগের একমাত্র আশা সন্ন্যস্ত রহি-য়াছে, সেই অস্তিত্ববাদই একদিন তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের নিদান হইবে। পোপের প্রভুতা আজ এক বিদ্যমান ঘটনা বটে—কিন্তু সেই প্রভুতা যখন কাল জনসাধারণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবে, তখন কল্যকার বিদ্যমান ঘটনার দ্বারা অদ্যকার বিদ্যমান ঘটনা নিরস্ত হইবে। প্রভুতা যে পোপ হইতে জন সাধারণে সংক্রা-মিত হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই এবং একবার সংক্রামিত হইলে, কোন্ যুক্তি ও কোন্ আশা আর পোপের পক্ষে থাকিবে?

"পোপও ল্যামেনেস্ উভয়েই এই অব-শ্যম্ভাবী বিপৎপাতের প্রতীকারৌষধি নির্ণয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু দুই জনে দুই স্বতন্ত্র প্রতীকারৌষধি স্থির করিলেন।

"পোপ যথেচ্ছচারিণী প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র আশ্রয়তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি তদীয় পত্রে ল্যামেনেসের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন; এক-বার ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ল্যামেনেসের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে তাঁহার স্বাপক্ষ্যে এমন কোন যুক্তি নাই।

"ল্যামেনেস্ ব্যক্তি-সমষ্টিরূপ জনসাধারণের একটীমাত্র ব্যক্তি; তিনি জানিতেন যে, পোপের লেখনীর একটী আঘাতেই জনসাধারণের প্রভুতারূপ প্রকাণ্ড-বৃক্ষের উন্মূলন অসম্ভব। তিনি জনসাধারণের পতাকা উড্ডীন দেখিলেন; দেখিয়া তাহাতে 'ঈশ্বর এবং স্বাধীনতা' এই জ্বলন্ত অক্ষর গুলি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। জনসাধারণকে বলিলেন যে, ঐ অক্ষরগুলি চর্চের অধিনায়ক পোপের স্বহস্তাঙ্কিত; এবং সেই পতাকা বৃদ্ধ পোপের হস্তে দিয়া বলিলেন—'আপনি এই পতাকা স্বহস্তে উড্ডীন করিয়া জনসাধারণকে উপশমিত ও বশীকৃত করুন্।

"কিন্তু বৃদ্ধ পোপ ল্যামেনেসের কথা না শুনিয়া সেই শান্তিপ্রদ অক্ষরগুলির উপরে রুধির-কলুষিত অঙ্গুলি দ্বারা 'ঈশ্বর এবং যথেচ্ছাচার' এই অক্ষরগুলি লিখিলেন।

"কিন্তু যে লোক-হৃদয়ে ঈশ্বরের অঙ্গুলি—'স্বাধীনতা' শব্দটী 'অঙ্কিত' করিয়াছে, সেই হৃদয় হইতে সেই শব্দটী মুছিয়া ফেলা কোন পোপের অঙ্গুলির সাধ্য নহে।

"পোপের পত্রগুলি হইতে ও ল্যামেনেসের অতীত মতাবলী ও বর্ত্তমান তুষ্ণীম্ভাব হইতে এই দুইটী নৈতিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—

"প্রথমতঃ—ল্যামেনেস্ পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া এবং পোপ ল্যামেনেসের মতের প্রতিবাদী হইয়া উভয়েই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্বাধীনতা দ্বারা সমর্থিত না হইলে, কোনও চিরস্থায়ী প্রভুতা সম্ভবপর নহে।

"দ্বিতীয়তঃ—স্বাধীনতা ও পোপীয় ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

"এক্ষণে অজ্ঞাত, পোপীয় ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার সমরে কাহার জয়লাভের সম্ভাবনা।

"পৃথিবী এক্ষণে একতা-পিপাসু, যাহার পতাকা সেই একতায় লইয়া যাইবে, সেই জয় লাভ করিবে।

বিশ্বজনীন অনুমোদনই একতার—সুতরাং প্রভুতারও—ভিত্তিভূমি। যেখানে সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই, সেইখানে একতাও নাই, প্রভুতাও নাই; সুতরাং অরাজকতা দেদীপ্যমান।

"ক্যাথলিক ধর্ম্মে এক্ষণে সেই বিশ্বজনীন অনুমোদন নাই, সুতরাং এক্ষণে ইহা মৃত। কারণ মানবজাতি এক্ষণে আত্ম-স্বাধীনতা খ্যাপন করিয়াছে এবং ইহা সেই স্বাধীনতার বিরোধী। মানব জাতি যখন একবার আত্ম-স্বাধীনতা খ্যাপন করিয়াছে, তখন ইহাকে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে কাহার সাধ্য?

"মানবজাতির উন্নতি, একতা এবং সম্মিলন—সকল বিপ্লবের মূলেই এই ভাবের প্রাবল্য; এবং সেই শুভনিচয় সংসাধনের জন্যই বিপ্লব সকলের আবশ্যকতা।

"মানবজাতির এই গম্ভীর উন্নতির পথে যখন সকল জাতি সেই অপরিজ্ঞাত অনির্দিষ্ট সামাজিক জগতের অভিমুখে গান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে—সেই গম্ভীর সময়ে একটী স্বর শুনা যাইতেছে না, একটী লৌকিক উপাদান অন্তর্হিত রহিয়াছে।

"যে স্বরের কথা বলিতেছি তাহা যাজকমণ্ডলীর; এবং যে লৌকিক উপাদানের কথা বলিয়াছি—তাহা যাজকমণ্ডলী।

"সকল দেশেই বিশেষতঃ ইতালীতে যাজকমণ্ডলী অজ্ঞেয় স্বস্থির বশীভূত হইয়া

ধর্ম্মশাস্ত্র অস্বীকার করেন এবং যে হস্তে জনসাধারণকে আশীর্ব্বাদ করা উচিত, সেই হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন।

"যাজকমণ্ডলী যেদিন ফিউডাল প্রভুদিগের ও সম্রাট্‌গণের স্বেচ্ছাচার হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে করিতেন, সে দিন ভুলিয়া এক্ষণে তাঁহারা যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা সেই বৈদেশিকের চরণে লুণ্ঠিতশির, যে বৈদেশিক একদিন দ্বিতীয় জুলিয়সের স্বরে কম্পিত কলেবর হইতেন। এক্ষণে তাঁহার ছায়ামাত্রাবশিষ্ট পলায়মান রাজলক্ষ্মীর—যে রাজলক্ষ্মী ঈশ্বর ও মানব উভয় কর্ত্তৃকই অধঃকৃত হইয়াছে—পক্ষসমর্থনের জন্য নির্য্যাতক ও গুপ্তচরের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

"নির্জ্জনবাসী ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সুতরাং ঐক্যরহিত হইয়া এক্ষণে তাঁহারা সেই সকল উপদেশ এবং মানবমাত্রেরই, সুতরাং তাঁহাদিগেরও হৃদয়ের সেই সকল অনন্ত পরিণতি ও পরিপুষ্টসাধনের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর—যে উপদেশমালার শিক্ষা প্রদান ও যে সত্যনিচয়ের প্রচার একদিন তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

"যাজকমণ্ডলী সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে অজ্ঞান ও অসত্য প্রচার করিতেছেন এবং সামরিক ঈশ্বরের নামে অবজ্ঞ অধীনতা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের অধর্ম্ম, অবিশ্বাস ও পাপাচার লইয়া ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, অন্যান্য বৈপ্লবিক যুগের ন্যায় বর্ত্তমান বৈপ্লবিক যুগও প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের মহীয়ান্ ভাবে উত্তেজিত হইয়া যাঁহারা স্রষ্টার নামে মানবজাতিকে ধূলি হইতে তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং মানবমনে নিজ উৎপত্তিকারণ ও জীবনব্রতের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতেছেন, যাজকমণ্ডলী তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও বজ্রনিনাদ উত্থাপিত করিয়াছেন। অবশেষে যথেচ্ছাচারজনিত বিশৃঙ্খলা নিবারণ ও বিশ্বপ্রেমের নামে মানবজাতির একতাসাধন যে সকল অসমসাহসিক মনীষীর জীবনব্রতের একমাত্র লক্ষ্য; ইঁহাদিগের কোপানল তাঁহাদিগেরও উপর পতিত হইয়াছে।

"কিন্তু এ সমস্ত আমাদিগের নিকট তৃণবৎ। অঙ্গুলীমাত্রে গণনীয় কতিপয় যাজক উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইতেছেন বলিয়া মানবজাতির অগ্রগামিনী গতি প্রতিহত হইবে না, তাঁহারা ইচ্ছা করেন ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারেন। প্রাচীন ধর্ম্মের অধিপতিগণ অগ্রসর হইবেন না বলিয়া, মানবজাতি তাঁহাদিগের সহিত থাকিবেন না। ধর্ম্মের ভাব মানবজাতির জন্যই মানবজাতিতে বিদ্যমান; সুতরাং মানবজাতিই জানেন কোন্ দিকে ইহার গতি এবং কি ইহার লক্ষ্য। ধর্ম্মের লক্ষ্যের অনুসরণোদ্দেশে ধর্ম্মের স্বর কেবল মানবজাতিই শুনিতে পান এবং যে গূঢ় সূত্রে মানবজাতির অবান্তর জাতিনিচয় পরস্পরসম্বদ্ধ, সেই গূঢ় সূত্রের একমাত্র ধারয়িত্রী মানবজাতি।

"ধর্ম্ম মূলতঃ ঈশ্বরের ন্যায় অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু ইহা বাহ্য আকৃতি ও পরিণতিতে সাময়িক বিধি—অর্থাৎ মানব-বিধি—দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই

মানববোধ-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম, মানবের স্থায়, মানবজাতির স্থায়—জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, পরিণতি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এবং পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতির অধীন এবং এই অশ্রান্ত পরিবর্ত্তনে, এই জন্ম মৃত্যুর নিরন্তর বিনিময়ে, ইহা ক্রমেই অধিকতর পূত, উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেছে; ইহার লক্ষ্য ও উৎপত্তি-কারণ সেই অসীমতার দিকে ইহা ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে। ইহা একতা হইতে আসিয়াছে এবং একতায় পুনরায় গমন করিতেছে; ইহা মানবকেন্দ্র দিয়া গতিপথে পৃথিবীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং মানব-ইতিহাসের সহিত ইহার আত্ম-ইতিহাস সম্পূর্ণ অভিন্ন।

"যখন পরিবর্ত্তনের সময় পরিপক্ক হইবে, তখন পরিবর্ত্তনের গতি রোধ করা মানবী শক্তির অসাধ্য, যদি যাজকমণ্ডলী সেই পরিবর্ত্তন যুগের অবতারণা করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে মানবজাতি মানব হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিবেন এবং আপনি আপনাকে যাজক, পোপ ও ঋত্বিকের কার্য্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। শ্রেণীবিশেষের যাজকতা অপেক্ষা মানবজাতির যাজকতা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদিগের বিস্মিত হওয়া উচিত নয় যে, যাজকমণ্ডলীও মানবজাতির অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁহারাও স্বাধীন নাগরিক, তাঁহারাও আমাদিগের দেশীয়-ভ্রাতা, সুতরাং যিনি বৈপ্লবিক পতাকায় 'দেশ ও মানবজাতি' অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্য সকল শ্রেণীকে ও সকল ব্যক্তিকেই ভ্রম ও আলস্য হইতে তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা।

"যদি আমরা দুই চারিজন সম্রান্ত বংশোদ্ভব যাজককে বাদ দিয়া যাজকমণ্ডলীকে ধরি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক দেখিতে পাইব, যাহাদিগের গাউনের নিম্নে স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় তর তর বেগে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে; যাহাদিগের আত্মা জন্মভূমির অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখে শোকমগ্ন রহিয়াছে এবং রোমাগ্নার সেই ভীষণ রক্তস্রাব ও পোপ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নির্ব্বাসন ও নরহত্যা যাঁহাদিগের গভীর শোক ও বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়া আছে।

"ইঁহারা কেন তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? যে সকল অশুভ তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিবারণ করিতে পারেন, সে সকল অশুভের জন্য কেবল শোক করিয়া তাঁহারা কেন সন্তুষ্ট রহিয়াছেন? সমবেত মানবের স্বরকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া কেন তাঁহারা পোপের মমতাশূন্য, শুষ্ক ও নিষ্ঠুর বাক্যের নিকট নতশির হইতেছেন?

"বোধ হয় অপ্রকৃত বিবরণে এ বিষয়ে তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন, যাঁহারা সামাজিক পুনরুজ্জীবনের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র উদ্দেশ্য বিষয়ে বোধ হয় কেহ তাঁহাদিগের মনে সন্দেহ উত্থাপিত করিয়াছেন।

"বোধ হয় এতদিন কেহই তাঁহাদিগের সহকারিতা-প্রার্থী হয় নাই। অথবা বহুদিনের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে রাগান্ধ হইয়া বিপ্লবকারিগণ বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাম্য সকলেরই সম্পত্তি এবং যে সেনা এতদিন রাজকীয় যথেচ্ছাচারের প্রধান সমর্থক ছিল, সেই সেনাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান আশাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"এরূপ ভ্রম, প্রতিঘাতের প্রথম মুহূর্ত্তে দুষ্পরিহার্য্য; কিন্তু সত্যের আলোকে সে ভ্রম

শীঘ্রই অপনীত হইবে; এবং যে মুহূর্ত্তে জয় নিঃসন্দিগ্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ঔদার্য্য ও সহিষ্ণুতার ভাব সর্ব্বত্র বিরাজমান হইবে।

"হয় ত এমনও ঘটিতে পারে যে, যাজকমণ্ডলী অযৌক্তিক রাগান্ধতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপুনরাগমনের নিমিত্ত অতীত আধিপত্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এবং পোপের অন্ধ অধীনতা হইতে আত্মবিমোচন করিয়া দেখিতে পাইবেন যে, এমন একটী প্রকাণ্ড সামাজিক বিপ্লবের যুগ পরিণত হইয়াছে যে, বিপ্লব-নিবারণ মানবী শক্তির অসাধ্য। যখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, একটী ভাব জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়াছে ও তথায় সেই অবস্থায় থাকিয়া কালে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, ক্রমে নানা আকার ধারণ করিয়া সমাজের প্রতিরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছেন; নির্য্যাতনে বিদলিত না হইয়া বরং দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইতেছে এবং মানব-রক্তে কলুষিত না হইয়া বরং পূত হইতেছে; তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, সে ভাব মানবচিন্তার ফল নহে—ঈশ্বর-চিন্তা-প্রণোদিত। ইহা মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত ঐশ্বরিক চিন্তা; ইহা ভাবী ঐক্যযুগের অগ্রদূত। যাঁহারা এই সমবেত বিশ্বজনীন গতিকে সম্প্রদায় বা দলবিশেষের কার্য্য বলিয়া গালি বর্ষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা অনন্ত ঐশ্বরিক বিধির স্থলে আত্মইচ্ছা প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উদ্দেশেই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন যে, এই প্রকাণ্ড বিপ্লব তাঁহাদিগের সহিত অথবা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে। কাল-বিবর্ত্তনে ও ঘটনাস্রোতে যে অট্টালিকা দূষিত-ভিত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই অট্টালিকাকে যত্ন-পূর্ব্বক আমূল পরিরক্ষা করিতে চেষ্টা করার পরিণাম—সমস্ত অট্টালিকার পতন। তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের সহিত পোপীয় ধর্ম্মের একীভাব করিয়া পোপীয় ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পতনের পথ সুপ্রশস্ত করিতেছেন।

"তাঁহারা ক্রমেই জানিতে পারিবেন যে, স্বাধীনতাপিপাসু ব্যক্তিবর্গের উপর যে অপযশরাশি আরোপিত করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত ঘটনা সমর্থিত নহে; তাঁহাদিগের দলের সম্ভ্রান্ত-শ্রেণী তাঁহাদিগের সহজপ্রত্যয়িতার সুবিধা লইয়া এবিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। উক্ত সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ভয় যে স্বাধীনতার ভাব একবার রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হইতে দিলে, সেই স্বাধীনতার ভাব যথেচ্ছচারিণী পোপীয় শাসন প্রণালীতেও সংক্রামিত হইবে।

"তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, রোমও পোপীয় ধর্ম্মকে যথেচ্ছচারী রাজবৃন্দের সহিত সংমিশ্রিত করায়, ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসায় করায় এবং আত্মকামনা পরিপূরণে চর্চ্চের কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে বলি প্রদান করায়, পোপের ধর্ম্ম-আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

"তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, এক্ষণে ধর্ম্মের বেদি মন্ত্রিসভার পাদপীঠরূপে পরিণত হইয়াছে; পোপগণের হৃদয়তন্ত্রী ভায়েনা ও সেণ্টপিটর্স বর্গের অঙ্গুলিস্পর্শেই বাজিয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মের আদেশানুসারে কায করিতেছি এই ভ্রমে পোপগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজবৃন্দের গুপ্ত মনোরথ পূর্ণ ও যথেচ্ছচারিণী ইউরোপীয় প্রভুশক্তির সংকল্প সকল সিদ্ধ করেন।

"তাঁহারা ক্রমেই দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা কতিপয় মাত্র ব্যক্তির হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ; সেই কতিপয় মাত্র ব্যক্তি—পঞ্চদশ

শতাব্দীতে যখন খৃষ্টের ভাব চর্চ্চ হইতে তিরো-ধান করিয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠাপকগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত চর্চ্চ গবর্ণমেণ্টের উৎকৃষ্ট ও উদার প্রণালী যখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল—গ্রাম্য প্রতি-নিধি প্রেরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়া সকল ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন ও যাজকমণ্ডলীকে সামান্য অনুচরবর্গে পরিণত করেন। তাঁহারা দেখি-বেন যে, পোপধর্ম্মের ভাবকে জঘন্য শূন্য ও বিশুষ্ক পার্থিবতায়, ধর্ম্ম্য উপাসনাকে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রীতে এবং যাজকমণ্ডলীকে যথেচ্ছ-চারিণী প্রভুশক্তির করযন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন।

"বৈপ্লবিক ব্যক্তিবৃন্দ যদি এই সকল অত্যাচারের প্রতিহিংসা প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে প্রতিহিংসার কারণ আলো-চনা করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্কীর্ণ ও সাংঘাতিক ফল দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা হইতে বিরত হইবেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও সাধন পর্য্যা-লোচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বৈপ্লবিক ধর্ম্ম-সমাজের প্রত্যেক উপাদান ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য 'স্বাধীন' এই শব্দটী হয় সকলের জন্য উচ্চারিত হইবে, না হয় কাহারও জন্য নয়। এবং যাজকমণ্ডলীর উপর গালিবর্ষণ করিয়া ও তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া, তাঁহারা যে পর কার্য্য ও মতের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতেছেন, আপনারাই সেই দোষে দূষিত হইতেছেন।

"বিপ্লবকারিদিগের যেন স্মরণ থাকে যে, স্বাধীনতাসমর মতের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইবে, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে নহে। আত্মমতের সমর্থকগণ পোপের চাতু-রতে প্রতারিত হইয়াছেন; সে চাতুরী তাঁহাদিগের সমক্ষে ধরিয়া দিয়া তাঁহাদিগের ভ্রমসংশোধনের যতক্ষণ না প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, ততক্ষণ আমাদিগের হতাশ হইবার কারণ নাই।

"তাঁহাদিগের যেন মনে থাকে যে, গঠন-কার্য্যের সামর্থ্য ও আবশ্যকতা হইলেই, ধ্বংস-কার্য্য রহিত করিতে হইবে; এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ব্যক্তি একহস্তে ভাঙ্গিতে ও অপর হস্তে গঠিতে অক্ষম সে এই বিপ্লব-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী।

"তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, জনসাধা-রণের হৃদয়ে যে ধর্ম্মের ভাব কর্ত্তব্য-জ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া ভ্রাতৃভাব দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে—সে ধর্ম্মের ভাব জনসাধারণের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা অন্যায়; কারণ মানবজাতি বা জাতিবিশেষের সকল শ্রেণীর নৈতিক ও ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও অভাবের উপযোগী একটী মহান্ ও বিশ্বজনীন হৃদয় ভাব-ব্যতীত মানবজাতির সঞ্জীবন অসম্ভব।

* * * * * *

"তাঁহারা জানিবেন যে, দীর্ঘকালব্যাপিনী যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তির চাতুরী দ্বারা মানব জাতির যে সদ্বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সকল ম্লান ও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে, সেই গুলির স্বাধীন ব্যবহার পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্ব প্রথম সোপান আত্মাদর ও আত্মশ্রদ্ধা। ললাটে যে দাসত্বরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে—তাহা মুছিয়া ফেলিয়া—যে ঈশ্বরত্ব আমার অন্তরে ভস্মাচ্ছা-দিত রহিয়াছে, যে স্বত্ব অবিষ্যতের গর্ভে আমার জন্য বিহিত রহিয়াছে, যে দুর্লজ্য্য [illegible]

আমার প্রকৃতিলব্ধ, আমার আপনাকে আপনি সেইগুলি বুঝাইতে হইবে।

* * * *

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে, নরহত্যা ও রক্তপাত রুধিরাক্ষরে পোপের স্বহস্তলিখিত আদেশ অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; পোপ যে রাজবৃন্দের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের দেশীয় রাজা নহেন; এবং আমরা যখন রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম তখন আমাদিগের পরমত-সহিষ্ণুতা ও পরকার্য্য সহিষ্ণুতা বিস্ময়কারিতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন যে, আমরা স্বাধীন নাগরিকের শরীর হইতে একবিন্দুও রক্তপাত করি নাই।

"আমাদের যাজকমণ্ডলী জানেন যে, যে অল্পক্ষণ জয়লক্ষ্মী আমাদের অঙ্কশায়িনী ছিলেন, সেই সময় কুশল ও শান্তি ইতালীর সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল; অরাজকতার পরিবর্ত্তে বিধি ও শৃঙ্খলা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠাপিত হয় এবং পরে যে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের দোষ নহে, স্বাধীনতার প্রতিপক্ষগণের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ নিবন্ধন।

"তাঁহারা জানেন যে, যে পবিত্র বিষয়ের জন্য আমরা অভ্যুত্থিত হই, তাহা আমাদের দোষে কলুষিত বা আমাদের পাপে কখনই কলঙ্কিত হয় নাই। * *

তাঁহারা জানেন যে, দাসত্বের বিশ্বব্যাপী বিমোচনের জন্য যাঁহারা কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদিগের প্রচারের বিষয়ীভূত মতাবলী প্রধানতঃ ধর্ম্ম্য।

"বস্তুতঃ ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঈশ্বরের পবিত্র নামে প্রতিদিন যে সকল অযত্ন পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হইতেছে—তাহার সাম্মুখ্যে এবং রোমীয় সভার অবনতি, দূষিততা, কপটতা ও কুসংস্কারের সম্মুখে কোন যাজকের ললাটে লজ্জারেখা অঙ্কিত হয় না। * *

* * *

"আমরা ধর্ম্মের ধ্বংসবিধানে সমুদ্যত হই নাই, ধর্ম্মের আদি পবিত্রতা ও আদি লক্ষ্যে লইয়া যাইবার জন্যই আমাদিগের এই উদ্যম; যে ধর্ম্ম এক্ষণে জনসাধারণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘৃণিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মকে, আবার জনসাধারণের প্রেম ও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্যই আমাদের এই উদ্যম।

"একতার ধ্বংস সাধন করা আমাদিগের লক্ষ্য নহে। যেখানে একতা না, সেখানে একতা প্রতিষ্ঠাপিত করা এবং ইউরোপে পোপ কর্ত্তৃক অবতারিত অরাজকতার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ও শক্তিমতী একতা স্থাপন করিয়া, সেই একতার ভাব ইউরোপীয় বিচ্ছিন্ন জাতি সমূহে সংক্রামিত করাই—আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য।

* * *

"মাতৃভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনারা কি খৃষ্টধর্ম্মকে অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন? আত্ম-সৌন্দর্য্যে বিচ্ছুরিত ধর্ম্মকে আপনারা কি মানবজাতির শ্রদ্ধায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে ইচ্ছুক? যদি রক্ষা করিতে চাহেন, যদি ইচ্ছুক হয়েন, আপনাদিগকে জনসাধারণের শীর্ষস্থানীয় করুন এবং তাঁহাদিগকে উন্নতি পথে লইয়া চলুন। যে অষ্ট্রীয় বৈদেশিক আপনাদিগকে ও তাহাদিগকে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই বৈদেশিক শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগের ও তাহাদিগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পুনরুদ্ধার সাধন করুন।

"আপনাদিগের কি স্বাধীন নাগরিকের হৃদয় নাই? আপনাদিগের কি মাতৃভূমি নাই? আপনাদিগের হৃদয়ে কি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রেম নাই?

"যদি থাকে ত তাহাদিগকে ও আপনাদিগকে উদ্ধার করুন্। একবার স্মরণ করিবেন যে, জর্ম্মান সেনা কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মিলান্ নগরের পুনর্নির্ম্মাণের জন্য লম্বার্ডলীগের যে সেনা গমন করে, তাহার অধিনায়ক একজন যাজক ছিলেন। ইতালীয় লীগের যে সেনা আল্পস শিখরে জাতীয় স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিতেছে আপনারা একবার সেই সেনার নেতা হউন।

"যে ইতালীয় ক্ষেত্র আজ দৈত্যপদতলে বিদলিত হইতেছে, ঈশ্বরের আদেশে এই ক্ষেত্র একদিন স্বাধীন ছিল। আজ আবার সেই ঈশ্বরের আদেশেই আপনারা দ্বিতীয় জুলিয়সের ন্যায় সমর-দুন্দুভি উদেবাষিত করুন। জনসাধারণের উপর আপনাদিগের স্বরের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। বৈদেশিক উৎপীড়কগণের হস্তে বিমানিত ও শ্রীভ্রষ্ট জন্মভূমিকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে, স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রকৃতি-লব্ধ স্বত্বের পূর্ণ ও স্বাধীন ব্যবহারের পুনঃ প্রাপ্তি সাধনের জন্য, জনসাধারণের সহিত আপনাদিগের এবং স্বাধীনতার সহিত চর্চ্চের নূতন সন্ধি সংস্থাপন করিতে আপনাদিগের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করুন।

"জন্মভূমির যাজকমণ্ডলী! আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথমে পোপ হইতে ঈশ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন—যিনি সর্ব্বপ্রথমে মানব জাতির পুরোহিত হইয়া মানব জাতির স্বরে কর্ণপাত করিবেন—যিনি নিষ্কলঙ্ক কর্ত্তব্যজ্ঞানের পারতন্ত্র্যে বলায়মান হইয়া বাহিরে হস্তে জনসাধারণের সঙ্গে 'সংস্কার' প্রচার করিয়া বেড়াইবেন—তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মকে ধ্বংসে হইতে রক্ষা করিবেন, ইউরোপের একতার সূত্রপাত করিবেন, অরাজকতা বিদূরিত করিবেন এবং যাজকমণ্ডলীর সহিত সমাজের চির সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত করিবেন।

"কিন্তু পুনর্জ্জন্মের দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে যদি যাজকমণ্ডলীর কাহারও স্বর শ্রুত না হয়—তাহা হইলে—ঈশ্বর যেন না করেন—যাজকমণ্ডলী জনসাধারণের কোপানলে ভস্মীভূত হইবেন। কারণ জনসাধারণের প্রচণ্ড কোপানল একবার উদ্দীপিত হইলে কাহারও রক্ষা নাই। এই জন্য যে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিলাম সময় থাকিতে তাহার অনুসরণ করুন।"

যাজকমণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রের পর ম্যাট্‌সিনি লম্বার্ডীর যুবক-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক নব্য ইতালী সমাজের প্রতি প্রেরিত পত্রের একখানি উৎকৃষ্ট প্রত্যুত্তর লিখেন। তাহার পর ইতালীর অবস্থার অনুরূপ বৈপ্লবিক সমর কি প্রণালীতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখেন। কিছুকাল পরে ম্যাট্‌সিনি উক্ত প্রস্তাবের সহিত 'বৈপ্লবিক সেনার প্রতি উপদেশ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া ইউরোপীয় সমর-শাস্ত্রবিদ্ সেনাপতিগণ ম্যাট্‌সিনির সামরিকশাস্ত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনি যে লক্ষ্যে আত্মজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, সে লক্ষ্য সংসাধনোপযোগী যাবতীয় উপাদান যে তাঁহার করায়ত্ত ছিল—তিনি যে অভ্রান্ত হস্তে বৈপ্লবিক, দার্শনিক ও প্রচারকের কার্য্য

হইতে বৈপ্লবিক সেনানায়ক ও সামান্য সৈনিকের কার্য্য পর্য্যন্তও ভালরূপে বুঝিতেন—ইহা তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।'

নব্য ইতালী পত্রিকায় ম্যাট্‌সিনি তাহার পর 'হঙ্গেরি ও ইতালীয় একতা' শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ লিখেন। যখন তিনি 'ইতালীয় একতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন, তখন লোকে ইতালীয় একতা কল্পনা মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ইতালীয় একতা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ইতালীয় একতা' শীর্ষক প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে যে অংশটুকু সংযোজিত করেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"ইতালীয় একতার পরিশিষ্ট।"

"ইতালীয় একতা, প্রবন্ধটী আমি কখনই সম্পূর্ণ করি নাই। এবং যদি ইতালীর ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে জাজ্বল্যমান না থাকিত, আমি ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণ করা অনাবশ্যক মনে করিতাম। ঘটনায় প্রমাণ করিয়াছে যে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই ঠিক এবং যাঁহারা ইতালীয় একতা অসম্ভব মনে করিয়া ইতালীয় সম্মিলনের প্রতিপোষক ছিলেন, প্রকৃত ঘটনা তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। ইতালীয় জাতিসাধারণের সর্ব্বশক্তিমান্ ও অবিসংবাদি স্বর সমস্ত স্বাধীনমতাবলম্বী সাহিত্যব্যবসায়িদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে যে, ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যত্নে লালিতা ইতালীয় একতা, কল্পনা বা বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা নহে—ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার, গূঢ় জীবনের ও ভবিষ্যসৌভাগ্যের অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র। ইতালীয় জাতিসাধারণের স্বাধীন ও অবিসংবাদী মত এই দুর্ভেদ্য সমস্যার উচ্ছেদ করিয়াছে এবং অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনা সত্বেও ইতালীয় একতা সংসাধনে প্রাণান্ত পণ করিয়াছে। তাহারা এই মহৎ লক্ষ্যের নিকট অন্যান্য সমস্ত স্বত্ব বলিদান দিয়াছে, অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত রাজার ভয় ও সন্দেহ অতিক্রম করিয়াছে এবং বৈদেশিক মিত্ররাজ্যের চিরদৌর্ব্বল্যসাধক সম্মিলনের প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে নাই।

ইতালীয় জাতিসাধারণের এই সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা সত্বে আমার ইতালীর একতাবিষয়ে আর কিছু না লিখিলেও চলিত।

"কিন্তু কাল যাঁহারা ইতালীর জাতীয় একতার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন; আজ তাঁহারা ইতালীর নূতন রাজা কর্তৃক ইতালীয় একতার নেতৃত্বে ও শৃঙ্খলাকার্য্যে আদিষ্ট হইয়া, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে —ইতালীর সামান্য অংশ—পীডমণ্টে প্রতিষ্ঠাপিত একতার উপযোগিনী নিয়মাবলী ইতালীয় জাতিসাধারণের অভাব পূরণে নিযোজিত করিতেছেন। ইহাতে ইতালীয় গতি হয় পশ্চাদ্গামিনী হইবে; অথবা দোলায়মান হইবে, সুতরাং ইতালীর অগ্রগামিনী গতি রুদ্ধ হইবে। এই জন্যই এ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিলাম।

"'ইতালীয় জাতি' এক্ষণে একটী নূতন ঘটনা; এই নূতন ঘটনার এই গুলি প্রার্থনীয়

পরিণাম—প্রথমতঃ জাতীয় সঙ্ঘাতসূচক একটী জাতীয় সভা রোমে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের স্বাধীন নাগরিক লইয়া একটী জাতীয় সেনা প্রস্তুত করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ইতালীয় রাজনীতিকে বৈদেশিক আশ্রয় ও আধিপত্য হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে; এবং চতুর্থতঃ রাজ্যের শাসনকার্য্যে কেবল ইতালীয় একতার প্রতিপক্ষদিগকে বাদ দিয়া সমস্ত জাতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

"ইতালীর শাসনকার্য্যের ভার এক্ষণে যাঁহাদিগের হস্তে তাঁহারা যদি আমাদিগকে সে সকল অধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে প্রবঞ্চিত জাতির অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই প্রতিঘাত-বাত্যা উত্থিত হইবে। আমার ভয়, পাছে সেই প্রতিঘাতবিপ্লবে আমাদিগের প্রধান জয়—একতা—বিনষ্ট হয়। এই জন্য আমি ইচ্ছা করি যে, এই একতা যেন জাতীয় জীবনের সহিত সংগ্রথিত হইয়া যায়, যেন ঘটনাবলীর প্রতি নব বিমিশ্রণে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

"একতা একদিন ইতালীর সৌভাগ্য ছিল, আবার আজ হইল। আটার্ণো ও মৈল্লা পর্ব্বতের বরফরাশির অভ্যন্তরে সাবেলীয় জাতিকর্ত্তৃক যে দিন ইতালীর জাতীয় ভাবের বীজ রোপিত হয়, সেই দিন হইতেই ইতালীর সভ্যতা অবাধে ধীরে ধীরে অশ্রান্তগমনে এই দূর ও প্রকাণ্ড লক্ষ্যের অভিমুখে আসিতেছে।

"এই গতি অতি বিলম্বিত হইয়াছে—কারণ ইতালীয় সভ্যতাকে ইতালীয় জাতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া দুইবার পৃথিবী জয় করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সম্ভ্রান্তশ্রেণীর সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষে ইহার গতি রুদ্ধ হয় নাই; এ গতি অনিবার্য্য ও অজেয়—কি ধর্ম্ম-বিপ্লব, কি বৈদেশিক আক্রমণ; কি বহুকালব্যাপী ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা, কিছুতেই ইহা নিবৃত্ত হয় নাই। ইতালীয় জাতিসাধারণের ইতিহাসই—ইতালীয় ইতিহাসের ও ইতালীয় ভবিষ্যতের বীজ। বৈদেশিক ও স্বদেশীয় ইতালীর ইতিহাস ও রাজনীতি লেখকদিগের এই বীজ—দেখিয়াই স্থির করা উচিত ছিল যে, ঘটনাবলীর গতি ইতালীয় জাতিসাধারণকে কোন্ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছে?

"কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন্ ইতালীয় ঐতিহাসিক ইতালীয় জাতির জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

"মাকিয়াভেলি এ কার্য্যের অনুপযোগী ছিলেন; এবং তাঁহার কোন পুস্তকেও বর্ত্তমান-কালীন ও পুরাকালীন ইতালীয় জাতিসমূহের পারস্পরিক অবস্থার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

'সিসমণ্ডি—কেবল একমাত্র বৈদেশিক, যাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালীর ইতিহাস-লেখক বলা যাইতে পারে—তাঁহার লোকতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি ও গভীর ঐতিহাসিক গবেষণা সত্বেও আমাদিগকে ইতালীর ইতিহাসস্থলে ইতালীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবারবর্গের দলাদলি, গুণ-দোষ ও উচ্চাভিলাষের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; অবাধে ধীরে ধীরে ইতালীয় জাতিসমূহের হৃদয়-সরোবরে অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হইয়া ইতালীয় একতারূপ যে প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই।

'মোকিয়াভেলির গভীর ইতালীয়' হৃদয় হইতে একবার একতাধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি একজন রাজকীয় ডিক্টেটরের অধীনে ভিন্ন সে একতা কখনই সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে করিতেন। সিস্মণ্ডি ইতালীবাসী নহেন, সুতরাং তিনি আপাতঅপ্রতিবিধেয় অন্তরায় সকলকে অলঙ্ঘ্য মনে করিয়া 'ইতালীয় একতা' একটা কল্পনামাত্র বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন।

"কিন্তু কি ইতালীয় ঐতিহাসিকেরা কি ইতালীয় ষড়যন্ত্রীরা--আমরা বাদে—কি আভ্যুত্থানিক অধিনেতৃবৃন্দ, অথবা যে সূক্ষ্মশিল্পপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইতালীর সুরলহরীতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে ও ইতালীর অপূর্ব্ব পুরাতন চিত্রাংশ দেখিতে দলে দলে ইতালীতে আসিতেন;—কি তাঁহারা; অথবা যে কবিবৃন্দকে ইতালীতে জীবনস্ফুলিঙ্গমাত্রও 'চিরকালের মত সমাধি-নিহিত একটা জাতির' স্পন্দবদৃশ্যে বঞ্চিত করিত; কি তাঁহারা, কেহই ত্রিংশ বা চত্বারিংশৎবৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনাটী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—যে ইতালীয় জাতি সর্ব্বপ্রকার আংশিক উপাদান স্থলে আপনাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছেন এবং সকল জাতি বা শ্রেণীকে বিধ্বস্ত বা অন্তর্নিবেশিত করিয়া লইতেছেন—তাঁহারা কেহই জানিতে পারেন নাই যে, বলবতী একতা প্রবণতাই এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইতালীর যাবতীয় উন্নতির উৎপত্তিকারণ হইয়া আসিয়াছে। * * এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে জাতিতেই লৌকিক উপাদান প্রবল সেখানেই একতা নিশ্চিত ও অনিবার্য্য। * * * *

"যাহারা বলেন যে, ইতালীর জাতিনিচয়ের মধ্যে পরস্পর অনেক বৈসাদৃশ্য আছে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে—ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সমোপাদান জাতি ফ্রান্স,—তাহার পিরিনিজ, ব্রিটানী, লম্বার্ডী এবং প্রোভেন্সের অধিবাসিগণের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য, ইতালীর লম্বার্ড, রোমান্ এবং নিয়োপলিতান্ অধিবাসীদিগের মধ্যে কি তাহা অপেক্ষায় অধিকতর বৈসাদৃশ্য? পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ ছিল তাহা সমরে নিহত হইয়াছে। তিন শত বৎসরের উৎপীড়নে ইতালীর সর্ব্বত্র জীবন মৃত্যুর অবস্থা একীভূত হইয়া গিয়াছে।

"অন্তর্বিদ্রোহ কি—ইতালীর জনসাধারণ তাহা জানে না। গুপ্তচর ও বিভীষিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত দূষিত গবর্ণমেণ্ট, বহুকালব্যাপী কষ্ট দ্বারা উৎপাদিত ক্রোধ, শিক্ষা ও সমবেত রাজনৈতিক স্বত্বের অভাব এবং ব্যক্তিগত ভাবের প্রণোদন—যে ভাব অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অতিশয় প্রবল—জনসাধারণের মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিপৎসঙ্কুল প্রতিঘাতের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগত দোষকে প্রাদেশিক সম্মিলনের বীজ বলিয়া মনে করা আর ব্যক্তিকে প্রদেশরূপে পরিণত করা সমান। এই ব্যক্তিগত দোষ প্রত্যেক নগরের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীতেই বিরাজমান। সেই ব্যক্তিগত দোষাবলী নগর হইতে নগরান্তরে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রায় সংক্রামিত হয় না।

"ইতালীর প্রতি ব্যক্তিতে ও প্রতি নগরে যে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য ও স্বাধীনরূপে কার্য্যকরণের ইচ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা—জাতীয় একতা সংসাধিত হইলে—গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতা হইতে স্বাধীনতা রক্ষার

প্রধান উপায় স্বরূপ. হইবে। কিন্তু সেগুলি কখন রাজনৈতিক প্রকাণ্ড বিভাগ সৃষ্টির আবশ্যকতা উৎপাদন করে নাই এবং করিবেও না।

"দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রতিপোষকগণ ইতালীর ইতিহাসের এই দুইটী মূল তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম—যথা—বিগত তিন শতাব্দীতে ইতালী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে তাহা ইতালীর অধিবাসিগণের স্বেচ্ছাপ্রসূত অভিমতে বা স্বাভাবিকী প্রবণতা বশতঃ নহে; কিন্তু সেগুলি বৈদেশিক কূট রাজনীতি, অত্যাচার এবং শস্ত্রবলে রাজ্যশাসনের ফল; দ্বিতীয়তঃ ইতালীর ইতিহাসে প্রাদেশিক বৈরভাবের কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। দান্তে যে সকল সমরের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেগুলি নগরে নগরে হইয়াছিল, প্রদেশে প্রদেশে নহে; বরং অনেক সময়েই এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে, যেমন কমো ও মিলান্, পাইসা ও সীনা, আরেজো ও ফ্লরেন্স,জেনোয়া ও টিউরিন্। কিন্তু লম্বার্ডী ও পীড্মণ্ড, বা তস্কানী ও রোমাগ্না ইহাদিগের মধ্যে নহে।

"যে সকল স্থূলদর্শী পরিদর্শক ভীষণ দাসত্ব-শৃঙ্খলে মর্ম্মাহত দাসগণের পরস্পর বিবাদ হইতে ইতালীর ভবিষ্যতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাঁহারা জানেন না যে, জাতীয় দুন্দুভি ভবিষ্য সংঘাত জাতীয় জীবনের শুভ সমাচার ঘোষণা করিলে সকলেই পরস্পর বৈর ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইতালীর সর্ব্বত্র কিরূপ একবাক্যে এইরূপ সংস্কারকার্য্য সকল প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিনিশিয়া, লম্বার্ডী ও রোমীয় প্রদেশের অশীতিলক্ষ লোক একই শাসনপ্রণালী, একই রাজবিধি এবং একই বাণিজ্যে কেমন একীকৃত হইয়াছিল? কই তখন ত পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ বা অনৈক্যের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় নাই।

"তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন কিছুদিন পূর্ব্বে যে জেনোয়ার অধিবাসীরা পীড্মণ্ডের অধিবাসীদিগের অসাধ্য-মিলন শত্রু ছিল, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যখন পীড্মণ্ডীয় সেনা অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে গমন করিতেছিল, তখন সেই জেনোয়ার অধিবাসীরাই পীড্মণ্ডীয় সেনার পায় পাছে ধূলিকণা বিঁধে এইজন্য তাহাদিগের গমন-পথে ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল? তাঁহারা কি ভুলিয়াছেন যে, ইহারাই দশ বৎসর পরে আবার ইতালীর নামে গুপ্ত সভা সকলের অধিনায়কের আদেশে ইতালীর প্রতি প্রদেশে বিপ্লবপতাকা ও জয়ধ্বনি উত্থাপিত হয় এবং ইতালীর প্রতি প্রদেশে জাতীয় নামে অসংখ্য স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তি জীবন উৎসর্গীকৃত করেন।

"তাঁহারা এই চির-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য ভুলিয় গিয়াছেন যে, চরম ঐতিহাসিক লক্ষ্য সংসাধিত এবং জাতীয় ব্রতের উদ্যাপনা সম্পূর্ণ না হইলে কোনও জাতি কখন মরিবে না বা উন্নতি-পথে স্তব্ধ থাকিবে না।

"ইতালীর জাতীয় ব্রত কি, তাহা তাহার ভৌগোলিক অবস্থায়, তাহার উদারচেতা মহাশয় সন্ততিবর্গের অব্যর্থ ভবিষ্যৎ বাণীতে তাহার ঐতিহাসিক প্রবাদে, এবং তাহার জাতীয় জীবনে পরিব্যক্ত আছে।

"প্রতিপক্ষীয়েরা বলেন যে, ইতালী কখন একটী সমগ্র জাতি ছিল না, সুতরাং কখন হইবেও না। কিন্তু আমরা দূরদর্শনে বলিতেছি যে—ইতালী আজ পর্য্যন্ত একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত হয় নাই বলিয়াই ভবিষ্যতে একটী প্রকাণ্ড জাতি হইবে। মানবজাতির শুভসাধন ইহার ললাটে লিখিত আছে বলিয়াই ইহা একটী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে।

"এবং ধীরে ধীরে যুগে যুগে আমাদিগের জাতি সেই লক্ষ্যের দিকেই গমন করিতেছে। ইতালীর অধিবাসিগণের ও ইতালীয় জাতির ইতিহাস একই। সেই ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই, এখন লিখিতে হইবে। সে ইতিহাস লেখার আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না; সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতেই আমাকে অচিরাৎ সমাধিনিহিত হইতে হইবে। ইতালীর ইতিহাস যেরূপ হওয়া উচিত, রাশীকৃত ক্ষুদ্রঘটনাজালে ইতালীর প্রকৃত উন্নতি বিবরণ নিহিত না করিয়া যুগে যুগে ইতালীর জনসাধারণের যে সমবেত পরিণতি হইয়াছে, সেইটীকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া—যিনি ইতালীর ইতিহাস লিখিবেন, তিনিই ইতালীয় একতাকে ইতিহাস ও প্রবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত করিয়া আপনার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিবেন।

* * * *

"হাঁ একতা ইতালীতে ছিল এবং একতা ইতালীতে আবার প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। প্রথমে সীজরগণের শস্ত্রে, দ্বিতীয়বার পোপগণের বাক্যে ইতালীতে একতা প্রতিষ্ঠাপিত হয়—আজ তৃতীয়বার ইতালীয় জাতি দ্বারা ইতালীয় ক্ষেত্রে একতা সংস্থাপিত হইবে।

"যাঁহারা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয় জীবনের উন্নতির প্রতি পর পর স্তরে প্রতি পর পর যুগে একতার লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট প্রতিভাত দেখিতে পান নাই—তাঁহারা ঐতিহাসিক আলোকে বঞ্চিত, প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ধ। কিন্তু যাঁহারা একতার এই সকল সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্বেও ইতালীতে প্রাদেশিক সম্মিলন ও প্রাদেশিক স্বাধীনতা সংস্থাপিত করিতে সমুদ্যত, তাঁহারা ইতালীর শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক।

"সম্মিলন-প্রথা ইতালীতে একতাজনিত বল, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার সমবায়কে ব্যক্তিবিশেষের উপকার সাধনে পরিণত করিবে; সম্মিলন-প্রথার প্রধান রোগ শক্তি ও ইচ্ছার সমতৌল্যাভাবকে পরিপুষ্ট করিয়া অরাজকতা ও অনৈক্যের বীজ রোপিত করিবে; প্রাদেশিক অন্তর্দৌর্ব্বল্যকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রদেশ সকলকে পরস্পর হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র করিবে; এবং অপ্রকৃত ও কাল্পনিক স্বাধীনতার নামে পৃথিবীতে ইতালীর যে মহৎ ব্রত আছে, ইহাকে তাহার উদ্যাপন করিতে দিবে না।

"আমি জানি যে প্রাদেশিক সম্মিলনের ভাব যাঁহার (তৃতীয় নেপোলিয়ান) ষড়যন্ত্রে ও উপদেশে ইতালীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, তাঁহাকে অনেকে আজও ইতালীয় প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমি জানি যে, সেই বৈদেশিক যথেচ্ছাচারী রাজা বিশ্বাসঘাতক এবং ইতালীয়গণ যদি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন, তাঁহাদিগকে শুদ্ধ নির্ব্বোধ বলিয়া ক্ষান্ত হইব না, তাঁহাদিগকে

ইতালীর ঘোরতর অনিষ্টকার। বলিব। আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া আমাদিগের উপর আধিপত্য করিবেন ইহাই যে, তাঁহার লক্ষ্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যখন সম্মিলনের প্রস্তাব আসিতেছে তখন সে প্রস্তাবে যে সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

"ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার গভীর গবেষণা করিয়া অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ফরাশিজাতির অধিনেতা প্রথম নেপোলিয়ান প্রায়শ্চিত্ত ক্ষেত্র সেণ্ট হেলেনায় বসিয়া আত্মজীবনবৃত্তে ইতালী সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"ইতালী আল্‌পস পর্ব্বত ও সাগর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত।

"ইহার প্রাকৃতিক সামা একপ সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ইহাকে একটী দ্বীপ বলিলেও বলা যায়। * * ইতালী কেবল সার্দ্ধ চারিশত মাত্র মাইল ব্যাপিয়া ইউরোপীয় মহাদেশের সহিত সংযোজিত; কিন্তু সেই সার্দ্ধ চারিশত মাইল ইহা দুর্লঙ্ঘ্য আল্‌পসরূপী প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাকৃতিক সামা দ্বারা এইরূপে ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইতালী কালে একটী প্রকাণ্ড ও মহতী জাতি রূপে পরিণত হইবে। * * আচার ব্যবহার রীতি-নীতি, ভাষা ও সাহিত্যে ইহা এখনও আংশিক একটী জাতিই রহিয়াছে; কালে যখন ইহার অধিবাসিগণ এক শাসনের অধীন হইবে, তখন একটী পূর্ণ জাতি হইবে। * * এবং রোম যে ইতালীয়গণ কর্ত্তৃক ইতালীর রাজধানী মনোনীত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

"ইতালীর মন্ত্রিগণ যেন এই কয়টী ছত্র সুবর্ণ অক্ষরে তাঁহাদিগের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখেন এবং আর যেন ইতালী ও ইতালীর মহৎ ব্রতের অন্তরায় না হন।

* * * *

"সুতরাং ইতালী এক হইবে। তাহার ভৌগোলিক অবস্থা; ভাষা এবং সাহিত্য; বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও রাজনৈতিক প্রভুশক্তি সংস্থাপনের আবশ্যকতা; ইতালীর অধিবাসিগণের ইচ্ছা; ইতালীয় জাতির অন্তর্নিহিত লোককান্তিকর্ত্তা-প্রবণতা এমন জাতীয় উন্নতির পূর্ব্বদর্শন, যাহাতে সমস্ত ইতালীয়ের মানসিক ও শারীরিক বলের একীকরণ সংঘটিত হইবে; ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভের বলবতী আকাঙ্ক্ষা; এবং পৃথিবীর মঙ্গলোদ্দেশে ইতালীর বড় বড় কায করিবার উচ্চাশা—এ সমস্ত এক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই গতির সম্মুখে কোন বাধাই দুরতিক্রমণীয় নহে; এবং ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তিই ইতিহাস ও দর্শনের অলঙ্ঘ্য সত্য দ্বারা খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে একটী মাত্র কঠিন বিষয় কেবল কার্য্যপ্রণালী।

"কোন বিস্তৃত রাজ্যে স্বাধীনতার অনিষ্ট বিনা একতা সম্ভবপর নহে—এই যে প্রাকৃত কুসংস্কার, ইহার উত্তর দানে বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। পুরাকালীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সকলে জনসাধারণ নিজ নিজ হস্তে রাজ্যের শাসনকার্য্য গ্রহণ করিতেন—এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিকেরা সম্মিলন-প্রথার স্বাপক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, এই কুসংস্কার তাহা হইতেই

প্রসূত। কিন্তু ঐতিহাসিকদিগের সেই সকল বাক্য যুক্তি ও প্রকৃত ঘটনা দ্বারা বার বার খণ্ডিত হইয়াছে।

"রাজ্যের অল্পতর বা অধিকতর বিস্তৃতি আমাদিগের উদ্ভেদনীয় সমস্যা নহে। যদি তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য বিষয় হইত তাহা হইলে আমাদিগের ভাব লঘুতর। বিস্তৃত সাম্রাজ্য অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কীর্ণ রাজ্যেই গবর্ণমেণ্টের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ অধিকতর সহজ ও দীর্ঘকালধার্য্য।

"মাধ্যমিক প্রভুশক্তির তেজ দূরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আইসে। যে প্রভুশক্তি বহুদূর হইতে পরিচালিত, ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে প্রভুশক্তির পরিচয় নাই, স্থানীয় বিষয় সকলে সে প্রভুশক্তির অনুসন্ধিৎসা এড়াইবার সহস্র উপায় আছে।

"মধ্য যুগের ইতালীয় নগর সকলে প্রতিষ্ঠাপিত প্রভুশক্তির ন্যায় যথেচ্ছচারিণী ও প্রজাপীড়ক প্রভুশক্তি আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এবং বর্ত্তমান যুগে মডেনার ডচী গবর্ণমেণ্টের ন্যায় যথেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক গবর্ণমেণ্টও আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

"ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় রাজ্যেই স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠাপিত করা যাইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ ক্ষুদ্র রাজ্যে যত সহজ, বৃহৎ রাজ্যে তত সহজ নহে। বৈদেশিক বিজেত্রী জাতির শাসন প্রায় সৈনিক যথেচ্ছাচারে পরিণত হয় এবং সর্ব্বত্র সমানরূপে বিদ্বেষ উত্তেজিত করিয়া থাকে।

"এই প্রশ্ন স্বতঃসিদ্ধ সত্য দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে অতি সহজ হয়; কিন্তু কোন্‌টী স্বাধীনতার ব্যবহারের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং রাজ্যের উত্থাপনীয় ব্রতই বা কি—ইহা অগ্রে নির্ণয় না করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়াতেই প্রশ্নটী এত জটিল ও দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হয়।

"কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বত্বের পরিরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব সমূহের পরস্পরসংঘর্ষণ নিরাকরণে সমর্থ প্রভুশক্তিই গবর্ণমেণ্ট—এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টকে শুদ্ধ পুলিশ কর্ম্মচারীতে পরিণত করিয়াছেন এবং স্বাধীনতাকে লক্ষ্য ও সাধন উভয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

"অপরে, স্বাধীনতাকে অরাজকতাউৎপাদক ব্যক্তিনিষ্ঠ নিষ্ফল বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহাকে সঙ্ঘাত মানবের চরণে বলি প্রদান করিয়াছেন এবং সাধারণ হিতোদ্দেশে গবর্ণমেণ্টকে কেন্দ্রীকরণরূপ যথেচ্ছাচারে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হিতোদ্দেশেই হউক বা অন্য কারণেই হউক—যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"কেহ কেহ রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীকরণকে ঐক্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

"কেহ বা রাজ্যের অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতার সমর্থন করিয়াছেন।

"এবং অন্য এক দল শাসন-কারিণী প্রভুশক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর ভাগে বিভক্ত করাকেই স্বাধীনতার রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, প্রভুতাকেন্দ্র সংখ্যায় যত বাড়িবে, ততই সেই প্রভুতা আত্মরক্ষায় ও আত্ম-আধিপত্য বিস্তারে অক্ষম হইবে।

"এই সকল বিভিন্ন-মতাবলম্বীরা সকলেই পরস্পরমতাসহিষ্ণু এবং ইহারা কেহই স্বকীয় কোন মহান্ ভাবে উদ্বোধিত বা কোন মহতী উদ্দীপনায় উত্তেজিত নহেন। ইহারা প্রত্যেকেই অতীত কোন না কোন শাসন-প্রণালীর অবিমৃষ্য অনুকারী। ইহারা এ অংশ বা ও অংশ দ্বারা এই জটিল সমস্যার পূরণ করিতে চেষ্টা করেন।

"সম্মিলন ও স্বাধীনতা—এই দুইটী অংশ উক্ত সমস্যার অনুপূরক। এই দুইটীই মানব প্রকৃতির অতি পবিত্র ও অবিনশ্বর ধর্ম্ম। কোনটীই পরিহার্য্য নহে; সুতরাং দুইটীকেই সমঞ্জসীকৃত করিয়া লইতে হইবে।

"সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সমস্ত জাতি সম্মিলনের প্রতিভূ এবং প্রাদেশিক সমাজ স্বাধীনতার প্রতিভূ।

"জাতি এবং প্রাদেশিক সমাজ—এই দুইটী প্রাকৃতিক উপাদানেই যে-কোন-এক-দেশবাসিগণ গঠিত। অন্যান্য সমস্ত উপাদান নৈমিত্তিক ও কাল্পনিক। সেই সকল নৈমিত্তিক উপাদানের কার্য্য—জাতি ও প্রাদেশিক সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ অধিকতর সুসংগঠিত ও পরস্পরকে পরস্পরের অধিকতর উপকারিত্বে পরিণত করা এবং দ্বিতীয়টীকে প্রথমটীর সম্ভবপর গ্রাস হইতে রক্ষা করা।

"এই বিষয় গুলি মতত: সর্ব্বত্র সত্য, বিশেষতঃ কার্য্যতঃ সকল দেশ অপেক্ষা ইতালীতে অধিকতর সত্য। ইতালীতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্ভ্রান্ত পরিবার-বিশেষ আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায়, মহকাল হইতে এক রাজনীতিতে পরিচালিত এক ভাবে উদ্বোধিত ও এক উদ্দীপনায় উদ্দীপিত কোন স্বতন্ত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণী নাই।

"ইতালীর ইতিহাসের দুইটী নিত্য উপাদান—একটী ইহার প্রাদেশিক সমাজনিচয়ের ইতিবৃত্ত; অপরটী ইতালীর অধিবাসিগণ যে জাতিরূপে পরিণত হইতে অজস্র চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ। সেই ইতিবৃত্ত এবং সেই বিবরণ ইহার প্রচলিত প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রবাদকে পরিপুষ্ট ও অক্লালিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করণে কেবল ইতালীয় জাতিরই অধিকার ও সামর্থ্য আছে।

"আল্পস হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিখণ্ডের অধিবাসিগণ যে শুদ্ধ একটী রাজ্যের অধীশ্বর এরূপ নহে, তাঁহারা ব্যক্তিগত কার্য্যের নোদক ও কতকগুলি সমভাবে উদ্বোধিত একটী প্রকাণ্ড সমাজের অধিনেতা। এই রাজ্য বিভাগের সর্ব্বোপরি লক্ষ্য হওয়া উচিত—প্রজাসাধারণের—যে শ্রেণীরই হউক বা যে দলেরই হউক—বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সুশিক্ষা বা সভ্যতা সম্পাদন।

"কিন্তু জাতীয় কর্ত্তব্যের সংসাধন এবং এই জাতীয় ব্রতের উদ্যাপন দাসগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এ কার্য্য স্বাধীন নাগরিকের কার্য্য। সমগ্র জাতির এক একটী অংশস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তির—কি কি অবশ্য কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠেয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তরে তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। এবং প্রত্যেক যুগে যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়, তাহাকেই উন্নতির চরম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভাবী উন্নতির পথে যাহাতে কণ্টক রোপিত করা না হয়, এই জন্য সভ্যতার অবস্থানুসারে প্রতি যুগে উন্নতির আরম্ভ হইতে সীমা নির্দ্দেশ করার ভার প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত রাখা উচিত।

"এই জন্তই আমরা শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রীকরণ প্রথার প্রতিকূল; কারণ কেন্দ্রীকরণ প্রথা দুর্লঙ্ঘ্য শাসনবলে নাগরিকগণের কার্য্যকলাপকে ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণাগুণে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

"এই জন্তই আমরা ধর্ম্ম, মুদ্রাযন্ত্র, সম্মিলন, শিক্ষা ও প্রাদেশিক সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপিনী স্বাধীনতার অনুকূল। প্রাদেশিক সমাজ—যেখানে জাতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সামাজিক কর্ত্তব্যের প্রতিকূল না হয় সেখানে—ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতা ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনের রাজত্বের প্রতিভূ। স্বাধীনতা এ সীমা অতিক্রম করিলে অরাজকতায় পরিণত হইবে।

"ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেকে এই ভ্রমপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন—যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরের অনিষ্ট না হয়, এরূপ কোন কার্য্য করা বা না করার পূর্ণ অধিকারের নামই স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা-শব্দ অন্তপ্রকার অর্থে বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্যের করণের যে বিবিধ প্রকার উপায় আছে তাহার মধ্যে যে পায়টী অবলম্বন করিলে কর্ত্তব্যের ক্রমিক পরিণতি সাধনের সহিত আত্মপ্রবণতার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, যে বৃত্তি দ্বারা ঠিক সেই উপায়টী মনোনীত করা যাইতে পারে তাহারই নাম স্বাধীনতা।

"প্রকারান্তরে, যে সভ্যতা এতাবৎ কাল-পর্য্যন্ত অধিগত হইয়াছে, জাতি সেই সভ্যতার উপাদান-সামগ্রী সকল সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন এবং তাহা হইতে জাতীয় লক্ষ্যের মূলভিত্তিস্বরূপ কতকগুলি অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্যের নিয়ম অবনয়ন করিবেন—যে কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী জাতীয় জীবনকে সেই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবে এবং জনসাধারণের মনে সেই লক্ষ্যের ভাব সুপ্রতিষ্ঠাপিত ও উদ্দীপিত করিয়া দিবে। সেই কর্ত্তব্যবিষয়ক নিয়মাবলী যাহাতে যথাবিধি প্রযুক্ত হয়, প্রাদেশিক সমাজ তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন; এবং এই জাতীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনের সহিত প্রাদেশিক হিতসাধনের সামঞ্জস্য করিবেন; এবং প্রত্যেক অধিবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ বপন করিতে শিখাইবেন।

"নৈতিক প্রভুতা জাতিতেই বিদ্যমান আছে।

"কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিক নিয়মাবলীর প্রয়োগ প্রাদেশিক সমাজেরই কার্য্য। আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে আবশ্যকমতে নূতন কার্য্যের অবতারণা করার অধিকার জাতি ও প্রাদেশিক সমাজ উভয়েতেই বিদ্যমান।

"প্রাদেশিক সমাজ নগরের ও গ্রামের অধিবাসিগণকে স্বদেশের জন্ত সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"জাতি স্বদেশীয় অধিবাসিগণকে মানবসাধারণের উপকারার্থে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিবেন।

"যেমন মানবদেহে রক্ত-প্রবাহ শিরাসকল হইতে হৃদয়যন্ত্রে চালিত হইয়া পরিশোধিত আকারে তথা হইতে আবার শিরাসকলে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রাদেশিক সমাজ হইতে উন্নতিস্রোত রাজধানীতে প্রবাহিত হয় এবং তথায় জাতীয় জীবনের উপযোগিনী হইয়া জাতীয় প্রভুতা লইয়া আবার প্রাদেশিকসমাজে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

রাজধানীর অস্তিত্ব রাজধানীর নিজের জন্য নহে, সমস্ত দেশের জন্য।

"যাহারা কার্য্যতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি আমাদিগের প্রদত্ত উপদেশাবলীকে মূলভিত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট ইহা দুর্ভেদ্য সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

"জাতিসাধারণ ও প্রাদেশিক সমাজের কর্ত্তব্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলে, সেই সমকেন্দ্র বৃত্তদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্ণয় করা সহজ হইবে। ইতালীর যাবতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার অন্তর্নিহিত, অধিবাসিমাত্রের উপর জাতির যে নৈতিক প্রভুতা, যে জাতীয় প্রবাদ পবিত্র সন্ন্যাস-স্বরূপ যত্নে পরিরক্ষিত করা উচিত, যে জাতীয় উন্নতি অধিবাসিমাত্রেরই অনুসরণীয় এবং যে অন্তর্জাতীয় জীবন জাতি মাত্রেরই পরিপোষণীয়, সে সমস্ত গুলিরই নিয়মনে কেন্দ্রস্থ প্রভুতার অধিকার।

"সাধারণ নিয়মাবলীর কার্য্যে প্রয়োগ, প্রাদেশিক হিত, সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের উপায় স্থির করণের স্বাধীনতা এবং কার্য্যকরণের অলঙ্ঘ্য ব্যক্তিগত অধিকার, এ গুলির নিয়মনে—জাতীয় তত্ত্বাবধানে—প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার। রাজশক্তি বিশ্বজনীন নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত জাতীয় সভার সাহায্যে কেবল জাতীয় কার্য্যের পরিচালক সাধারণ নিয়মাবলী প্রস্তুত ও প্রচার করিবেন।

* * * * * * *

"রাজশক্তি—জাতীয় শিক্ষার মূল সূত্র সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাহাতে সাধারণতঃ সকলেই একীভাবে সেই মূল সূত্র ধরিয়া শিক্ষা কার্য্য বিধান করে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ শিক্ষা বিষয়ে ঐক্য না থাকিলে কখনই একটী জাতি সংগঠিত হইতে পারে না।

"সেই সাধারণ মূল সূত্রের কার্য্যে পরিগমন, নিম্নশিক্ষার অভিভাবক স্থিরীকরণ, জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের আয় ব্যয়ের নিয়মন, স্বাধীন শিক্ষাশালা উদ্ঘাটনে ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের পরিরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রাদেশিক সমাজেরই অধিকার।

দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও জাতীয় লক্ষ্যের সংরক্ষণ প্রত্যেক অধিবাসীর কর্ত্তব্য। সুতরাং জাতীয় সেনার একতা বিধান, সশস্ত্র অধিবাসিগণের শৃঙ্খলাবন্ধন—রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য।

"জাতীয় সভায় পূর্ব্বেই যে সকল সাময়িক মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া, প্রাদেশিক সেনা যে সকল সেনানায়ক নির্ব্বাচিত করিবে, সেই তালিকা হইতেই জাতীয় সেনানায়ক সকল মনোনীত করিতে হইবে।

"যেহেতু ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে সকল অধিবাসিরই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে—এই জন্য বিচার-প্রণালী ও দণ্ডবিধির ঐক্যবিধান, প্রধান বিচারালয় সকলে উপযুক্ত বিচারপতি সংস্থাপন, দণ্ডবিধি ও বিচারপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা বিধান প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত প্রতি প্রাদেশিক সমাজে এক এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা রাজশক্তিরই কার্য্য।

"প্রাদেশিক সমাজ প্রাদেশিক জুরি মনোনীত এবং শালিসী ও বাণিজ্যবিষয়ক আদালতের সভ্য নির্ব্বাচিত করিবেন।

"রাজশক্তি জাতীয় করের নির্দ্ধারণ ও দেশের সর্ব্বত্র তাহার যথোপযুক্ত বিতরণ করিবেন।

"প্রাদেশিক সমাজ, রাজশক্তির সাহচর্য্যে প্রাদেশিক করের নির্দ্ধারণ ও জাতীয় কর সংগ্রহের উপায় স্থিরীকরণ করিবেন।

যান্ত্রকমণ্ডলী, রেলওয়ে কোম্পানি ও অন্যান্য শ্রমশিল্পবিষয়ক কোম্পানীর সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া—রাজশক্তি একটি জাতীয় মূল ধন সংস্থাপিত করিবেন। রাজ্যের অনিয়মিত ব্যয়ভার নির্ব্বাহন, করভার কমান এবং শিল্প ও কৃষিবিষয়ে শ্রমজীবীদিগের সাহায্য দানে সেই মূল ধনের কিয়দংশ ব্যয়িত হইবে।

"রাজশক্তির অভিভাবকতাধীনে এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সেই মূল ধনের যথাযথ বিতরণের ভার প্রাদেশিক সমাজেরই হস্তে থাকিবে।

"সাধারণের শান্তি-ঘটিত বিষয় সকল, কারাগার-সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী, অনুশোচনাশালা স্থাপনা প্রভৃতি কার্য্যের ভার রাজশক্তিরই হস্তে রহিবে।

"প্রাদেশিক বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপন, স্থানীয় ব্যবহারোপযোগিনী স্থানীয় সেনা সৃষ্টি এবং প্রাদেশিক কারাগার সকলের আভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য প্রাদেশিক সমাজই করিবেন।

"জাতীয় গৌরব রক্ষা ও জাতীয় সুবিধা সম্পাদনের জন্য যে সকল সাধারণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার নিয়মন এবং জাতীয় শিল্পের পরিরক্ষণ ও পরিপুষ্টি সাধন—এ সমস্ত ভার রাজশক্তিরই হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

"পথে আলোক প্রদান, পথবন্ধন, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ দ্বারা জল সংযোজন, সাধারণ পথসকলের সংরক্ষণ ও সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্যসকল প্রাদেশিক সমাজসকলকেই করিতে হইবে।

"বৈদেশিক রাজনীতির নিয়মন, শান্তি স্থাপন ও রণখ্যাপন; সন্ধি বন্ধন ও মৈত্রী সংস্থাপন প্রভৃতি জাতীয় কার্য্যসকল রাজশক্তিরই হস্তে থাকিবে।

"রাজ্যের বৈদেশিক রাজনীতির উপর এরূপ লক্ষ্য রাখা, যাহাতে ইহা জাতীয় লক্ষ্য ও ব্রত হইতে বিচলিত না হয়—প্রাদেশিক সমাজের একটী প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

"এবং এইরূপে অন্যান্য কার্য্যও অনুষ্ঠেয়।

"স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের এইরূপ বিতরণ ও বিনিয়োগ করিতে পারিলে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের সম্ভাবনা কোথায়?

"এইরূপ করিলে জাতীয় গৌরব ও জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল প্রাদেশিক বিদ্বেষ এবং প্রাদেশিক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সের ন্যায় প্রাদেশিক সমাজ সকলের জঘন্য রাজকীয় অধীনতায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ফ্রান্সে যেরূপ রাজশক্তি প্রাদেশিক-সমাজ সকলের অধিনায়ক ও কর্ম্মচারী স্থির করিয়া ও অন্যান্য সামান্য সামান্য আভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক সমাজ সকলকে ক্রীড়নক স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন—এখানে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

"যাহা হউক—আমি" এখানে যে নূতন প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি তাহার সবিস্তার বর্ণন এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। যদি প্রাদেশিক সমাজ সকলকে প্রতিনিধিসমাজরূপ মাধ্যমিক প্রভুতার অবথা সম্প্রসারণ হইতে আত্মসভ্যগণের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ করা অভিলষিত হয়, যদি তাহাদিগকে নির্ব্বাচনপ্রণালীর প্রাদেশিক প্রয়োগ এবং সাধারণ কার্য্য ও পদের যথাবিধি অনুশীলন দ্বারা জাতীয় শিক্ষার পূর্ণতা বিধানে সমর্থ করিতে

ইচ্ছা হয়; এবং তাঁহাদিগকে যে সকল স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাহা যদি প্রবঞ্চনা না হয়,—তাহা হইলে জাতীয় প্রতিনিধি সভাকে এমন বিধি ব্যবস্থাপিত করিতে হইবে যাহাতে প্রাদেশিক সমাজগুলি জাতীয় প্রভুশক্তির কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়।

"প্রাদেশিক সমাজ সকল রাজ্যের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিমাত্র; সুতরাং তাহাদিগকে সেই লক্ষ্য সংসাধনোপযোগিনী প্রভুশক্তি প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু এই লক্ষ্য সংসাধনোদ্দেশে এবং আপন আপন প্রাদেশিক নৈতিক ও ভৌতিক অভাব পূরণের জন্য প্রাদেশিক সমাজ সকলকে অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়। কিন্তু তাহা প্রায় আপনাদিগের রীতি নীতি অভ্যাস ও প্রাদেশিক স্বাধীনতার বিনিপাতে পরিণত হয়।

"প্রাদেশিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ হস্তক্ষেপই ফ্রান্সে শাসন-প্রণালী-বিষয়ক কেন্দ্রীকরণের আতিশয্যের প্রধান কারণ। ফ্রান্সে ৩৭,০০০সহস্র প্রাদেশিক সমাজের মধ্যে অন্যূন ৩০,০০০ সহস্র আপন আপন প্রদেশে ভিক্ষাব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম।

"প্রাদেশিক সমাজনিচয়ের দৌর্ব্বল্যই মাধ্যমিক প্রভুশক্তির বলোপচয়ের নিদান, যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টসকল যে ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন, অষ্টমবাৎসরিক ফরাশি রাজবিধি তাহার প্রমাণ। এই বিধি দ্বারা প্রাদেশিক সমাজসকলকে মাধ্যমিক প্রভুশক্তির জঘন্য অধীনতায় আনয়ন করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ বিধি টীয়ার্স প্রভৃতি মহোদয়গণের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছে।

"ইতালীতে যদি শাসন-প্রণালীর পূর্ণ পরিণতি করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক সমাজসকলের প্রসর বাড়াইতে হইবে।

"এক রাজনৈতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত সহযোগিবৃন্দের সহিত আমার এ সকল বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা এক সামাজিক জীবনে গ্রথিত, তাঁহাদিগকে—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এক তত্ত্বাবধানে আনার যে কত সুবিধা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি ইতালীয় জাতির সেই সঙ্ঘাত জীবনের পরিণতির কোন অন্তরায় থাকে—তাহা নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলের সভ্যতার বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য।

"নগর সকল উন্নতিশীল জীবন ও জাতীয় সামসনের কেন্দ্র-নিচয়—কিন্তু নগরপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকল অধিবাসিসমূহের ঘোর মূর্খতা নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতিবোধ-কেন্দ্র স্বরূপ। এই ভীষণ রোগের একমাত্র বীর্য্যবান্ প্রতিকারৌষধ—ক্রমে সেই সাংঘাতিক বৈষম্যের দূরীকরণ; এবং নাগরিক ও জনপদবাসিগণকে এতদূর মিলিত করণ—যাহাতে নগরের দিন দিন উপচীয়মান সভ্যতাসূর্য্যের কিরণজাল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সকলে বিকীর্ণ হইতে পারে।

"নাগরিকবৃন্দ ও জনপদবাসিগণকে পৃথক্ রাখ, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে স্বার্থবিরোধ চলিয়া আসিতেছে তাহাই চিরস্থায়ী করিবে; কিন্তু তাহাদিগকে মিলিত কর, দেখিবে পরস্পর মিলনের প্রভাবে সে স্বার্থবিরোধ চলিয়া যাইবে। নগরের উন্নতিশীল উপাদান জনপদবৃন্দের অবনতিশীল বা স্থিতিশীল উপাদান দ্বারা বিনষ্ট হইবে তাহার আশঙ্কা

জেকোপো রুফিনি লিখিত—"যথেচ্ছাচারী নরপতির নিকট কৃত বিশ্বস্ততা-বিষয়ক শপথ"; পিট্রো জিয়ানোনি-লিখিত—"যুলা বেরিটাস্"; গুইসেপি-লিখিত—"ইংলিস নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী"; টাইবীরিয়ো লিখিত—"রোমীয় চর্চের অধীনস্থ ষ্টেট্ সকলের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ;" লুইগি আমেডিও মেলগারি লিখিত দুইটী প্রবন্ধ—একটী "পোপীয় গবর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে অপরটী ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থান কালে মাধ্যমিক দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ভ্রমপ্রমাদ" বিষয়ে; ইলিয়া বোন্জা-লিখিত—"বিপ্লববিষয়িনী চিন্তা", বিয়োনারোতি-লিখিত—"বিপ্লবকালে লৌকিক শাসনপ্রণালী"; পেয়োলো পলিয়া-লিখিত"ইতালীয় শ্রমোপজীবীর চিন্তা"; ফ্রন্সিনি-লিখিত—"লম্বার্ডীতে অষ্ট্রীয়া।"

ইতালীয় যুবকমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলি নব্য ইতালী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্নও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিত হয়; তন্মধ্যে মডেনা-লিখিত "সংক্ষিপ্ত কথোপকথনাবলীই" অতি উৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক লেখকগণের রচনার অনুবাদ এবং প্রাদেশিক উত্তেজনার জন্য প্রাদেশিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইত। প্রাদেশিক পত্রিকাগুলির মধ্যে লিউগেনোনগরে শুদ্ধ নাবিকগণের উদ্দেশে প্রকাশিত "ট্রিবিউন্" পত্রিকাই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ম্যাট্সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের পরিশ্রমের ফল এতদিনে ফলিতে আরম্ভ হইল। জাতীয় একতাজ্ঞান উদ্বোধিত হইল। ইতালীর প্রত্যেক প্রদেশের যুবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষ উৎসাহের সহিত বৈপ্লবিক একতা বাক্যস্বরূপ গৃহীত হইল।

প্রিন্স কানোজা, সামিনিয়াতেলী, এবং "ভয়েস্ দেলা ভেরিতা" নামক পত্রিকায় সম্পাদক প্রভৃতি যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তির প্রতিপোষকগণ ম্যাট্সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে একবাক্যে লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর আক্রমণে ম্যাট্সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের ক্ষতি না হইয়া বরং বন্ধুসংখ্যাই বাড়িতে লাগিল।

মেতার্নিক্ নব্য ইতালী সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা পুস্তিকাদির বহুমূল্যতা উপলব্ধি করিলেন। এবং উপলব্ধি করিয়া মিলানের মেন্জকে লিখিলেন যে "আমি নব্য ইতালী পত্রিকার দুইটী পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি; শুনিলাম ইহার পাঁচ খণ্ড বাহির হইয়াছে। আমি গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী বিষয়ক পত্রিকা খানির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি"।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সকল ক্রমে নব্য ইতালী সমাজের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। কার্লো বিয়াঙ্কোর অধিনে স্বাধীনে "আপোফাসিমেনি" নামক সমাজ নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল; কার্লো বিয়াঙ্কো স্বয়ং নব্য ইতালী সমাজের কমিটির সভ্য হইলেন।

"ভেরি ইতালিয়ানি" নামক সমাজ—যাহা এখন পর্য্যন্তও রাজতন্ত্র পক্ষপাতী হয় নাই—নব্য ইতালী সমাজের সহিত সম্মিলনপ্রার্থী হইল। এবং প্রাচীন কার্বোনারো সম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ সকল ক্রমে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

যে উদাত্ত নেতা কার্বোনারিজমকে [illegible] লুই ফিলিপের রাজত্বকালে

একটী শক্তিরূপে পরিণত করিয়াছিলেন এবং যিনি জর্ম্মানী ও অন্যান্য দেশের গুপ্ত সমাজ সকলের ভক্তিভাজন ও পত্রপ্রেরক ছিলেন, সেই বোনারত্তিই ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত বন্ধুভাবে ও নিয়মিত রূপে চিঠি পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন।

বোনারত্তির ন্যায় নবপ্রতিষ্ঠাপিত ফরাশি সাধারণতান্ত্রিক সমাজ সকলের প্রধান প্রধান সভ্যগণ এবং ট্রিবিউন ও ন্যাসানেল পত্রিকার সাহসী সম্পাদকদ্বয় প্রভৃতি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। বিখ্যাতনামা লাফেতী ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে উৎসাহ বাক্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত পোলিসগণের অধিনায়কগণও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

ক্রমে ইতালীয় উন্নতি-উৎপাদন ইউরোপের অনেক স্থলে প্রকৃত উন্নতিসাধক বলিয়া পরিগৃহীত হইল। এদিকে ইতালীয়গণ ভয়ে ব্যক্ত করিতে না পারুন, অন্ততঃ অন্তরে সকলেই নব্য ইতালী সমাজের মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের মধ্যে নব্য ইতালী সমাজ—লম্বার্ডী, জেনোয়া, টস্কানী ও পোপীয় রাজ্যে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। টস্কান্ কেন্দ্র লেগহরণে গোয়েরাট্‌জি, বিনি এবং এনরিকো মেয়ার অতিশয় কার্য্যতৎপর ছিলেন। পাইসা, সীনা, লুকা এবং অরেন্‌স-স্থিত শাখাসমাজসকলও তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। এনরিকো মেয়র নব্য ইতালী সমাজের দূতরূপে রোমে গমন করেন; তথায় তিনি কেবল সন্দেহমাত্রে কারারুদ্ধ হন। অবশেষে কিছুদিন পরে কারামুক্ত হইয়া তিনি মার্সেলিসে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের সহিত মিলিত হন। ম্যাট্‌সিনির যত বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম তদগতপ্রাণ ও তৎপ্রতি অকৃত্রিমস্নেহ-পরায়ণ ছিলেন।

অধ্যাপক পলো কসিনি, মণ্টেনেলি, সিনেটর কার্লো মতিইসি, মন্ত্রিপুত্র সেম্পেনি প্রভৃতি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোক লেগহরণ সভায় সহযোগিতা করিতে লাগিলেন।

গোষাডাবেসী অস্থায়ী কমিটীর অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বোম্যাগ্‌নায় যাঁহারা ধনে ও রাজসম্মানে অতি উচ্চপদবীস্থ,—তাঁহারাই তৎকালে ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দের দলপুষ্ট করিতে লাগিলেন। বলোনায় শ্রমজীবীরাও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

রোমেও একটী কমিটি সংস্থাপিত হইল। নেপল্‌সে কার্লো পীরিও, বেসিনি, লিয়োপার্ডি ও তাঁহার বন্ধুগণ একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নব্য ইতালী সমাজের দূতগণের মারফত ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগের সহিত সহকারিতা করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন।

জেনোয়ায় শুদ্ধ বণিক্-সম্প্রদায়ের যুবকগণ নহেন, ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদিগকে একটী সংঘাত শক্তিসমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

পীড়মণ্টে সভার কার্য্য কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু ইহার শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকেই বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

অধিক কি কানাভীজের সাহসিক অধিবাসিগণও ক্রমে এই সভার সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিলেন।

আরও অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক—যাঁহাদিগের নামের তালিকা এখানে দেওয়া অনাবশ্যক—তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, যদি তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা ও বীর্য্যবত্তার সহিত বিপ্লবকার্য্য আরব্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা নানা প্রকারে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

করায়ত্ত উপাদান সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া, "ষড়যন্ত্রী" ও "প্রচারক" এই উভয় ব্রতের সমকালীন উত্থাপনের বিপদ্ ভাবিয়া এবং বিলম্বে পরিবর্দ্ধমান উৎসাহবহ্নি নির্য্যাতনজলাভিষেচনে পাছে নির্ব্বাপিত হয় এই আশঙ্কায়, নব্য ইতালী সমাজ আশু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সার্ডিনীয় রাজ্য বৈপ্লবিক সেনাকে আলেসাণ্ড্রিয়া ও জেনোয়া নামক স্থানকে বিপ্লব-কেন্দ্র করিতে অনুমতি দিলেন। এই দুই স্থানেই আবার নব্য ইতালী সমাজের সভ্য শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল; সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইল। কাহারও কাহারও মতে এই বিপ্লব-কেন্দ্র মধ্যস্থলে হওয়া উচিত ছিল। ম্যাট্সিনি বলেন, মধ্যস্থলকে বিপ্লবকেন্দ্র করা সহজ হইত বটে, কিন্তু তাহাতে সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প ছিল। এই জন্য ম্যাট্সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ সার্ডিনিয়া রাজ্যে সর্ব্ব প্রথমে বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিতে এবং জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়া নামক নগরদ্বয়কে বৈপ্লবিক কেন্দ্র করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

তাঁহারা সৈনিকগণের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন। উচ্চপদবীস্থ সৈনিক পুরুষেরা তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিম্নস্থ সৈনিকেরা ইতালীতে একটী অখণ্ড সাধারণ-তান্ত্রিক একতা প্রার্থনীয় বোধে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা প্রায় সকল রেজিমেণ্টের সহিত সংস্রবসূত্র সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু জেনোয়া ও আলেসাণ্ড্রিয়ার শস্ত্রাগার-রক্ষকদিগের সহিতই তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল।

সৈনিক কর্ম্মচারীর মধ্যে করপোরাল্ সার্জেণ্ট এবং ক্যাপ্টেন—ইহাদিগকেই তাঁহারা বিপ্লবসেনা-কর্ম্মচারী মনোনীত করিতে লাগিলেন। কারণ উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা সামান্য সৈনিকগণের সহিত অধিকতর সংস্রবে আসায়, উচ্চ কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা ইঁহারাই সামান্য সৈনিকগণের অধিকতর প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

কোন কোন সেনানায়ক প্রতিশ্রুত হইলেন যে, বৈপ্লবিক সেনার প্রাবল্য দেখিলেই তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিবেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে, বৈপ্লবিক সেনা প্রবল হইলে অধিকাংশ ইতালীয় সৈন্যই ইহার সহিত মিলিত হইবে; যাহারা মিলিত হইবে না, তাহারাও অতি সামান্য বাধা প্রদান করিবে।

ম্যাট্সিনি এই জন্য দ্রুত আক্রমণ প্রস্তাব করিলেন এবং নব্য ইতালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভা সকলের নিকট আবশ্যকীয় অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সাহায্যও প্রদত্ত হইল—কিন্তু যে সাহায্য আসিল, তাহা প্রয়োজনের অনেক ন্যূন। ইহা [illegible] হইলেও

সত্ত্বেও, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতার জন্য রক্ত মোক্ষণ করিতেও প্রস্তুত, তাঁহারাও সেই অর্থ-সাহায্য দানে কুণ্ঠিত, যে অর্থ-সাহায্যে সেই রক্ত মোক্ষণ নিবারিত হইতে পারে।"

ম্যাট্‌সিনি—প্রস্তাবিত অভিযানের সাধারণ প্ল্যান্ জেনোয়া, আলেসাণ্ড্রিয়া, ভার্সেলি, টুরিন্ এবং লোমেলিনা প্রভৃতি নগরস্থিত বন্ধু বান্ধবদিগকে বিদিত করিয়া, সেজন্য আক্রমণের উপাদান-সামগ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত মার্সেলিস্ পরিত্যাগ করিয়া জেনোয়ায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জেনোয়ায় যাইবার পূর্ব্বে ফরাসি সাধারণতান্ত্রিকদিগকে গূঢ় সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

ক্যাভেগ্নাগ্ এবং ট্রিবিউন্ পত্রিকার দল কোন বহিশ্চর-উত্তেজনা-সাপেক্ষ ছিলেন না, তাঁহারা স্বতই কার্য্যপিপাসু ছিলেন। কিন্তু ন্যাসনেল্ পত্রিকার দল সেরূপ ছিলেন না। অপরাপরের আশা লিয়নসের শ্রমজীবীদিগের উপরই সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল, কিন্তু ন্যাসনেল্ পত্রিকার দলের তাহাদিগের উপর কোনও বিশ্বাস ছিল না। ম্যাট্‌সিনি বিখ্যাত সাধারণতান্ত্রিক অধিনায়ক কাবেলকে মার্সেলিসে আসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি আসিলেন। ক্যাভেগ্নাগ্ ইত্যবসরে লিয়নসে গমন করিলেন।

ক্যাবেলের সহিত ম্যাট্‌সিনির এই গূঢ় সন্ধি হইল—যে, ইতালী যদি বৈপ্লবিক সেনা বিপ্লব-সমরে অবতারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ক্যাভেগ্নাগের সহিত মিলিত হইয়া অতি দ্রুত লীয়নসে বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন করিবেন।

গোপনে গোপনে এইরূপ উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় একটী সামান্য ঘটনায় তাঁহাদিগের সমস্ত প্ল্যান আমূল উন্মূলিত হইল।

পুলিশের প্রখর অনুসন্ধান অতিক্রম করিয়া নব্য ইতালী সমাজের পত্রিকাদি সাধারণ জনসমাজে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া, ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল যে, সার্ডিনীয় রাজ্যে গুপ্তভাবে যে বিপ্লব-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। অনেক মাস ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সমাজের কোন সূত্র ধরিয়া কেন্দ্রে উপনীত হইবার অশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন না। তাঁহারা সমাজের ঊর্দ্ধতন বিভাগ ও ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ষড়যন্ত্রীদিগকেই বিপ্লবকেন্দ্র বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহাদিগের একবারও মনে হয় নাই যে, যে সমাজের প্রসর এত বিস্তীর্ণ এবং যে সমাজ পুলিশের এরূপ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানও অতিক্রম করিতে সমর্থ, সে সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ অজ্ঞাতনামা কতিপয় মাত্র যুবাপুরুষ, যাঁহাদিগের অনুপম কার্য্যদক্ষতা এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি বা অবলম্বন ছিল না।

নিরপরাধকে শাস্তি দিলে পাছে প্রকৃত ষড়যন্ত্রীরা সতর্ক হয়, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট সন্দিগ্ধ উচ্চশ্রেণী ও ১৮২১ সালের ষড়যন্ত্রীদিগকে শাস্তি দিতে সাহস করিলেন না। সুতরাং নিরাপদে ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হইতে পারিত।

কিন্তু একটী ঘটনায়, অভ্যুত্থান অঙ্কুরে বিদলিত হইল। এই সময় দুই জন আর্টিলারি-

কর্ম্মচারী একটী স্ত্রীলোক লইয়া বিবদমান হইয়া একজন অপরকে ষড়যন্ত্রী বলিয়া ধরাইয়া দিব বলিয়া ভয়-প্রদর্শন করিতেছিল, এমন সময় এক জন পথিক শুনিয়া এই কথা গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া দেয়। গবর্ণমেণ্টও এই সূত্রে ধরিয়া ষড়যন্ত্রের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বারিক ও আর্টিলারি গৃহে খানাতল্লাসি করিয়া নব্য ইতালীসমাজ প্রচারিত খানকতক পত্রিকা পাওয়া যায়। সেই পত্রিকার অধিস্বামিগণ এবং অল্প দিন পরেই তাঁহাদিগের বন্ধুগণও কারারুদ্ধ হন। তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; যেন কেহ কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বা পরস্পরের সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে না পারে। গবর্ণমেণ্টের দূতগণ অপরাপর সৈনিকগণের মুখচ্ছবি সতর্ক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যাঁহাদিগের মুখে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা, বিমর্ষ বা অস্বাভাবিক বিবর্ণতার ভাব পরিদৃষ্ট হইল, তাঁহারাই কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

শুদ্ধ জেনোয়ায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল এরূপ নহে। টিউরিন্, আলেসাণ্ড্রিয়া এবং চাম্বেরির কারাগার সকল "সন্দিগ্ধ" জনগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। যাহাতে দ্বিতীয় দল ভাবে, বুঝি প্রথম দলের বিশ্বাসঘাতকতাই তাহাদিগের কারারোধের মূল এই জন্য; প্রথম ও দ্বিতীয় দলের কারারোধের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ সময় প্রদত্ত হইত।

বাস্তবিক কতকগুলি কারারুদ্ধ বর্ত্তমান যন্ত্রণায় ভবিষ্য যন্ত্রণার ভয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছিল। প্রত্যেক কারারুদ্ধকে বলা হইল যে, হয় সে সঙ্গীদিগের নাম ব্যক্ত করুক, অথবা প্রাণদণ্ড গ্রহণ করুক্। তিন জন সৈনিকপুরুষ ও এক জন সিবিলিয়ান্ ভয়ে সঙ্গীদিগের নাম বলিয়া ফেলিল। কতকগুলি উচ্চতর চরিত্রের লোক আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু সঙ্গীদিগের নাম বলিল না। ইহার ফল এই হইল যে, যাঁহারা তাহাদিগের বন্ধু বান্ধব বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ ধৃত হইলেন।

এইরূপ নির্যাতন প্রথমে বড় বড় নগরে আরব্ধ হইয়া, অবশেষে নাইস্, কিউনিয়ো, ভার্সেলি ও মণ্ডোভি প্রভৃতি নগরে প্রসৃত হইল।

চতুর্দ্দিকে ভীতিস্রোত প্রবাহিত হইল। অনেক সভ্য পলায়ন করিলেন, কতকগুলি লুক্কায়িত রহিলেন। সমাজের অধিনেতৃবৃন্দ নির্য্যাতনের আরম্ভের পর অভ্যুত্থানের আরব্ধির ঔচিত্যবিষয়ে সন্দিহান হইলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যে বিপ্লবের আরব্ধি অসম্ভব হইয়া উঠিল। বারিক সকল চতুর্দ্দিকে একরূপ সতর্কতার সহিত পরিরক্ষিত হইতে লাগিল যে, জনপ্রাণী তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না।

যে সময়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজনকে বলা হইতেছিল যে, তাঁহাদিগের ব্যাকুল হইবার বিশেষ কারণ নাই, যেহেতু তাঁহাদিগের কারারুদ্ধ বন্ধুবান্ধবদিগকে শীঘ্রই কারামুক্ত করা যাইবে, সেই সময়েই কারাগারের প্রাচীরের অভ্যন্তরে লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। যাহাদিগকে সন্দেহমাত্রে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপন মুখে দোষী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অসংখ্য নারকীয় উপায় অবলম্বন

করিয়াছিলেন। কতকগুলিকে তাঁহারা অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতকগুলিকে বক্র প্রশ্ন দ্বারা জালে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমেই হউক বা পরেই হউক সকলের প্রতিই ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কাহাকে কাহাকে বা আট্রোপস্ বেলাডোনা নামক ঔষধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; ইহাতে বুদ্ধি অতি ক্ষীণ হয়; সুতরাং আত্মসংযম না থাকায় রোগী সহজেই মনের কথা বহির করিয়া ফেলে। যাহারা ভীত বলিয়া পরিজ্ঞাত; তাহাদিগকে এইরূপ বলা হইল:—"আমরা জানি যে তোমরা দোষী; এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুলি করিয়া তোমাদিগকে মারিতে হুকুম পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যদি তোমরা সহচরদিগের নাম বলিয়া দেও তাহা হইলেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার।"

যাহারা ধার্ম্মিক ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগকে এইরূপ বলা হইত—"আমরা তোমাদিগের জন্য অন্তরের সহিত দুঃখিত হইয়াছি। তোমরা ভাবিয়াছিলে যে, তোমরা একটী সৎকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, কিন্তু তোমরা যাহাদিগের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতেছ, তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এইরূপ মৌন অবলম্বন করিয়া তোমরা বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত বন্ধুদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছ না; কিন্তু যাহারা তোমাদিগের নাম বলিয়া দিয়াছে—তাহাদিগের জন্য আপনাদিগকে ও পরিবারবর্গকে অকারণ বিসর্জ্জন দিতেছ। দেখ! তোমাদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগের সাক্ষ্য এই। তবে কেন তোমরা ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া কারামুক্ত হইয়া গৃহে গিয়া আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে শান্তি বিতরণ না করিবে? কেন না—এরূপ অবাধ্য ভাবে মৌনী রহিলে, নিশ্চয় তোমাদিগের মৃত্যু"। এই কথা শুনিয়া কারাবাসীর মন যখন সন্দেহ ও ভয়ে আলোড়িত হইত, তখন বন্ধুবান্ধবদিগের জালনাম-স্বাক্ষরিত পরিত্যাগ-পত্র তাহাদিগের সম্মুখে ধরা হইত। জ্যাকোপো রুফিনির প্রতি এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল।

যাহাদিগের মুখ হইতে কেবল নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রয়োজন, তাহাদিগের সঙ্গে একজন করিয়া কপট ষড়যন্ত্রী আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এই কপট ষড়যন্ত্রী ক্রমে বিশ্বাস-ভাজন হইয়া সহবাসী কারাবাসীর কষ্ট যন্ত্রণার সময় তাহার মুখ হইতে হৃদয় নিগুহিত সমস্ত গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইত।

মিগ্নিয়ো নামক একজন সার্জেণ্ট জেনোয়ার একজন কপট ষড়যন্ত্রীর সহিত একত্রে কারারুদ্ধ হন। উক্ত কপট ষড়যন্ত্রী সাশ্রুজলে মিগ্নিয়োকে বলিল যে "আমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া আমার আজ এই দুর্দ্দশা। আর তুমি যদি বাটীতে পত্র দ্বারা মনের কথা জানাইতে চাও, তাহা হইলে আমি বিশ্বস্ত লোক দ্বারা তোমার সেই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারি"। মিগ্নিয়ো এই কথায় প্রতারিত হইয়া আপনার শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্ত দিয়া মনের ভাবপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া বাটীতে প্রেরণ করিবার জন্য উক্ত ষড়যন্ত্রীর হস্তে প্রদান করেন। এই পত্রখানি শেষে মিগ্নিয়োর বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ স্বরূপ অবতারিত হয়।

প্রত্যেক কারাবাসীর জন্য নূতন নূতন কষ্ট প্রদানের উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল,—প্রত্যেকটাই নৃশংস নিষ্ঠুর ও লজ্জাকর।

একজন কারাবাসীর কারাগৃহের গবাক্ষের নিম্নে একজন গবর্ণমেণ্ট চীৎকারক অপর কারাবাসীদিগের শীর্ষচ্ছেদ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল।

আর একজন কারাবাসী, যে গৃহে তাঁহার বন্ধু আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহার সম্মুখবর্ত্তী গৃহে আবদ্ধ হয়েন। এই দুই ঘরের মধ্যে কেবল একটী পথ ছিল। বন্ধুর মৃত্যু নিকট এই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল। তাহার পরক্ষণেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কতকগুলি সৈনিক পুরুষ উক্ত আগার হইতে তাঁহার বন্ধুকে লইয়া যাইতেছে—তাহার অব্যবহিত পরেই গুলির শব্দ বন্ধুর অদৃষ্টবার্ত্তা তাঁহাকে শুনাইল।

জিও ভানি রে আত্মখ্যাপনে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"সার্জেণ্টগণের বধের পর তাহারা আমাকে পিয়ানাভিয়ার বধবিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিল। এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল, সর্ব্বদা গান করা পিয়ানাভিয়ার অভ্যাস ছিল; একদিন রবিবারে হঠাৎ তাঁহার গান বন্ধ হইল। সেই রবিবারে, সেই কারাগৃহের দ্বারপথে অবিশ্রান্ত লোকজনের যাতায়াতের শব্দ আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। গবর্ণর আসিলেন, আসিয়া তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বেলা তিন ঘটিকার সময় আলেসাণ্ড্রিয়া দুর্গের জেনেরাল্ কমাণ্ডেণ্ট কতকগুলি কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া এবং ঘাতকাকৃতি একজন পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আমার অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা যেন আমার দুঃখে অতিশয় কাতর, অশ্রুজল সংবরণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে যেন অসাধ্য। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মন প্রশান্ত আছে কি না; আমি কহিলাম 'আছে'। তাহার পর তিনি বাহির হইয়া গেলেন, আমাকে গুটিকত কথা বলিবার জন্য পুরোহিতকে রাখিয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি সেই গোলযোগ চলিতে লাগিল। প্রত্যূষে আমার বোধ হইল যেন পিয়ানাভিয়াকে বারাণ্ডা দিয়া লইয়া যাইতেছে—ইহার পর তিনটি গুলির শব্দে অবগত হইলাম যে, পিয়ানাভিয়ার প্রাণবধ হইল। যে পিয়ানাভিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় অনেকগুলি ভ্রাতা প্রাণ হারাইলেন, তাহার জন্যও আমি করুণ ভাবে রোদন করিতে লাগিলাম।"

বস্তুতঃ পিয়ানাভিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। জিওভানি রেকে ভয় দেখাইবার জন্যই এরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। কতকগুলি কারাবাসীর কারাকূপের বাহিরে দিবারাত্রি এরূপ ভীষণ শব্দতরঙ্গ উত্থাপিত ও পরিরক্ষিত করা হইত যে, তাহাদিগের পক্ষে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হইত। তিন চারি রাত্রি এইরূপ দুর্ব্বিষহ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করার পর তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রশ্ন ও পরীক্ষা দ্বারা এতদূর উদ্বেজিত ও উৎপীড়িত করা হইত যে, যাহারা তাহা সহ্য করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই তাহা কল্পনায় ধারণা করিতে সমর্থ নহে। অবশেষে এইরূপ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যখন কারাবাসীর নৈতিক সাহস অবসন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইত, তখন "স্বয়ং দোষ স্বীকার করিলে প্রাণদান পাইবে"

তাহাকে এইরূপ প্রলোভন দেখান হইত। শুদ্ধ প্রলোভন নয়—তাঁহারা পারিবারিক প্রণয়ের পবিত্রতা নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; তাঁহারা কারাবাসীর সম্মুখে বৃদ্ধ জনক জননীকে আনাইয়া গুপ্ত কথা বাহির করিয়া দিবার জন্ত তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক কারাবাসিগণকে অনুরোধ করাইতেও লজ্জাবোধ করিতেন না।

এই সকল নির্যাতনে অনেকে অবনত হইল; কতকগুলি বিচলিত হইলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইল। একজন কেবল—যাঁহার বয়স নবীন এবং হৃদয় এত উচ্চ ও পবিত্র যে কোন প্রলোভনেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহে—আত্মাকে প্রবঞ্চকদিগের প্রলোভন-জাল হইতে এবং দেহকে ঘাতকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নাম জেকোপো রুফিনি। ইনি এক রজনীযোগে তাঁহার কারাগৃহের দেউল হইতে একটী গজাল উপড়াইয়া, তাঁহার গ্রীবার একটী রক্তবাহিনী শিরা খুলিয়া দিলেন। যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এইরূপ ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া, সেই নবীন যোগী দেশহিতৈষণায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও অপাপবিদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর, তাঁহার হৃদয় পবিত্রতম ও স্থিরতম প্রণয়ে পরিপূরিত ছিল। তিনি স্বদেশকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন এবং ইতালীর ভবিষ্যৎ ব্রতের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার—সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ জননীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভ্রাতৃগণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, এবং প্রিয়বন্ধু ম্যাট্‌সিনির প্রতি অবিচলিত প্রেম ছিল। তিনি ম্যাট্‌সিনির শৈশব সহচর ও যৌবনসুহৃৎ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় নাই। তাঁহারা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পরস্পরের সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। কেবল সেই সময় প্রথমে কারাবাস ও শেষে নির্ব্বাসন তাঁহাদিগকে জন্মের মত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন করে। জ্যাকোপো রুফিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এবং ম্যাট্‌সিনি ব্যবহার-বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইতেছিলেন। উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা ও সাহিত্য সাধারণে অনুরাগ এবং হৃদয়ে স্বাভাবিকী সহানুভূতি—এই কয়টী উপাদানে তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছিল।

যখনই নির্য্যাতন আরব্ধ হইল, তখনই জ্যাকোপো বুঝিলেন যে, তাঁহার জীবন সংশয়। বুঝিয়া তিনি প্রশান্ত ভাবে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে—এই সংবাদ দিয়া যখন বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করেন, তিনি পলায়নে অস্বীকৃত হন। যখন সকলে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; তখন তিনি বলিলেন যে, যাহাদিগের দৃষ্টান্তে অপরে বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই সর্ব্বপ্রথমে জীবন প্রদান করা উচিত। যখন ধৃত হইয়া তিনি নানা প্রকার প্রশ্নে উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তিনি কোন-প্রকার উত্তর না দিয়া কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত কষ্ট যন্ত্রণায় ও নিরন্তর ভয় প্রদর্শনে পাছে পরে চিত্তদৌর্ব্বল্য ঘটে, এই ভয়ে জ্যাকোপো আত্মা অপাপবিদ্ধ থাকিতে থাকিতে আত্মহত্যা করিলেন।

তাঁহার হৃদয় যেমন গম্ভীর ছিল, বুদ্ধিও তেমনই প্রখরা ও ক্ষিপ্রা ছিল। যাঁহার

তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন; তাঁহারা অদ্যাপি তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মনে করেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।

চার্লস আল্বার্ট রক্তপানে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন যে, "সামান্য সৈনিকের রক্তে পর্য্যাপ্ত হইবে না, তুমি সৈনিক কর্ম্মচারী-দিগকেও ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিবে"।

যাহারা গয়েন্দাগিরি স্বীকার করিল, তাহাদিগের জীবন ছাড় দেওয়া হইল। কিন্তু এই গয়েন্দাদিগের সাক্ষ্য পরস্পরবিসংবাদি হইতে লাগিল। এই জন্য একদিন দুইজন গয়েন্দাকে এক গারদে পূরিয়া রাখা হইল। তাহার পর তাহাদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইল, আর বিসংবাদ রহিল না। এই জঘন্য নরাধমদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হইল।

কারাবাসীদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ছলনা ও বিড়ম্বনা মাত্র। কারাবাসীদিগের পক্ষসমর্থকদিগকে যে সকল কাগজ পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আসল হইতে নানাপ্রকারে পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত, আর তাঁহাদিগকে যে সময় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে মোকদ্দমার অবস্থা সবিশেষ বিবেচনা করাও সম্ভবপর ছিল না। পক্ষসমর্থকেরা প্রায় সকলেই সেনানিবিষ্ট। তাঁহারা এই দুঃসাহসিকতার জন্য অচিরাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হন।

অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রচারিত হইতে লাগিল। যাহারা পীড়্মণ্টিস্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিত কোন প্রকার পত্রপত্রিকাদি প্রচার করিয়া বেড়াইত, তাহাদিগের অধিকাংশেরই উপর চিরদাসত্বদণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল, কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও আদিষ্ট হইল। যে ব্যক্তি একটী ষড়যন্ত্রী ধরিয়া দিবে তাহার প্রতি একশত মুদ্রা পারিতোষিক নির্দ্দিষ্ট হইল।

যে সকল লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতে শোণিত শুকাইয়া যায়। অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী ও ব্যবহারাজীব এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা উদ-ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কৌশলে মুক্তি লাভ করেন। ম্যাট্সিনির বিরুদ্ধেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়, কিন্তু তিনি প্রিন্স আল্বার্টের রাজ্য-বহির্ভূত থাকায় কেহই তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অবশিষ্ট কারাবাসীদিগের কাহারও প্রতি বিশ বৎসর, কাহারও প্রতি দশ বৎসর, কাহারও প্রতি পাঁচ বৎসর, কাহারও প্রতি তিন বৎসর, কাহারও প্রতি দুই বৎসর এবং কাহারও প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কতকগুলি লোককে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল।

লোকের জীবন-মরণ-নির্ণয়-রূপ এই গুরুতর কার্য্য—ন্যায়ের বাহ্য আড়ম্বর বা আইনের ফরমের দিকেও দৃষ্টি না রাখিয়া অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা বিভীষিকা ও ক্রোধান্ধতার রাজত্ব কাল। তৎকালে এরূপ যথেচ্ছাচারের কোন অনিবার্য্য প্রয়োজনও ছিল না। কেবল চার্লস আল্বার্টের রক্ত-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্যই এতাদৃশ রক্ত-

পাত করা হইয়াছিল। আল্‌বার্টের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ন্যায়ের একমাত্র আশ্রয়স্থল বিচারকগণ ঘাতকরূপে এবং ধর্ম্মাধিকরণ সকল বধ্যভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

ঘাতকগণ রাজ-প্রসাদের প্রার্থী হইয়া নিষ্ঠুরতায় আপন রাজাকেও পরাজিত করিতে লাগিল। ইহার বিশদীকরণে একটী দৃষ্টান্তই পর্য্যাপ্ত হইবে। একদিন তাহারা ভচীরী নামক একজন কারাবাসীকে তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া বধার্থ বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল। ভচীরীর গৃহে গর্ভবতী স্ত্রী, স্নেহবতী ভগিনী ও শিশু সন্তানদ্বয় বাস করিত। তাহাদিগের যন্ত্রণা পরিহার করিবার জন্য ভচীরী ঘাতকদিগকে অন্য পথ দিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিলেন। ঘাতকেরা তাঁহার কথা শুনিল না। তাঁহার ভগিনী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উন্মাদগ্রস্তা হইলেন, প্রতিপ্রাণা স্ত্রী পাগলিনীবেশে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে স্বামীর বধকার্য্য দেখিলেন। এদিকে গৃহে পড়িয়া অনাথ শিশুগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

চার্লসের সেনাপতি মরা, কুর্নিওর গবর্ণর ফেবার্গ এবং আলেসাণ্ড্রিয়ার গবর্ণর জেনেরাল্ গালা[illegible] প্রভুর সন্তোষ বিধানার্থে নৃশংসতায় পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতমের উপর চার্লস সর্ব্বোচ্চ রাজ-সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন।

নেপাল্‌স, ভিনিস্ এবং রোমের সাধারণ-তান্ত্রিকেরা অযথা প্রতিহিংসায় কলুষিত এবং স্বজাতীয় নাগরিকদিগের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করা অপেক্ষা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর মনে করিলেন।

ম্যাট্‌সিনি এই সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। ষড়যন্ত্রীদিগের চিন্তা ও কার্য্যে বিসংবাদ ঘটাতেই যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ইতালীতে নব্য ইতালী সমাজের বৈপ্লবিক মত সকল সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই মত সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে অতি অল্প লোকই প্রস্তুত ছিলেন। এই জন্য ম্যাট্‌সিনি নব্য ইতালী সমাজের সভ্যগণের মধ্যে এই নৈতিক শিক্ষার অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবেন যে, যাঁহারা কোন নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার মূল সূত্র অনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহারা অপরের জীবন মরণের দায়িত্ব আপন মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখেও আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা উচিত। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের উদ্দেশ্য যতই কেন উচ্চ ও উদার হউক না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

এই জন্য ম্যাট্‌সিনি ও তৎসহচরবৃন্দ ইতালীর বাহিরে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন, দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি দেখিলেন যে, কার্য্য আরম্ভ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে জানা যাইবে না যে, কত লোক নব্য ইতালী সমাজের অনুরক্ত; যাঁহারা এখন ভগ্ন-হৃদয়ে ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসশূন্য হইয়া ভবিষ্য-কর্ত্তব্য বিষয়ে স্থির রহিয়াছে, সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই মিলিত হইয়া আরব্ধ কা[illegible]

যোগ দিবে। এই অলক্ষিত ও অপরিজ্ঞাত উপাদানের সংখ্যা ম্যাট্‌সিনির বিশ্বাসে অগণ্য ছিল।

প্রিন্স আল্‌বার্টের পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠুরতায় সমস্ত ইতালীবাসীর ঘৃণা ও ক্রোধ তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন, এই সময়ে কার্য্য আরব্ধ করিলে তাঁহারা অসংখ্য ইতালীবাসীর সহকারিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ম্যাট্‌সিনির আশা যে অমূলক নহে, তাহা প্রমাণ করিতে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তাঁহাদিগের এই মন্তব্য উদ্ঘোষিত হইবামাত্র জেনোয়ার বিচ্ছিন্ন উপাদান সকল সমবেত হইয়া জেনোয়াকেই কার্য্যকেন্দ্র করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অধিনেতৃবৃন্দের বয়সের নবীনতা ও অদূরদর্শিতাই এই প্রকাণ্ড উদ্যমের ভবিষ্য অকৃতকার্য্যতার নিদান। বিখ্যাতনামা গ্যারিবল্ডীও এই উদ্যমে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল পলায়ন দ্বারা প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন মাত্র।

ম্যাট্‌সিনি দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিবার মানসে মার্সেলিস পরিত্যাগ করিয়া জেনিভা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে রাজ্যকে কার্য্যক্ষেত্র করিতে হইবে সেই রাজ্যের ভৌগোলিক ও অন্যান্য অবস্থা ম্যাট্‌সিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, জেনিভীয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যু-ত্থান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই জন্য তিনি ফেজি প্রভৃতি কতিপয় জেনিভীয় সম্রান্ত লোকের সহিত আত্মীয়তা করিলেন। আত্মীয়তা করিয়া জানিলেন যে, যদিও জেনি-ভীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতিরোধ করিবেন, সে প্রতিরোধ নাম মাত্র হইবে; আর জেনিভীয় লোক-সাধারণের তাঁহাদিগের উদ্যমের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ম্যাট্‌সিনি বিপ্লব আবদ্ধ হইলে যাহাদিগের দ্বারা কোনও প্রকার উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগের সকলেরই সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিলেন; সেভয়ের উদ্ধারের মুখ-যন্ত্র স্বরূপ "লা ইউরোপ সেণ্ট্রাল" নামক এক খানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন, এবং সেভয়ের অধিবাসীদিগের সহিত গুপ্ত চিঠি পত্র লেখা লেখি করিয়া এমন একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়াও কার্য্য আরম্ভ করা অত্যন্ত সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন।

সেভয় তৎকালে অতিশয় উৎপীড়িত অস-ন্তুষ্ট ও বিদ্রোহ-প্রবণ ছিল। ম্যাট্‌সিনি চ্যাম্ব্রে, আনেন্সী, থনন্, বনিভিল্, ইভ্রেন্, এবং অন্যান্য সৈভয়স্থ নগরের সম্ভ্রান্ত নাগরিক-গণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা সে সম্বন্ধে কি করিবেন, উক্ত নাগরিকগণ ম্যাট্‌সিনিকে এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—অধিবাসি-গণের ইচ্ছানুসারে সেভয় হয় ইতালীর সহিত, নয় ফ্রান্সের সহিত অথবা সুইস্ সাধারণ-তন্ত্রের সহিত মিলিত হইবে; তাঁহার পরা-মর্শ অনুসারে কার্য্য হইলে তিনি সুইস্ সাধা-রণতন্ত্রের সহিতই সেভয়কে মিলিত করিতে বলিবেন। কারণ চরিত্রগত সাদৃশ্য ও ভৌগোলিক অবস্থানুসারে রাজ্যের ভাগ যদি প্রকৃতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সুইজসাধারণ-তন্ত্রের এক সীমা সেভয় ও অন্য সীমা জার্ম্মা-ণীর টাইরল হওয়া উচিত। ম্যাট্‌সিনির

বিশ্বাস ছিল যে, যদি সুইজর্লণ্ড—ইতালী ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক গ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে কালে ইহার সীমা ঐরূপই হইবে।

কার্য্যের উপাদানের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু সেই উপাদান সকলকে—নির্ব্বাসিত ইতালীয়দিগকে—ফ্রান্সের নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র সমবেত করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময় সেভয়ে অনেকগুলি জার্ম্মাণ ও পোলিস নির্ব্বাসিত উপস্থিত ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অতি সংগোপনে অভ্যুত্থানোপযোগী শিক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন; এত গোপনে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের লক্ষ্য ও কার্য্যপ্রণালী কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ইতালীর উত্থাপনায় ব্রতের সহিত অন্যান্য দেশের উৎপীড়িতদিগের ব্রতের একীকরণে কৃতকার্য্য হওয়ায় ম্যাট্‌সিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, নব্য ইতালী সমাজের অনিবার্য্য ও ন্যায়সঙ্গত পরিণাম—'নব্য ইউরোপ' সমাজের প্রতিষ্ঠাপন। আজ তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

ইতালীয় আভ্যুত্থানিক সেনা ইউরোপীয় জাতীয় সেনার বীজ স্বরূপ হইল। জার্ম্মণীয় ও পোলিস্ নির্ব্বাসিতেরা জয়ধ্বনির সহিত ম্যাট্‌সিনির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সামরিক আয়োজনে বিশেষ তৎপর হইলেন। কার্লো-বিয়াঙ্কো-ভেনটুরিনি স্কোবার্টেলি প্রভৃতি কয়েক জন সামরিক পুরুষ সেনা দীক্ষিত করার বিষয়ে ম্যাট্‌সিনিকে বিশেষ সহায়তা করেন।

ম্যাট্‌সিনি "হোটেল্ দা নাপোলেয়ন, অ পাকুইস্" নামক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই হোটেলে তৎকালে বৈদেশিক নির্ব্বাসিতগণে পরিপূর্ণ ছিল। ষড়যন্ত্রীদিগের একপ্রকার সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকায় সেই হোটেল পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের অনুসন্ধিৎসার অনধিগম্য হইয়া উঠিল। জিয়াকোমোসিয়ানির বিশেষ যত্নে সেভয়স্থিত ধনী লম্বার্ডদিগের অধিকাংশই তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গাসপেয়ার বেলক্রেডি নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ম্যাট্‌সিনির সহিত যোগ দিলেন। ইনি এক জন প্রধান কার্য্যকারক ষড়যন্ত্রী হইলেন। নব্য ইতালী সমাজের মূলমন্ত্রে ইঁহার বিশ্বাস কখনই বিচলিত হয় নাই এবং ইনি আজীবন ম্যাট্‌সিনির একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন।

তাঁহারা সেভয়নিবাসী গাসপেয়ার বোসেল্ নামক একজন ধনী লম্বার্ডের নিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন, সেণ্ট্ এটীন্ ও বেল্‌জিয়ম্ হইতে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিলেন এবং সকলে সমবেত হইয়া মনের হর্ষে ও অশ্রান্ত যত্নে কার্টুচ্ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

সকল কার্য্য সন্তোষজনক রূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সঙ্কট সময়ে অন্তশ্চর কমিটি সকল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ—যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন—এমন একটী আপত্তি তুলিলেন যে, তাহাতে সকল্পের ধ্বংস সম্ভাবনা না হউক, কিন্তু

সঙ্কল্প সাধনে গুরুতর বিলম্ব পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা একটী "নাম" চাহিলেন। তাঁহারা আভ্যুত্থানিক সেনার এমন একজন অধিনায়ক চাহিলেন, যিনি শুদ্ধ যুদ্ধবিশারদ মাত্র হইবেন এরূপ নহে, যাঁহার নাম ও খ্যাতির মোহিনী শক্তি থাকিবে।

তাঁহারা সেনাপতি রামোরিণোকে বৈপ্লবিক সেনার অধিনেতৃত্ব প্রদান করিতে ম্যাট্‌সিনিকে অনুরোধ করিলেন। রামোরিণো পোলিস্ বৈপ্লবিকদিগের রক্ষার্থ ওয়ারশি পোলিস বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পোলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পোলণ্ডে তাঁহার ব্যবহার যদিও প্রশংসনীয় হয় নাই, যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে পোলিস্ স্বদেশ-হিতৈষিগণকে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি পোলিস্‌দিগের স্বাপক্ষ্যে যুদ্ধ করায় জন্মভূমি সেভয়ে ও বাসভূমি ফ্রান্সে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই জন্য সকলেরই ইচ্ছা যে তাঁহাকেই সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয়।

ম্যাট্‌সিনি ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন। তিনি পোলিস্ নির্ব্বাসিতগণের মুখে তাঁহার চরিত্র ও রণকৌশল সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতে রামোরিণো সম্বন্ধে তাঁহার মত স্বতন্ত্র ছিল। এ আপত্তি করার তাঁহার আরও একটী কারণ ছিল—তিনি জানিতেন যে, নূতন অবস্থায় নূতন লোকের প্রয়োজন; ঘটনা লোক প্রস্তুত করিয়া দেয়, লোক কর্ত্তৃক ঘটনা প্রস্তুত হয় না। তিনি বলিলেন যে, বিপ্লবের দুইটী যুগ—প্রাথমিক অভ্যুত্থান ও তাহার পরিণামস্বরূপ ভাবী সমর। এই আভ্যুত্থানিক কালের অধিনেতৃত্ব বিপ্লবকারিগণের হস্তে থাকাই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়; অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য হইয়া যখন সমর যুগ উপস্থিত হইবে, তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনাপতির হস্তে অধিনেতৃত্ব প্রদান করার কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই।

ম্যাট্‌সিনির আপত্তি অগ্রাহ্য হইল। নিয়মের শক্তি অপেক্ষা নামের গৌরব প্রবলতর হইল। তাঁহারা ম্যাট্‌সিনিকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রামোরিণোকে সেনাপতি না করিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। ম্যাট্‌সিনি বুঝিলেন তাঁহার অভিপ্রায়ের নিঃস্বার্থতা বিষয়ে ইঁহাদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন যে, ম্যাট্‌সিনি আত্মোন্নতি পরায়ণ হইয়া আপনাকে সিবিল্ ও মিলিটারী উভয়প্রকার অধিনেতা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সন্দেহের আশঙ্কায় ম্যাট্‌সিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, যদি কেহ এ সন্দেহের অযোগ্য হন, সে তিনি।

ম্যাট্‌সিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে পরিণামে বিশেষ অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। তিনি রামোরিণোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রামোরিণো তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ম্যাট্‌সিনি ও তিনি স্থির করিলেন যে, আক্রমণ-সেনা দুই স্তম্ভে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথম স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার ম্যাট্‌সিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ জেনিভা হইতে বহির্গত হইবে। দ্বিতীয় স্তম্ভের শৃঙ্খলাবদ্ধকরণের ভার রামোরিণো গ্রহণ করিলেন; এই স্তম্ভ লিয়ন্স হইতে বহির্গত হইবে।

কারণ, তিনি বলিলেন যে, লিয়ন্সে তাহার বিশেষ প্রভাব। তিনি দ্বিতীয় গুপ্তের সংগ্রহকরণের মূল্য স্বরূপ ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে চল্লিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক মুদ্রা চাহিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল এইরূপ স্থির হইল যেন নবেম্বর মাস (১৮৩৩) তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না দেখিয়া অতীত না হয়। রামোরিণোর কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ম্যাট্‌সিনি একজন বিশ্বস্ত মণ্ডলীস্থ লোককে তাঁহার সেক্রেটারী করিয়া দিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষে, সেভয় অভিযানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আণ্টোনিয়ো গ্যালেঙ্গা নামক একটী যুবা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত "নাভিসন" হোটেলে ম্যাট্‌সিনির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেলিগারি নামক ম্যাট্‌সিনির কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পরিচায়ক পত্র আনিয়াছিলেন। ইনি ম্যাট্‌সিনিকে বলিলেন যে, যদিন তিনি শুনিলেন যে, প্রিন্স আল্‌বার্ট অসংখ্য লোকের রুধিরে হস্ত কলঙ্কিত করিতেছেন, সেই দিন হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, গুপ্তহত্যাদ্বারা প্রিন্স আল্‌বার্টের বধ সাধন করিবেন। তিনি ম্যাট্‌সিনির নিকট হইতে কেবল কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য ও একখানি পাস মাত্র চাহেন। অনেক পরীক্ষার পর ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে সহস্র ফ্রাঙ্ক ও পাস দিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

এই সময় ম্যাট্‌সিনি সভার অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে এঞ্জেলিনি নামক এক ব্যক্তিকে টিউরিণে প্রেরণ করেন। এঞ্জেলিনি অজ্ঞাতভাবে টিউরিণের যে গলিতে গ্যালেঙ্গা বাসা করিয়াছিলেন, সেই গলিতে ও সেই বাড়ীর নিকটে একটী বাড়ীতে বাসা করেন।

এঞ্জেলিনি এত গুপ্তভাবে আসিয়াছিলেন যে, টিউরিণের সভ্যেরাও তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক এঞ্জেলিনি অসাবধানতাবশতঃ পুলিশের সন্দেহ উদ্দীপিত করায়, পুলিশকর্ম্মচারীরা সেই গলিতে আসিয়া তাঁহার বাটী ঘিরিয়া ফেলিল। এদিকে সমাজের সভ্যেরা ভাবিলেন, বুঝি গ্যালেঙ্গার অভিপ্রায় পুলিশ জানিতে পারিয়াছে এই ভাবিয়া তাঁহারা গ্যালেঙ্গাকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, পূর্ব্বকথামত এ রবিবারে কিছু হইল না, আর এক রবিবারে হইবে, তাঁহারা সংবাদ দিলে যেন তিনি টিউরিণে প্রত্যাগমন করিবেন।

কতিপয় রবিবার পরে তাঁহারা গ্যালেঙ্গার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু গ্যালেঙ্গা নিরুদ্দেশ, তাঁহার আর সন্ধান হইল না। গ্যালেঙ্গা ইতালী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে সুইজর্লণ্ডে ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার আর একবার সাক্ষাৎ হয়। গ্যালেঙ্গা শেষে পুস্তক পত্রিকাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখনী নব্য ইতালী সমাজ ও ম্যাট্‌সিনির স্বাপক্ষে ও বিপক্ষে সমভাবেই চালিত হইতে লাগিল। আবার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্‌সিনির দলে মিলিত হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্‌সিনি যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইতালী যাত্রা করেন, গ্যালেঙ্গা তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত গমন করেন। মিলানে আসিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব বলিয়া ম্যাট্‌সিনিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া তিনি পার্ম্মায় গমন করিলেন। পার্ম্মায় গিয়া লম্বার্ডীপীডমণ্টের সম্মিলনের স্বাপক্ষে

অনেক বক্তৃতা করিলেন। এবং পীড্মণ্ট্ রাজ্যের প্রশংসাপূর্ণ পত্রাদি প্রকাশ করায় পীড্মণ্ট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জার্মাণীতে কোন দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। রোমের পতনের পর ম্যাট্সিনির সহিত তাঁহার আবার জেনিভায় সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিন পরে ম্যাট্সিনি যখন লণ্ডনে প্রত্যাগত হন, তখন তিনি দেখিলেন যে, গ্যালেঙ্গাও তথায় আসিয়া উপস্থিত। লণ্ডনে আসিয়া গ্যালেঙ্গা মিলানবাসীদিগের নিন্দাসূচক এক খানি পত্র প্রচার করেন। এই পত্রে তিনি সেই সাহসিক নাগরিকগণকে কাপুরুষ পর্য্যন্ত বলিয়াও গালি দিয়াছিলেন, ম্যাট্সিনি ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া এবার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এখন হইতে তাঁহার আর মুখ দর্শন পর্য্যন্তও করিবেন না।

১লা অক্টোবরের মধ্যে ম্যাট্সিনির সমস্ত প্রস্তুত হইল। কিন্তু রোমারিণোর আজও কোন সংবাদ নাই। ম্যাট্সিনি তাঁহাকে ক্রমাগত চিঠি লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। কিন্তু ম্যাট্সিনি সেই সেক্রেটারির নিকট হইতে হতাশজনক সংবাদ পাইতে লাগিলেন। সেক্রেটারির পত্রে অবগত হইলেন যে, রামোরিণো দ্যূতক্রীড়ার ব্যসনে সম্পূর্ণ গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ঋণে জড়িত হইয়াছেন, সৈন্য-সংগ্রহের চিন্তা পর্য্যন্তও মনে আনেন না। ম্যাট্সিনি তাঁহার নিকট দূতের পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামোরিণোর ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে সবিশেষ উত্তেজিত ও তিরস্কৃত হইয়া তিনি আরও কিছু সময় চাহিলেন, বলিলেন অতর্কিতপূর্ব্ব প্রতিবন্ধকাবলী উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার এইরূপ বিলম্ব হইল। ম্যাট্সিনি অগত্যা নবেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নবেম্বরও চলিয়া গেল, তথাপি রামোরিণোর দেখা নাই। রামোরিণো ম্যাট্সিনিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যে সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার একশত সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; কারণ পারিসের পুলিশ কি সূত্রে এই সঙ্কল্পের আভাস পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কথঞ্চিৎ তাহাদিগের হাত এড়াইয়াছেন; তথাপি তাহাদিগের সন্দেহ অপনীত হয় নাই; তাহারা তাঁহার প্রতিপদবিক্ষেপে দৃষ্টি রাখিয়াছে; সুতরাং তিনি এসময়ে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইলেন। এই বলিয়া তিনি যে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দশ সহস্র মাত্র ফিরাইয়া পাঠাইলেন। ম্যাট্সিনি তাহার পর বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন যে, ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া রামোরিণোকে হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রামোরিণোর নিকট হইতে গুপ্ত মন্ত্রণা সকল বাহির করিয়া লওয়া ফরাশি গবর্ণমেণ্টের তত অভিপ্রেত ছিল না। রামোরিণো ব্যতীত সেভয়-অভিযান অকৃতকার্য্য হইবে বলিয়াই ফরাসি গবর্ণমেণ্ট রামোরিণোকে করতলস্থ রাখিলেন।

ইত্যবসরে অভ্যুত্থানের সুবিধা সকল এক একটী করিয়া সমস্ত বিনষ্ট হইতে লাগিল। অভ্যন্তরে আভ্যুত্থানিক দল বিনষ্ট, ভগ্নাশ, ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। যে গুপ্ত বিষয় অসংখ্য বহিষ্কৃত ইতালীয়, ফরাশির, পোল,

সুইস প্রভৃতির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, তাহা বহু দিন সেই সেই দেশের পুলিশের অগোচর থাকিবার নহে। চতুর্দ্দিক হইতে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ জেনোয়ায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা তাঁহাদিগের প্রতি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর সকল নিয়োজিত করিতে লাগিল; তাঁহাদিগের পথে প্রতিবন্ধকক টক বিকীর্ণ করিতে লাগিল, এবং জেনিভীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিল, তাঁহারা যেন জেনিভায় ক্যাণ্টনে সমবেত নির্ব্বাসিতদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। ম্যাট্‌সিনি ইহা জানিতে পারিয়া সমবেত নির্ব্বাসিতদিগকে দূরে-দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন, এতদূরে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ও সন্দেহ উদ্দীপিত হইতে না পারে। কিন্তু শাসনকেন্দ্র হইতে এরূপ দূরে অবস্থিতি, তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল। ক্রমাগত বিলম্বে ও চির-প্রতিপালিত প্রতিশ্রুতিতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া তাহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনের গণ্ডীত হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা কর্ম্মের অনুসন্ধানে আপন ইচ্ছায় যথা তথা আসিতে যাইতে লাগিল। যাহারা তাহাদিগের মধ্যে অতি দীন, তাহারা মাধ্যমিক ধনাগারে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিল; এইরূপে কার্য্যের জন্য যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হইতে লাগিল।

অন্যান্য দেশস্থিত নির্ব্বাসিতেরা ক্রমাগত ম্যাট্‌সিনির নিকট লোক পাঠাইতে লাগিলেন—বলিলেন যে যদি শীঘ্র কার্য্য আরব্ধ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা হয় বিচ্ছিন্ন হইবেন অথবা স্বাধীন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন উভয়ই বিপৎসঙ্কুল। ফরাশি, দূতসকল পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগকে—ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলে—ক্ষমা, পাশ ও পাথেয় দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কথা শুনিয়া এদিকে সুইস কমিটি তাঁহাদিগের অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিলেন। ইহাদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য অগত্যা ম্যাট্‌সিনিকে ইহাদিগকে অর্থসাহায্য প্রদান করিতে হইল।

ম্যাট্‌সিনি চতুর্দ্দিকে মহাবিপদ্ দেখিলেন। রামোরিণো এই অভিযানে যোগ না দিলে অনেকেই অর্থ সাহায্য করিবেন না, রামোরিণো অধিনেতৃত্বপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন একথা শুনিলে লোকে ভাবিবে তবে এ অভিযানের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা নাই—নহিলে রামোরিণো ইহাতে যোগ দিলেন না কেন। আবার যদি তিনি রামোরিণোর বিশ্বাসঘাতকতা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে লোকে ভাবিবে তিনি নিজে সেনাপতি হইবেন বলিয়া রামোরিণোর বিরুদ্ধে লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উপর আবার তাঁহার নিকট এমন কাগজ পত্র ছিল না, যদ্দ্বারা তিনি রামোরিণোর দোষ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত করিতে পারেন।

ইহার উপর আবার তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। বোনারোতি এতদিন ম্যাট্‌সিনির সহিত একমতে কার্য্য করিতেছিলেন। যে দিন হইতে ম্যাট্‌সিনি লম্বার্ড-ধনিবৃন্দের সহিত আত্মীয়তা করেন, সেই দিন হইতে তিনি ম্যাট্‌সিনির উপর চটিয়া যান। বোনারোতি পূর্ণ লোকতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ জন্মিল যে, ম্যাট্‌সিনি ক্রমে লোকতান্ত্রিকতা হইতে

স্খলিত হইতেছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, ম্যাট্সিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না; তিনি সকল শ্রেণীকে লইয়াই উঠিতে চান, সম্প্রদায়-বিশেষের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না।

যাহা হউক বোনারোতি ম্যাট্সিনি ও তৎ-সহচরবৃন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের সমূহ ক্ষতি হইল। কারণ অভিযানের সুইস উপাদান প্রধানতঃ কার্বোনারো; বোনারোতি সুইস কার্বোনারোদিগের অধিনেতা। সুতরাং ম্যাট্সিনিকে বোনারোতির সহিত তাঁহাদিগকেও হারাইতে হইল।

কি ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ম্যাট্সিনিকে এই সকল বিপদের উপর বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। তিনি আবার সুইস্ সভ্যগণকে বশীভূত করিলেন; তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক করিয়া বোনারোতির আধিপত্য হইতে ফিরাইলেন। আবার নূতন করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিলেন। পোলণ্ডীয় নির্ব্বাসিতদিগের ফ্রান্সে প্রত্যাগমন নিবারণ করিলেন। এবং লিয়নসে সৈন্য-সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণ ও তৎসহ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করিলেন। লিয়নসের সেনাবিভাগের সৈনাপত্য রোসেল, নিকোলো, আর্ডুইনো এবং আলেমাণ্ডি এই কয় জনের উপর অর্পিত হইল।

এ অভিযান যে কৃতকার্য্য হইবেই হইবে, ম্যাট্সিনির এরূপ বিশ্বাস ছিল না। তবে তিনি কেন এ অসমসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইলেন? অকৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা দেখিয়াও কেন তিনি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইলেন? তিনি জানিতেন যে, সকল বহিশ্চর ও অন্তশ্চর সাধারণতান্ত্রিক তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতীক্ষায় আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন—যাহারা শুদ্ধ এই অভিযান-সজ্জার জন্য বিপুল অর্থ চাঁদা দিয়াছেন এবং যাহাদিগের প্রদত্ত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, আজ তাঁহাদিগকে যদি হঠাৎ বলা যায় যে, অভিযানবার্ত্তা অলীক ও স্বপ্নমাত্র, তাহা হইলে সেই দলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়—যে দলের উপর ইতালী উদ্ধারের একমাত্র আশা ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, সমরক্ষেত্রে হত হইলেও তত ক্ষতি নাই, তাহাতে আর কিছু না হউক অন্ততঃ সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভবিষ্য অভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কৃত রাখা যাইতে পারিবে। আর একটী কথা এই যে, যাহারা বৈপ্লবিক ইতিহাস বিন্দুমাত্রও অবগত আছেন তাঁহারাই জানেন যে, অভ্যুত্থানের অনুকূল ঘটনা সকল একবার সৃষ্ট হইলে অভ্যুত্থান নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, তখন সেই স্রষ্টৃগণই স্বসৃষ্ট ঘটনাবলী দ্বারা সম্পূর্ণ অধিনীত হইয়া থাকেন, তখন ইচ্ছা হইলেও কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই নূতন পরিশ্রমে সমস্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর অতীত হইল। বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসের ভাব ও কোষশূন্যতা নিবন্ধন অবিলম্বিত কার্য্যারম্ভ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ম্যাট্সিনি জানুয়ারীর শেষ কার্য্যারম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং লিয়নসের সেনানায়কদিগকেও ঠিক সেই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ম্যাট্সিনি রামোরিণোকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যে কোন মূল্যে কার্য্য-

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব তিনি যদি ইচ্ছা করেন এখনও আসিয়া সৈনাপত্য গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি ২০শে জানুয়ারি অভিযান-যাত্রার দিন স্থির করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ম্যাট্‌সিনি রামোরিণোর উত্তরের আশায় রহিয়াও, অভিযানের আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের নিজ নিজ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হওয়ার দিন স্থির হইল। যে যে পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে উপনত হইতে হইবে, যে যে উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে এবং যে যে আস্থান হইতে অগ্রদূত পাঠাইতে হইবে, এ সম ই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্থিরীকৃত হইল।

যাহারা লিয়ন্ হইতে নির্গত হইবে, জেনিভা হ্রদের তীরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার সকল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। হ্রদ পার হইবার জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত নৌকা ও ভেলা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। জেনিভার আসিয়া জুইস্ গবর্ণমেণ্ট বাধা দিতে পারেন, এই জন্য তাহাদিগকে একেবারে কারুজ নগরে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। যাহারা জেনিভা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে আসিবে, কারুজ নগরে তাহাদিগের জন্য অস্ত্রাগার সকল প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যুদ্ধের অন্যান্য অবান্তর আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইল। সেনাপতি সকল স্থিরীকৃত হইল, ঘোষণা পত্র সকল প্রচারিত হইল।

আনেন্সীর গমন পথে অবস্থিত সেণ্ট জুলিয়ানই কার্য্যকেন্দ্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সেস্থল-নিবাসী যড়যন্ত্রীদিগকে আদেশ করা হইল—তাহারা যেন সেণ্ট জুলিয়নে উপস্থিত হইয়া অভ্যুত্থানসঙ্কেত প্রদান করেন। বৈপ্লবিক সেনা সংখ্যায় এত বাড়িয়াছিল যে, সেণ্ট জুলিয়ানে তাহার গতি প্রতিরোধ করা বড় সহজ হইত না।

রামোরিণোর আগমন প্রতীক্ষায় বৈপ্লবিক সেনায় অনর্থক অনেক কালবিলম্ব হইয়া পড়িল। ম্যাট্‌সিনি ভাবিলেন যে, রামোরিণো তাঁহার শেষ পত্র পাইয়া অবিলম্বে আসিয়া নিশ্চয়ই সৈনাপত্য গ্রহণ করিবেন। অবিলম্বে আসিবেন—এই আশায় ম্যাট্‌সিনি প্রবঞ্চিত হইলেন। রামোরিণো ম্যাট্‌সিনির পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, তিনি অবিলম্বে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতেছেন। এই আশায় তাঁহাদিগের অপরিমিত বিলম্ব হইয়া পড়িল। এই বিলম্বই তাঁহাদিগের ভাবী পরাজয়ের মূল। রামোরিণো প্রতি আস্থানে পৌঁছিয়া শীঘ্র আসিতেছেন বলিয়া দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতি আস্থানে অকারণ বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৩১শে জানুয়ারি অতীত হয়, এমন সময় রামোরিণো দেখা দিলেন। রামোরিণো দুইজন সেনানায়ক, একজন সহচর ও একজন ডাক্তার লইয়া রঙ্গস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে দেখিলেন; তাঁহার দুরভিসন্ধি যে সকলেই জানিতে পারিয়াছে—রামোরিণো যে তাহা অবগত আছেন, তাঁহার মুখের সলজ্জ ও বিনত ভাব দেখিয়া তাহা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। ম্যাট্‌সিনির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় তাঁহার নয়নদ্বয় মৃত্তিকা হইতে একবারও উত্তোলিত হয় নাই। ম্যাট্‌সিনি তখনও জানিতে পারেন নাই যে, রামোরিণো ফরাসি গবর্ণ-

যে র সহিত কোন-প্রকার গূঢ় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ভাবি দর্শনে দেখিলেন যে, রামোরিণো তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন। এই জন্য ম্যাট্সিনি রামোরিণোকে সেণ্টজুলিয়ান্ পর্য্যন্ত একবারও নয়নের অন্তরাল করিলেন না, এবং সেণ্টজুলিয়ান্ পৌছিয়া সৈনাপত্য যাহাতে রামোরিণোর হস্তে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সযত্ন হইলেন। ম্যাট্সিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আভ্যুত্থানিক সেনা একবার নিজ বল বুঝিতে পারিলে, রামোরিণোর নামে আর তত্দূর মুগ্ধ হইবে না।

ম্যাট্সিনি অতীত বিষয়ে রামোরিণোকে একটী কথাও কহিলেন না। ম্যাট্সিনি তাঁহার হস্তে সৈন্যের একটী তালিকা ও যুদ্ধের কার্য্যপ্রণালীর একখানি নক্সা প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যাঁহাদিগকে সেনানায়ক করা হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহার অভীপ্সিত কি না। রামোরিণো কোন বিষয়েই কিছু আপত্তি করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ম্যাট্সিনি সেণ্টজুলিয়ান্ পৌছন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সৈনাপত্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

১লা ফেব্রুয়ারী (১৮৩৪) তাঁহার সেণ্টজুলিয়ানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জেনিভা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গতি রোধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদিগের নৌকা সকল ধৃত হইল। তাঁহারা যে হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সশস্ত্র পুরুষ দ্বারা তাহা ঘিরিয়া ফেলা হইল এবং শিরস্ত্রাণ বা অস্ত্রাদির আকৃতি দ্বারা যাহাদিগকে বৈপ্লবিক সেনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিল, তাহাদিগকে ধৃত করা হইল। কিন্তু সাধারণ অধিবাসিগণ অনেক দিন হইতে বৈপ্লবিকদিগের প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। আর গবর্ণমেণ্টের সৈনিক-পুরুষ ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগের সহিত সহানুভূতি করিতেন, সুতরাং তাঁহারা নাগরিকদিগের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ ও নির্য্যাতন হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

সমস্ত লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইল, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল; ক্রমে ক্রমে সকলেই নৌকা ও ভেলাযোগে হ্রদ পার হইল; ম্যাট্সিনি রুফিনি ও কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে সর্ব্বশেষে রজনীতে একটী ভগ্ন তরীতে আরোহণ করিয়া হ্রদ পার হইলেন। হ্রদ পার হইয়া তিনি শিবিরে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন আনন্দ, উৎসাহ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস—সকলেরই মুখমণ্ডলকে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ ও হর্ষ চিরস্থায়ী হইল না; ভীষণতর বিঘ্নপরম্পরা প্রতিপদে তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে লাগিল।

জার্ম্মাণীয় নির্ব্বাসিতেরা—বারন্ ও জুরিক হইতে আসিয়া যাঁহাদিগের যোগ দিবার কথা ছিল—এই কার্য্য অতি লঘু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা উৎসাহোন্মাদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সুইস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কার্য্যের অন্তরায় হইতে পারেন; ভুলিয়া বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া বৈপ্লবিক শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া, সেই শিরস্ত্রাণের

উপর বিজয় চিহ্নস্বরূপ ওক-পত্র উড়াইয়া যেন করতলস্থ জয়লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নির্গমন স্থান হইতে গন্তব্য স্থান অতি দূরবর্ত্তী; সুতরাং তথায় পৌঁছান অনেক-সময়সাপেক্ষ। এই সময় পাইয়া সুইস গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের গতিরোধের বিশেষ আয়োজন করিতে পারিলেন। ছোট ছোট দলগুলি গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল, কতকগুলি ছত্রভঙ্গ হইল, কতকগুলি সমস্ত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে এত ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল যে, তাঁহারা যথাসময়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এটী অভ্যুত্থানের কৃতকার্য্যতার পক্ষে একটী অত্যন্ত অশুভ ঘটনা।

পোলিশ দল লিয়ন্ হইতে হ্রদ পার হইল। রামোরিণো গ্রাব্স্কি নামক এক ব্যক্তিকে ইহার অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। গ্রাব্স্কি শস্ত্র ও শস্ত্রী পৃথক্ করিয়া অতি গুরুতর প্রমাদ করেন। সুইস্ সৈন্যদল সর্ব্ব-প্রথমে আসিয়া অস্ত্রের ভেলা দখল করে, তাহার পর অক্লেশে সৈন্যদিগকে কারারুদ্ধ করে।

এইরূপে শুদ্ধ যে আভ্যুত্থানিক সেনার ত্রি-চতুর্থ ভাগ বিনষ্ট হইল এরূপ নহে, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্ট এই হইল যে, রামোরিণো এতদিন যে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিলেন, এতদিনে সেই ছলের মূল প্রাপ্ত হইলেন।

যাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও বৈপ্লবিকী প্রতিভা আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, এখনও হতাশ হইবার কোন কারণ ছিল না; তাঁহারা সেই ভগ্নাবশিষ্ট সেনা লইয়াও সেণ্ট জুলিয়ান্ অধিকার করিতে পারিতেন। কারণ সেণ্ট জুলিয়ানে একজনও সৈনিকপুরুষ ছিল না। পীডমণ্টিস্ গবর্ণমেণ্ট সেণ্টজুলিয়ান্ রক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া আনেন্সীর রক্ষার জন্য মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন। আনেন্সী দখল করিতে পারিলে তাঁহাদিগের পক্ষে লোক-সাধারণের সহানুভূতি দ্বিগুণিত হইত, গবর্ণমেণ্টকেও ভীত হইয়া অন্যান্য আভ্যুত্থানিক দলকে মুক্ত করিতে হইত, তাহারাও মুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিত।

পীডমণ্টিস্ সেনা সেণ্টজুলিয়ান্ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে—এই সংবাদ রামোরিণোকে প্রদান করা হইল। এখনও রামোরিণো আপনার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিতে পারেন—এই আশায় ম্যাট্সিনি সৈনাপত্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া নিজে একটী বন্দুক মাত্র হস্তে লইয়া পদাতিক সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেন; কিন্তু রামোরিণো আনেন্সীর অভিমুখে যাত্রা না করিয়া সৈন্যদিগকে হ্রদের ধার দিয়া অকারণ ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা হাঁটাইয়া লইয়া গেলেন। কেন যাইতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ইহাতে সৈন্যগণ ভগ্নহৃদয় ক্লান্তশরীর ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব হইয়া উঠিল।

এতদিনে ম্যাট্সিনির শরীর ভাঙ্গিল। বিগত তিন মাস ধরিয়া তিনি যে রাত্রি দিন অশ্রান্ত খাটিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর অন্তঃসারশূন্য হইয়া ছিল। গত সপ্তাহে তিনি একবারও শয়ন করেন নাই, দশ পনর মিনিট করিয়া কখন কখন নিদ্রা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চেয়ারে বসিয়াই। চিন্তায় জর্জরিত, বিজয় বিষয়ে বিশ্বাসশূন্য; বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্ব লক্ষণে মর্ম্মাহত, অভাবনীয় রূপে

প্রতারিত, এইরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাকে আবার সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সহাস্যবদন হইতে হইত, সুতরাং কার্য্যের গুরুত্বজ্ঞানে প্রপীড়িত হওয়ায়—ম্যাট্‌সিনির শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইল।

যখন তিনি পদাতিক সৈন্যে প্রথম প্রবিষ্ট হন, তখন হইতেই জ্বরে তাঁহাকে ভস্ম করিতেছিল। যদি উভয় পার্শ্বস্থ সৈনিকেরা তাঁহাকে ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি পড়িয়া যাইতেন। সে রাত্রিতে ভয়ানক শীত হইয়াছিল এবং ম্যাট্‌সিনি অন্যমনস্কতাবশতঃ তাঁহার কোট ভুলিয়া আসিয়াছিলেন। শীতে তাঁহার দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতেছিল, তিনি যেন স্বপ্নাবস্থায় চলিতে লাগিলেন। একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া কাতর হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ নিজ ক্লোক দ্বারা আবৃত করিলেন—ম্যাট্‌সিনির এমন শক্তি ছিল না যে, তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ম্যাট্‌সিনি যদিও অচৈতন্যাবস্থায় গমন করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার সময়ে সময়ে সংজ্ঞা উপস্থিত হইয়া বোধ হইতেছিল যে, তাঁহারা সেণ্ট জুলিয়ানের অভিমুখে যাইতেছেন না। বোধ হওয়ায় তিনি প্রাণপণে ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য পরিরক্ষিত করিয়া দৌড়িয়া রামোরিণোর নিকট গমন করিলেন—বলিলেন "তুমি যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে গমন না কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তোমার মস্তকে পড়িবে।" রামোরিণো বার বার তাঁহার নিকট "নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাওয়া হইবে" বলিয়া শপথ করিলেন।

যে সময় তিনি রামোরিণোর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র অগ্রদল হইতে একটা শব্দ হইল। ম্যাট্‌সিনি অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল মনে করিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে শব্দ-স্থানে গমন করিলেন। তাহার পর কি হইল ম্যাট্‌সিনির কিছুই মনে ছিল না। তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টি রহিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

একটী মূর্চ্ছার অপগমন ও দ্বিতীয় মূর্চ্ছার আগমনের মধ্যবর্ত্তী কালে একবার তাঁহার গমণ ছিল বেন তুইপি পাশাপাশি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন 'তুমি কি পাইয়াছ?' তিনি যে পদগুলি দ্বারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তুমি কি খাইয়াছ বা কি লইয়াছ' সে গুলির অর্থ এদুইই হইতে পারে। ম্যাট্‌সিনি পদগুলিকে শেষোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিলেন। শত্রুহস্তে পতিত হইয়া তাহাদিগের উৎপীড়নে পাছে সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন—এই ভয়ে ম্যাট্‌সিনি সর্ব্বদা পকেটে করিয়া উগ্র বিষ রাখিতেন। তাঁহার বন্ধু লম্বার্তির সন্দেহ হইয়াছিল যে, ম্যাট্‌সিনি বুঝি সেই বিষ পান করিয়াছেন। এই সন্দেহ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তুমি কি খাইয়াছ?" অভিযানের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া ম্যাট্‌সিনির দলের কোন কোন লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, ম্যাট্‌সিনি শত্রুদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সন্দেহে ম্যাট্‌সিনির মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছিল, তিনি সেইজন্য ভাবিলেন বুঝি লম্বার্তি সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তুমি কি লইয়াছ?" যেই এই ভাব তাঁহার মনে উদিত হইল, অমনি তিনি

আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই রাত্রির ন্যায় ভীষণ রাত্রি ম্যাট্‌সিনি জীবনে আর কখন' অনুভব করেন নাই।

রামোরিণো যখন ম্যাট্‌সিনির এই অবস্থা শুনিলেন, তখন তাঁহার প্রধান অন্তরায় দূর হইল বলিয়া তিনি মহাহৃষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার অশ্ব আনিতে আদেশ দিলেন এবং সৈন্যদিগকে বিচ্ছিন্ন হইবার আদেশ প্রদান করিয়া, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা বিচ্ছিন্ন না হইয়া কার্লো বিয়াঙ্কোকে সেনাপত্যে বরণ করিতে চাহিল, কিন্তু তিনি এরূপ সময়ে এরূপ গুরুতর দায়িত্ব মস্তকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। সুতরাং তাহারা অগত্যা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

চৈতন্য লাভের পর ম্যাট্‌সিনি দেখিলেন তিনি একটী বারিকে বৈদেশিক সৈনিকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় বন্ধু এঞ্জেলো উসিগ্‌লিয়ো তাঁহার সমীপে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত রহিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা কোথায় রহিয়াছি?" তিনি অতি মৃদু ও শোকাকুল স্বরে বলিলেন "সুইজর্লণ্ডে।" ম্যাট্‌সিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের সেনাদল কোথায়?" আবার উত্তর পাইলেন 'সুইজর্লণ্ড'।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

মিল্-সম্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিমত।

—:*:—

"আমাদের মানসিক বৃত্তিসকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংস্করণই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য। মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল —সুতরাং মিলের জীবন-চরিত মানুষের অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিলের জীবনবৃত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত এবং তল্লাভের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ করিলে নবাবিষ্কৃত চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। * *

"মনোবৃত্তিগুলি দ্বিবিধ—জ্ঞানার্জ্জনী এবং কার্য্যকারিণী। উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনে ও স্ফূর্ত্তি-প্রাপণে মনুষ্যত্ব। মনুষ্য-লোকে এমত অনেক দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের সমুদ্ভব হইয়াছে যে, সে সকল এই সুমহত্তত্ত্বের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়াছে। কেহ কেহ অর্দ্ধেক পাইয়াছে—অর্দ্ধেক পায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিয়া কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন —একজ প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুষ্যত্বসাধক হয় নাই। আবার পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম্ম, কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছে; সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পারে না। আমরা সর্ব্বপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথা বলিব। সেই অনুশীলনের দুইটী উদ্দেশ্য ও ফল—প্রথম, জ্ঞানের অর্জ্জন, দ্বিতীয় বৃত্তিগুলির পরিপোষণ ও শক্তি-বৃদ্ধি।

* * *

মিলের অকালপাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের অনুরোধ—যাঁহারা সে বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত মিলের জীবন-বৃত্ত হইতে অধীত করেন। দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ। * * * *

"তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা। গুরুদত্ত শিক্ষা বীজ মাত্র—আত্মশিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ—কাণ্ড ও শাখাপল্লব। মিলের সেই আত্মশিক্ষার বিষয় মূল গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইতে হইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহাদিগের সর্ব্বদা সহবাস করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা আকৃষ্ট,

শিক্ষিত ও পরিবর্তিত হই। মিলের জীবনাতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সংসর্গের ফল অতি সুস্পষ্ট— জেম্‌স মিলকে ছাড়িয়া দিলা, বেন্থাম্‌,অষ্টিনদ্বয়, রোবক, কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে পত্নী, সেই অদ্বিতীয়া রমণী-প্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; এবং অতিশয় মনোহর। আমার ইচ্ছা করে, এই টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহারা দেখুন, কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতীর আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা, সে ভাল - কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ, সে আরও ভাল।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কার্য্যকারিণীবৃত্তিগুলির অনুশীলনের কথা সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আধার। * * * আমরা এই খানে মিলের কথা সমাপন করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের গুণ দোষ-সম্বন্ধে-আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব—উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার পর আধিক্য নিষ্প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্লভ শিক্ষার স্থল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। তার পর তাহার সঙ্কলন, গ্রন্থন ও বিচার প্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেন্দ্র বাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। অবতরণিকাটি আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি; এবং ইহা হইতে যুবকগণ মহতী শিক্ষালাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।"

বঙ্গদর্শন; আশ্বিন ও পৌষ, ১২৮৪সাল।
(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

গ্রন্থখানি মিলের "আত্ম-জীবনবৃত্ত" হইতে সংগৃহীত বা অনুবাদিত বলিলেও হয়, কিন্তু অনুবাদ বলিয়া ইহা মৌলিকতা-শূন্য নহে। ইহার অনেক স্থলে গ্রন্থকারের বহু দর্শন, বহু অধ্যয়ন ও বহু বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষাও সুন্দর হইয়াছে। *

বঙ্গভাষায় এরূপ জীবনবৃত্ত প্রকাশের এই একপ্রকার প্রথম উদ্যম এবং এই উদ্যম যে সফল হইয়াছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা আধুনিক রাশীকৃত কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের বিনিময়ে এরূপ একখানি পুস্তক দেখিতে অন্তরের সহিত অভিলাষ করিয়া থাকি। বাস্তবিক এইরূপ পুস্তকই বঙ্গভাষার সাহায্য ও অলঙ্কার এবং সংখ্যায় যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল। আমরা আশা করি যে, সাধারণের মধ্যে ইহার পাঠকসংখ্যা অল্প হইলেও শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার সমাদর করিতে ত্রুটি করিবেন না।"

ভারত-সংস্কারক, ১২৮৪সাল।

HINDU PATRIOT—January 27, 1879.

We ackuowledge with thauks the receipt of a coPy nf JOHN STUVRT MILL,S LIFE IN BENGALI by Bsbu Jogendra Nath Bandyopadhya, M. A. It not only gives a sketch of the life and career of the great philosopher, but alzo of his views and theories on political economy, psychology, sociology and the science of governmeut. It is written in a classic style and breathes a spirit of thoughtfulness not ordinarily met with among Bengali authors. We have much pleasure in commending it to our reading public.

মুখবন্ধ।

—:*:—

"জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত" সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হয়। কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ইহা এক্ষণে অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে সাধারণ সমীপে সমানীত হইল। যখন ইহা আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, জীবনচরিত পাঠের উপযোগিতা কি? এবং একজন বৈদেশিকের জীবনচরিত পাঠ করিয়াই বা আমাদিগের লাভ কি? আমি তৎকালে ইহার কোন উত্তর দিই নাই এবং উত্তর দেওয়ার কোনও আবশ্যকতা উপলব্ধি করি নাই। কিন্তু যখন আমি ইহার পুনঃ-প্রকাশনে সমুদ্যত হইলাম, তখন ইহার কোন উত্তর না দেওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম:—

চরিত্র-সংগঠনের-উপকরণ-সামগ্রীর আদর্শ প্রদান করাই জীবনচরিতের প্রধান অধিকার। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য চরিত্রসংগঠন। চরিত্র-সংগঠনের প্রধান সহায় মনীষিগণের জীবন-চরিত পাঠ। সুতরাং জীবনচরিতের অনুশীলনা শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয় বিদ্যালয়-সমূহের অধ্যাপনা কার্য্যে সেই জীবনচরিতের পর্য্যাপ্ত ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার একটী প্রধান কারণ, উৎকৃষ্ট জীব[illegible] অভাব। যে দুই একখানি জীব[illegible] আছে, তাহা অতিসংক্ষিপ্ত। তাহা বালক-দিগের চরিত্রসংগঠনের আদর্শ হইতে [illegible]। কিন্তু যুবকমণ্ডলীর চরিত্রসংগঠনের উপকরণ-সামগ্রীর সংযোজনা করিতে অক্ষম। অভাব পূরণের জন্য আমি [illegible]

জীবনবৃত্ত” লিখিতে প্রবৃত্ত হই। আমার ইচ্ছা ছিল যে সর্ব্বপ্রথমে কোন ভারতীয় মনীষীর চরিত্রের চিত্রণ করি। কিন্তু উপকরণ-সামগ্রীর অভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস হয় নাই। ভারতীয় চরিত্র সমূহ হইতে উচ্চ আদর্শ আহরণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাচীন ভারতে গমন করিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাচীন ভারতের চরিত্রসমূহের একটীরও বিশস্ত ও পূর্ণ চিত্র আমাদিগের করতলস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। সকলগুলিই প্রায় কালের অনন্তস্রোতে বিলীন হইয়াছে; এবং আধুনিক চিত্রের আদর্শে আধুনিক বিলয়োন্মুখ ভারতীয় জাতিকে উত্তোলিত করাও অসম্ভব। এই জন্যই আমাকে বৈদেশিক চরিত্র অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বিদেশে যাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের শ্বেতদ্বীপকে মনে পড়ে। সেই শ্বেতদ্বীপের চরিত্রগুলী মন্থন করিলে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় উচ্চ ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের আদর্শ অতি অল্পই খুজিয়া পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকেই তদীয় “আত্ম জীবনবৃত্তের” তুল্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদবৃত্তির ক্রমিক পরিণতি ও উন্নতির উৎকৃষ্টতর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকেই আমি মদীয় প্রবন্ধের অধিনায়ক করিতে বাধ্য হই।

আর একটী কথা! কোন বৈদেশিক-বিষয়ে স্বদেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে হইলে, বৈদেশিক গ্রন্থ হইতেই আমাদিগকে উপকরণ সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। সুতরাং বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক চিন্তা এবং সময়ে সময়ে বৈদেশিক রচনার গঠনপ্রণালী পর্য্যন্তও আমাদিগকে স্বদেশীয় ভাষায় আনিতে হয়। এরূপ ক্রিয়া নবজাত অপরিপুষ্ট ভাষার পক্ষে অনিবার্য্য ও একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ক্রিয়ার বলেই অনতিপ্রৌঢ় বঙ্গভাষা দিন দিন অধিকতর উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। যখন বঙ্গভাষা পূর্ণাবয়ব হইবে তখন এই ক্রিয়া স্বভাবের গতি অনুসারে আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। যাঁহারা ভ্রান্ত মৌলিকতায় বশবর্ত্তী হইয়া এই স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে অসময়ে বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা বঙ্গভাষার পরম শত্রু বলিয়া মনে করি। এই স্বাভাবিকী ক্রিয়ার যথা-পরিচালন দ্বারা “জন ষ্টুয়ার্টমিলের জীবনবৃত্তে” বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা সাধারণের পরীক্ষাস্থলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে “জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত” অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র মাত্রেরই—বিশেষতঃ নর্ম্মালবিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী ছাত্রবৃন্দের—পাঠনার অত্যন্ত উপযোগী। এই বিশ্বাস প্রকৃত সত্যের উপর সংন্যস্ত কিনা, তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য। অলমতি-বিস্তরেণ।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১২৮৪সাল। } গ্রন্থকারস্য।

অবতরণিকা।

—⁂—
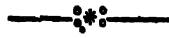
যেরূপ জড়জগতের রবি, শশী, তারা কখন গগণে, কখন গভীর সাগর-গহ্বরে, সেইরূপ মানবজগতেরও রবি, শশী, তারা, কখন কালশিখরে, কখন কালগহ্বরে। তবে প্রভেদ এই যে, জড়জগতে কোন বৈচিত্র্য বা পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মানবজগতে নিরন্তর বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। মানবজগতের কল্যকার রবি শশী তারার সহিত অদ্যকার রবি শশী তারার অনেক বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। কাল যে ভবভূতি ও মিল্‌টন্‌, কালিদাস ও সেক্সপিয়ার, কপিল ও মিল্‌, শাক্যসিংহ ও কম্‌ত—মানবজগতের রবি, শশী, তারা ছিলেন, সে রবি, শশী, তারা মানবগগণে আর কখন উঠিবে না। আজ একজন টলেমী জড়জগতের রবি শশী তারার গতি ও বক্র নির্ণয়ে অসমর্থ হউন, কাল সহস্র কোপার্ণিকস্‌ সহস্র গ্যালিলিও অভ্যুত্থিত হইয়া তন্নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। কারণ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জড়গগণে যে রবি শশী তারা উদিত হইয়াছিল, কোপার্ণিকস্‌ ও গ্যালিলিওর সময়েও সেই রবি শশী তারা অনন্ত আকাশে গভীর সাগরে একই নিয়মে একবার উদিত, একবার ডুবিত। কিন্তু মানবজগতে কাল যে রবি শশী তারা গগণে একবার উঠিয়া ডুবিয়াছে, সে রবি শশী তারা আর গগণে উঠিবে না, আর গগণে উঠিয়া ডুবিবে না। সুতরাং আজ যদি সে রবি শশী তারার গতি ও বক্রর পর্য্যবেক্ষণ ও অনুলেখন না কর, কাল করিতে পারিবে না। তখন আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। এই জন্যই কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি আর্য্য মনীষিগণের জীবনচরিত লিখিতে ইচ্ছা করিলেও আমরা তাহাতে অক্ষম এবং সেই ক্ষোভ নিবারণের জন্যই আজ আমাদিগের এই উদ্যম।

এই গ্রন্থের অধিনায়ক জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ যে উনবিংশ শতাব্দীর একটী উজ্জ্বল রবি, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত কালের মধ্যে সেই রবির উজ্জ্বল কীর্ত্তিকলাপের সবিস্তর বর্ণন করা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের উপকরণ-সামগ্রী প্রধানতঃ তদীয় আত্মজীবনবৃত্ত হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। [illegible] অন্যান্য গ্রন্থকারেরও সাহায্য লওয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্বয়ং পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে বা সন্ততিগণের পূর্ণ-শিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত তাঁহাদিগের অবশ্য পাঠ্য।

মহাত্মা সক্রেটিস্ বলিয়াছেন যে, যে জীবনে গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা নাই, সে জীবনের কোনও মূল্য নাই। যে পরিমাণে যে জীবনের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির চর্চ্চা হয়, সেই পরিমাণে সেই জীবনের মূল্য বাড়িয়া থাকে। যদি উনবিংশ শতাব্দীর কোন জীবনে এই বৃত্তিদ্বয়ের পরমা চর্চ্চা হইয়া থাকে; তাহা মিলের জীবনে।

উনবিংশ শতাব্দীর একটী বিশেষ লক্ষণ, ইহার মতস্বাধীনতা ও মতসহিষ্ণুতা। যদি বিংশ শতাব্দীর কোন ব্যক্তিতে এই গুণদ্বয় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তাহা মিলে।

উচ্চশ্রেণীর মনমাত্রই গতিপ্রবণ ও বর্দ্ধনশীল। ইহা কখন চিরকাল একস্থানে একই ভাবে থাকিতে পারে না। নূতন মত ও নূতন আবিষ্ক্রিয়ার অভিমুখে ইহার গতি অনন্ত ও অনিবার্য্য। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি দর্শন বিজ্ঞান—সকল বিষয়েই ইহা নূতন নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলেও সুখ, শুদ্ধ চেষ্টাতেও সুখ। মিলের সেই চেষ্টারও বিরাম ছিল না, সুতরাং সুখেরও সীমা ছিল না।

কণ্ডসে ট্ তল্লিখিত টর্গটের জীবনচরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন, "টর্গট্ সাম্প্রদায়িকতাকে জগতে ভীষণ অনিষ্ট-প্রদ বলিয়া মনে করিতেন। যে মুহূর্ত্তে কোন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেই সম্প্রদায়স্থ সমস্ত লোককে তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দোষের জন্য সমাজের নিকট দায়ী হইতে হয় এবং পরস্পরসম্বদ্ধ থাকার অনুরোধে পরস্পরকে পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া রাখিতে হয়। সম্প্রদায় বন্ধনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও মত সংস্থাপিত করিতে হয়। যাঁহারা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদিগকে বিনা বিচারে সেই নিয়ম ও মতগুলি গ্রহণ ও পালন করিতে হয়। সুতরাং সে গুলি কালে কুসংস্কাররূপে পরিণত হয়। যদি সমাজের কোন ব্যক্তির সহিত সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষের প্রণয় বা বন্ধুত্ব জন্মে, তাহা হইলে সেই প্রণয় বা বন্ধুত্ব সেই ব্যক্তিবিশেষেই পর্য্যবসিত হইবে; কিন্তু যদি সেই ব্যক্তিবিশেষ সমাজের ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাজন হন, তাহা হইলে সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া সেই সম্প্রদায়ে পরিব্যাপ্ত হইবে। যদি এই সম্প্রদায় দেশের জ্ঞানিবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত হয়, যদি জগতের সাধারণ হিতকর সত্যের উদ্‌ঘোষণ করা ইহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে জগতের অনিষ্টের আর পরিসীমা থাকে না। কারণ যে সত্যই এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অবতারিত ও প্রচারিত হইবে, সেই সত্যই জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিনা পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যাত হইবে। জনসাধারণই যাবদীয় কদাচার ও কুসংস্কারের প্রতিপোষক, সুতরাং স্বভাবতঃ সত্যের প্রতিকূল। জনসাধারণ আপন নেতৃবৃন্দ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার সত্য প্রচারের গতি প্রতিরোধ করিতে সতত বদ্ধপরিকর হয়েন। এই জনসাধারণের নেতৃবৃন্দ সচরাচর মধ্য-শ্রেণীর লোক এবং অতিশয় আত্মাভিমানী। ইহারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পরম শত্রু। কতিপয় খ্যাতাপন্ন মনীষী কোন সত্যের প্রচার জন্য সমুদ্যত হইলেন, অমনি ইহাদিগের বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইল। ইহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদিগকে এক সাম্প্রদায়িক নাম প্রদান করিল। যে

দিন হইতে তাঁহারা সেই সাম্প্রদায়িক নামে অভিহিত হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের সত্য প্রচার একপ্রকার রুদ্ধপ্রসর হইল। এখন হইতে তাঁহাদিগের কথা পর্য্যন্ত কেহ সহজে শুনিতে চাহিবে না। এই জন্য টর্গট বলিতেন যে, যদি তোমার কোন সত্যের প্রচার রোধ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যের প্রতিপোষক ও প্রচারকদিগকে একটী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। যে মুহূর্ত্তে সেই সম্প্রদায় গঠিত হইবে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সেই সত্যের প্রচার আপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইবে।" মিলকণ্ডসেট্‌ ও টর্গটের এই অমূল্য উপদেশের মর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করিতেন বটে, কিন্তু স্বাধীন মত ও স্বাধীন কার্য্যের প্রতিকূল ছিলেন না। অসমসাহসিকতার সহিত আত্মমত ব্যক্ত করিতে ও নির্ভীক চিত্তে তদনুষ্ঠান করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। শুদ্ধ তিনি সম-মতাবলম্বীদিগকে লইয়া একটী দল বাঁধিতে চাহিতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি-স্রোত একেবারে প্রতিহত হইবে এবং যে উদ্দেশ্যে দল বাঁধিবেন, তাহাও বিফল হইবে।

মিল্‌ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশেষ প্রতিপোষক ছিলেন। মত ও কার্য্যসম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত মানব হৃদয়-মনের বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ পরিণতি অসম্ভব, ইহা তিনি তদীয় "লিবার্টি" নামক প্রস্তাবে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। এই ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতা লইয়াই কম্‌তের সহিত তাঁহার প্রধান মতভেদ। মিল্‌ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের অনুমোদন করিতেন না। ব্যক্তিমাত্রই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্যনিচয়ে আবদ্ধ হয়েন, ইচ্ছা করুন, আর নাই করুন, সেগুলি তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেই হইবে। তিনি অপরের সুখের প্রতিঘাত না করিয়া এবং সেই সকল কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া, আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন। সমাজরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার স্বাধীনতা যদিও এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে সংযমিত, তথাপি তাহার পরিসর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নহে। মিলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এমন দিন নিশ্চয় আসিবে, যখন চিন্তা ও ব্যক্তিগত কার্য্যকলাপের পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পরস্বার্থের ও সামাজিক কর্ত্তব্যনিচয়ের কোন সংঘাত ঘটিবে না, যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান বাল্যশিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে এরূপ স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হইবে যে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় বা মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবে না; এবং সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান এরূপ বিশুদ্ধ যুক্তি ও অসন্দিগ্ধ মানবহিতের উপর সংস্থাপিত থাকিবে যে, এখনকার ন্যায় যুগে যুগে তাহাদিগের প্রত্যাখ্যান ও তৎস্থানে নূতন নূতন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞানের সংস্থাপন করার কোনও আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে না। এই কল্পিত আদর্শে আত্মচরিত্রকে সংগঠিত করা মিলের জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল।

পর-মতসহিষ্ণুতার সহিত মিলের এরূপ বলবতী আত্মমতপোষকতা বিদ্যমান ছিল যে, সময়ে সময়ে লোকে তাঁহাকে পরমতবিদ্বেষী বলিয়া সন্দেহ করিত; কিন্তু তিনি যে পরমত-

বিদ্বেষী ছিলেন না, তাহা তিনি তদীয় আত্ম-জীবনবৃত্তে পিতৃচরিত্রের সমর্থন উপলক্ষে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে "যাঁহারা আত্মমতকে জগতের বিশেষ হিতকর ও তদ্বিপরীত মতকে জগতের সবিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যদি জগতের মঙ্গলের জন্য, বিপরীত-মতাবলম্বীদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার না করিয়া, শুদ্ধ তাঁহাদিগের মতের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরমতবিদ্বেষী বলা যাইতে পারে না।"

মিল্ আত্মমতের দোষভাগের ন্যায় তদ্বিপরীত মতের গুণভাগ দেখাইতে কখন সঙ্কুচিত হইতেন না। এই জন্য অনেক সময় বিপরীতমতাবলম্বীরা তাঁহাকে আত্মদলভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। এক সময়ে তিনি প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর দুর্ব্বলাংশ সকল দেখাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া রাজতন্ত্রশাসন-প্রণালীর অনুকূল-পক্ষীয়েরা তাঁহাকে রাজতন্ত্রের প্রতিপোষক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সূক্ষ্মদর্শনে মিলের প্রস্তাবের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে, মিল্ প্রজাতন্ত্রের দোষভাগ অপেক্ষা গুণভাগেরই আধিক্য বলিয়া প্রজাতন্ত্রশাসন-প্রণালীরই পক্ষপাতী ছিলেন। মিলের উদারতা নিবন্ধন তৎসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়েও লোকে নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যাঁহারা "ইভোলিউসন্" মতানুসারে বিশ্বাস করেন যে, কালের বিচিত্র গতিতে জগৎ হইতে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা—সংস্কারক দিগের বিনা যত্নে ও বিনা পরিশ্রমে, আপনিই ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিবে, মানবহিতের নিমিত্ত নিরন্তরচেষ্টাসঙ্কুল মিলের জীবন তাঁহাদিগের বিশেষ শিক্ষাস্থল।

কেহ কেহ মিল্‌কে অতিশয় আত্মাভিমানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিলে আত্মাভিমান বা আত্মাদর ছিল না একথা আমরা বলি না। আত্মাদর মনস্বিতার পরিচায়ক। আত্মাদর ব্যতীত কেহ কখন উন্নতিশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। যতক্ষণ সেই নিজ আত্মাদরের সহিত পর আত্মাদরের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা হইতে জগতের ইষ্ট বই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। পর আত্মাদরের প্রতি যথোচিত ন্যায়পরতা ও উদারতা দেখাইলে এরূপ সংঘর্ষ প্রায় উপস্থিত হয় না। জগতের কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে বা কোন নূতন মতের আবিষ্ক্রিয়ায় তাঁহার অংশ কতটুকু তাহা ব্যক্ত করিতে মিল্ বরং কখন কখন অপলজ্জার বশবর্ত্তী হইতেন; তথাপি তিনি অপরের অংশ নির্দ্দেশ করিতে কখনই কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাতে আত্মাদরের ভাগ এত অল্প ছিল এবং বিনয় এত অধিক ছিল যে, তিনি অনেক সময় নিজ গুণকে উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্ট ও অনুকূল ঘটনাপুঞ্জকে আত্মোন্নতির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিম্নশ্রেণীর দুঃখে যদিও তাঁহার হৃদয় সতত কাঁদিত, দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার দেখিয়া যদিও তাঁহার ক্রোধ প্রচণ্ড ভাবে উদ্দীপিত হইত, তথাপি তিনি তাহা লইয়া অনর্থক আন্দোলন বা বৃথা আড়ম্বর করিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু সাধারণ হিতের জন্য যখন তাঁহার বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক

হইত, তখন তিনি সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহা হইতে বিরত হইতেন না।

প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কতকগুলি প্রাকৃতিক স্বত্বের অধিকারী হন। সেই প্রাকৃতিক স্বত্বজাতের মধ্যে স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রধান। এই স্বাধীনতা দুই প্রকার—ব্যক্তিগত ও জাতীয়। জগতের মঙ্গলের জন্ত এ দুই প্রকার স্বাধীনতাই বিশেষ প্রয়োজনীয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই দুই প্রকার স্বাধীনতারই আস্বাদে বঞ্চিত। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। অধিক কি অনেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বতন্ত্র আবশ্যকতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এই জন্ত মিল্ তদীয় "লিবার্টি" নামক পুস্তকে এই বিষয়েরই সবিশেষ আন্দোলন করেন। তিনি এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শুদ্ধ পুরুষেই আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি তদীয় নারীজাতি বিষয়ক প্রবন্ধে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নারীজাতির প্রতিও প্রয়োগ করিয়াছেন। পুরুষজাতি অনেক দিন হইতে অনেক বিষয়ে নারীজাতিকে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এ প্রথা অস্বাভাবিক, ন্যায়বিগর্হিত ও স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই অবনতির কারণ। বেন্থামই এই নূতন মতের প্রথম উদ্ভাবক। মিল্ তদীয় অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল বর্ণ প্রক্ষেপ দ্বারা ইহাকে নূতন আকারে জনসমাজে অবতারিত করেন। বেন্থামের শিষ্যমাত্রই এই নবোদ্ভাবিত মতের প্রতিপোষক ছিলেন। মিল্ ইহার শুদ্ধ প্রতিপোষক হইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি অধিকতর উৎসাহ ও অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত এই মত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মিল্ তদীয় নারীজাতিবিষয়ক প্রবন্ধে বিয়োজন (Divorce) সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত নিয়ম নির্দ্দেশ করেন নাই বলিয়া অনেকে তদীয় প্রবন্ধকে সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। এক দিন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি এইরূপে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন—"যত দিন না আমরা এ বিষয়ে নারীজাতির নিজের মত জানিতে পারিতেছি এবং যতদিন না বৈবাহিক প্রথা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়জাতির পূর্ণ সাম্যের সহিত পরীক্ষিত হইতেছে, ততদিনে এবিষয়ে কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব"। মিলের এই বাক্যে অবিচলিত ধৈর্য্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

অসীম ধৈর্য্যের সহিত অবিচলিত আশা—মিলের চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল। গম্ভীর ও ভাব-প্রবণ প্রকৃতির লোকের জীবনে তিনটী প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন কাল উপলক্ষিত হয়। প্রথমটী যৌবনের প্রারম্ভে, দ্বিতীয়টী যৌবনের অন্তে, তৃতীয়টী প্রৌঢ়াবস্থার অবসানে। শৈশব ও বাল্যের চিন্তাশূন্য, লীলাপূর্ণ, সরল ও সমতল ক্ষেত্র হইতে মানব যখন মুঞ্জরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত, ভাবতরঙ্গায়িত, রমণীয় যৌবন-কাননে প্রথম প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তরের লক্ষ্য ও আশা অসীম। তখন জীবন তাহার নিকট সুখের অনন্ত উৎস বলিয়া প্রতীত হয়। যে দিকে পাদ বিক্ষেপ করে, সেই দিকেই পথ পুষ্পবিকীর্ণ দেখে। কিন্তু যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, দুই একটী কণ্টকে, দুই একটী কুশাগ্রে, চরণ ক্ষত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের লক্ষ্য ও হৃদয়ের আশাও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া

আইসে। যৌবন-প্রারম্ভে আশাপবন-সঞ্চালনে, হৃদয়সরোবরে যে সুখহিল্লোল উত্থিত হয়, যৌবনান্তে আশাপবনের সঙ্কুলচলনে সেই হিল্লোল ভীষণ তরঙ্গের আকার ধারণ করে। এই তরঙ্গতাড়নে সমস্ত প্রৌঢ়াবস্থা অতি অস্থির ভাব ধারণ করে। জীবনের কোন্ লক্ষ্য কি পরিমাণে হস্তগত হইবে, কোন্ আশা কি পরিমাণে চরিতার্থ হইবে, তদ্বিষয়ে এক্ষণে ঘোরতর সংশয় ও অনিশ্চয় উপস্থিত হয়। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়ে এই সময়ে ঘোরতর সন্দেহ আসিয়া জুটে। যত প্রৌঢ়াবস্থার পরিণতি হইতে থাকে, তত সেই সকল সংশয়, অনিশ্চয় ও সন্দেহের ভঞ্জন হইয়া প্রকৃতার্থে যাহা ফলিবে, তদ্বিষয়ে একটী স্থির বিশ্বাস জন্মে। এই সময় যে বিশ্বাস জন্মে, তাহা জীবনান্ত পর্য্যন্ত প্রায় স্থির ভাবে বহিয়া যায়। রোগ শোক, দারিদ্র জরা, বাধা বিপত্তি—কিছুতেই এ বিশ্বাস বিচলিত হয় না। আমাদিগের আশা ষোড়শ বৎসরে যৌবনের আরম্ভ ও ত্রিংশ বৎসরে যৌবনের অবসান ও প্রৌঢ়াবস্থার আরম্ভ এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসরে প্রৌঢ়াবস্থার অবসান ও বার্দ্ধক্যের আরম্ভ হয়। শীত-প্রধান দেশে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বিলম্বে উক্ত অবস্থাত্রয়ের আরম্ভ ও অবসান হয়। যৌবন-প্রারম্ভে গম্ভীর ও ভাব-প্রবণ প্রকৃতির লোকের অন্তরে সচরাচর যে সকল সুখ-তরঙ্গ উত্থিত হয়, মিলে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তিনি যখন যৌবন-রাজ্যে প্রথম প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন যে—ভক্তি, স্নেহ, প্রণয় ও সহানুভূতি প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল এত অল্প পরিমাণে চর্চ্চিত, মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদিগের অনুশীলনে তিনি সুখানুভব করিতে একান্ত অক্ষম; এবং তাঁহার অন্তর দার্শনিক মেঘ-জালে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, তিনি ভাব-চক্ষে কিছুই দেখিতে সমর্থ নহেন। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একখানি কবিতাগ্রন্থ তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হৃদয়গ্রাহিণী কবিতাপাঠে তদীয় হৃদয়াকাশ হইতে, সেই জ্ঞান মেঘ তিরোহিত হয়। তিনি এখন হইতে, মানব-সাধারণের হিত-চিন্তায় ও হিতানুষ্ঠানে অননুভূতপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

ইহার পর হইতে দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত (১৮২৬—৩৬) মিল্ সমাজ প্রভৃতির সংস্কার দ্বারা মানব-জাতির অসীম উপকার-সাধনের আশা করিয়াছিলেন। এই সময় পার্লিয়ামেণ্টীয় পরিবর্ত্তনের সময়, সুতরাং এরূপ আশা তৎকালে সকলেরই অন্তর অধিকার করিয়াছিল এবং অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই আশা-তরঙ্গায়িত কালে তিনি "ন্যায়দর্শন" ও "অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার" নামক গ্রন্থদ্বয়ের অনুলেখন করেন। কিন্তু ঘটনার পরিণতি দেখিয়া, অবশেষে তিনি অন্যান্য উন্নতিপ্রিয় সংস্কারকদিগের ন্যায় দুঃখের সহিত এই কথাটি সত্য জানিতে পারিলেন যে—তাঁহার আশা উন্নতি-স্রোতের সম্ভাবিত গতি অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছে; উন্নতি-স্রোতস্বিনীর গতি অতি মৃদুল ও বিলম্বিত; এবং মানব-চিন্তা-স্রোতের অধিনায়কেরা মানবজাতিকে যে "আদর্শ-রাজ্যে" লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন, সে আদর্শ-রাজ্যে প্রবেশ করা, তাঁহাদিগের

তাঁহার আর ঘটিয়া উঠে না। তিনি যে সকল পরিবর্ত্তনের জন্ত প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন এবং যাহাদের সংঘটন হইতে, তিনি অসীম মানব-হিতের আশা করিয়াছিলেন, কালে সে পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হইল বটে, কিন্তু সে গুলি হইতে, তিনি যত দূর আশা করিয়াছিলেন, মানবজাতির ততদূর উপকার সাধিত হইল না। তত্রাচ ইহাতে তিনি হতাশ না হইয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে আর আশা-ভঙ্গজনিত মানসিক কষ্টে পতিত হইতে না হয়, তাহার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। আশা-ভঙ্গে প্রাকৃত লোকের উদ্যম-ভঙ্গ ও চেষ্টা শৈথিল্য উপস্থিত হয়; কিন্তু মিলের চেষ্টা ও উদ্যম ইহাতে দ্বিগুণিত হইল। তাঁহার পূর্ব্ব চেষ্টা কিঞ্চিৎ উপরি-ভাসমান ছিল, কিন্তু এখন হইতে ইহা তলস্পর্শী হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তিনি জগতের সামাজিক মতের পুল্লব-সংস্কারেই সন্তুষ্ট হইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণ হইতে তাহার আমূল সংস্কার তদীয় জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সাধারণ মতের সহিত তাঁহার যে সকল মতের ভীষণ বিসংবাদ ছিল, পূর্ব্বে তিনি সাধ্যমত তাহাদিগের পরিহার করিতেন; কিন্তু এখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সে গুলির স্বাধীন প্রচার ব্যতীত সমাজের পূর্ণ সংস্কারের আশা নাই। এই জন্ত তিনি এখন হইতে প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অবিচলিত নির্ভীকতার সহিত তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। "নারী জাতির অধীনতা" ও "স্বাধীনতা" প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁহার জীবনের এই পূর্ণতম, উচ্চতম, উদারতম ও সজীবকতম অংশের ফল।

অতি অল্প লোকেই মিলের চিন্তার গভীর-তম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং অতি অল্প লোকেই মিলের মনোভাবিত মত সকলের অমূল্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। মিলের ভবিষ্য "আদর্শ সমাজ" অনেকের নিকট আকাশ-কুসুমের স্থায় ভাবোদ্বোধিত ও কল্পনাসম্ভূতমাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণ লোকে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার শোচনীয়তা অনুভব করিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং তাঁহারা কোন ভবিষ্য আদর্শ সমাজের—সম্ভবপরতা দূরে থাক্—আবশ্যকতা পর্য্যন্ত বুঝিতে অক্ষম। তাঁহারা এ পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখের আশা করেন না; তাঁহারা মৃত্যুর পর অনন্ত বিমল সুখ-ভোগের নিমিত্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সে অনন্ত বিমল স্বর্গীয় সুখের সহিত তুলনায় তাঁহারা মিলের আদর্শ ঐহিক সুখকে অতি শুষ্ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত সত্যের অনুসন্ধানে ও অক্লান্ত মানবহিতসাধনে ইহলোকেই যে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুখ ভোগ করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা কিরূপে অনুভব করিতে পারিবেন? যদি পারিতেন, তাহা হইলে প্লেতো, কম্‌ত, মিল্, বেস্থাম্, টর্গট্ প্রভৃতি মনীষিগণ মানব-উন্নতির যে আদর্শ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, মানব-সাধারণ এত দিন সেই সীমায় উপনীত হইত। ঈশ্বর-প্রেমের অনুরোধ বা ঐহিক কি পারমার্থিক পুরস্কারের আশা—মানব-সাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রাণোদক হইবে না; এবং নিবৃত্তিসিদ্ধি ধর্ম্মেই মানব-মাত্র ইহলোকেই বিমল স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিবে—এরূপ সামাজিক অবস্থা যদি সকলেরই অনুভূতিপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে কম্‌ত, মিল্ প্রভৃতি মনীষিগণের জগতে আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হইত না।

মিল্ তদীয় আদর্শ সমাজ-বিষয়ে যেরূপ অবিচলিত বিশ্বাস; গভীর আগ্রহ ও জীবন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্থূলদর্শী অদূরপ্রজ্ঞ লোকের সবিশেষ উপহাসের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা পরলোক-সৃষ্টি ও কল্পিত অনন্ত বিমল স্বর্গীয় সুখের ধারণাকে হৃদ্বৃত্তির পরিণতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণনা করেন; আমরা বুঝিতে পারি না, কেন তাঁহারা মিলের আদর্শসমাজ-কল্পনাকে চিত্তবৃত্তির চরম উৎ-কর্ষ বলিয়া স্বীকার না করিবেন? যদি অসীম দুর্লক্ষ্য শূন্যের উপর প্রকাণ্ড স্বর্গসৃষ্টি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অনন্ত কালস্রোতে অসংখ্য পুরুষ-পরম্পরার অক্লান্ত যত্নে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর উপরেই যে একটী রমণীয় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ধর্ম্মসম্প্রদায়ী লোকে মিলের জীবনকে অতি শুষ্ক ও নীরস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যাঁহারা জগৎকে নিরবচ্ছিন্ন শোকদুঃখ-ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের জীবন অন্ধকারময়। কিন্তু, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—এই জগৎ শোকদুঃখ-ভ্রান্তি-সঙ্কুল কি না? যদি হয়, তবে কোন্ মানবপ্রেমিক ব্যক্তির হৃদয় ইহাতে উদাসীন ও অবিচলিত থাকিতে পারে? কোন্ কালে কোন্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের হৃদয়ই বা ইহাতে উদাসীন ছিল? বুদ্ধ খ্রীষ্ট প্রভৃতির জীবনবৃত্ত পাঠ কর, দেখিবে যে, জগৎ হইতে শোকদুঃখ-ভ্রান্তি দূর করাই তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দীপনা ও উদ্দেশ্য ছিল। মানবজীবন-সুলভ জরামরণ-দারিদ্র্যব্যাধি দুঃখ-দর্শনে বুদ্ধের হৃদয় এত দূর অভি-ভূত হওয়াছিল যে, তিনি [illegible] ক্ষণিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। জগতের অত্যাচার উৎপীড়নে ও উৎপীড়িতদিগের অশ্রুজলে খৃষ্টের হৃদয় এত-দূর কাতর হইয়াছিল যে, তিনি বলিয়াছেন 'যাহারা মরিয়াছে, তাহারাই সুখী এবং যাহারা জন্মে নাই, তাহারা আরও সুখী;' যাঁহারা জগতে দুঃখ নাই বলিয়া আপনা-দিগের বুদ্ধিকে প্রতারিত করিতে পারেন; যাঁহারা ষ্টোয়িকদিগের "দুঃখ অশুভ নয়" এই দুর্জ্ঞেয় মত বিশ্বাস করিয়া থাকেন; যাঁহারা —যে অনন্ত দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আমোদ ও সুখের নিমিত্ত তদীয় ইচ্ছা ও আদেশে অগণিত শোকদুঃখ ও পাপের স্রোতে জগৎ আপ্লুত হইতেছে—সেই ঈশ্বরের নৈতিক উৎকর্ষ-পরিচিন্তনে অনন্ত বিমল সুখ অনুভব করিতে পারেন; অথবা যাঁহারা চার্ব্বাক, সলমন্ প্রভৃতির ন্যায় শুদ্ধ পানভোজনাদি ইন্দ্রিয় সেবাতেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ; তাঁহারাই মিলের জীবনকে শুষ্ক বা নীরস এবং মিল্-প্রদর্শিত সুখের আদর্শকে অগম্য বা দুরধিগম্য কল্পনামাত্র বলিতে পারেন; কিন্তু যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদ্বৃত্তি এত দূর পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত হইয়াছে যে, তাঁহারা কল্পিত স্বর্গীয় সুখে বা ইন্দ্রিয়-সুখে পরিতৃপ্ত হইতে, অথবা অন্যের দুঃখকে শুভ বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম, তাঁহারা মিলের জীবনকে শুষ্ক ও নীরস এবং তৎপ্রদর্শিত সুখের আদর্শকে অগম্য বা দুর-ধিগম্য কল্পনা-মাত্র বলিয়া মনে করেন না।

মিল জগতে আমোদের আত্যন্তিক [illegible]-শয্য সম্ভব-পর বলিয়া মনে করিতেন না। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ ও [illegible] তদী-

সম্পূর্ণ সম্ভবপর না হইলেও, যে অনন্ত শান্তি ও অনন্ত চিত্ত-প্রসাদ ব্যক্তিমাত্রেরই অধিগম্য, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। এই অনন্ত শান্তি ও অনন্ত চিত্ত-প্রসাদ-জনিত সুখের অধিকারী হইতে হইলে, মানবকে গুটি কত গুণ শিক্ষা করিতে হইবে। সে গুণগুলি এই :—(১) জীবনে যাহা সম্ভবপর, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু আশা করা; (২) মানসিক চর্চায় অনুরাগী হওয়া; (৩) হৃদয়ে অকপট প্রণয়, ভক্তি ও স্নেহের সংস্থাপন করা; (৪) এবং মানবসাধারণের হিতচিন্তায় ও হিতসাধনে জীবন্ত উৎসাহ অনুভব করা। অজ্ঞান, দূষিত রাজবিধি বা দেশাচার, রোগ শোক, দারিদ্র্য, জরা প্রভৃতি দৈবী আপৎ; এবং নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার প্রভৃতি মানুষী আপৎ এই গুলি সেই শান্তি ও চিত্তপ্রসাদ-জনিত সুখের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায়নিচয়ের কতকগুলি অনিবার্য্য, কতকগুলি নিবার্য্য এবং অবশিষ্টগুলি লঘুকরণীয়। মিল্ তদীয় হিতবাদ গ্রন্থে এই অন্তরায়-নিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মনুষ্যের যন্ত্রণার যেগুলি প্রধান কারণ, সে গুলির অধিকাংশই অবিশ্রান্ত যত্নে ও চেষ্টায় কালে দূরীকরণীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, দূরীকরণকার্য্য অতিবিলম্বিত। যদিও সেই ঘোর মানব-সুখ-দ্রোহী অন্তরায়-নিচয়ের সহিত সমরে অসংখ্য পুরুষ পরম্পরা নিহিত না হইলে, তাহাতে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, তথাপি যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদ্বৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত, তাঁহারা শুদ্ধ সেই সংঘর্ষেই এরূপ বিমল সুখ অনুভব করিতে পারেন, যে সুখের সহিত কোনও স্বার্থসাধন-জনিত সুখের বিনিময় হইতে পারে না" *।

* Utilitarianism. p. 22

মিলের জীবন যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রফুল্লতা, অদমনীয় উৎসাহিতা, অবিচলিত অনুসন্ধিৎসা ও অনন্ত শান্তির আধার ছিল, তাহা পূর্ব্বে যে সমস্ত কথিত হইল, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে।

মিল্ যে জীবনের শেষ-ভাগে সমাজ হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে বর্ত্তমান সমাজের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি কতকগুলি লোকের নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু, তিনি যে সমাজ হইতে দূরে অবস্থিত হইয়াও, সমাজ-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না এবং সমাজের অধিকতর হিত-সাধনের নিমিত্তই যে সমাজ হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তদীয় আত্ম-জীবনবৃত্তের এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। সামাজিক সংমিশ্রণ ব্যতীত যে মানব-চরিত্র স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তবে তিনি এইমাত্র বলিতেন যে, অযোগ্য সামাজিক সংমিশ্রণে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টেরই সম্ভাবনা অধিক। কিরূপে সেই অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা তিনি তদীয় আত্মজীবনবৃত্তে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন এবং মূলগ্রন্থেও তাহার বিষয় উল্লেখ আছে বলিয়া, আমরা এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কোন লেখক * মিলের হৃদয়কে পারিবারিক-মমতা-শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মিল্ আত্মজীবনবৃত্তে আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিজ ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তিনি আত্মোন্নতির অন্তরায়

* The author of an Article in Fraser's Magazine for Dec. 187

বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমরাও তদীয় আত্মজীবনবৃত্ত মন্থন করিয়াও এরূপ কোন উক্তি প্রাপ্ত হইলাম না। বরং তিনি এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—তিনি নবম বৎসর হইতে পিতা কর্তৃক ভ্রাতা ভগিনী-গণের শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত হইতেন; ইহাতে পূর্ব্বশিক্ষিত বিষয়গুলি তাঁহার অন্তরে দৃঢ়তররূপে অঙ্কিত হইত। কিন্তু এরূপ শিক্ষাকার্য্যে তিনি বিরক্ত হইতেন, এরূপ ভাবত কোন স্থলে পরিব্যক্ত হয় নাই। তিনি যে ভ্রাতা ভগিনীগণকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা এক খানি বিলাতীয় পত্র † হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। লেখক লিখিতেছেন :—"ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমরা বাল্যকালেই পরিচিত হইয়াছিলাম। আমরা যৎকালে "ইউনিবার্সিটি কালেজে" পড়িতাম, তখন মিলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেম্‌স বেন্‌থাম মিল্ আমাদিগের সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রবল প্রণয়ের অনুরোধে পাঠাবস্থায় দীর্ঘাবকাশকালে এবং পাঠাবসানেও আমরা তাঁহাদিগের মিকেল্‌হামস্থ সুন্দর কুঠীরে মধ্যে মধ্যে গমন করিতাম। এই কুঠীরে তাঁহাদিগের পরিবার বহুকাল ধরিয়া গ্রীষ্মের কয়েক মাস অতি-বাহিত করিতেন। এই কুঠীরে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমাদিগের অনেক বার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। তখনও জন্ অজ্ঞাত-নামা ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীগণের প্রতি তাঁহার সলীল, সস্নেহ ও অমায়িক ভাব দেখিয়া এবং বাটীর অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার কোমল সহৃদয় ব্যবহারে আমরা তাঁহার প্রতি এত দূর প্রীত হইয়াছিলাম যে, আমাদিগের হৃদয় হইতে সে প্রীতিচিহ্ন অদ্যাপি বিলীন হয় নাই"।

যাঁহারা মিল্‌কে হৃদয়শূন্য ও স্নেহ মমতা প্রভৃতি পারিবারিক গুণবিবর্জ্জিত বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্য আমরা আরও এক খানি বিখ্যাত সাময়িক পত্র * হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "যাঁহার সমাধিমন্দির এখনও সহস্র সহস্র বন্ধুর প্রণয় ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ শোকাশ্রু জলে অভ্যুক্ষিত হইতেছে; সঙ্গীত-শ্রবণে ও প্রকৃতি-দর্শনে যাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত; যাঁহার জ্ঞান পুষ্পে পুষ্পে পরিভ্রমণ করিত; যাঁহার প্রীতি তির্য্যক্‌জাতিকে লইয়াও সতত ক্রীড়া করিত; যিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া পল্লীগ্রামের রমণীয় প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে ও হৃদয় খুলিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথোপ-কথন করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন—সেই জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল্ হৃদয়শূন্য ও স্নেহমমতাবিবর্জ্জিত এবং তাঁহার হৃদয় নীরস, নিরানন্দ ও আশা-শূন্য এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"।

মিলের সহৃদয়তার আরও দুই একটী পরিচয় দিব। মিল্ যৎকালে পত্নীশোকে কাতর হইয়া, তদীয় সমাধিমন্দিরের অনতি-দূরে একটী কুঠীর ক্রয় করিয়া ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন অনেক সম্ভ্রান্ত লোক দলে দলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মিল্-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম

† Workmau's Magazine of Jan, 1874, P, 385.

* Spectator.

নিয়ে প্রদত্ত হইল। একজন কহিয়াছেন :—"আমরা এক দিন মিল্ ও তদীয় দুহিতার সহিত প্রোভেন্স্ ও ল্যাঙডক্ প্রদেশ ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। তাঁহারা সর্ব্বত্র যেরূপ স্নেহ ও ভক্তির সহিত পরিগৃহীত হইলেন, তাহা দেখিয়া আমাদিগের সকলের হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইল। ভ্রমণকালে মিল্ সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে গভীর অনুরাগ ও জীবন্ত উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি অভিগননের চতুর্দ্দিকস্থ রোমরাজ্যের ভগ্নাবশেষ অবলোকন করিয়া প্রাচীন রোম ও মধ্যযুগসম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথার অবতারণা করিলেন। তাঁহার সহিত পরিভ্রমণকালে তদীয় হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনে প্রত্যেক স্থান যেন নব শোভা ধারণ করিত। এক দিন আমরা তাঁহার সহিত ফ্রান্সের কোন পর্ব্বতের উপরি শিখর মালায় আরোহণ করিলাম। কি অধিত্যকা প্রদেশে, কি গুহাভ্যন্তরে, কি বৃক্ষলতাদি-পরিশোভিত পর্ব্বতারণ্যে যে স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সেই স্থানেই তিনি নানা-বিষয়ে আমাদিগের কৌতূহল উদ্দীপিত ও পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। কখন পুরাবৃত্ত, কখন উদ্ভিজ্জবিদ্যা, কখন বা ভূতত্ত্ববিদ্যা তাঁহার কথোপকথনের বিষয় হইতে লাগিল। এইরূপে দিবাবসান হইল এবং আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম। অবিশ্রান্ত পথি-ভ্রমণে ও অবিচ্ছিন্ন কথোপকথনে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হইলেন না এবং আমরাও তদীয় সাহচর্য্যের মধুরতায় সমস্ত পথিশ্রম ভুলিয়া গেলাম"। আর এক জন লিখিয়াছেন "আমরা এক দিন মিলের সহিত ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। তিনি ভ্রমণকালে অবিশ্রান্ত যত্ন ও আদরের সহিত কখন কাহাকে দুই একটী দুর্ল্লভ ফুল, কখন কাহাকে পৃথিবীর স্তবপুঞ্জের সংগঠন, কখন বা কাহাকে প্রাচীন নগরীসকলের ভগ্নাবশেষের গঠন-কৌশল দেখাইতে লাগিলেন; এইরূপ করিতে করিতে তিনি যখন আমাদিগকে একটী পর্ব্বতের শিখরদেশে আনয়ন করিলেন, তখন সকলেই দেখিতে পাইল, আনন্দ যেন উচ্ছলিত হইয়া তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। এই পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে প্রস্তর কাটিয়া একটী নগরী ও লেব নামক একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। আমরা যখন সেই অধিত্যকা প্রদেশে আরোহণ করিলাম, তখন দেখিলাম—সেই দুর্গ ও নগরী প্রায় জন-শূন্য। সেই দিবাবসানে এই নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গ যে কি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং সেই অপূর্ব্ব শোভা-সন্দর্শনে মিলের হৃদয় যে তৎকালে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারিবেন"।

মিল্ ইংলণ্ড হইতে শেষ বিদায়-গ্রহণকালে এক দিন ফর্টনাইট্‌লী রিভিউএর সম্পাদক জন্ মর্লের বাটীতে গমন করেন। মর্লের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা মর্লে কোন বন্ধুর প্রতি লিখিত এক পত্রে ব্যক্ত করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা পাঠ করিলে, পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, মিলের মন ও হৃদয় কিরূপ বিশ্ববিষয়িক ও বিশ্বপ্রেমিক ছিল :—

"তিনি প্রাতঃকালীন ট্রেণে অমুক ষ্টেশনে উপস্থিত হন। আমি তাঁহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহার মুখকান্তিতে প্রফুল্লতা পরিব্যক্ত ছিল। আমরা

দুই জনে কখন নব দূর্ব্বাদলশ্যামল প্রান্তরের মধ্য দিয়া, কখন বা নানাবিধ বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-পরিশোভিত উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। তিনি উদ্ভিজ্জ-বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন; এই জন্য পথিমধ্যে কখন একটী ফল, কখন একটী পল্লব, কখন বা একটী লতাতন্তু লইয়া বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত তাহাদিগের অদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশল আমাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উদ্ভিজ্জবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনক্ষর ছিলাম, সুতরাং আমার প্রতি তাঁহার তাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ ব্যর্থ হইয়াছিল।

"পথিমধ্যে তিনি অশ্রান্তভাবে গল্প করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি সুবিখ্যাত জর্ম্মান্ কবি গেটির কথা তুলিলেন। বলিলেন, তিনি জীবনবৃত্তে কতকগুলি নূতন দৃশ্য অর্পণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু, তাঁহার নৈতিক চরিত্র অতি কলুষিত; যে ব্যক্তি অবিলীয়া নামক পরিত্যক্তা রমণীর অশ্রুজলে লোকের অন্তর কাঁদাইয়াছেন, তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি নিয়মিতরূপে অসদ্ব্যবহার কিরূপে করিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না; গেটি প্রাণপণে গ্রীক্ কবিদিগের অনুকরণ করিয়াও কতিপয় গীতিকা ব্যতীত আর কোন বিষয়ই অনুকরণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গ্রীক্ আদর্শ বর্ত্তমান সময়ের ভাবোচ্ছ্বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তিনি শিলারকে গেটি অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিলেন। তিনি শিলার হইতে গেটিতে প্রবেশ করা, নির্ম্মল অনাবদ্ধ বায়ু হইতে, কলুষিত আবদ্ধ বায়ুতে প্রবেশ করার তুল্য বলিয়া মনে করিতেন।

"পরে তিনি রচনার বিষয় অবতারিত করিলেন; বলিলেন, আডিসন্ ব্যতীত রচনা বিষয়ে গোল্ডস্মিথের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি জুনিয়স্ ও গিবনের রচনা অতিশয় ঘৃণা করিতেন, কিন্তু গিবনের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

"তিনি আইরিস্ বিশ্ববিদ্যালয় ও হোমরুল্ সম্বন্ধে অনেক মত প্রকাশ করিলেন।

"তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পিতা ও অন্যান্য মনীষিগণ যখন খৃষ্টধর্ম্ম হইতে চ্যুত-বিশ্বাস হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যাজকমণ্ডলীর অনিয়ন্ত্রিত শক্তির মূলে যদি কুঠারাঘাত করা যায় ও কুসংস্কার-সকল যদি অপসারিত হয়, তাহা হইলে, পৃথিবী সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে; কিন্তু ফরাশিবিপ্লবের সময় তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, চর্চ্চ উন্মূলিত হইল, অথচ সে সুখের দিন আসিল না, তখন তাঁহাদিগের সে সুখের স্বপ্ন আপনিই ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহার লিবারেল্ বন্ধুরা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইতেন; কিন্তু, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিতেন যে, 'আপনারা এক্ষণে যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ তাহার প্রতিকূল বটেন, কিন্তু সময়ে জয়লাভ হইলে, জগতের মঙ্গলের জন্য সহস্র ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রয়োজন হইবে'। [তাঁহার যৌবন-কালে তিনি বিশ্বাস করিতেন, ধর্ম্ম-বিশেষে বিশ্বাসাভাব, সামাজিক ও রাজ-নৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে মানবজাতির একতা বন্ধনের মূল হইবে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সে বিশ্বাস সঙ্কুচিত বা তিরোহিত হইয়াছে।]

"অবশেষে তিনি বর্ত্তমান একেশ্বরবা...

কথা তুলিলেন। তাঁহার মতে ইহা সত্য হউক, বা অসত্য হউক, সমাজস্থিতির পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু বলিলেন, ধর্ম্মের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা এক্ষণে নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে না।

"এইরূপে তাঁহার গল্পের মোহিনী শক্তিতে পথিশ্রম ভুলিয়া আমরা গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। তিনি সমাগত দর্শকবৃন্দের সহিত বাল্যসুলভ সরলতা ও অমায়িকতার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন; বনফুল, পতঙ্গকুল ও তির্য্যক্‌জাতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ গল্প করিলেন; নাইটিংগেলের সুমধুর গান শুনিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। আমরা শকটারোহণে বাটীর নিকট আসিলাম। এইরূপে আমি জীবনের একটী গভীর সুখের দিন অতিবাহিত করিলাম * * *"। *

মিল্ তদীয় জীবন-দৃশ্যের যে অংশটুকুর পটোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে মিসেস্ টেলরের সহিত তাঁহার প্রণয় ও পরিণয় ব্যতীত তদীয় পারিবারিক জীবন-বিষয়ে আর কোন জ্ঞান লাভ করার সম্ভাবনা নাই। তিনি তদীয় [illegible] প্রারম্ভে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—তাঁহার জীবনের যে অংশটুকুর সহিত সাধারণের সম্বন্ধ, সেই অংশটুকুর চিত্রই ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ জীবনচরিত বলিতে পারি না। কি কি উপায়ে একটী প্রকাণ্ড মন ক্রমে ক্রমে পরিণতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র। যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা, যে যে অপ্রস্ফুটিত বর্ণবিন্যাস জীবনচরিত্রের পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য বিধান করে; এবং যে যে সামান্য সামান্য ঘটনায় ও সামান্য সামান্য কার্য্যে পারিবারিক জীবনচরিত্র উজ্জ্বলিত ও উদ্ভাসিত হয়, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। যাঁহার জ্ঞানালোকে জগৎ আলোকিত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাসে জগৎ প্লাবিত হইয়াছে—সেই মনীষীর জীবনচরিত্রের প্রত্যেক রেখা, প্রত্যেক বিন্দু জানিবার নিমিত্ত সাধারণের স্বভাবতঃ বলবতী স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি কোনও মনীষী মিল্-সম্বন্ধে সাধারণের এই বলবতী স্পৃহা চরিতার্থ করিতে সুচেষ্ট বা সমর্থ হয়েন নাই। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই অভাব পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কোন সাময়িক পত্রে বা কোন গ্রন্থে মিলের জীবনের পূর্ণচিত্র প্রাপ্ত হইলাম না। অনেক অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই পূর্ণকাম হইলাম না। এই জন্য দুঃখের সহিত অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত" সাধারণসমক্ষে অবতারিত করিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা চিন্তাশূন্য আমোদের প্রত্যাশী এবং নর-রুধির-চিত্রিত বৈচিত্র্যপূর্ণ রণবীরদিগের ইতিহাস-পাঠে অভ্যস্ত,—আমরা জানি, এ চিত্র তাঁহাদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে না। কিন্তু যাঁহারা শৈশবের বৃথাব্যয়িত বা অযথাব্যয়িত বৎসরগুলিকে কিরূপে পূর্ণব্যয়িত করিতে পারা যায়, তাহা শিখিতে চান; যাঁহারা অবিশ্রান্ত সত্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করেন; যাঁহারা সত্যের অনুরোধে কেমন করিয়া পূর্ব্বসংস্কার

* Westminister and Foreign Quarterly Review, January 1, 1874 John Stuart Mill. P. 158—9.

তুলিতে ও নব সংস্কার ধারণ করিতে হয়, তাহা জানিতে চান; যাঁহারা আজীবন অকূল জ্ঞান-সাগরের তীরে বালকের ন্যায় উপলখণ্ড আহরণ করিতে অভিলাষ করেন; যাঁহারা বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত ভাব-বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি দেখিতে ও পাইতে ইচ্ছা করেন; এবং যাঁহারা মানব-হিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে ভাল বাসেন, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত তাঁহাদিগের বিশেষ উপাদেয় হইবে?

গ্রন্থকারস্য।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা।

জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল্ ১৮০৬খৃষ্টাব্দের ২০শে মে লণ্ডননগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব-ইতিহাস-লেখক জেম্‌স মিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জেম্‌স্ মিল্ অ্যাঙ্গস-কাউণ্টিস্থ নর্থওয়াটারব্রিজ গ্রামের কোন দরিদ্র কৃষি-পণ্যোপজীবী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। জেমস্ পিতৃদারিদ্র্যসত্ত্বেও কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সাহায্যে বাল্যবয়সেই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তথায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য না হওয়ায় তিনি কখনই এ ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং কিছু কাল তাঁহাকে স্কটলণ্ডের নানা পরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি লণ্ডনে সংস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন হইলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আর অন্য কোন প্রকার জীবনোপায় ছিল না। এই বৎসর তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের সরকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন সুতরাং এই বৎসরেই তাঁহার দুর্ভাগ্যগ্রহ অস্তমিত হয় বলিতে হইবে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জেম্‌স্ মিলের জীবনে দুইটী প্রবল ঘটনা উপলক্ষিত হয়। তাঁহার বিবাহ ও তাঁহার দারিদ্র্য। এরূপ দুরবস্থায় বিবাহ করা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তথাপি তিনি যে এরূপ অবস্থায় কেন পরিণয় সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহাই হউক এরূপ দুরবস্থায় পরিণয়-সূত্রে সম্বদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার ঋণে জড়ীভূত হইতে হইয়াছিল। পুস্তক লিখিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার কোন মতে চলিত না। তিনি যেরূপ স্বাধীন লেখক ছিলেন; তাহাতে লোকানুরঞ্জন জন্য নিজ মতের বিরুদ্ধে লেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইত। নূতন নূতন মত প্রকাশ করাতে বরং তিনি লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিতেন। সুতরাং অযাচিত গ্রন্থ সংকল

লোকপ্রিয় না হওয়ায় তাঁহার আয়েরও অতিশয় সঙ্কীর্ণতা জন্মিল। কিন্তু তিনি ইহাতেও এক দিনের জন্ত পরিশ্রমবিমুখ বা হতাশ হন নাই। তিনি হতশ্রদ্ধ হইয়া কখন কোন কার্য্য করিতেন না। কখন আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। যে কার্য্যে যে পরিমাণ সময় ও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, তিনি কখন তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য করিতেন না। এইরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় বলেই তিনি এতাদৃশী বিঘ্নপরম্পরা অতিক্রম করিয়া দশ বৎসরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের কল্পনা, আরম্ভ ও সমাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজ সন্তান সন্ততিগণকে স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক দিবসের অধিক সময় তাঁহার এই কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত। বিশেষতঃ যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের উচ্চশিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, এরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় আর কোন ব্যক্তির শিক্ষার জন্য কখন ব্যয়িত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

জেম্‌স বৃথা সময় নষ্ট করা অধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তিনি যে কেবল স্বয়ং সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে—জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্‌কেও তিনি সেই ধর্ম্মে ও তদনুষ্ঠানে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি, তিন বৎসর বয়সে জন্‌কে গ্রীক ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করেন। সহজে কণ্ঠস্থ হইবে বলিয়া তিনি স্বহস্তে পুত্রের জন্য ইংরাজী প্রতিশব্দের সহিত প্রচলিত গ্রীক শব্দগুলির একটী তালিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে গ্রীক্ ব্যাকরণের শব্দ ও ধাতুর রূপ করিতে শিখাইয়াই একবারে গ্রীক্ ভাষার অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পুত্র পিতৃযত্নে তৃতীয় বৎসর বয়সে ইসফ্ লিখিত কথামালা আরম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে হিরোডোটস্, ঝিনোফন, সক্রেটিস্, ডাওজিনিস্, আইসোক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি বিখ্যাতনামা গ্রীক্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি প্রথম লাটিন পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্‌স্ মিল্ যে পাঠ বিশেষ যত্নে পুত্রের অধিগম্য হইতে পারিত, পুত্রকে কেবল সেই পাঠ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে; কিন্তু তিনি পুত্রের প্রতিভা উদ্দীপ্ত করিবার জন্ত তাঁহাকে সচরাচর এমন পাঠও দিতেন, যাহা বিশেষ যত্নেও তাঁহার অধিগম্য হইবার নহে। জেম্‌স্ মিল্ পুত্রের শিক্ষার জন্ত কত দূর ব্যস্ত ছিলেন, তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তিনি পুত্রকে এক মুহূর্ত্তের জন্তও নয়নের অন্তরাল করিতেন না। যে গৃহে ও যে টেবিলে তিনি স্বয়ং লিখিতেন, সেই গৃহে ও সেই টেবিলের একপার্শ্বে পুত্রও বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন। জেম্‌স্ যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখনও তিনি পুত্রকৃত প্রশ্ন সকলের উত্তর দানে বিরক্ত হইতেন না। মনঃসংযোগের এরূপ অবচ্ছিন্ন বিঘ্নসত্ত্বেও জেমস্ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয় খণ্ডের এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মিল্ গ্রীক্ ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন সায়ংকালে পিতার নিকট গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। গণিতে তাঁহার স্বভাবতই বিরক্তি ছিল। তিনি গ্রীক্ ভাষা ও গণিতশাস্ত্র

যতোতও প্রতিদিন ভ্রমণকালে পিতার নিকট মুখে মুখে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন। জেম্‌স্ মিলের শরীর নিতান্ত অসুস্থ ছিল। এই জন্য তিনি প্রাতরাশের * পূর্ব্বে প্রতিদিন ঐরূপ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পুত্রও পিতার অনুবর্ত্তন করিতেন এবং পূর্ব্বদিন স্বয়ং যে পুস্তক পাঠ করিতেন, পরদিন প্রাতঃ-কালে ভ্রমণের সময় সেই সকল পুস্তকের সারাংশ পিতার নিকট বর্ণন করিতেন। এইরূপে তিনি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রবার্টসন, হিউম, গিবন্, ওয়াটসন্, হুক, রোলিন, প্লুটার্ক, বর্ণেট্ প্রভৃতি বিখ্যাতনামা ঐতিহাসিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া ফেলিলেন। মিল্ এইরূপে যৎকালে পিতার নিকট মুখে মুখে স্বপঠিত গ্রন্থ সকলের বর্ণন করিতেন, সেই সময় পিতা তাঁহাকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, মনোবিজ্ঞান ও সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, এবং প্রতিদিন যাহা উপদেশ দিতেন, পরদিন পুত্রকে নিজের ভাষায় সেইগুলি বলিতে বলিতেন। যে সকল পুস্তক † স্বয়ং পাঠ করিলে পুত্রের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা, পিতা ভ্রমণকালে পুত্রের নিকট সেই সকল পুস্তকের বিষয় এরূপ হৃদয়-গ্রাহী করিয়া বর্ণন করিতেন যে, পুত্র তাহার পর সেই সকল পুস্তক স্বয়ং পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। যাঁহারা বিপদে পড়িয়া অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন,—যাঁহারা বিপদে পড়িয়া তাহাতে অভিভূত না হইয়া তদতিক্রম-পূর্ব্বক উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন,—যে সকল পুস্তকে * এরূপ পরমারাধ্য ব্যক্তিদিগের বিষয় বর্ণিত আছে, জেম্‌স্ পুত্রের হস্তে এরূপ পুস্তক সমর্পণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। আমোদকর পুস্তক সকল বাল্য-শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এরূপ পুস্তক সর্ব্বদা পড়িলে, পাছে মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া কল্পনা-শক্তির অনৈসর্গিক পরিপুষ্টি হয়, এই জন্য তিনি পুত্রকে সে সকল পুস্তক সর্ব্বদা পড়িতে দিতেন না। সেই আমোদকর পুস্তকগুলির † মধ্যে রবিন্‌সন ক্রুসোই মিলের অতিশয় আদরের জিনিস ছিল। ইহা বাল্য-সহচরের ন্যায় শৈশবে সতত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মিল্ আট বৎসর বয়সে লাটিন পড়িতে আরম্ভ করেন।

* Break-fast.

† Millar's Historical View of the English Government ;

Mosheim's Ecclesiastical His tory ,

Mc Crie's Life of Jonn Knox ;

Sewell and Rutty's Histories of the Quakers.

* Beaver's African Memoranda ;

Collins's Account of the First Settlement of New South Wales ;

Anson's Voyage's ;

Hawkesworth's Voyages round the World

† Robinson Crusee ,

Arabian Nights ;

Crzotte's Arabian Tales ;

Don Quixote ;

Miss Edgeworth's popular tales ;

Brook's fool of Quality.

তিনি পিতার নিকট প্রতিদিন যতটুকু লাটিন্ শিখিতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদি'কে প্রতিদিন ততটুকু লাটিন্ শিখাইতেন। এই রূপ শিক্ষকতার কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময়ের অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হইত। এই জন্যই এরূপ কার্য্যভার কখনই তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার শিশু ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে তিনি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন, তাহাদি'কে আবার পিতৃসমীপে সেই সকল বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইত। তাহাদিগের পরীক্ষার শুভাশুভ ফলের জন্য তাঁহাকেই পিতার নিকট দায়ী থাকিতে হইত। সুতরাং এ গুরুকার্য্যভার তাঁহার আরও বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার একটী মহৎ উপকার হইয়াছিল। অন্যকে বুঝাইতে গিয়া তাঁহার মনের ভাব সকল যাহা অস্পষ্ট ছিল—তাহা স্পষ্ট হইয়া [illegible]; এবং যে যে বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন, সেই সেই বিষয় তাঁহার মনে চির-অঙ্কিত হইয়া রহিল।

মিল্ যে বৎসরে লাটিন্ পড়িতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসরেই গ্রীক্ কবিদিগের কাব্য-কাননে প্রথম প্রবিষ্ট হন। মহাকবি হোমর-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "ইলিয়ড" গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। তিনি মূল "ইলিয়ড" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে পিতা তাঁহার হস্তে পোপকৃত "ইলিয়ডের" অনুবাদ প্রদান করেন। মিল্ পোপকৃত ইলিয়ডের অনুবাদে এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, উপর্য্যুপরি অন্যূন ত্রিশবার ইহার আদ্যন্ত পাঠ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি পিতার নিকট প্রথমে বিখ্যাত [illegible] প্রণীত ক্ষেত্রতত্ব ও পরে বীজগণিত পড়িতে আরম্ভ করেন। অষ্টম-বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে মিল্ লাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষায় যে গ্রন্থরাশি *

---

* IN LATIN—

1 Virgil's Bucolics and the first six books of his Æuiad;
2 All Horace, except the Epodes;
3 The Fables of Phædrus;
4 The first five books of Livy;
5 All Sallust,
6 A considerable part of Ovid's Metamorphoses,
7 Some plays of Terence;
8 Two or three books of Lucritius,
9 Several of the Orations of Cicero, and of his writings on oratory, also his letters to Atticus;

IN GREEK,—

1 The whole of Illiad and Odyssey,
2 One or two plays of Sophocles, Euripides and Aristophanes;
3 All Thucydides;
4 The Hellenics of Xenophon;
5 A great part of Demosthenes, Æschines, and Lysias;
6 Theocritus;
7 Anacreon;
8 A little of Dionysius;
9 Several books of polybius and
10 Aristotle's Rhetoric.

পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাব তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দর্শন কবিলে আপাততঃ বোধ হইবে যেন মিল্ দৈবশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে—তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর বলে যে কোন ব্যক্তিই এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ কবিতে পারেন।

এই সময়েব মধ্যেই মিল্ ক্ষেত্রতত্ব ও বীজ-গণিত সমাপ্ত করেন। ডিফাবেন্সল্ ক্যাল্‌কুলস্ ও তৎসদৃশ উচ্চ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মে নাই। জেম্‌স্ স্বয়ং বাল্যাভ্যস্ত এই দুরূহ বিষয় সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাব একপ অবকাশও ছিল না যে, সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সুতরাং এই দুরূহ বিষয় সকলে পুত্রকে শিক্ষা দেন, তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না। এই দুরূহ বিষয়ে পুস্তক এই মিলের অন্য অবলম্বন ছিল না। সুতরাং তিনি এ সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করি।। পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। ইতিহাস সাধারণের, বিশেষতঃ পুরাবৃত্তের, দিকে মিলের বলবতী প্রবণতা ছিল। মিট্‌ফোডের গ্রীস—এবং হুক্ ও ফর্গুসনের রোম,—সতত তাঁহার চিত্ত বিনোদন কবিত। তিনি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে এত ভাল বাসিতেন ও তাহা এত পড়িতেন যে, সকল দেশেরই পুরাবৃত্ত তাঁহার এক প্রকার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নব্য ইতিহাসে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। নব্য ইতিহাস সম্বন্ধে "ডিনেমারদিগের স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রভৃতি বিশিষ্ট বিষয় ভিন্ন আর কিছুই পড়িতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইতিহাস লিখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি সেই নবীন বয়সে "রোমের ইতিহাস," "পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত" ও "হলণ্ডের ইতিহাস" নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। এবং একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সেব সময় হুক, লিবি, ডাওনিসিয়স প্রভৃতি পুরাবিদ্‌দিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "রোমেব শাসন প্রণালী" নামে এক খানি উচ্চ অঙ্গেব ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি রোমের পেট্রিসীয় ও প্লীবীয়দিগের পরস্পর বিবাদ-বর্ণনোপলক্ষে রোমীয় সাধারণতন্ত্রেব পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল বাল্যরচনাব প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা না থাকায় তিনি কিছুদিন পবে এ সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলেন।

এই কিশোর বয়সে ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় কবিতামালাও তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হইত। তবে এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, প্রথমটী স্বাভিলষিত বিষয়, আর শেষোক্তটী আদিষ্ট বিষয়। ইতিহাস রচনায় পিতা তাঁহাকে কখনই উত্তেজিত করিতেন না। কারণ তাঁহাব বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাস লিখিয়া কেহ কখন সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না। কিন্তু পুত্র সাধারণের প্রীতিভাজন হন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।—কোন্ পিতাই না ইহা ইচ্ছা করেন? —তিনি জানিতেন, পুত্র সুকবি হইলে তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে সতত কবিতারচনায় প্রবর্ত্তিত করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্র স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। এই জন্য পিতার উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে কেবল ক্লেশকর হইয়া উঠিত; এবং অরচিত, কষ্টকল্পিত

কবিতা কেবল ছন্দোময়ী রচনায় পরিণত হইত মাত্র। পিতার উত্তেজনার আর একটী কারণ এই, তিনি জানিতেন অনেক বিষয় গদ্য অপেক্ষা পদ্যে লিখিলে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। লেখকের মত সর্ব্বপ্রচারী করিতে হইলে পদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু পিতার সেই সমস্ত আশাই বিফল হইল—পুত্র কিছুতেই সুকবি হইতে পারিলেন না। পিতা পুত্রের হস্তে হোমর; হোরেস; সেক্‌সপিয়র, মিলটন, টম্‌সন্, পোপ, গোল্‌ডস্মিথ, বরন, গে, কাউপার, বিয়েটি, স্পেন্‌সার, স্কট, ড্রাইডেন প্রভৃতি বিখ্যাতনামা কবিদিগের গ্রন্থ সকল প্রদান করিলেন। পুত্র সকলগুলিই পড়িতেন, কোন কোন খানির রস গ্রহণও করিলেন, কোন কোন খানির অনুকরণে কবিতা লিখিতেও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা কিছুতেই কবিতা হইল না। হইবেই বা কেন? অনুকরণে কবি হইলে এতদিন জগৎ কবিময় হইয়া উঠিত।

শৈশবের এই সময়ে পরীক্ষাবিষয়ক বিজ্ঞান * তাঁহার আর একটী প্রমোদস্থল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এরূপ দুরূহ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুস্তকে সেই সকল বিষয় পাঠ করিতেন মাত্র। কিন্তু কখন পরীক্ষা দ্বারা সেই সকল প্রতিপন্ন করিয়া লন নাই। জয়েস্‌লিখিত "বৈজ্ঞানিক আলোচনা" এবং পিতৃবন্ধু ডাক্তার টম্‌সন্ লিখিত "রাসায়নিক গ্রন্থ" এই দুই খানিই বিশেষ রূপে তাঁহার হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছিল।

এই স্থানেই তাঁহার শৈশব-শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তিনি দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া এক্ষণে শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিলেন। এবং বয়সের আধিক্যের সহিত পাঠনার বিষয় সকলও উচ্চতর হইতে লাগিল। চিন্তাশক্তির সাহায্য ও বিনিয়োজন; এক্ষণে আর পাঠ্য বিষয় সকলের উদ্দেশ্য না হইয়া চিন্তা সকলই উহাদের উদ্দেশ্য হইল। তিনি এক্ষণে ন্যায়শাস্ত্রের * আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রথম পাঠ্য পুস্তক অর্গেনন্ †। পিতৃদেব পুত্রকে অর্গেননের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন নৈয়ায়িকদিগের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করেন। মিল সেই গুলি পড়িয়া তাহাদিগের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত ভ্রমণকালে পিতার নিকট বলিতেন। অনন্তর তিনি বিখ্যাত দার্শনিক হবস-লিখিত এক খানি উচ্চ অঙ্গের ন্যায়গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করেন। মিলের পিতা পুত্রকে যাহা কিছু পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন, তাহার উপযোগিতা যতদূর সম্ভব বুঝাইতে ও অনুভব করাইতে চেষ্টা করিতেন, এবং যাহাতে মিল স্বতই বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিতে বলিতেন। ন্যায়শাস্ত্রের উপযোগিতা বিষয়ে মিল বলিয়াছেন যে, তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন কিছুতেই ইহার ন্যায় চিন্তাশক্তির উত্তেজনা হয় নাই। তিনি প্রথমতঃ যুক্তি ও মীমাংসা বিশ্লেষণ করিতে শিখিলেন, পরে প্রদত্ত যুক্তি হইতেই সেই মীমাংসার উপনীত হওয়া যাইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিতে শিখিলেন। এই রূপ আলোচনায় তাঁহার মন যে অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা

* Experimental Science.

* Logic. † Organon.

† Deductive Logic.

হইতেই ভবিষ্যতে তাঁহার চিন্তাশক্তির এতদূর প্রখরতা ও ন্যায়ানুসারিতা জন্মে। মিল বলেন যে, অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা-সম্ভূত নির্ব্বিকল্প জ্ঞানও ইহার নিকট পরাস্ত হয়। তিনি আরও বলেন, যে কেহ দার্শনিক হইতে ইচ্ছা করেন, বাল্যকালেই অন্বয়-ন্যায়শাস্ত্রের * আলোচনায় অভ্যস্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে বলিতে পারেন, বহুদর্শন ভিন্ন ন্যায়ের আলোচনা সম্ভবপর নয়; সুতরাং এরূপ গুরুতর বিষয় বাল্যকালের উপযোগী হইতে পারে না। কিন্তু সেটী ভ্রম। বহুদর্শন আনুমানিক ন্যায়শাস্ত্রের † পক্ষেই প্রয়োজনীয়, পূর্ব্বোক্ত ন্যায়শাস্ত্রে ইহার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। অঙ্ক শাস্ত্রের ন্যায় উহা অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ। জটিল ও পরস্পরবিরোধী ভাব সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাদের দোষ সকল বুঝিতে ও বুঝাইতে পারাই ইহার বিষয়। বাল্য হইতে এইরূপ আলোচনায় মন যত অভ্যস্ত হইবে ততই চিন্তাশক্তি ন্যায়মার্গানুসারিণী হইবে। এই আলোচনার অভাবে অনেক বিচক্ষণ লোকও সময়ে সময়ে বিষম ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা কোন মত খণ্ডন করিতে হইলেই যতদূর সাধ্য করায়ত্ত যুক্তি দ্বারা বিপরীত মত সমর্থন করিতে যান, কিন্তু সেই মতের সমর্থক যুক্তি সকল হইতেই যে সেই মতের খণ্ডন হইতে পারে, সে বিষয় ভ্রমেও ভাবেন না। ইহাতে দুইটী দোষ ঘটে। প্রথম—সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া দুরূহ উপায় অবলম্বন। দ্বিতীয়—বিপরীত মত-সমর্থনে সফল হইলেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের [illegible] অপ্রমাণ হয় না।

মিল স্বভাবতই চিন্তাপ্রবণ ছিলেন, এই জন্য ন্যায়শাস্ত্র তাঁহার অতিশয় ভাল লাগিত। ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। ন্যায়ের সাহায্যে তাঁহার স্বাভাবিকী চিন্তা-প্রবণতা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি এক্ষণে গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহাদিগের যুক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া তত্তৎস্থলে স্বমত সংস্থাপন করিতেন।

এই সময়েই তিনি সুবিখ্যাত গ্রীক্‌বক্তা ডিমস্থিনিসের "ফিলিপিক্স' নামে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ডিমস্থিনিসের বক্তৃতা পাঠ করিয়া মিল্ এথিনীয় রীতি, নীতি, সমাজপদ্ধতি ও রাজনীতির বিষয় সবিশেষ অবগত হন। এক সময়েই তিনি টাসিটস্, জভিন্যাল্ এবং কুইন্‌টিলিয়ান্ প্রভৃতি লাটিন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন। এই সময়েই তিনি প্লেটো-লিখিত "জর্জিয়াস্" "প্রোটাগোরাস্" এবং "সাধারণতন্ত্র" পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্‌স মিল আত্ম-শিক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্লেটোর নিকটই বিশেষ ঋণী ছিলেন। তাঁহার মতে প্লেটোলিখিত ডায়েলগ্ ‡ গুলি না পড়িলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এইজন্য তিনি তরুণ বয়স্ক ছাত্র মাত্রকেই সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন; এবং এই জন্যই তিনি পুত্রকেও সেই সকল গ্রন্থে বিশেষরূপে দীক্ষিত করেন। পুত্রও পিতার ন্যায় সেই সকল গ্রন্থে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

* Deductive Logic.
† Inductive Logic.
‡ Dialogues.

এই সময়ে মিল্ এক বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। যৎকালে তিনি প্লেটো ও ডিমস্থিনিস্ অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার ধীশক্তি অধিকতর পরিণত হওয়ায় পিতা তাঁহাকে আর পূর্ব্বের মত প্রত্যেক বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য করিতেন না। বুঝিবার ভার পুত্রের নিজের উপর নির্ভর করিয়া, এক্ষণে তিনি উচ্চারণ লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তিনি পুত্রকে সকল পুস্তক স্পষ্টরূপে ও উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে বলিতেন, মিল চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই ইচ্ছামত পড়িতে পারিতেন না। পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। এই ঘটনা মিলের অতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মিল স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পিতৃদেবলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসই তাঁহার সুশিক্ষার প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সভ্যতা ও সমাজপদ্ধতি এবং ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী বিষয়ে এই গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচনা মিলের চিন্তাশক্তিতে অনেক পরিমাণে উত্তেজিত করিয়াছিল। বাল্যকালেই ভারতবর্ষ-বিষয়ে দীক্ষিত হওয়ায় মিল পরিণত বয়সে ভারতবাসীদিগের পরমহিতৈষী বান্ধব হইয়া উঠিয়াছিলেন। জেম্স মিল এই গ্রন্থে ডাইরেক্টরদিগের শাসনপ্রণালীর উপর ভীষণ আক্রমণ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট কখন কোন উপকার প্রত্যাশা করেন নাই। তথাপি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় করেস্পণ্ডেন্স বিভাগের সহকারী পরীক্ষকের পদ শূন্য হইলে—তিনি তৎপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। ডিরেক্টরেরাও তাঁহার এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া এবং অচিরকালমধ্যেই তাঁহাকে পরীক্ষকের পদে উন্নীত করিয়া আপনাদিগের উদারতা-গুণের পরিচয় প্রদান করেন। এই দুই কার্য্যেই তিনি অসাধারণ মন্ত্রণা-পটুতা ও রচনা-চাতুরী দেখাইয়া কর্তৃবর্গের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

জেম্স মিল তাঁহার সময়ের এই নূতন বিনিয়োজনায়ও পুত্রের শিক্ষাবিষয়ে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। যে বৎসরে সহকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, সেই বৎসরেই তিনি পুত্রকে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু রিকার্ডো অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ে যে অপূর্ব্ব সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকটন করেন, সেই গ্রন্থের স্থূল সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত লইয়া পিতা প্রতিদিন ভ্রমণ কালে পুত্রকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পুত্র এইরূপে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইয়া রিকার্ডোর বিস্তৃত গ্রন্থে অবতরণ করেন; রিকার্ডোর পুস্তক সমাপ্ত হইলে পিতৃদেব মিলকে অ্যাডাম স্মিথ-লিখিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার পাঠ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে জেম্স পুত্রকে রিকার্ডোর উৎকৃষ্টতর যুক্তির আলোক দ্বারা স্মিথের যুক্তি সকলের ভ্রম প্রমাদ অবলোকন করিতে বলেন। পুত্র পিতার আদেশানুসারে সেই আলোক দ্বারা স্মিথের ভ্রম প্রমাদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। অন্য পরের গ্রন্থ পাঠ কর, ইহাকে আয়ত্ত কর, ইহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা কর, অন্য গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা কর এবং সেই সমস্ত

মস্তের উপর নিজের সিদ্ধান্ত সংস্থাপন কর—তখই দেখিবে, তোমার চিন্তাশক্তি দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে—তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বিধান করা এবং এরূপ শিক্ষা ধারণা করা, অতি অল্প লোকের সাধ্য। জেম্‌স মিলের ন্যায় গুরু অতি অল্প ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে; এবং জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ছাত্রও অতি অল্প গুরুর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জেম্‌স পুত্রকে কখনও কোন বিষয় অগ্রে বুঝাইয়া দিতেন না। অগ্রে তিনি পুত্রকেই সেই বিষয় বুঝিতে বলিতেন। পুত্র যখন কিছুতেই তাহা স্বয়ং বুঝিতে সক্ষম না হইতেন, তখনই তিনি পুত্রের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন। এইরূপে মিল্ শৈশবেই চিন্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এই বয়সেই পিতার সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। ঈষৎ-পরিপক্ক বয়সে এই মতান্তর অনেক সময় পিতার পরাভবেই পরিণত হইত।

এইরূপে মিল্ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। এই সময়েই তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তিনি আর পিতার ছাত্র নন। এখন হইতে আপনিই আপনার গুরু হইয়া উঠিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল—এক্ষণে তিনি দেশ-ভ্রমণে নির্গত হইলেন। মিল্ পিতার অবিশ্রান্ত যত্নে ও নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়বলে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে গ্রীক, লাটিন্ ও ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি কখন বিদ্যালয়ে যান নাই—অথচ তিনি সেই বাল্যাবস্থাতেই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়সেই তিনি শিক্ষা-তরুর উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন। এ বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণে শিক্ষা-তরুর নিম্ন শাখায় বিচরণ করে। ইহার কারণ কি? বিদ্যালয়ে কি জেম্‌স্‌দিগের ন্যায় সুপণ্ডিত শিক্ষক প্রবিষ্ট হন নাই? তাহা নহে—জেম্‌স্ মিল অপেক্ষা অধিকতর সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার লইতে দেখা গিয়াছে। তবে কি জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র আর জগতে জন্মে নাই? তাহাও নহে। কারণ নিউটন্ প্রভৃতি অসাধারণ-প্রতিভা সম্পন্ন ছাত্রও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? আমরা এবিষয়ে যাহা মীমাংসা করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল:—

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা হয়—অর্থাৎ ছাত্রগণের সাধারণতঃ যেরূপ বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি, যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়—শিক্ষক তাহারই অনুরূপ শিক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ছাত্রবিশেষের উদ্দীপ্ত প্রতিভা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের উপযোগিনী নহে। এইজন্য বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রকেও অধম ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং সময়ে উত্তম ও অধম সকল ছাত্রই সাকল্যে প্রায় এক সমান হইয়া যায়। এই জন্যই বিদ্যালয়োত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধ হয় না। প্রদীপ্ত প্রতিভাও যথোচিত সংমার্জ্জনাভাবে ম্লান হয় এবং সংকৃষ্ট প্রতিভাও অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে ঈষৎ বিস্ফুরিত হয়। এইরূপে বিদ্যালয়ের সাধারণশিক্ষায় অধম ছাত্রগণের বিশেষ উপকার ও উত্তম ছাত্র-

গণের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এইরূপ সাধারণ শিক্ষা দ্বারা যদিও সাধারণ্যে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়, প্রদীপ্ত-প্রতিভ ছাত্রগণের যে ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার আর একটী মহৎ অনিষ্ট এই যে, এখানে চিন্তাশক্তির উদ্দীপনা অতি অল্পই হইয়া থাকে। ছাত্রেরা অল্প-সময়ে অধিক শিখিলে শিক্ষকদিগের মুখ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া শিক্ষকেরা অনেক বিষয় বলপূর্ব্বক ছাত্রদিগের গলাধঃ করিয়া দেন। পরের মত এবং পর-বর্ণিত ঘটনাবলীর সমষ্টি—ছাত্রদিগের চিন্তা ও স্মরণ শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া বরং নিষ্পেষিত করে। তাহারা নিজে কোন বিষয় ভাবিতে শিখে না। পরের মস্তিষ্ক-নিকৃষ্ট চিন্তা দ্বারাই আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর এই মহান্ দোষ অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাহার প্রতিবিধানৌষধ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট গৃহে অধ্যয়ন করিলে, এই দোষের অনেক নিরাকরণ হয় বটে; কিন্তু সেরূপ সুবিধা অতি অল্প লোকের অদৃষ্টে ঘটে। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অধিনায়ক মিলের অদৃষ্টে সেই সুবিধা ঘটিয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি এত অল্প বয়সেই এত অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। মিল্ বাল্য বয়সে পিতার নিকট নিজ শিক্ষাসম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত করিয়া আমরা তাঁহার জীবনের "বাল্যকাণ্ড" সমাপ্ত করিব।

"পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞান-রাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ জ্ঞান-রাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণক্ষম হইত এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগ-শীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই কখন উচ্চ-তলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে—আমি যাহা করিয়াছি—তাহা করিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আমার দ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে—তাহা আমার গুণে নহে—পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আমার সমকালীন পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, সে কেবল—পিতা যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন—তাহারই ফল।

"শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটী মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই নবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার অন্তরে স্তূপাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি তেজস্বিনী না হইয়া বরং ম্লান-ভাব ধারণ করে। নিজের মতও

নিজের চিন্তার পরিবর্ত্তে—পরের মত ও পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত না করিয়া পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সৌভাগ্য-ক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণ শক্তির সংমার্জ্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে অগ্রে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিন্তাশক্তি অচিরকালমধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

"আত্ম-গরিমা বাল-পাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য্য সহচর। ইহার সাহচর্য্যে অনেকের ভাবি উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আমার উৎকর্ষ-সূচক তুলনা বা প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চ ভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আমার সম্মুখে যে উৎকর্ষের আদর্শ ধারণ করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। যতদূর উৎকর্ষ লাভ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ও যতদূর উৎকর্ষ লাভ মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সেই উৎকর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন জানিতে পারি নাই যে, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি আমার অপেক্ষা অনেক ন্যূন বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না যে, আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এই মাত্র বোধ হইত যে, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতই সেই বালকই কেবল রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখন চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই যে, আমি এত বড় লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই মাত্র—যে আমি পাঠদ্বারা কখন পিতার সন্তোষ জন্মাইতে পরিলাম না—সুতরাং আমি পিতার তুলনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু যাঁহারা আমার শৈশবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আমার প্রতি বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস যে আমার অহঙ্কার অতিশয় ও অসহ্য। বোধ হয়, আমি শৈশব হইতেই অত্যন্ত তার্কিক ছিলাম এবং আমার নিকট অযৌক্তিক কথা বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতাম—এই জন্যই আমার প্রতি

তাঁহাদিগের এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পিতা ও তাঁহার সমবয়স্ক ব্যক্তিগণ আমার শৈশবেও অনেক গুরুতর বিষয়ে আমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই জন্যই আমার এরূপ কুঅভ্যাস জন্মিয়াছিল, এবং এই জন্যই আমি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মান রাখিয়া কথোপকথন করিতে শিখি নাই। দুঃখের বিষয়, পিতা আমার এই কুঅভ্যাস ও দুর্ব্বিনীতভাব সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয় তিনি ইহা অবগত ছিলেন না। কারণ আমি তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতাম, এই জন্য তাঁহার সম্মুখে অতিশয় শান্ত ও বিনীত ভাব ধারণ করিতাম। সুতরাং তিনি আমার অনধিকার-চর্চ্চা ও দুর্ব্বিনীততার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। যাহা হউক যদিও আমি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত অবালার্হ বাক্‌বিতণ্ডায় প্রশ্রয়ান্বিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার শুভাদৃষ্ট-বশতঃ আত্মোৎকর্ষ বিষয়ক জ্ঞান কখনই আমার মনকে অধিকার করিতে পারে নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, দেশ-ভ্রমণার্থ দীর্ঘ কালের জন্য পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে হাইড্ পার্ক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে পিতা আমায় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অদ্যাপি গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—'তুমি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া অনেক নূতন দেশ ও অনেক নূতন জাতি অবলোকন করিবে। দেখিবে—সেই সেই দেশের ও সেই সেই জাতির, তোমার বয়স্ক যুবকেরা জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন। সুতরাং অনেকেই তোমার এই অসাধারণ উৎকর্ষের বিষয় তোমার কর্ণগোচর করিবে, এবং তোমার অতিশয় প্রশংসাবাদ করিবে। সাবধান; যেন সেই সকল কথায় ও প্রশংসাবাদে তোমার হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ না হয়। সেই সেই সময়ে তোমার যেন মনে হয়—তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্য-বলে স্বয়ং তোমার শিক্ষাবিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময় ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হওয়াও সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ, ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে, বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে! এই বাক্য গুলি আমার কর্ণে অদ্যাপি যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পিতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যই আমায় সর্ব্ব প্রথমে প্রতীত করে যে, আমার সমবয়স্ক যে সকল ছাত্র অতিশয় সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু এই বোধ আমার অন্তরে কোন প্রকার আত্মাভিমান জন্মাইয়া দেয় নাই। যত বারই এই বিষয় আমার মনে উদিত হইত, তত বারই আমার অন্তরে পিতার সেই বাক্যগুলি প্রতিধ্বনিত হইত এবং অমনি যেন পিতৃদেব বলিয়া উঠিতেন—'তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবক-বৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল

ঘটনাবলী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্য-বলে—স্বয়ং তোমার শিক্ষা-বিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হওয়াও, সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে'।

"পিতা আমার অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষাবিধান করিবেন বলিয়া যে মনোরথ করিয়াছিলেন, অন্য বালকবৃন্দের সংসর্গ হইতে আমায় সতত বিচ্ছিন্ন না রাখিলে, তাঁহার সেই মনোরথ কখনই পূর্ণ হইত না। বিদ্যালয়ের বালকেরা পরস্পরের বাহ্য চরিত্রের উপর যে বিষময় প্রভাব প্রকাশ করে, তিনি যে আমায় শুদ্ধ সেই প্রভাব হইতেই অন্তর রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এরূপ নহে; তাহাদিগের ইতর চিন্তা ও জঘন্য হৃদয়-ভাবের সংক্রামণে যাহাতে আমার অভ্যন্তরীণ চরিত্র কলুষিত না হয়, তজ্জন্যও তিনি সতত চেষ্টিত থাকিতেন। অধিক কি, এই ভয়ে তিনি আমায়—অন্যান্য বালকেরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করে—সে সকল বিষয়েও উৎকর্ষ লাভ করিতে দিতেন না। আমার শিক্ষার প্রধান অভাব এই যে—আমি অনেক বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় আত্মনির্ভর পর হইতে পারিতাম না। পরিমিতাচরণ ও প্রতিদিন ভ্রমণ দ্বারা আমি সুস্থশরীর ও কষ্টসহ হইয়া উঠিলাম বটে—কিন্তু কখনই আমার শরীরে শারীরীয় পরিণতি হইল না। সুতরাং আমি বলবীর্য্য-সূচক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে কখনই সমর্থ হই নাই। অধিক কি, আমি সামান্য সামান্য ব্যায়াম বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। পিতা আমায় প্রতিদিন ক্রীড়া করিতে অবকাশ দিতেন বটে—কিন্তু পাছে আলস্য অভ্যাসগত হইয়া আমাকে পরিশ্রম-বিমুখ করিয়া ফেলে, এই জন্য তিনি আমাকে কখনই পূর্ণ অবকাশ দিতেন না। যাহা হউক আমি যে পরিমাণ অবকাশ পাইতাম, তাহাতেই ব্যায়াম ও ক্রীড়া দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এক জনও বালসহচর না থাকায় এবং শারীরিক পরিশ্রমের স্পৃহা দৈনন্দিন ভ্রমণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ায়, সে সকল করিতে আমার ইচ্ছা হইত না। কিন্তু আমি যে, কোন প্রকারই আমোদপ্রমোদ, কোন প্রকারই ক্রীড়াতে লিপ্ত হইতাম না এরূপ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সকল প্রকার আমোদপ্রমোদ ও সকলপ্রকার ক্রীড়াই অতি শান্ত ও নিভৃত ছিল। এই জন্যই আমি স্বভাবতঃ শারীরিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে একান্ত অপটু হইয়া পড়িলাম। যে সকল অবশ্য কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য সংসাধনে হস্তপদাদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনের আবশ্যকতা, সে সকল গৃহকার্য্যে আমি অতি বিকলের ন্যায় হইয়া পড়িতাম। এই জন্যই আমি অনবধান, অদূরদর্শী এবং গৃহকার্য্যে শিথিল-যত্ন বলিয়া পিতার নিকট সতত তিরস্কৃত হইতাম। তিনি এই সকল বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। সকল সময়েই তাঁহার শরীর ও মন সমবেত হইয়া কার্য্য করিত। দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতা তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রতিভাত হইত। যিনি তাঁহার সহিত একবার কথোপকথন করিতেন, তিনি

তাঁহার তেজঃপূর্ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন মুখশ্রী একবার অবলোকন করিতেন, তিনি তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিতেন না। কিন্তু বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী লোকদিগের সন্ততি যে নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ হয়, তাহার কারণ এই যে—তাঁহাদিগের সন্ততিগণ সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারাও স্ব স্ব বীর্য্যবত্তাকে তাঁহাদিগের আলস্যপরিপোষণে পর্য্যবসিত করেন। পিতা আমায় যে শিক্ষা প্রদান করেন—তাহার উদ্দেশ্য শুদ্ধ জ্ঞান—কর্ম্ম নহে। তিনি যে আমার শিক্ষায় এই অঙ্গহীনতার বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না এরূপ নহে। কারণ তিনি এই অঙ্গহীনতার জন্য সতত আমায় তিরস্কার করিতেন। তিনি যে এরূপ অঙ্গহীনতার অনুমোদন করিতেন তাহাও নহে, কারণ এজন্য তিনি সর্ব্বদা অনুশোচনা করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই অঙ্গহীনতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও ইহার নিরাকরণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। তিনি আমার বিদ্যালয়-জীবনের দুর্নীতিকর পরিণাম হইতে মুক্ত করিয়া আমার ভাবী উন্নতির মূল রোপিত করেন বটে, কিন্তু যাহাতে কার্য্যদক্ষ ও কর্ম্মের নায়ক হই, তাহার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করেন নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেন। পিতা আশা করিয়াছিলেন যে, বিনা শিক্ষায় আপনা হইতেই আমার এই সকল বিষয়ে পটুতা জন্মিবে। কিন্তু তাঁহার এরূপ আশা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। সুতরাং ইহা কখনই ফলবতী হয় নাই। এই বিষয়ে এবং আমার শিক্ষা সম্বন্ধে আরও কয়েক বিষয়ে পিতৃদেব কারণের অভাবেও কার্য্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ভগ্নাশ হইয়া পরিশেষে অকারণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মিলের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা এবং তদীয় পিতার চরিত্র ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক মত।

“মিল্ আশৈশব কোন ধর্ম্ম-প্রণালীতে দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার পিতা বাল্যে স্কচ প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি চিন্তা ও শিক্ষা বলে অচির কালমধ্যেই শুদ্ধ প্রত্যাদেশ (১) মতের কেন যাহাকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম (২) বলে তাহারও শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করেন। তিনি স্বয়ং বলিতেন যে, বট্‌লার লিখিত অ্যানালজি (৩) নামক গ্রন্থ পাঠে তাঁহার এই আকস্মিক মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যাঁহারা এক সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত দয়ার নিদান ও সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অথচ খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, বট্‌লারের যুক্তি সকল তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সবল সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নিকট বট্‌লারের যুক্তিসকলের কোন মূল্যই নাই। বট্‌লারের পুস্তক পাঠেই জেম্‌স্‌মিলের মনে এই চিন্তা প্রথম উদিত হয়, যে অদ্যাবধি

---

(1) Revelation.

(2) Natural Religion.

(3) Analogy.

খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, সে সমুদায়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মূলভিত্তি স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অদ্যাবধি কোন বিতর্কই উপস্থিত হয় নাই; ইহা এতাবৎকাল স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। জেম্‌সের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া প্রতীত হইল। এবিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রমাণ তিনি কুত্রাপি পাইলেন না। তিনি কিছুকাল সন্দিগ্ধস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি এই মত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন যে—এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং কখনও যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইব, তাহারও কোন আশা দেখা যায় না। এই টুকুই তাঁহার বিশ্বাসের সার। যাঁহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা নাস্তিকতা ও পূর্ব্বোক্ত-মত-গত বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ নাই' এবং 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' এই দুই মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম মতটিকেই প্রকৃত-পক্ষে নাস্তিবাদ বলা যাইতে পারে। জগতে এই মতের পরিপোষক ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। জেম্‌স মিল্ এ মতের পরিপোষক ছিলেন না; অধিক কি, তিনি এ মতকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। দ্বিতীয় মতটি বর্ত্তমান প্রত্যক্ষবাদের সার। জেম্‌স মিল এই মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা তাঁহাকে কতকগুলি পরস্পর-বিসংবাদী গুণের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ (১) সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ (২) এবং অনন্ত দয়ার আধার (৩)। জেম্‌স মিল্ জগৎকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা একাধারে এরূপ পরস্পরবিসংবাদী গুণত্রয়ের সমাবেশ সম্ভবপর মনে করিতে পারিলেন না। অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া এবং অনন্ত জ্ঞান এই তিনের পরস্পর স্বভাবসিদ্ধ কোন বিসংবাদ আছে বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল না। তিনি কেবল কার্য্যতঃ এই তিনের বিসংবাদ দেখিতে পাইতেন। যে ঈশ্বর জগতে রোগ, শোক প্রভৃতি অনর্থের মূল সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কিরূপে অনন্ত দয়ার আধার, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি অনন্ত দয়াবান্ হইলে জগতে রোগ, শোক কিছুই থাকিত না। যিনি অনন্ত দয়ার আধার; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও ত্রিকালজ্ঞ হইলে জগতে দুঃখের মূলেই কুঠারপাত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল কূট যুক্তিদ্বারা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা এই বিসংবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন, জেম্‌স মিলের সূক্ষ্ম বুদ্ধি সেই সকলের অসারতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলে—জেম্‌স মিল্ এইরূপে সেই ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিলেন। তিনি এই লোক-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ নীতির উচ্ছেদক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। যাহা আজ

(1) Almighty.
(2) Omniscient.
(3) All-merciful.

বরং যে ধর্ম্মের জীবনসর্ব্বস্ব—মানব-প্রেম যে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য নহে—সেই ধর্ম্মকে তিনি ধর্ম্ম বলিয়াই কোনমতে স্বীকার করিতে পারিলেন না। যে ধর্ম্মের দেবতা—ভীষণ নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা; যে ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা জ্ঞানপূর্ব্বক সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যজাতির অধিকাংশকে সেই নরকের ভয়ানক চির-স্থায়ী যন্ত্রণা ভোগ করাইবার মানসে, তাহা-দিগকে দুর্দ্দমনীয় পাপপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া-ছেন, সে ধর্ম্মকে তিনি ঘৃণার সহিত না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। এরূপ ভীষণ-প্রকৃতিক ঈশ্বরকে লোকে কিরূপে যুগপৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণনিচয়ের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। তিনি "সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি উভয়ে পরস্পরকে দমন করিয়া বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে চেষ্টা করিতেছেন" জোরোয়া-ষ্টার প্রবর্ত্তিত এই মত ইহা অপেক্ষা ভাল বলিতেন। এরূপ ধর্ম্মে নীতির অবনতি নাই। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম—নীতির ভাবকে অতিশয় অব-নত করে, এবং সর্ব্বোচ্চ উৎকর্ষের কল্পনায় যত চেষ্টা করা যায়, ইহা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হয়। বুদ্ধির চালনায় যে সকল চিন্তা হইতে সেই উচ্চোৎকর্ষের পরিষ্কার ভাব মনে উদিত হয়, অন্ধ বিশ্বাসিগণ সে সকল চিন্তা মন হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়। কারণ তাহারা, যদিও স্পষ্ট দেখিতে পায় না, তথাপি বুঝিতে পারে যে, সে সকল চিন্তা তদুদ্ভাবিত অনাদি কারণের কার্য্য সকলের এবং তদবল-ম্বিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। নীতিও এইরূপে পৌরাণিক প্রথায় চলিয়া আইলে এবং কোন যুক্তির অনুসরণ করা দূরে থাকুক, কোন সঙ্গত আবেগের অনুবর্ত্তন করে না।

জেমস্ মিল্ আপনার ধর্ম্মবিষয়ক এই সকল মতের বিরুদ্ধে পুত্রের ধর্ম্মশিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এইজন্য তিনি প্রথম হইতেই পুত্রের মনে এই সংস্কার দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন—যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। 'কে আমার স্রষ্টা?' এ প্রশ্নেরও কোন প্রকৃত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ এ বিষয়ে আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ পাই না। যদি বলি এই প্রশ্নের উত্তর 'ঈশ্বর' তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের মনে আর একটী প্রশ্ন উদিত হয়—'ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?' সুতরাং এরূপ অনবস্থাপাতে অনাদি কারণের কোন স্থিরতাই হয় না। যদিও তিনি পুত্রের অন্তরে নিজ ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি মনুষ্যজাতি এই দুর্ভেদ্য তত্ত্ববিষয়ে কি কি মত প্রচার করিয়াছেন, পুত্রকে তত্তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে শৈশবেই খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করিতে বলেন।

এইরূপে মিল্ কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসে দীক্ষিত না হওয়ায়, ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ উদা-সীন হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা বা ঘৃণা জন্মিল না। সকল ধর্ম্মই তিনি সমভাবে দেখিতে লাগিলেন। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু তাঁহার নিকট একই প্রতীত হইতে লাগিল। ইতি-হাসে তিনি মনুষ্যজাতির পরস্পর মতভেদের অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলেন। সুতরাং মত-

তের্ক জন্ত কাহারও উপর তাঁহার বিদ্বেষ ভাব জন্মিত না। কিন্তু মিলের নীতিশিক্ষার একটা অঙ্গহীনতা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জেম্‌স্ মিল জানিতেন যে, তাঁহার মত সকল প্রায় অধিকাংশ লোকের মতের বিরোধী ছিল। তিনি জানিতেন যে, এ সকল মত প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিলে অনেক কষ্ট ও অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে সেই সকল মতে দীক্ষিত করিবার সময়, এই সকল মত প্রকাশ্যে স্বীকার করার বিষয়ে সাবধান হইতে বলেন। মিল্ যেরূপ নিভৃতভাবে গৃহে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে শৈশবে বহুলোকের সহিত তাঁহার মিশ্রণের সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্য যদিও তাঁহাকে—প্রকাশ বা গোপন এই সন্ধিস্থলে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান হইতে হইত না, তথাপি এই গোপন রাখিবার উপদেশ যে তাঁহার নৈতিক উন্নতির অনেক ব্যাঘাত সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিলের শৈশবকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার বার্দ্ধক্যকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। মিল্ বলিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন তর্ক এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ইংলণ্ডে পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত না। জেম্‌স্ মিল্ এ সময় জীবিত থাকিলে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যদিও এখনও স্বাধীনভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার অপরাধে সময়ে সময়ে কেহ কেহ জীবিকানাশ, পদচ্যুতি, গৌরবহানি ও জাতিভ্রংশ প্রভৃতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন; তথাপি সাধারণতঃ এক্ষণে এ সকল বিষয়ে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা [illegible] অতিশয় অগ্রসর—পদ ও গৌরবের [illegible] লোভে যাঁহাদিগের মত অবহেলা করা [illegible]কের পক্ষে কঠিন—অথচ ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল যাঁহাদিগের নিকট ভ্রমসঙ্কুল ও মানব-জাতির অহিতকর বলিয়া প্রতীত হয়—তাঁহাদিগের নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আর তাঁহাদিগের গুপ্তভাবে থাকা ভাল দেখায় না। অনেকের সংস্কার এই যে—যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহার অন্তর ও [illegible] কখনই পবিত্র হইতে পারে না। জেম্‌স্ মিল্ প্রভৃতি মহোদয়েরা নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিলে এই সংস্কার অচিরাৎ লোকের মন হইতে দূরীভূত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল মহাত্মা জগতের অলঙ্কার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন,—যাঁহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রখ্যাত রহিয়াছে,—বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাঁহাদিগের অধিকাংশই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস-বিরহিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সংস্কার ছিল যে, তাঁহাদিগের এই মত ব্যক্ত করিলে লোকের মনে ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিলিত হইয়া [illegible] অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। এই জন্যই তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্মবিষয়ক মত সকল গোপন করিতেন। কিন্তু বিশেষ [illegible] করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের এ সংস্কার অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

জেম্‌স মিলের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক মত সকল গ্রীক দার্শনিকদিগের ন্যায় ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রকে শৈশবেই গ্রীক দার্শনিকদিগের গ্রন্থ সকলে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

যিনোফন-লিখিত মেমোরাবিলিয়া (Memorabilia of Xenophon) নামক পুস্তক পাঠে মিলের মনে সক্রেটিসের উপর অতি গভীর ভক্তি জন্মে। এই সময় হইতেই মিল্ [illegible]ক উৎকর্ষের অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি প্লেটোর পুস্তক সকল পাঠ করিয়া নীতিমার্গে আরও অগ্রসর হইলেন। ন্যায়পরতা, পরিমিতাচারিতা, সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়শীলতা, দুঃখ ও পরিশ্রম-সহিষ্ণুতা, সাধারণের হিতচিন্তা, ব্যক্তি ও দ্রব্যের গুণগ্রাহিতা এবং আলস্য ও বৃথা আমোদ প্রমোদে ঘৃণা—এই গুণ গুলিকেই সক্রেটিস্ প্রকৃত ধর্ম্মপদের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জেম্স্ মিল্ এই সকল সক্রেটিক ধর্ম্মেই (Socratic Viri) পুত্রকে আশৈশব দীক্ষিত করেন। মিল্ বিশেষ যত্নের সহিত আজীবন সেই ধর্ম্মগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জেম্স মিল্ পুত্রকে এই সকল ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে; তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম্ম গুলি প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে জীবন আদর্শ প্রদান করিতেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—যে, পিতার আদেশ অপেক্ষা, পিতার দৃষ্টান্তে তাঁহার অধিকতর উপকার দর্শিয়াছিল।

জেম্স মিলের চরিত্রে ষ্টোয়িক, এপিকিউরীয় ও সিনীক এই তিন লক্ষণই [illegible] হইত। তিনি কার্য্যের সুখ-দুঃখোৎপাদন-প্রবণতা হইতে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেন, সুতরাং তিনি এপিকিউরিয়ান্ (Epicurian) ছিলেন। [illegible] সুখ আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তিনি সিনীক (Cynic) পদের বাচ্য। কিন্তু তিনি কায়মনে সম্পূর্ণ ষ্টোয়িক (Stoic) ছিলেন। তিনি সুখের আস্বাদ গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন এরূপ নহে, কিন্তু তিনি উচ্চ মূল্যে ইহা ক্রয় করিতে ভাল বসিতেন না। তাঁহার মতে জগতের অধিকাংশ দুঃখই—সুখের উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের—ফল। যৌবনের নবীনতা অতীত হইলে এবং জ্ঞানপিপাসা শান্ত হইলে জীবন তাঁহার নিকট অতীব শোচ্য পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইত। কিন্তু তিনি কখনই যুবা ব্যক্তির সম্মুখে জীবনের এই ভীষণ চিত্র প্রদর্শন করিতেন না। তিনি বলিতেন যে যদি কখন কোন জীবন—সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা সংঘটিত হয়, সে জীবন সার্থক হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশার সঞ্চার হইত না। তিনি বিদ্যালোচনায়—সুখব্যতিরিক্তও কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী উৎকৃষ্ট ফলের উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু সেই সকল ফল গণনা না করিলেও বিদ্যালোচনাজনিত সুখকে অন্যান্যকারণোৎপন্ন সুখ অপেক্ষা উচ্চতর পদবী প্রদান করিতেন। হিতৈষাবৃত্তি-জনিত সুখকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন এবং বলিতেন যে, যে বহুজনের সুখের সহানুভাবক হইতে পারে, সেই কেবল বার্দ্ধক্যে সুখী হইতে পারে। তিনি সর্ব্বপ্রকার অত্যাসক্তিকেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং একপ্রকার উন্মত্ততা বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীন সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান যুগে অনুভূতি (Feelings) সকলকে যে উচ্চ আসন প্রদান করা হইয়াছে, ইহাকেই তিনি [illegible]

যুগের নীতিভ্রংশের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে শুদ্ধ মনের ভাবের জন্য কেহ নিন্দা বা সুখ্যাতির ভাজন হইতে পারেন না। ন্যায় ও অন্যায় এবং ভাল ও মন্দ—কার্য্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণকেই ন্যায্য ও ভাল এবং তাহার বিপর্য্যয়কেই অন্যায় ও মন্দ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণ বা তদ্বিপরীত ইচ্ছা জন্য কেহ সুখ্যাতি বা নিন্দার ভাজন হইতে পারেন না। কারণ অনেক সাধু ইচ্ছা হইতে অসাধু কার্য্যের এবং অসাধু ইচ্ছা হইতে সাধু কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য তিনি সাধু বা অসাধু ইচ্ছার জন্য কর্ত্তাকে সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন না। কিন্তু কার্য্যের সাধুত্ব বা অসাধুত্ব দেখিয়াই কর্ত্তার সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন। তাঁহার মতে সাধুকার্য্যের প্রবর্ত্তন ও অসাধু কার্য্যের নিবারণই সুখ্যাতি বা নিন্দার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে অসাধু কার্য্য সাধু অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে অসাধু কার্য্য অসাধু অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অসাধু কার্য্যদ্বয়ের তিনি কোনও প্রভেদ করিতেন না। কার্য্যের তিনি গুণাগুণবিচারে অভিপ্রায়ের সাধুত্বাসাধুত্ব গণনা করিতেন না বটে; কিন্তু কর্ত্তার চরিত্র-নির্ণয়ে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা সতত স্বীকার করিতেন। অতি অল্প লোককেই তাঁহার ন্যায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও অভিপ্রায়ের সাধুত্বের গৌরব করিতে দেখা যাইত। এবং এই দুই জানিতে না পারিয়া লোকের চরিত্র বিষয়ে কোন মত প্রচার করিতে অল্পলোকেই তাঁহার ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি জানিতেন যে, কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি অচিরপ্রসূত শিশুসন্তানের জলনিক্ষেপ প্রোৎসাহিত করে,—কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দীনা অনাথা বাল-বিধবার বৈধব্যদশা চিরস্থায়িনী করিতে চাহে,—কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোক-লজ্জাভয়ে নিরীহ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণনাশ করিতে উল্লসিত হয়, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে ঘৃণা—অন্তরের সহিত ঘৃণা—না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাহারা জানিয়া শুনিয়া কোন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এই সকল পাপাচার অনুষ্ঠান করে, তিনি তাহা-দিগের অপেক্ষাও পূর্ব্বোক্ত ধর্মান্ধদিগকে অধিক ঘৃণা করিতেন। কারণ উক্ত ধর্ম্মান্ধগণ হইতে সজ্ঞান পাপীদিগের অপেক্ষাও সমাজের অধিক অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেন।

এরূপ পিতা—পুত্রের মনে যে প্রবল নীতির ভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সে বিষয় আর বলা বাহুল্য। কিন্তু জেম্স মিলের সন্তানগণের সহিত নৈতিক সম্বন্ধের একটী অঙ্গহীনতা মিল্ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সন্তানগণের উপর কখনই স্নেহপ্রকাশ করিতেন না। তিনি যে অন্তরে তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন না—এরূপ নহে; কিন্তু তিনি ইংরাজদিগের জাতীয় স্বভাব-ধর্ম্মে ভাহা ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেন। এরূপে তাঁহার অন্তরের স্নেহ পরিব্যক্তি বিরহে ক্রমে অন্তরেই শুষ্ক হইয়া গেল। বিশেষতঃ জেম্স স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব ছিলেন, এই জন্য তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতেন। একে তাঁহারা পিতার মুখমণ্ডলে কখন স্নেহের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, তাহাতে আবার তাঁহাদিগকে সেই মুখমণ্ডলে

মধ্যে মধ্যে ক্রোধের জ্বালা দেখিতে হইত; সুতরাং কালে তাঁহাদিগেরও অন্তরে নবোদিত স্নেহের অঙ্কুর পরিপুষ্টি অভাবে বিশুষ্ক হইয়া গেল। জেমস্ মিলের জীবনের শেষভাগে হৃদয়ের এই অস্বাভাবিক ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার শেষাবস্থার সন্তানগণ—তাঁহাকে অধিকতর ভাল বাসিতেন। মিল্ জননীর নিকট প্রায় থাকিতেন না। বাহ্য জগতের সহিতও তাঁহার বিশেষ সংস্রব ছিল না। তিনি পিতার সহিত আহার বিহার করিতেন। তিনি পিতা বই আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সেই পিতা স্নেহ কাহাকে বলে, পুত্রকে তাহা দেখান নাই। সুতরাং পুত্রও পিতাকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয়, তাহা জানিতেন না বটে, কিন্তু পিতাকে কিরূপে ভক্তি ও ভয় করিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। অধিক কি তিনি পিতাকে প্রভুস্বরূপ মনে করিতেন। এরূপ কঠিন শাসনে মিল্ উপকৃত বা অপকৃত হইয়াছিলেন,তাহা তিনি স্বয়ংই বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে—শাসন ও ভয় প্রদর্শন বালকদিগের শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় শুদ্ধ মিষ্ট অনুনয়-ব্যঞ্জক বাক্যে তাহাদিগকে অপ্রীতিকর পাঠে নিয়োজিত করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে—বালকদিগের পাঠনার বিষয় সকল তাহাদিগের সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তিনি ইহার অতিবৃদ্ধির কোন মতে অনুমোদন করিতেন না। যাহা সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী তাহা বই আর কিছুই পড়িব না—বালকদিগের এরূপ মত দাঁড়াইলে শিক্ষা-প্রণালীর অবনতি বই উন্নতি হইবে না, এ বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি শারীরিক দণ্ডবিধানের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন; এবং ভয়প্রদর্শন যদিও বালশিক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতেন, তথাপি ইহা দ্বারা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের স্নেহ ও বিশ্বাসের ভাব তিরোহিত হইলে বালকদিগের অন্তরে সরলতার উৎস সংরুদ্ধ করিয়া জগতের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, মিল্ শৈশবে ও বাল্যে বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা বই তাঁহার শৈশব-সঙ্গী বা বাল্য-সহচর আর কেহই ছিলেন না। কোন সমবয়স্ক বালকের সহিত তাঁহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতৃবন্ধুদিগের দ্বারা এই অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীকৃত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার পরিপূর্ণতা-বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বেন্থাম্, হিউম্ ও রিকার্ডো প্রভৃতি ইংলণ্ডের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ জেমস্ মিলের বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা জেমস্ মিলের গৃহে সর্ব্বদা আগমন ও ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। তাঁহারা মিলকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন ও তর্ক বিতর্ক করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন। রিকার্ডো অর্থ-

নীতি ও অর্থব্যবহার (Political Economy) শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিল্ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে রিকার্ডো প্রায় তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার সহিত নানা প্রকার কথোপকথন করিতেন। হিউম্ স্কটলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং জেমস্ মিলের স্বদেশী। ইঁহারা দুই জনে বাল্যকালে এক পাঠশালায় ও এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে কিছুদিন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পুনর্ম্মিলিত হন। এই সময়ে মিল্ হিউমের অতিশয় অনুগত হইয়া উঠেন এবং প্রায়ই তাঁহার বাটীতে গমনাগমন করিতেন; কিন্তু বেন্থামেরই সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম আনুগত্য হইয়া উঠে। বেন্থাম তাঁহার পিতার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। এই গভীর বন্ধুত্বের মূলে সহানুভূতি অবস্থিত ছিল। কারণ ইংলণ্ডের প্রধান লোকদিগের মধ্যে জেমস্ মিলই সর্ব্বপ্রথমে বেন্থামের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্রাদি বিষয়ক মত সকলের সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং তাহাদিগকে কার্য্যেও পরিণত করেন। যে সময়ে বেন্থাম অতি নিভৃতভাবে থাকিতেন—যে সময়ে তিনি অতি অল্প দর্শকেরই স্বগৃহে আগমন অনুমোদন করিতেন—সে সময়েও এই সহানুভাবক জেমস্ মিলকে তাঁহার নিত্য সহচর করিয়া তুলিয়াছেন। জেমস্ মিল্ পুত্রের সহিত প্রায় মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধু বেন্থামের বাটীতে যাইতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মিল্—পিতা ও পিতৃবন্ধু বেন্থামের সহিত অক্সফোর্ড, বাথ, ব্রিষ্টল, এক্সিটর, প্লিমাউথ, এবং পোর্টস্মাউথ প্রভৃতি নগরী পর্য্যটন করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মোহিনী মূর্ত্তি এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করে। ১৮১৪ হইতে ১৮১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বেন্থাম প্রতি বৎসর ছয় মাস করিয়া সমরসেট্সায়রে প্রদেশের "ফোর্ড আবে" নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই সেই সময় মিল্‌ও তাঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই প্রদেশের প্রশস্ত উত্তুঙ্গ ও বায়ুসঞ্চালিত অট্টালিকা, নির্ম্মলিক ছায়াবহুল প্রশান্ত উপবন এবং জলপ্রপাত ও নিঝ'রিণী সকলের ঝর্ঝর শব্দ মিলের অন্তরে স্বাধীন উদারতা ও কবিতার উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছিল।

এই ফোর্ড আবেতে অবস্থিতিকালে বেন্থামের ভ্রাতা জেনেরাল সার সামুয়েল বেন্থাম ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত মিলের পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরে জেনেরাল বেন্থাম ও তদীয় পরিবারবর্গ কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণ ফ্রান্সে গমন ও কিছুদিনের জন্য অবস্থিতি করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মিলকে তাঁহাদিগের সহিত অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য অবস্থিতি করিতে আহ্বান করেন এবং মিল্‌ও তাঁহাদিগের আহ্বানের অনুবর্ত্তন করিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পিরিনিস-উপত্যকার রমণীয় প্রাসাদে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের রমণীয় দৃশ্য মিলের হৃদয়ে গভীরতম ভাব অঙ্কিত এবং তাঁহার রুচিকে চির জীবনের মত উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। মিল্ চতুর্দ্দিকে মনোহর পর্ব্বতদৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া একদিকে যেমন জড়জগতের অসীম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে ফরাশি ভাষা অধ্যয়ন পূর্ব্বক ফরাশি সাহিত্য

ও বিজ্ঞান সাগরে অবতরণ করিলেন। তিনি মণ্টপিলিয়ার নগরে "ফ্যাকল্‌টি ডেস্ সায়েন্সেস্" কালেজে মসো আংগ্রেডার রসায়নবিদ্যাবিষয়ক, মসো প্রভেন্‌কালের ভূতত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ও মসো জারগোনের ন্যায়দর্শন বিষয়ক বক্তৃতা সকল শ্রবণ করিয়া জ্ঞানমার্গে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং এ দিকে "লিসি" কালেজের অধ্যাপক মসো লেন্‌থেরিকের নিকট অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই রূপে মিলের এক বৎসরেরও অধিককাল ফ্রান্সে অতিবাহিত হইয়া গেল। ফরাশি জাতির সরল, সামাজিক ও অমায়িক ভাব মিলের হৃদয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। ফরাশি জাতির একটী বিশেষ গুণ মিলের হৃদয় আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের বিশেষ কারণ এই যে, ইংলণ্ডে এই গুণ অতি বিরলপ্রসর। ফরাশিজাতি শত্রুতার কারণ না থাকিলে সকলকেই বন্ধুভাবে দেখেন এবং সকলের নিকটেই বন্ধুজনোচিত ব্যবহারের প্রত্যাশা করেন, কিন্তু ইংরাজজাতি সাধারণতঃ সকলকেই প্রথমে শত্রুভাবে দেখেন এবং কাহারও নিকট কোন বিষয়ে প্রত্যাশা করেন না। এই বৈষম্য জন্য ফরাশিরা জাতীয় তুলনায় মিলের নিকট ইংরাজদিগের অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন।

মিল্ এইরূপে এক বৎসরেরও অধিককাল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। পারিস নগর দিয়া যাইবার সময় বিখ্যাত অর্থতত্ত্ববিৎ মসো সে এবং বিখ্যাত দার্শনিক সেণ্ট সাইমনের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। ফ্রান্সে অবস্থিতি ও এই মহাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা স্বাধীন চিন্তার ভাব মিলের মূলে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। এই উদ্দীপিত স্বাধীন-চিন্তার ভাব তাঁহাকে চিরজীবন অশ্রান্তভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মশিক্ষা।

মিল্ ফ্রান্স হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের পর দুই এক বৎসর প্রধানতঃ পুরাতন পাঠ সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন। নূতন পুস্তকের মধ্যে পিতৃদেব-রচিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক নবপ্রকাশিত পুস্তক এবং কণ্ডিলাক্-লিখিত "ট্রেট্ ডেস্ সেন্‌সেশন্স" ও "কোস' ডেটিউড্স" নামক ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রবিষয়ক পুস্তকদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ইহার পর ফরাশিবিপ্লববিষয়ক ইতিহাস পাঠ করিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দ রসে আপ্লুত হন। এই প্রলয়সদৃশ ঘটনার বিষয়ে তিনি পূর্ব্বে সবিশেষ অবগত ছিলেন না। তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন যে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের যথেচ্ছাচারিতার জর্জ্জরীভূত ফরাশিজাতি ফরাশিরাজ ষোড়শ লুই ও তদীয় সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী মেরিয়া অ্যাটয়নেটির প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারিতার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করেন এবং অসংখ্য স্বজাতির রুধিরে হস্ত কলুষিত করিয়া অবশেষে নেপোলিয়নের করে আত্ম-সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে তিনি ফরাসিবিপ্লবের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র

অধ্যক্ষ ছিলেন। একণে সবিশেষ জানিতে পারিয়া, কর্ম্মাপি জিরণ্ডিষ্টেরা যে স্বাধীনতা ও যে সাধারণতন্ত্রের জন্ম ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,—তিনি সেই স্বাধীনতা ও সেই সাধারণতন্ত্রের পিপাসু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সজীব কল্পনা তাঁহার মনে এই চিত্র অঙ্কিত করিল—যেন ফরাশি-বিপ্লবের স্থায় একটা ঘটনা অচিরকালমধ্যেই ইংলণ্ডে সংঘটিত হইবে এবং তিনি ইংলণ্ডীয় মহাসভার ফরাশি জিরণ্ডিষ্টের আসন গ্রহণ করিবেন।

ইংরাজব্যবহারশাস্ত্রের উপর জেম্‌স মিলের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তথাপি তিনি পুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যবহারবিভাগেরই যোগ্য মনে করিয়া নূতন বন্ধু অষ্টিনের নিকট রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলেন। তদনুসারে মিল্ ১৮২১-২২ খৃষ্টাব্দে অষ্টিনের নিকট ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ডিউমণ্ট—"ট্রেটিস ডি লেজিস্‌লেসন" নামক যে পুস্তকে বেন্‌থামের বিধি-বিষয়ক মত সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, এই সময়ে সেই পুস্তক মিলের হস্তে পতিত হয়। এই পুস্তক মিলের মনোজগতে একটা নূতন যুগের অবতারণা করে। মিল্ আশৈশব বেন্‌থামিক প্রণালীতেই দীক্ষিত ছিলেন। "যে কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অধিক লোকের সুখের উৎপাদক, তাহাই ধর্ম্ম্য ও লোকের কর্ত্তব্য"—মিল্ সকল কার্য্যেই বেন্‌থামের [illegible] প্রয়োগ করিতেন। সাধারণ লোকে [illegible] ব্যবহার বিষয়ক কোন প্রিয় [illegible] প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হয়, [illegible] "প্রকৃতির নিয়ম" "অভ্রান্ত যুক্তি" "কর্ত্তব্য বুদ্ধি" প্রভৃতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিবাদীর চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কার্য্য বা মতের কর্ত্তব্যতা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না করিয়া, আমরা যাহা ভাল বুঝিতেছি বা যাহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই "কর্ত্তব্যবুদ্ধির" প্রকৃতির নিয়মের" ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত, শুদ্ধ ইহা বলিলেই একণে আর পর্য্যাপ্ত হয় না। বেন্‌থাম এরূপ অসার বেদবাক্যসকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। তিনি নৈতিক রাজ্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব করেন। "যাহা জগতের অত্যন্ত হিতকর ও অপরিসীম সুখের উৎপাদক" তাঁহার মতে তাহাই "কর্ত্তব্য-বুদ্ধির" প্রকৃতির নিয়মের" ও "অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত। কারণ প্রকৃতি বা ঈশ্বর যাহা-কেই আমরা জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি না কেন, জগতের হিত ও সুখ যে তাঁহার জগৎকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ের আর মতান্তর নাই। সুতরাং "যাহাই জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক" তাহাই "কর্ত্তব্যবুদ্ধির" প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়মের" ও অভ্রান্ত যুক্তির" অনুমোদিত এবিষয়ে আর মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কোন্ কার্য্য জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক, কেবল ইহার নির্ণয় যুক্তি ও প্রমাণ সাপেক্ষ। সুতরাং কোন কার্য্য উচিত কি না, ইহার মীমাংসাস্থলে সেই "কার্য্যের কর্ত্তব্যবুদ্ধি" প্রভৃতির অনুমোদনীয়তা ব্যক্ত না করিয়া, তাহা জগতের হিত ও সুখকর কিনা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা কেবল তাহাই প্রতিপন্ন করা উচিত। যুক্তি ও প্রমাণের পরিবর্ত্তে "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়ম ও অভ্রান্ত যুক্তির অনুমোদনীয়", শুদ্ধ এই কথা গুলি নির্দ্দেশ

করিলেই চলিবে না। মিল্ বেন্থামের নিকট নীতিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুইটী মতের—হিতবাদ (Principie of utility) এবং সুখবাদ (Doctrine of happiness) শিক্ষা করেন। এই দুইটী মত তাঁহার হৃদয়ে ও মনে গ্রথিত হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার নীতির এবং ইহাই তাঁহার বিজ্ঞানের মূল-ভিত্তি স্বরূপ হইয়া উঠে। তিনি জীবনে যে কার্য্য করিতে যাইতেন, তাহাতেই হিত-বাদ ও সুখবাদ তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির নোদক হইয়া উঠিত। তাঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি এই মতদ্বয়ের কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা জগতের অসীম মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারিবেন। তাঁহার মনোজগতের পরিসর ইহা দ্বারা অতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অধিক কি ইহা তাঁহার শরীর ও মনে নূতন জীবন সঞ্চারিত করে।

মিল্ বেন্থামের বিধি, নীতি ও ন্যায় বিষয়ক গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ক্রমে লক্, হেল্ভেসিয়স্, হার্টলে, কণ্ডিলাক, বাকেলে, হিউম, রীড, ডিউগাল্ড ষ্টুয়ার্ট, ব্রাউন্ প্রভৃতি বিখ্যাতনামা দার্শনিকদিগের গ্রন্থসাগরের পারদর্শী হইলেন। এই স্থানেই তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল।

এতদিন মিল্ কেবল নির্জ্জনে বিদ্যানুশীলন করিতেন মাত্র। লোকের সহিত কিরূপে মিশিতে হয়, লোকের সহিত কিরূপে কথোপ-কথন করিতে হয়, তাহা তিনি এক রকম জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবন্ধুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহা-দিগের সহিত কথোপকথনে মিলেরও তর্ক ও বাক্শক্তি ক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ এবং প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ অষ্টিন্, জেম্সের নিকট নব-পরিচিত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত পরিচয় অচিরকালমধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হইল। গ্রোট্‌বয়সে জেম্সের অনেক কনীয়ান্, সুতরাং মিল্ অপেক্ষা বয়সে অধিক বড় ছিলেন না। এইজন্য মিলের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। মিল্ ইহার সহিত নৈতিক, রাজনৈতিক, ও দার্শনিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীত হইতেন এবং প্রায় সকল বিষয়েই ইহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন।

অষ্টিন্ গ্রোট্ অপেক্ষা প্রায় ৫।৬ বৎসরের অধিকবয়স্ক ছিলেন। ইনি সফোক্ নগরের একজন সমৃদ্ধিশালী বণিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সিসিলীয় সমরে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের অধীনে সৈনিকপদে অভিষিক্ত হন। সমর সমাপ্ত হইলে তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। গ্রোট্ অনেক বিষয়ে জেম্স্ মিলের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন চিন্তা ও অনুশীলন দ্বারা প্রায় সকল বিষয়েই স্বাধীন মত সংস্থাপিত করেন, সুতরাং প্রায় কোন বিষয়েই জেম্সের শিষ্য ছিলেন না। ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি কথোপকথনের সময়েই বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইত। তিনি পৃথিবী ও সমাজের বর্ত্তমান দীন হীন অবস্থায় পরিতৃপ্ত ছিলেন না। এইজন্য তাঁহার মুখমণ্ডলে সতত বিষাদচিহ্ন উপলক্ষিত হইত। মানবজাতির উন্নতিসাধনে বলবতী ইচ্ছা, বলবৎ কর্ত্তব্যজ্ঞান অসাধারণ ধীশক্তি এবং অজস্র জ্ঞানরাশি

সত্ত্বেও এই মহাপুরুষ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ জগতে মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক এই অসাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ও নীতি মিলের মন ও হৃদয়কে অধিক পরিমাণে উত্তোলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি মিল্‌কে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার উন্নতি-সাধনে সতত সচেষ্ট থাকিতেন।

এই সময়ে অষ্টিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস্ অষ্টিনের সহিত মিলের আলাপ হয়। চার্লস অষ্টিন্ কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের একজন অদ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন। উক্ত স্থানে ইউনিয়ন ডিবেটিং ক্লব নামে একটী সভা ছিল। চার্লস সেই সভার অধিনায়ক ছিলেন। মেকলে, হাইড, চার্লস ভিলিয়ার্স্ ষ্ট্রট, রোমিলী প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ এই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। চার্লস অষ্টিনের প্ররোচনায় মিল্‌ও এই সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। অষ্টিনের স্বাধীন বক্তৃতাসকল ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটী নবযুগের আবির্ভাব করে। বেন্থামের গভীর মত ও যুক্তি সকলই ইহারই বক্তৃতাবলে সর্ব্বত্র বিধ্বনিত হয়। চার্লস অষ্টিনের সহিত সখ্য, মিলের জীবনে একটী নূতন কাণ্ডের অবতারণা করে। মিল্ এত দিন পর্য্যন্ত যত লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বয়োবিষয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ। তাঁহাদিগের সহিত মিলের গুরুশিষ্য-ভাব ছিল। এরূপ লোকদিগের সহিত সাহচর্য্যে স্বাধীন চিন্তা স্ফুরিত হয় না। মিল্ চার্লস অষ্টিনের সহিতই সর্ব্ব প্রথমে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। ইহারই সাহচর্য্যে মিলের চিন্তা ও তর্কশক্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুরিত হয়।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে মিল্ একটী ক্ষুদ্র সভা সংস্থাপিত করেন। যাঁহারা সমাজ ও রাজ্যশাসন বিষয়ে হিতবাদ মতের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই কেবল এই সভার সভ্য হইলেন। প্রতি পক্ষে এই সভার একবার করিয়া অধিবেশন হইত এবং ইহাতে হিতবাদ মত সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি পঠিত হইত। সর্ব্ব প্রথমে ইহার তিনজন মাত্র সভ্য ছিল। ইহার সভ্যশ্রেণীর সংখ্যা কখনই দশ জনের অধিক হয় নাই। পরিশেষে ইহা সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল পরিমিত জীবনের পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সভা সংস্থাপনে মিলের দুইটী মহৎ উপকার সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার বক্তৃতাশক্তি বিস্ফুরিত ও পরিমার্জ্জিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সমবয়স্ক ও সমমতাবলম্বী যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার অধিনায়কত্ব সংস্থাপিত হয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মিল্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষীয় করেস্পন্ডেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের অন্যতম কেরাণীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। ভারতবর্ষীয় স্বাধীন ও করদ রাজ্য সকলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল পত্রাদি [ডেস্পাচ] লিখিতে হইত, প্রথম হইতে মিল্‌কে সেই সকলের খস্‌ড়া [ড্রাফ্‌ট] প্রস্তুত করিতে হইত। মিল্ অচিরকালমধ্যেই এই কার্য্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ শীঘ্রই পরীক্ষক (Examiner) পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার ঐ পদে অভিষিক্ত হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জীবিতকাল পর্য্যবসিত হয়। এই ঘটনায় মিল্ 'ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা এত ভাল ছিল না যে

তিনি কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়াও সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টার কিয়দংশ তাঁহাকে অগত্যা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যয়িত করিতেই হইবে। কিন্তু কোন্ কার্য্যে ইহা ব্যয়িত করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কোন ব্যবসায়েই দীক্ষিত হন নাই, সুতরাং ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কোন পৃষ্ঠবলও ছিল না, যাঁহার সাহায্যে কোন উপযুক্ত পদে অভিষিক্ত হন। সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূরণ বা পুস্তক লিখন বই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তা ও সাহিত্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহার বিবেকশক্তি এত বলবতী যে, তিনি অর্থের জন্য নিজের মতের বিরুদ্ধে লিখিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে সংবাদ-পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য যে সকল পুস্তক সংরচিত হয়, তাহাতে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সকল রচনা কখন চিরস্থায়িনী হইতে পারে না। যে সকল পুস্তক ভাবী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মূলভিত্তি স্বরূপ হইবে, সে সকল পুস্তক লিখিতে অনেক সময় ও চিন্তার প্রয়োজন এবং সাধারণতঃ তাহাদিগের জনসমাজে পরিচিত ও খ্যাত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগের উপর জীবিকা নির্ভর করা যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত পুস্তক লিখিলেও কিয়ৎপরিমাণে অর্থোপার্জ্জন হয় বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ করা অতিশয় ক্লেশকর। এই সকল কারণে লিখনোপজীবী ব্যক্তিদিগের জীবন সকল অবস্থাতেই কারুণ্যোদ্দীপক। তথাপি মিল্ এই অনিশ্চিত জীবনই অবলম্বন করিলেন। পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী শিক্ষাও বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র অর্থজনিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, সুতরাং তিনি পিতার সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলেন না।

মিল্ নাগরিক-জীবন-প্রিয় ছিলেন না। তিনি প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে পদব্রজে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। ফ্রান্সে ভ্রমণ করার পর হইতে তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা দিন দিন উপচীয়মান হইতে থাকে। এই জন্য তিনি বৎসরে বৎসরে যে এক মাস করিয়া অবকাশ পাইতেন, তাহা প্রায়ই ভ্রমণে পর্য্যবসিত করিতেন। ফ্রান্স, বেলজিয়ম্ এবং রিনিস্ জর্ম্মণি প্রায়ই তাঁহার বাৎসরিক পরিভ্রমণের স্থানভূত হইত এবং অবশেষে তিনি পীড়াব্যপদেশে একবার তিনমাস ও একবার ছয় মাস সুইজর্লণ্ড, টাইরল এবং ইটালী পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। এই সকল ভ্রমণের মোহন ভাব মিলের অন্তরে এত গভীররূপে অঙ্কিত হয় যে, তিনি জীবনে ইহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

মিল্ বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাচর্চ্চায় কখন শিথিল-প্রযত্ন হন নাই। বরং তিনি যৎকালে ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার বিদ্যানুশীলনে স্পৃহা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময়ে ট্রাভেলার এবং মর্ণিং ক্রনিকল্ নামক দুই খানি সংবাদপত্রে তাঁহার কয়েক খানি অত্যুৎ

রুষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সকল পত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে স্বাধীন মত সকল লিখিত হয়। পেরী মর্ণিং ক্রনিক্লের সম্পাদক ছিলেন। পেরীর মৃত্যুর পর জন ব্লাক্ ইহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। ব্লাক্ অসাধারণ-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বেন্থামের মত সকলে বিশেষ দীক্ষিত ছিলেন। ব্লাকের সময়ে ক্রনিক্ল হিতবাদী র‍্যাডিকালদিগের মুখযন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের আইন, ইংলণ্ডের জজ ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যপ্রণালী অভ্রান্ত বলিয়া ইংরাজ মাত্রের ভ্রান্ত সংস্কার ছিল। ক্রনিক্ল প্রমাণ দ্বারা সেই অন্যায় সংস্কারের নিরাস করিয়া ইংলণ্ডের বিচার ও শাসনবিষয়ক সংস্কারের আরম্ভ করে। ব্লাকের সহিত জেমস মিলের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। এই হৃদ্যতাজন্য ক্রনিক্ল-জেম্স মিলেরও মুখযন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উঠিল। জেম্স মিল্ স্বয়ং বা ব্লাক্ দ্বারা নিজের স্বাধীন নূতন মত সকল এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল যায়, এমন সময়ে ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউয়ের প্রস্তাব আরম্ভ হয়। এই সময়ে এডিনবরা ও কোয়ার্টরলির যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। এই দুই খানি পত্রিকাই কন্জারভেটিবদিগের প্রবল যন্ত্র ছিল। এই দুইখানির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এমন এক খানি মাসিক পত্রের অভাব র‍্যাডিকালদিগের শিরোমণি বেন্থামই সর্ব্ব প্রথমে অনুভব করেন। এই অভাব দূরীকরণ মানসে বেন্থাম ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে এই পত্রিকা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি জেম্স মিল্‌কে ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জেম্স্ ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। জেম্স্ অস্বীকৃত হইলে লণ্ডনের একজন প্রসিদ্ধ বণিক্ সারজন্ বাউরিংএর হস্তে এই ভার সমর্পিত হইল। বাউরিং প্রায় দুই তিন বৎসর হইতে ক্রমাগত বেন্থামের নিকট যাতায়াত করিয়া বেন্থাম ও বেন্থামের মতসকলের উপাসক হইয়া উঠেন। বেন্থামও তাঁহার কতকগুলি সদ্গুণে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল র‍্যাডিক্যাল-দিগের সহিত বাউরিংএর আলাপ ও পত্রাদির বিনিময় ছিল। সুতরাং বাউরিংই বেন্থামের মত সকল জগতে ঘোষণা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম। এই সকল কারণেই এই নবপ্রস্তাবিত পত্রিকার সম্পাদকের ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইল। এইরূপে জগন্মান্য ওয়েষ্টমিনিষ্টার জগতে প্রাদুর্ভূত হয়। বাউরিংএর সহিত জেম্স মিলের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু জেম্স বাউরিংএর বিষয় যতদূর জানিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের অযোগ্য। সুতরাং তাঁহার হস্তে এই পত্রিকার ভার অর্পিত থাকিলে বেন্থামের যশঃ ও ধনের অপচয় বই উপচয় হইবে না। তথাপি তিনি বেন্থামকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না এবং তাঁহার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথম সংখ্যাতে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করেন। এডিনবরা রিভিউএর প্রথমাবধি সকল সংখ্যার সমালোচনই এই প্রস্তাবের বিষয়ীভূত। জেম্স পুত্রকে সেই সমস্ত সংখ্যার স্থূল মর্ম লিখিতে আদেশ করেন এবং পুত্রলিখিত সেই স্থূল মর্ম অবগাহন করিয়াই সমস্ত সংখ্যা

সমালোচন করেন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউয়ের আবির্ভাবে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার প্রধান কারণ এই সমালোচন। এই সমালোচনের যে পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বিতীয় সংখ্যায় ও অতি চমৎকার। ইহা পুত্র কর্ত্তৃক সংরচিত হয়।

অচিরকালমধ্যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত হইয়া উঠে। সাহিত্য বিষয়ক বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হয়। হেন্‌রি সদর্রন্ নামে একজন সাহিত্যোপজীবী ব্যক্তি এই বিভাগের সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক বিঘ্ন-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে, এই পরিবর্দ্ধিত পত্রিকা জনসমাজে প্রকাশিত হয়। ইহার কৃতকার্য্যতা আশাতীত হওযায় র‍্যাডিক্যালমাত্রেরই অন্তরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইল। এখন হইতে সকলেই ইহার উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জেম্‌স্ মিল্ ইহার একজন নিয়মিত লেখকের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইহাতে অনেকগুলি প্রস্তাব লিখেন। তন্মধ্যে চারিটী অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমটীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা এডিনবরার সমালোচন; দ্বিতীয়টী কোয়ার্টার্লীর সমালোচন; তৃতীয়টী পঞ্চম সংখ্যায় সদের "বুক অব্ দি চর্চ্চ" নামক পুস্তকের উপর আক্রমণ; এবং চতুর্থটী দ্বাদশ সংখ্যায় রাজনীতি-বিষয়ক। অষ্টিন্ ইহাতে একটী মাত্র প্রস্তাব লিখেন। ইহা এডিন্‌বরায় প্রকাশিত মক্কলক লিখিত জ্যেষ্ঠাধিকার-বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবাদ। মক্কলক জ্যেষ্ঠাধিকার প্রণালীর সমর্থন করেন এবং অষ্টিন্ প্রবলতর যুক্তি দ্বারা তাঁহার যুক্তি সকলের খণ্ডন করেন। গ্রোটও এক্‌টীও বই ইহাতে লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত সময়ই তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার এই প্রকার তাঁহার প্রিয়-ইতিহাসবিষয়কই। বিগ্‌নান, চার্লস্ অষ্টিন এবং ফন্ ব্লাঙ্ক প্রভৃতিও ইহার অনিয়মিত লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মিলের বিশেষ বন্ধুদিগের মধ্যে ইলি, ইটন্ টুক্, গ্রেহাম্ এবং রীবেক প্রভৃতিও ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। মিল্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম নিয়মিত ছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে অষ্টাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত কয়েক খণ্ডে মিলের লেখনী হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটী প্রস্তাব বহির্গত হয়। সেগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক সকলের সমালোচন অথবা রাজনীতি ও ব্যবহার-শাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব। জেমস্ মিলের অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট হইতেও মধ্যে মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল আসিতে লাগিল। বাউরিঙের হস্ত হইতেও কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব বহির্গত হইল। তথাপি জেম্‌স্ মিল্ এবং গ্রোট্ ও অষ্টিন্ প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুবর্গের মনস্তুষ্টি হইল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই এই পত্রিকা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং মিল্ ও তাঁহার সহচরবৃন্দও গুরুজনদিগের অনুবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সম্পাদকদ্বয়ের জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিলেন। মিল্ পরিণত বয়সে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের এরূপ ব্যবহার করা কতক পরিমাণে অন্যায় হইয়াছিল। তাঁহারা এই পত্রিকার যতদূর অনাদর করিয়াছিলেন, ইহা ততদূর অনাদরের যোগ্য হয় নাই।

ইত্যবসরে এই পত্রিকার যশঃসৌরভ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল। এবং ইহার গৌরববৃদ্ধির সহিত বেন্থামিক র‍্যাডিক্যালিজম্ মতেরও গৌরববৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই পত্রিকার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল এবং সমাজ ও রাজ্যসংস্কারের অভাব সর্ব্বত্র অনুভূত হইল। এতদিন পরে যেন ইংলণ্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। উন্নতির স্রোতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইল। বেন্থামের নাম সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল। অসংখ্য যুবকবৃন্দ এই নূতন মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, বেন্থামের শিষ্যবর্গেরা তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার মত সকল শ্রবণ করিত। এরূপ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা জেম্স্ মিল্ তাঁহার "ফ্রাগ্মেন্ট অব্ ম্যাকিণ্টস্" নামক পুস্তকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেন্থামের মত সকল তাঁহার রচনাতেই পরিব্যক্ত হয়। সে সকল তাঁহার কথোপকথনে প্রায় প্রকাশ পাইত না। তাঁহার মত সকল তাঁহার প্রিয়বন্ধু জেম্সের কথোপকথন দ্বারা ইংলণ্ডে যতদূর প্রচারিত হয়, তাঁহার রচনা দ্বারা ততদূর হয় নাই। জেম্স্ মিলের অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য মানবপ্রেম, অতি উচ্চ নৈতিক ভাব, সহাস্য বদন এবং স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে—শ্রোতৃমাত্র তাঁহার উপর অনুরক্ত ও তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেই কোন কার্য্যে তাঁহার অনুমোদনে প্রফুল্ল ও তাঁহার অননুমোদনে বিষণ্ণ হইতেন। ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার আশ্বাসবাক্যে নবজীবন প্রাপ্ত হইতেন। বলিতে কি জেম্স্ মিলের সাহায্য ব্যতীত বেন্থামিক মত সকল কখনই জগতে এত শীঘ্র প্রচারিত হইত না।

বেন্থামের মত সকল জেম্স্ মিল্ দ্বারা তিন প্রধান স্রোতে প্রবাহিত হয়। প্রথম স্রোত জন্ মিল্। দ্বিতীয় স্রোত কেম্ব্রিজের অলঙ্কার স্বরূপ চার্লস অষ্টিন্ এবং লর্ড বেল্পার, লর্ড রোমালী প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ। তৃতীয় স্রোত কেম্ব্রিজের আণ্ডার গ্রাজুয়েট্ ইটন্ টুক্ এবং চার্লস বুলার প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবৃন্দ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য ক্ষুদ্র স্রোতে এই সকল মত প্রবাহিত হয়। তন্মধ্যে গ্রাক ও ফন্‌ব্লাঙ্ক প্রধান। কিন্তু ফন্‌ব্লাঙ্কের সহিত মিলের অনেক মতভেদ হইত। তন্মধ্যে রাজ্যের শাসনকার্য্যে স্ত্রীজাতির পরিবর্জ্জন সর্ব্ব প্রধান। মিল্ এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ স্ত্রীজাতির পরিবর্জ্জনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, বেন্থাম্ও তাঁহাদিগের মতের পরিপোষক ছিলেন।

মিল্ ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এক্ষণে যে মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন, তাহা শুদ্ধ বেন্থামের নহে; কিন্তু বেন্থাম হার্টলে, ম্যালথস এবং জেম্স্ মিল্ প্রভৃতির মতের সারভাগ মাত্র।

রাজনীতি বিষয়ে জেম্স্ মিলের যে দুই বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা এই; প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী এবং তর্ক বিতর্কের পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি বলিতেন যে, যদি সকল প্রজাই লেখা পড়া শিখে, যদি সকল প্রস্তাবই উভয় পক্ষের যুক্তি লিখন ও বর্ণনা দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় এবং যদি তাহারা পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ সভ্য মনোনীত করিতে পারে, তাহা হইলে শাসনের অতি

উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সাধারণ প্রজাপুঞ্জ দ্বারা মনোনীত হইলে, তাঁহারা কোন শ্রেণী বিশেষের উদ্দেশ্য সাধন করিতে কখনই চেষ্টা করিবেন না। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলই তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর নিয়ামক হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর উপর কাহারও অসন্তুষ্ট হইবার কারণ থাকিবে না। সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতন্ত্র শাসন-প্রণালীরই উপর জেম্‌স্ মিলের বিদ্বেষ ছিল। তিনি সে সমস্তকেই জগতের-সুশাসনের প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন। এই জন্য তল্লিখিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবেই তিনি রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিরই মহাসভার সভ্য মনোনীত করণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রেরই আপন নিয়ম ও শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিবার অধিকার আছে বলিয়াই যে, তিনি এরূপ বলিতেন তাহা নহে; রাজ্যের নিয়ম ও শাসনবিষয়ে ব্যক্তিমাত্রেরই হস্ত না থাকিলে কখনই রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না, এই জন্যই তিনি এরূপ বলিতেন। তিনি বেন্‌থামের ন্যায় এরূপ বিশ্বাস করিতেন না যে, রাজা থাকিলে রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না। সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপনে রাজার ভাব আর অভাব দুই সমান। রাজ্যের সকল শ্রেণীর উপর রাজ্যের শাসন ও নিয়ম সংস্থাপনের ভার থাকিলে রাজার ভাল বা মন্দ হওয়ায় কিছু বিশেষ আসে যায় না। তিনি বলিতেন যে, শুদ্ধ সম্রান্ত শ্রেণীর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত থাকিলে রাজ্যের যেরূপ অনিষ্ট সম্ভাবনা, সেইরূপ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত যাজকমণ্ডলী দ্বারা ধর্ম্মনীতির উচ্ছেদ সম্ভাবনা। মানবমনের নৈতিক উন্নতির স্রোত রোধ করা তাঁহাদিগের স্বার্থ। কারণ মানবজাতি নীতিমার্গে অতিশয় অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যাজকসম্প্রদায়কে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। যাজকমণ্ডলীর ব্যক্তিবিশেষের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না। বরং অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কেবল তিনি প্রজাদিগের রুধির দ্বারা এরূপ সম্প্রদায়ের পরিপোষণ প্রণালীর উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। নীতিবিষয়ে জেম্‌স্ মিলের মত সম্বন্ধে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাহা কিছু জগতের অধিকাংশ প্রাণীর হিতসাধক, তাহাই নীতিমার্গানুমোদিত। এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত। তিনি স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর অসঙ্কোচিত মিশ্রণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপ মিশ্রণে সমষ্টিতঃ জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। সতত সন্দর্শনাভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির কল্পনা অতি দূষিত হইয়া থাকে। পরস্পরের সহিত সম্মিলনেচ্ছা অতি বলবতী হইয়া উঠে। সেই সম্মিলনেচ্ছা প্রতিরোধে অধিকতর বলবতী হইয়া অনেক সময় লজ্জা ভয় অতিক্রম করে। অসঙ্কোচিত মিশ্রণ দ্বারা এই অনিষ্ট নিবারিত হইবার সম্ভাবনা। মিল্ ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এই সকল সমাজধর্ম্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় মত সকলের বিশেষ উপাসক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিজে এই মতের উপাসক হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মত সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। জেম্‌স্ মিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের

এই উৎসাহ কিয়ৎকালের জন্ত সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইল।

আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল্ এবং তাঁহার গুরুজন ও সহচরবৃন্দের বাহ্য জীবন অর্থাৎ মানসিক উন্নতিরূপ জীবনচিত্রের একাংশমাত্র চিত্রিত করিতেছিলাম। আমরা এখনও অন্তর্জীবনের কোন চিত্রই প্রদর্শন করি নাই। এখন আমরা ক্ষণকালের জন্য সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলাম।

অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, এক জন প্রকৃত বেন্থামিক একটী তর্ক-যন্ত্রস্বরূপ। ইহাকে অগ্নিক্ষিপ্ত কর, অমনি ইহা হইতে তর্করাশি অনিবার্য্যবেগে বহির্গত হইতে থাকিবে। ইহার হৃদয় শুষ্ক ও পাষাণবৎ। বেন্থামিকের এই চিত্র যদি কাহারও বিষয়ে কখন সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই নূতন মতে দীক্ষিত হওনের পর দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত মিলের জীবনে হইয়াছিল। তাঁহার তর্কশক্তি তাঁহার হৃদয়ভাবের বিনাশে অস্বাভাবিকরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ পিতা কর্তৃক তাঁহার অস্বাভাবিক শিক্ষা। জেম্স্ মিল্ পুত্রের হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল উদ্দীপিত না করিয়া বরং নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি কঠিনহৃদয় বা কোমলতর-বৃত্তি সকলের অগোচর ছিলেন এরূপ নহে। বরং তাঁহাতে ইহার [illegible] উপলক্ষিত হইত। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, হৃদয়ের কোমলতর-বৃত্তি স্বভাবতঃ এত তেজস্বিনী যে, ইহা কোন উত্তেজকের অপেক্ষা করে না। স্বতই ইহা আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া থাকে। ইহা উত্তেজিত হইলে অনেক সময় অনিষ্ট ফল প্রসব করে। তাঁহার এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি কখন পুত্রের অন্তরের কোমলতর বৃত্তি সকলের পরিপোষণ করেন নাই। এই জন্য মিলের কোমলতর বৃত্তি সকল ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের নিয়ন্ত্রণ জন্য কবিতা ও অন্যান্য কল্পনা-বিজৃম্ভিত কাব্য-সমূহের উপর মিলের বিশেষ অনুরাগ জন্মে নাই। তিনি স্বয়ং কল্পনাবিস্ফুরিত কাব্য পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু কোমলতর বৃত্তি-নিচয়ের পরিপোষণ ও পরিমার্জ্জনের জন্য কাব্যপাঠের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, মিলের অন্তরের এইরূপ অস্বাভাবিক ভাব চিরস্থায়ী হয় নাই। প্লুটার্কলিখিত জীবনাবলী এবং কণ্ডর্সেটলিখিত টর্গটের জীবনচরিত মিলের মনে প্রলয় উত্থাপিত করিল। মানবজাতির প্রকৃত উপকারক মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর উদ্বেল হইয়া উঠিল যে, এখন হইতে তিনি কাব্য-রসামৃত পানে আত্মাকে বঞ্চিত করা পাপ মনে করিতে লাগিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের শেষে অথবা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল্ বেন্থামের "জুডিসিয়াল্ এভিডেন্স" নামক উৎকৃষ্টগ্রন্থের সম্পাদনে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার একটী বৎসর পর্য্যবসিত হয়; এবং ইহাতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তিনি অপরিণতবয়স্ক হইলেও এই গ্রন্থের সম্পাদনে তাঁহার নাম বিদ্বন্মণ্ডলীতে অতিশয় খ্যাত হইয়া উঠিল। এই কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় মিলের ভূয়সী উন্নতি সংঘটিত হয়। বেন্থাম্ এই গ্রন্থে তাঁহার অলৌকিক

চিন্তা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ইংরাজী ব্যবস্থাশাস্ত্রের যাবতীয় অভাব ও দূষণ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল্ এই গ্রন্থের আদ্যন্ত অতি গভীররূপে আলোড়ন করিয়াছিলেন এবং ইহার যে যে স্থল অসম্পূর্ণ ছিল, তাহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠাপেক্ষা ইহাতে তাঁহার অধিকতর ফল দর্শিয়াছিল। এখন হইতে তাঁহার রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গাঢ় ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মিলের প্রথম রচনা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত ও শব্দাড়ম্বর পরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদনে এবং গোল্ডস্মিথ, ফীল্ডিং, প্যাস্কাল, ভল্টেয়ার ও কোরীয়ার প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠে তাঁহার রচনা ক্রমশই প্রাঞ্জল ও ভাবোদ্দীপক হইয়া উঠিল। মিলের রচনার এই নবজাত উৎকর্ষ অচিরকালমধ্যেই পরীক্ষিত হইল। এই সময়ে বিগ্নান্ বেন্থামের "বুক অব্ ফ্যালাসীস্" নামক অতি প্রসিদ্ধ পুস্তকের সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থ ও ইহার সম্পাদন অবলোকন করিয়া পার্লিয়ামেন্টের অন্যতম সভ্য ও সংস্কারক অতি ধনাঢ্য লীড্সনিবাসী মিষ্টার মার্সাল, গ্রন্থকার ও সম্পাদকের উপর বিশেষ প্রীত হইলেন এবং বিগনান্ দ্বারা পার্লিয়ামেন্টের তর্ক বিতর্ক সকল বেন্থামের প্রণালী অবলম্বন করিয়া শ্রেণী বিভক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিগ্নান্, চার্লস অষ্টিনের সাহায্যে এই গুরুতর কার্য্যের সম্পাদকত্ব নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থের নাম "পার্লিয়ামেন্টের ইতিহাস ও সমালোচন" রাখা হইল। পার্লিয়ামেন্টের অনেক সভ্য ইহাতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ষ্ট্রট্, রোমিলী এবং অষ্টিন্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীবেরাও ইহাতে রচনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জেম্স মিল্, কুলসন এবং মিল্ও লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইলেন। ইহার যশঃ ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের অপেক্ষা অধিকতর হইয়া উঠিল। মিল্ উপর্য্যুপরি ইহার কয়েক খণ্ডে কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট রচনা প্রদান করেন। এই প্রস্তাবগুলিতে মিল্ অন্যের মতসকল উদ্গিরিত না করিয়া নিজের স্বাধীন মত সকল ব্যক্ত করেন। এই সময় হইতেই মিল্ গুরুজনক্ষুণ্ণ পথের অনুবর্ত্তন না করিয়া স্বক্ষুণ্ণ স্বাধীন পথে বিচরণ আরম্ভ করেন।

মিল্ এইরূপে যৎকালে সাধারণের জন্য লেখনী-বিচালনে নিযুক্ত ছিলেন, তখনও আত্মশিক্ষা-বিধানে শিথিল-প্রযত্ন হন নাই। এই সময় তিনি ও তাঁহার সহচরবৃন্দ হামিল্টনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া একত্র জার্ম্মন ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। এইরূপ সহাধ্যয়নে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। ক্রমে সহাধ্যায়িবর্গের সংখ্যা দ্বাদশ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিজ্ঞানের যে যে শাখায় অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই সকলের সহাধ্যয়নে ও সহবিচারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্য সাধনের জন্য গ্রোট্ নিজগৃহে তাঁহাদিগকে একটী ঘর প্রদান করেন। এই সময় হিতবাদসভার অন্যতম সভ্য প্রেস্কট্‌ও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। সপ্তাহে দুই দিন প্রাতঃকালে ৮॥• হইতে ১•টা পর্য্যন্ত এই অজ্ঞাত সভার অধিবেশন হইত। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্রে

আলোচনা আরম্ভ করিলেন। জেম্‌স মিল্‌ লিখিত "এলিমেণ্টস্‌" নামক পুস্তক তাঁহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন এই পুস্তকের কিয়দংশ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই অংশের উপর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইত। যাঁহার যে কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিত, অতি সামান্য হইলেও তিনি তাহা উত্থাপন করিতেন। যতক্ষণ বা যতদিন সেই আপত্তির মীমাংসা না হইত, ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এতদ্বিষয়ক তর্ক বিতর্ক হইতে বিরত হইতেন না। এইরূপে তাঁহারা জেম্‌সের পুস্তক সমাপন করিয়া রিকার্ডো, বেলী প্রভৃতির পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই সকল পুস্তক বিষয়ক তর্ক বিতর্ক উপলক্ষে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক স্বাধীন ও নূতন মত সকল তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে মিল্‌ তাঁহার স্বাধীন ও নূতন মতসকল "অর্থনীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অমীমাংসিতপ্রশ্নাবলীর মীমাংসা" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন।

অর্থনীতিশাস্ত্র সমাপন করিয়া তাঁহারা ন্যায়দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার গ্রোট্‌ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে অ্যালড্রিচের পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার উপর বিরক্ত হইয়া অচিরকালমধ্যে যেছুয়িট ডিউ ট্রিউ লিখিত ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইহা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে হোয়েট্‌লির ন্যায়দর্শন এবং অবশেষে হব্‌সলিখিত "কম্পিউটেসিও সিব্‌ লজিক" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া এই বিভাগ সমাপ্ত করিলেন। এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় অনেক পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত ও তাঁহাদিগের মীমাংসা নিষ্পাদিত হইল। মিল্‌ পরিণত বয়সে ন্যায়দর্শন বিষয়ে যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা অনেক পরিমাণে এই সকল তর্ক বিতর্কের ফল।

মিল্‌ ও তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করিয়া মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হার্টেলের পুস্তকাবলী তাঁহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক হইল। হার্টেলের পুস্তকসকল সমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সভা কিছু কালের জন্য বন্ধ হয়। অবশেষে জেম্‌স্‌ মিলের "অ্যানালিসিস্‌ অব্‌ দি মাইণ্ড" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইহার অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহারা পুনঃসমবেত হন। এইবার তাঁহাদিগের সহাধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। এই সহাধ্যয়নকালীন তর্ক বিতর্ক হইতেই মিলের স্বাধীন ও নূতন মতসকল উদ্ভাবিত হয়। এতদিন তাঁহারা অতি নিভৃতভাবে বক্তৃতা অভ্যাস করিতেছিলেন। এক্ষণে ১৮২৫ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রকাশ্য স্থলে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। রীবেক, চার্লস্‌ অষ্টিন্‌, উইলিয়ম্‌ টম্‌সন্‌, লর্ড-রমিল্‌, পেল জেম্‌স, থিরল্‌ওয়াল্‌, মেকলে, মকলক্‌, উইল্‌বার্‌ফোর্স, হাইড, রোমিলী, লর্ড সিডেনহাম, বুল্‌ওয়ার, ফন্‌ব্লাঙ্ক, হেওয়ার্ড, সী, ককবরন্‌, মরিস্‌, ষ্টার্লিং প্রভৃতি অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতায় অংশ লইতে লাগিলেন। উন্নতিশীল ও স্থিতিশীল দুই দলের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রত্যেক দলকেই স্বমতের পরিপোষক গভীর ও দুর্ভেদ্য যুক্তিসকল প্রদর্শন করিতে হইল। প্রত্যেক দলেরই প্রতিপক্ষ-দলের যুক্তি সকল খণ্ডন ও তাঁহাদিগের মত-

সকলের ভ্রমসঙ্কুলতা প্রদর্শন করিতে হইত। তর্ক বিতর্কে সকলেরই, বিশেষ মিলের, অতিশয় উপকার দর্শিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও মিলের বাগ্মিতাশক্তি জন্মে নাই। তিনি কখনই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে বক্তৃতা সকল লিখিয়া আনিতে হইত। তথাপি তাঁহার বক্তৃতা-সকল সারগর্ভ হওয়ায় প্রায়ই শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহিণী হইত।

এইরূপ প্রকাণ্ড বক্তৃতা সকল প্রস্তুত করিতে তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। এইজন্য তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার রিভিউ লিখিতে বিরত হইলেন। এই রিভিউ এক্ষণে অতি দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। যদিও ইহার প্রথম সংখ্যার বিক্রয় যথেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ইহার নিয়মিত আয় ইহার ব্যয়নির্ব্বাহে কখনই পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এইজন্য ইহার ব্যয় সংক্ষেপ করা হইল। সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতর সদর্‌ন্ তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিলেন। জেম্‌স মিল্, মিল্ এবং অন্যান্য যাঁহারা অর্থ লইয়া ইহাতে লিখিতেন, এক্ষণে ইহাতে নিঃস্বার্থ ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি ইহার আয় ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ হইল না। সুতরাং নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। জেম্‌স মিলের এ বিষয়ে বাউরিঙের সহিত অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। বাউরিঙও বেতন-ভোগী ছিলেন। জেম্‌স মিল্ ও মিলের ইচ্ছা ছিল যে, বাউরিঙ তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং একজন অবৈতনিক সম্পাদক তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। বাউরিঙ তাঁহাদিগের নিকটে এ বিষয়ে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে অপরের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে জেম্‌স মিল্ ও মিল্ উভয়েই অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত রিভিউয়ের সহিত তাঁহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মিলের মানসিক সঙ্কট।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সংস্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল। এই বিশ্রামে তাঁহার চিন্তাসকল অতিশয় পরিপক্ক ও পরিণত হইয়া উঠে। এই বিশ্রাম না পাইলে তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল এতদূর তেজস্বিনী হইত কি না সন্দেহ। এই অবসরকালে তাঁহার চিন্তাসকল বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অন্তর্জগতের গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যখন মিল্ বেন্‌থামের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়। এত-দিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতের মঙ্গল সাধন করা, জগতের কুসংস্কার অপনীত করা—তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাঁহার সুখ, তাঁহার সন্তোষ—এই লক্ষ্যের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতেই এই ব্রতের অনুষ্ঠানোপযোগী উপ-করণসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এক-

দিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়াকাশে একখানি চিন্তামেঘ সমুদিত হইয়া তাঁহার সুখসূর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, "মনে কর তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল; তুমি যে সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য এতদূর যত্ন করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্ত্তেই সংসাধিত হইল; ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সুখের উৎপত্তি হইবে?" সহসা অনিবার্য্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল "না"। এই উত্তরে তাঁহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সহসা ভূতলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলেন যে, যাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব, তাহার অনুসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলেরও জীবনের লক্ষ্য সংসাধনে প্রবৃত্তি ছিল না। কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবনতরি কর্ণধার-শূন্য হইল। মিল্ ভাবিলেন এই চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শীঘ্রই অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি জাগরিত হইলেন। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। তিনি যে কার্য্যে, যে সভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশভাব তাঁহার মুখ-মণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভন-পরম্পরাও তাঁহার অন্তর্নিগূহিত গভীর বেদনাকে বিস্মৃতিজলে ভাসাইতে পারিল না! এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি পুস্তকরাশিতে চিত্তের বিনোদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহার মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন তাঁহার মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা একবারে পর্য্যবসিত হইল। তিনি নিজের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি জানিতেন যে, অপরের নিকট তাঁহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহারও সহানুভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে সেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানিতেন না। কোন নিবার্য্য বিপদ্ পড়িলে তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু এরূপ অনিবার্য্য কাল্পনিক বিপৎপাতে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত হাস্যকর। তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তাঁহা দ্বারা এ রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল; পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, সে শিক্ষার পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে। মিল্ এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার রোগ এক প্রকার অচিকিৎস্য অথবা পিতৃ-চিকিৎসাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইতে পারিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতে

লাগিলেন, ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল।

মিল্ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের (Association) ফল; আমাদের যে কোন বিষয়ে প্রীতি এবং যে কোন বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, আমরা যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে সুখ এবং কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে দুঃখ অনুভব করি, তাহার কারণ এই যে, আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে,এই এই কার্য্য করিলে আমরা সুখী এবং এই এই কার্য্য করিলে আমরা অসুখী হইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্য্যের সহিত দুঃখ ও কতকগুলি কার্য্যের সহিত সুখ-সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্তুতঃ কার্য্যের সহিত সুখ-দুঃখের এরূপ শিক্ষাজনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই সংস্কার। জেম্‌স মিল্ সর্ব্বদা বলিতেন যে, যে কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সহিত সুখ এবং যে বস্তু ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত দুঃখের, সংস্কার দৃঢ় সম্বদ্ধ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য। মিল্ পিতার এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেম্‌স্—প্রশংসা ও নিন্দা এবং পুরস্কার ও শাস্তিস্বরূপ যে পূর্ব্ব পরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল্ সে মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে, এইরূপ বলপূর্ব্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও দুঃখের সহিত বস্তু ও কার্য্যের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ, সেইটীই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (Power of Analysis) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক; সুতরাং মনুষ্যের কল্পনা ও হৃদয়ভাব বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণশক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনা বিজৃম্ভিত। মনুষ্যের কার্য্য ও দ্রব্যজাতের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ অল্প। জগতে অনিত্য, অস্বাভাবিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত সুখ দুঃখের পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শেষোক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা জীর্ণ অরণ্য ও জল-বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি সে সকল গ্রন্থির ছেদ সাধন করিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, হৃদয়ে এই কোমলতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তিসকলের

অবতারণা করিতে পারিল না। দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তিসকল তদীয় বিশ্লেষণশক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দয়া, স্নেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরব-প্রিয়তাও বিলীন হইল। তাঁহার কার্যের উত্তেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন, জীবন নূতনভাবে পুনরারম্ভ করেন কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮২৬।২৭ খৃঃঅব্দে যখন এই সকল গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। পাঠনা তাঁহার একপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে, ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। তিনি এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাদিগের তর্কসভার জন্য কয়েকটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন। কিন্তু যেমন কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আশা ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত, মনের স্ফূর্ত্তি ব্যতীত, মিলের কার্য্য-প্রবণতা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার নিকট দিন দিন ভার বোধ হইতে লাগিল। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন [illegible] হইল, "যখন জীবন এরূপ দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল, তখন আর আমি ইহা কত কাল বহন করিতে পারিব ?" তাঁহার মন হইতেই আবার এই উত্তর বহির্গত হইল "তুমি এই দুর্ব্বহ জীবন এক বৎসরের অধিক-কাল [illegible] পারিবে কি না [illegible] ?"

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একবৎসর কাল অতীত না হইতেই আশাসূর্য্যের একটী সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিল। এক দিন তিনি মার্ম্মন্‌টেলের জীবন-চরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে বাল্যাবস্থায় মার্ম্মন্‌টেলের পিতৃবিয়োগ এবং পিতৃবিয়োগে জননী ও ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপশ্রবণে ও দুরবস্থা দর্শনে মার্ম্মন্‌টেলের হৃদয়ের বিগলিত ভাব ও তৎকর্ত্তৃক পরিবার-বর্গের সান্ত্বনা—এই সকল ঘটনা লিখিত ছিল, সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। বিযুক্ত পরিবারের হৃদয়ভাব ও শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইল। অন্তর্ভূমি-সমুদ্ভূত অশ্রুধারা প্রবলবেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও ভাবশূন্য বলিয়া তাঁহার মনে যে যাতনা হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করিলেন না। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, তাঁহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্যমান আছে, যাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন। তাঁহার যাতনা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য নহে —যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ পাইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ, গগণমণ্ডল, গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও কার্য্যও তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ [illegible]

জিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তর হইতে চিন্তা-মেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাঁহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও কয়েক বার তাঁহার অন্তর এই চিন্তা মেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি এই সময়ের ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ গুরুতর দুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই।

এই সকল ঘটনায় মিলের মতে দুইটী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বে এই মত ছিল যে, আত্মসুখই মানব-জীবনের সমস্ত কার্য্যের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তাঁহার বর্ত্তমান মতে আত্মসুখ—কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য নহে; যাহারা আত্মসুখকে কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা পরের সুখ ও পরের উন্নতি আত্মকার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারাই প্রকৃত সুখী। আত্ম-সুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই সুখ পাইবে না; পরের দুঃখ-বিমোচনে, পরের সুখ বর্দ্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত নিরত থাক, সুখ আপনা হইতেই আসিবে। পরের দুঃখ-বিমোচন ও পরের সুখবর্দ্ধন তোমার গন্তব্যস্থান হউক; পথি-মধ্যে এত আনন্দ ও এত সুখ পাইবে যে জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইবে। কখন আত্মসুখের জন্য ব্যগ্র হইও না, কখন অন্তরে আত্মসুখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ সুখ,—ব্যগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা সহিতে পারে না। যখনই তোমার মনে উদিত হইবে 'আমি কি সুখী?' তখনই সুখ অপসৃত হইবে। ফলতঃ আত্ম-বহির্ভূত কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। এই নূতন মত, এখন হইতে মিলের জীবন-বিজ্ঞানের মূলভিত্তি-স্বরূপ হইল। মিলের মত বিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা এই;—এত দিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; এত দিন তিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শিক্ষার সম্পূর্ণতা-বিধানে উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনারই বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; উভয়প্রকার বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরি-পোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, নাটক, নবন্যাস, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল্ বাল্যাবধিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি আশৈশব তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তিনি বলিতেন, সঙ্গীত অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণা করে না বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে, ইহা তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে। মিল্ এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইরন্ পাঠ করেন। মিল্ স্বয়ং যে দুঃখ-প্রবণতা (Melancholia) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের চাইলড হেরল্ড ও ম্যানফ্রেডও সেই

রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাইরন্ পাঠে তাঁহার দুঃখ বই সুখ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বভাববর্ণনা বিশেষ রূপে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ স্বভাব বর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদূর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; স্বভাব-সৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই সকলের চিত্রীকরণ দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিলেন যে, প্রকৃতি পর্য্যালোচনাই, অনন্ত সুখের আকর। ওয়ার্ডসওয়ার্থই তাঁহার কবিত্ব-শূন্য হৃদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হন এবং এই জন্যই তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা কবি সত্ত্বেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বাইরন্ অপেক্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে গিয়া তাঁহার অনেক পুরাতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ববিচ্ছেদ ও অনেক নূতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। বাইরন্ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরস্পরের কবিত্বশক্তি লইয়া তর্কসভায় তাঁহাদিগের বিশেষ বিতর্ক উপস্থিত হয়। মিলের পূর্ব্ববন্ধু রীবক্ বাইরণের ও মিল্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উৎকর্ষ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। এই সময় হইতে রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে সময় রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, সেই সময় ফ্রেডারিক মরিস এবং জন্ ষ্টার্লিং নামক দুই জন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার নব সখ্য সংস্থাপিত হয়। মরিস্ চিন্তাশীল ও ষ্টার্লিং বাগ্মী ছিলেন। মিল্ মানসিক উন্নতির জন্য কোলেরীজ এবং গেটি প্রভৃতি জার্ম্মান্ পণ্ডিতগণের নিকট যেরূপ ঋণী ছিলেন, ইহাদিগের নিকটও সেইরূপ ঋণী ছিলেন। যদিও কোলেরীজ নীতি বিষয়ে মরিসের গুরু ছিলেন, তথাপি ধীশক্তি বিষয়ে তদপেক্ষা মরিসের উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। মরিসের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং স্বভাব ও অভিপ্রায়ের সাধুতা নিবন্ধন তাঁহার প্রতি মিলের ভক্তি অতি গভীর ও অবিচলিত ছিল। ষ্টার্লিং বুদ্ধি ও বিদ্যায় কোলেরীজ ও মরিস উভয়েরই শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতিশয় সরল, প্রেমময় ও প্রশস্ত ছিল। কি সামান্য, কি গুরুতর সকল বিষয়েই তাঁহার সত্যপ্রিয়তা অতিশয় বলবতী ছিল। তাঁহার স্বভাব অতি উদার ও উদ্যোগশীল ছিল। তিনি যে সকল মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন, সে সকলের সমর্থন জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। যদিও তিনি স্বমতের পরিপোষণের জন্য সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন, তথাপি তিনি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি কখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন না। স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্যকারিতা তাঁহার কার্য্যস্রোতের নিয়ামক ছিল। এই সকল কারণে ষ্টার্লিং অচিরকালমধ্যেই মিলের হৃদয়াপহারক হইয়া উঠিলেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, আর কাহারও সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব এত ঘনীভূত হয় নাই। যদিও মিলের সহিত ষ্টার্লিঙের সর্ব্বদা মতভেদ সংঘটিত হইত, তথাপি তাঁহাদিগের এই গভীর সখ্যভাব কখন বিচলিত হয় নাই।

১৮২৯খৃষ্টাব্দের পর মিল্ তর্ক সভা হইতে অপসৃত হইলেন। অনেক তর্ক বিতর্ক ও অনেক বক্তৃতার পর বিশ্রাম তাঁহার অতিশয় প্রীতিকর হইল, তিনি কিছুদিন নির্জ্জনে

পাঠনার অনুশীলনে ও চিন্তাশক্তির পরিমার্জ্জনে বিশেষ সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যাদ্বৃত পুরাতন ও শিক্ষিত মত সকল দ্বারা যে সৌধরাজি নির্ম্মিত করেন, এই পরিবর্ত্তনকালে তাহার স্থান স্থান প্রতিদিনই জীর্ণ ও ভগ্ন হইতে লাগিল; তিনি প্রতিদিনই তাহাদিগের জীর্ণ-সংস্কার করিতে লাগিলেন; কখনই ইহাকে ভূতলশায়িনী হইতে দেন নাই। নূতন মতের সমাগমে তিনি কখনই হতবুদ্ধি ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। তিনি এত পরিস্ফুট রূপে প্রাচীন ও নূতন মতের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেন যে, তাহাদিগের পরস্পরের সহিত কখন সংঘর্ষ উত্থিত হইত না।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিল্ ন্যায়দর্শন (Logic) বিষয়ক তাঁহার মত সকল কাগজে সন্নিবেশিত করেন। এই সময়ে কোলেরীজ, গেটি এবং কার্লাইল প্রভৃতির রাজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু সেণ্ট সাইমন্ ও তৎশিষ্যবর্গের রাজনীতি-বিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করায় তাঁহার মনে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন মতের আবির্ভাব হয়। ১৮২৯ ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ইঁহাদিগের রাজনীতি বিষয়ক মত সকলের তখন শৈশবাবস্থা। তাঁহারা এখনও তাঁহাদিগের রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে ধর্ম্মপরিচ্ছদ পরিধান করান নাই। তাঁহাদিগের "সোসালিজম্" প্রণালী এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তাঁহারা কেবল পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পিতৃপৈতামহিক সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রণালীর যৌক্তিকতা বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মিল সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের সহিত সকল বিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু ইঁহারা মানবজাতির স্বাভাবিকী উন্নতি বিষয়ে যে পরম্পরসম্বন্ধক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইতিহাসকে জৈবনিক (Organic) ও সাংশয়িক (Critical) যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মিল্ সেই সকলের বিশেষ পরিপোষণ করিতেন। ইতিহাসের এই জৈবনিক বিভাগে মনুষ্যজাতি দৃঢ় প্রতীতির সহিত কতকগুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই সকল বিশ্বাস তাহাদিগের সকল কার্য্যের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। এই বিশ্বাস-প্রভাবে তাহারা অনেক উন্নতিও সাধন করে। কিছুকাল পরে এই বিশ্বাসের ভ্রান্ততা বা অভ্রান্ততা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়, এবং সেই সকল তর্ক বিতর্কের সঙ্গে সেই পুরাতন বিশ্বাস তিরোহিত হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন বিশ্বাস সংস্থাপিত হয় না। সুতরাং বিশ্বাসের অভাব হইয়া পড়ে। সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য জড়ভাব অবলম্বন করে। ইতিহাসের এই ভাগকে তাঁহারা সাংশয়িক নামে আখ্যাত করিয়াছেন। গ্রীক্ ও রোমীয় অনেকেশ্বরবাদিত্ব (যতদিন সুশিক্ষিত গ্রীক ও রোমীয়গণ ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করিতেন) ইতিহাসের একটী জৈবনিক বিভাগ। ইহার পর যে সময়ে গ্রীক্ দার্শনিকদিগের অবিশ্বাসমূলক মত সকল প্রচারিত হয়, সেই সময়কে ইতিহাসের একটী সাংশয়িক বিভাগ বলা যাইতে পারে। আবার খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সহিত আর একটী জৈবনিক বিভাগ প্রচলিত হয়। অবশেষে লুথার কর্ত্তৃক চির প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের

করেন। ইহাদিগের মতসকলের সার নিম্নে সংগৃহীত হইল :—(১) প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন, ভূমির উপর ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব এবং দানবিক্রয় প্রণালী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ; (২) তাঁহাদিগের মতে সমাজের সমস্ত পরিশ্রম ও ধন জনসাধারণের উপকারে নিয়োজিত হওয়া উচিত; সমাজের সমস্ত লোককেই আপন আপন ক্ষমতানুসারে গ্রন্থকর, শিক্ষক ও কৃষক প্রভৃতির কার্য্য সম্পাদন করা উচিত; এবং সকলের সমবেত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতানুসারে সকলের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। মিল্ ইহাদিগের উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা ও অভিলষণীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন ; কিন্তু যে সকল উপায় দ্বারা তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অভীষ্ট ফলোৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতেন এবং কেহ যে কখন এই অভীষ্ট সংসাধিত করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়েও তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সমাজের এই উৎকৃষ্ট আদর্শ লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলে এক সময়ে না এক সময়ে, সমাজ এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবে। আর একটী বিষয় —যাহার জন্য লোকে সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের বিশেষ নিন্দা করিত এবং মিল্ বিশেষ ভক্তি করিতেন—এই যে ইহাঁরা অসীম সাহস ও স্বাধীনতার সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয়ক চিরপ্রচলিত কুসংস্কার সকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। কোন সমাজসংস্কারক অদ্যাবধি এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ইঁহারাই জগতে সর্ব্বপ্রথমে খ্যাপন করেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। ইহারাই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পরস্পরসম্বন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন শৃঙ্খলার উদ্ভাবন করেন। এই সকল কারণে জগৎ ইহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

আমরা মিলের এই সময়ের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কেবল সেই সকল ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তাঁহার মতসকলের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যাহাতে তাঁহার চিন্তাশক্তির স্পষ্ট বিস্ফুরণ ও উন্নতি উপলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার চিন্তাশক্তি পরিণত ও পরিমার্জ্জিত হয়। কিন্তু এই সকল বিষয় পৃথিবীর নিকট নূতন আবিষ্কার নহে। যে সকল বিষয় বহুকাল হইতে পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, মিল্ সে সকল বিষয় হয় বিশ্বাস করিতেন না, নয় অগ্রাহ্য করিতেন। যে সকল উপায় দ্বারা জগতে সেই সকল বিষয় সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিল্ সেই সকল উপায় দ্বারা যখন স্বয়ং সেই সকল বিষয় নবাবিষ্কৃত করিতেন, তখনই তাহাদিগের সত্যতা বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিত।

এইরূপে মিল্ অনেক পুরাতন বিষয়—যাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতেন না বা বিশ্বাস করিতেন না—নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে তিনি অদৃষ্টবাদ (Fatalism) হইতে অবস্থানুবাদ (Doctrine of circumstances) এবং স্বাধীন ইচ্ছাবাদের (Doctrine of Free Will) প্রভেদ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মনের ভাবসকল সম্পূর্ণ

তমসাচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার মনে এই তর্ক সমুদিত হইত যে, যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে 'মানব-ইচ্ছা স্বাধীন' অর্থাৎ মনুষ্য যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? যদি 'মনুষ্য অবস্থার দাস' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে 'মানব-ইচ্ছা স্বাধীন' এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? আর যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে' তাহা হইলে মনুষ্যের স্বভাব ও ব্যবহার অবস্থা-সাপেক্ষ কেন হইবে? কারণ কোন অবস্থা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বেই যাহা ঘটিবে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি এই পরস্পর-বিসংবাদী মত সকলের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেন না।—অথবা ইহাদিগের কোন্‌টী মিথ্যা, কোন্‌টী সত্য তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন না। তাঁহার মন সতত সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইত। 'মনুষ্য যে সকল ঘটনার দাস, তাহাদিগের উপর তাহার কোন প্রভুতা নাই'—মনুষ্যের স্বভাব অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই সংগঠিত হইয়াছে'—'মনুষ্যের কার্য্যাবলী অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে'—এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে যেই উত্থিত হইত, অমনি তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিত। অমনি —তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, তিনি জগতের হিতসাধন করিবেন—এই সকল চিররূঢ় আশালতা সমূলে উন্মূলিত হইত। ইচ্ছা হইত, তিনি এই সকল মত অগ্রাহ্য বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দেন; কিন্তু তাহাও পারিতেন না। এইরূপে হতাশা-প্রপীড়িত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি এই বিষয়ে আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, যেমন মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্র অবস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়; সেইরূপ অবস্থা সকলও মনুষ্যের ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত বা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ দুই সত্য যে—মনুষ্য অবস্থারও দাস এবং মনুষ্যের ইচ্ছাও স্বাধীন। এই সূক্ষ্ম অনুভূতি মিলের অন্তর হইতে গুরুতর ভার অপনীত করিল। তাঁহার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল যে, তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, জগতের হিতসাধন করিবেন। এই সকল মত লইয়া তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শনের শেষ অধ্যায়ের স্বাধীনতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা নামক প্রস্তাবদ্বয় রচনা করেন।

রাজনীতি বিষয়েও মিলের মতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তিনি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন যে, সকল দেশে সকল সময়ে সকল লোকেরই রাজ্য-শাসন-কার্য্যে সমান অধিকার। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস অন্যপ্রকার হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে দেশ কাল পাত্র ভেদে শাসনপ্রণালীরও ভেদ আবশ্যক। যে শাসনপ্রণালী ইংলণ্ড বা ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগিনী, তাহা অন্যদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগিনী না হইতে পারে। তাঁহার মতে সাধারণতন্ত্র ইউরোপের—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের—সম্পূর্ণ উপযোগিনী। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর আধিপত্য-নিবন্ধন ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য এরূপ দূষিত ও কলুষিত হইয়াছে যে, এই আধিপত্য নিবারণের জন্য কোন প্রস্তাবই অনুত্তোলিত রাখা উচিত নয়। অথবা কর-নির্দ্ধারণ বা অন্য কোন সামান্য সুবিধার জন্য তিনি এরূপ মত ধারণ করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি বলিতেন যে, সম্ভ্রান্তশ্রেণী গবর্ণমেণ্টের

পক্ষপাতদোষে দূষিত করিয়া সমস্ত রাজ্যে দুর্নীতি বিস্তার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর প্ররোচনায় ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধনের জন্য অন্যায্য বিধি প্রণয়নাদি দ্বারা প্রজাসাধারণের অহিত সাধন করিতেছেন। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী প্রায়ই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং তাহারা লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর আনুষঙ্গিক সম্মানের সহকারে বিশেষ আদর করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে তাহাদিগের এই আদর অবশ্যই কমিবে; সুতরাং নিম্নশ্রেণীকে জ্ঞানালোক প্রদান করা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী। অতএব যতদিন তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যের সমস্ত শাসনভার অর্পিত থাকিবে, ততদিন তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর অন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে চাহিবেন না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হস্তে রাজ্যশাসনভার পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্পিত হইলে, তাহাদিগের সুশাসন বিধান উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থ হইয়া উঠিবে। কারণ মূর্খ প্রতিদ্বন্দ্বী অজ্ঞানবশতঃ যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করে, তাহাদিগের সহিত তুলনায় জ্ঞানকৃত অনিষ্ট অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা মিলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং তিনি ওয়েন্ ও সেণ্ট সাইমনের সম্পত্তিবিরোধ মত সকল সর্বত্র প্রচারিত হওয়া এই ইচ্ছা পরিপূরণের একটী প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ, এমন সময় ফরাশি-বিপ্লব সমুপস্থিত হয়। মিল্ একবারে উৎসাহে মাতিয়া উঠলেন এবং যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে পারিসনগরী যাত্রা করিলেন এবং তথায় উত্তীর্ণ হইয়া লাফেৎ ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র দলপতিদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত হইলেন। কিয়দ্দিবস পারিসে অবস্থিতির পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং এক্ষণ হইতে স্বতন্ত্রভাবরূপে তদানীন্তন রাজনীতি বিষয়ক তর্কাদিতে অবতরণ করিলেন। এই সময়ে লর্ড গ্রে ইংলণ্ডের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং রাজনীতি সংস্কার মানসে পার্লিয়ামেণ্টে রিফরম্ বিল নামক একটী বিলের প্রস্তাব করেন। রিফরম্ বিলের প্রস্তাবনায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সকলে রাজনীতিবিষয়ে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং মিল্ সেই সকল তর্কবিতর্কে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রে বর্তমান ঘটনাবলীর আন্দোলনে চিন্তাশক্তির তাদৃশ পরিণতি হয় না, এই জন্য মিল্ ১৮৩১খৃষ্টাব্দে "দি স্পিরিট অব্ দি এজ" নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে বর্তমান সময়ের প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক আবশ্যকীয় ও অনিবার্য বিশৃঙ্খলাজনিত অনিষ্টপাত বিষয়ে নিজের মত সকল সন্নিবেশিত করেন। এই পুস্তক পাঠে কার্লাইল্ অতিশয় প্রীত হন এবং স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মিলের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মিল্ যে সকল উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কার্লাইলের গ্রন্থাবলী তাহার অন্যতম। কার্লাইলের রচনাবলী—কবিত্ব ও জার্মান্ মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত রচনার সাধারণ ভাব,—ধর্মে বিশ্বাসাভাব, হিতবাদ, অবস্থাবাদ এবং সাধারণতন্ত্র, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতিশাস্ত্রের অত্যাবশ্যকতা প্রভৃতি—মিলের প্রধান প্রধান মত সকলের বিরোধী। যদিও কার্লাইলের মত সকল মিলের মত সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, তথাপি মিল্ বহু-

কাল পর্য্যন্ত কার্লাইলের রচনাবলীর একজন প্রধান স্তুতিবাদক ছিলেন। কার্লাইলের দর্শন মিলের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত না করুক, কার্লাইলের কবিত্ব মিলের হৃদয়কে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ধীশক্তিসম্পন্ন যতগুলি লোকের সহিত মিলের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অষ্টিনের সহিতই তাঁহার মতের অনেক ঐক্য হইত। কার্লাইলের তেজস্বিনী কল্পনা ও মিলের গভীর চিন্তাশীলতা—এ দুইই জ্যেষ্ঠ অষ্টিনে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। অষ্টিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুরিস্প্রুডেন্সের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হইয়া আইন অধ্যয়নের নিমিত্ত বন্ নগরে গমন করেন। জার্ম্মান সাহিত্য এবং জার্ম্মান্ সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থা—মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। জার্ম্মাণ প্রভাবে তাঁহার স্বভাব কোমলতর, তাঁহার তর্কস্পৃহা ক্ষীণতর এবং তাঁহার কবিত্ব ও চিন্তাশক্তি প্রবলতর হইয়া উঠে। তিনি বর্ত্তমান সময়ের অন্তঃসংস্কার-বিরহিত বাহ্য পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সাধারণতঃ ইংরাজজীবনের নীচতা, ইংরাজ-চিন্তার সঙ্কীর্ণতা, ইংরাজ-হৃদয়ের অনুদারতা এবং ইংরাজগন্যের অমুক্ততা প্রভৃতির তিনি বিশেষ ঘৃণা করিতেন, অধিক কি ইংরাজেরা যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলেন, তাহার প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিতেন এবং মিল্‌ও তাঁহার অনুমোদন করিতেন যে, ইংরাজ-প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা প্রসীয় যথেচ্ছাচার-প্রণালীর অধীনে কার্য্যতঃ উৎকৃষ্ট সুশাসন এবং সকল শ্রেণীর লোকের সুশিক্ষা ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য অধিকতর যত্ন হইয়া থাকে। অষ্টিন্ রিফরম্ বিলের অনুমোদন করিতেন বটে, কিন্তু লোকে ইহা হইতে রাজ্যশাসন বিষয়ে তৎক্ষণাৎ যত শুভ ফলের প্রত্যাশা করিত, তিনি ততদূর করিতেন না। মিলের সহিত তাঁহার প্রায় পুরাতন ও নূতন সকল মতবিষয়েই সহানুভূতি ছিল। মিলের ন্যায় তিনি পরিতবাদী ছিলেন। জার্ম্মানজাতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত প্রেম এবং জার্ম্মান্ সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, তিনি কখনই তাঁহাদিগের দুর্ব্বোধ দর্শনে দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম—জার্ম্মানদিগের ন্যায় কবিত্ব ও অনুভূতিময় হইয়া উঠিল। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার মতসকল মিল্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ অনুষ্ঠানসকলের উন্নতি বিষয়ে তিনি ক্রমে উদাসীন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি 'সোসালিজম' মতের বিরোধী ছিলেন না; এবং যাহাতে এই মত সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় ও সম্রান্তশ্রেণীর হস্ত হইতে অধিকার সকল প্রচুর পরিমাণে বিচ্যুত হইয়া নিম্নশ্রেণীর হস্তে পতিত হয়, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তিনি মানবজাতির নৈতিক উন্নতির কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেন না; এবং এরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি এই মত জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন কিনা, মিল্ তাহা জানিতেন না। তবে তাঁহার শেষকালের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া মিলের মনে সন্দেহ হয় যে অন্তিম কালে অষ্টিনের অন্তরে রাজনীতি বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

এক্ষণে পিতা ও পুত্রের পরস্পরের সহিত

এই সময়ের মানসিক সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করা যাইতেছে। পিতার চিন্তা ও অনুভূতি হইতে মিল্ ক্রমেই দূরসমাকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যদি তাঁহারা পরস্পর প্রশান্ত ভাবে পরস্পরের নিকট আত্মমতের সারবত্তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেন এবং অনাবশ্যক প্রভেদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহা-দিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরত্বের অনেক হ্রাস হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু জেম্‌স্ মিল্ নমনীয় স্বভাবের লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাঁহার পতাকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আত্মমতের যৌক্তি-কতা বা অযৌক্তিকতা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা তিনি নীচতা মনে করিতেন। সৌভাগ্য-ক্রমে রাজনীতি-সংক্রান্ত মতসকলে পিতা ও পুত্রের সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। এই বিষয়ের কথোপকথনে ও এই বিষয়ের তর্ক বিতর্কে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতিবাহিত হইত। যে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের মতভেদ ছিল, সে সকল বিষয়ে তাঁহারা প্রায় কোন কথা উপস্থিত করিতেন না। জেম্‌স্ মিল্ জানি-তেন যে, তিনি যে স্বাধীন চিন্তার ভাব পুত্রের অন্তরে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, সেই স্বাধীনচিন্তা-বলে পুত্র অনেক সময়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিবেন। তথাপি কি প্রণা-লীতে সেই বিভিন্নতা সংঘটিত হইত, তাহা জানিবার জন্য জেম্‌স্ বিশেষ উৎসুক হই-তেন। কিন্তু তিনি দুঃখের সহিত দেখিতেন যে পুত্র তাঁহার নিকট সেই প্রণালী ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক। মিল বলিতেন যে, এরূপ তর্ক বিতর্কে কোন ফল নাই, অধিকন্তু পরস্পরের মনোবেদনা হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; এই জন্যই তিনি ইহা হইতে একান্ত বিরত থাকিতেন। কিন্তু যখন পিতা, পুত্রের মতের বিরোধী মতসকল এরূপ ভাবে ব্যক্ত করিতেন যে, তাহার প্রতিবাদ না করা পুত্রের পক্ষে কপটতার পরিচয়-স্থান মাত্র হইত, তখন তিনি প্রতিবাদ করিতে বিরত হইতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

—•—

দুর্লভ বন্ধুত্ব ও প্রণয়।

যে রমণী বিংশতি বৎসরের বন্ধুত্বের পর মিলের গৃহলক্ষ্মী হইতে সম্মতা হন এবং যে রমণীর সাহায্য ব্যতিরেকে মিল্ জগতের চিন্তাসাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারিতেন না, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেই রমণীর সহিত মিলের প্রথম পরিচয় হয়। এই সময়ে মিলের বয়স পঞ্চবিংশতি এবং সেই রমণীর বয়স ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছিল। এই রমণীর স্বামীর নাম মিষ্টার টেলর। টেলরের সহিত মিলের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। মিল্ বাল্যকালে কখন কখন তাঁহাদিগের বাটীতে ক্রীড়া করিতে যাইতেন। সেই সময়ে টেল-রের সহিত তাঁহার বাল্য-সুলভ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এই বাল্য-সৌহার্দ্দ্যের অনুরোধেই টেলর তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন। টেলর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে মিল্ ও তাঁহার পত্নী—ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এই সময় যে পরিচয় জন্মিল, এই পরিচয় তাঁহার জীবদ্দশাতেই গাঢ়তর প্রণয়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, বিবাহে পরিণত হইবে। যদিও মিল্ ও টেলর-পত্নীর আত্মীয়তা সর্ব্বপ্রথমে তত ঘনী-

ভূত হয় নাই, তথাপি প্রথম দর্শনাবধি টেলর পত্নী মিলের হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া উঠিলেন। টেলর পত্নী পরিণত বয়সে বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণে যেরূপ বিভূষিত হইয়াছিলেন, এই নবীন বয়সে তাঁহাতে সে সকলের অঙ্কুরমাত্র দেখা গিয়াছিল। বয়সের পরিণতির সহিত তাঁহার মানসিক বৃত্তি-সকলও দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল। দিনমণির কিরণে নলিনী যেন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যে সকল কমনীয় গুণে স্ত্রীজাতি জগতে বিখ্যাত, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সকল গুণেরই বিশেষ পরিণতি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে মিলের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার প্রতিফলনে, যে সকল ঊর্জ্জস্বল গুণে পুরুষজাতি জগতে বিখ্যাত, টেলর পত্নীতে সে সকল গুণেরও পরিণতি হইতে লাগিল। আত্মীয়গণ যেমন তাঁহার গভীর ও প্রবল হৃদয়ভাব, অন্তর্বোধকারিণী স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং চিন্তাশীল ও কবিত্বপরিপূর্ণ প্রকৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন, বাহিরের লোক তেমনই তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইত। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী—সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, নিষ্কলঙ্ক, স্বাধীনমতাবলম্বী এবং সুশিক্ষিত ছিলেন। যদিও তাঁহার উপর তাঁহার স্বামীর প্রেম চিরকাল অবিচলিত ছিল, যদিও তিনি চিরকাল সমভাবে স্বামীকে ভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন, তথাপি তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও সজীব সহৃদয়তায় তাঁহার ন্যূন হওয়ায়, স্বামী তাঁহার প্রকৃত সহচর হইতে পারেন নাই। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায় তাঁহার উচ্চ বৃত্তি সকল কার্য্যে পরিণত হইয়া বিকাশ পাইতে পারিত না, সুতরাং তাঁহার জীবন সতত ধ্যানমগ্ন থাকিত, কেবল কতিপয় বন্ধুর সমাগমে সেই ধ্যান মধ্যে মধ্যে ভগ্ন হইত মাত্র। মিল টেলরপত্নীর সেই কতিপয় বন্ধুর অন্যতম ছিলেন। টেলর-পত্নী সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি সমাজের অনেক চিররূঢ় কুপ্রথার বিরুদ্ধে সতত অসন্দিগ্ধভাবে স্বাভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার তৎকালীন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও স্বভাবাদি অনেক পরিমাণে কবিবর সেলির ন্যায় ছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ উদ্দীপিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল, তাঁহার সহিত তুলনায় সেলিকে একটী বালক বলিলেও অসঙ্গত হয় না। উচ্চ-চিন্তা বিষয়ে ও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পদার্থনিচয়ের অন্তর্বোধ করিতে পারিত। কার্য্যকরণে তাঁহার যেমন ক্ষিপ্রকারিতা, তেমনই সুদক্ষতা ছিল। তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতি এত তেজস্বিনী ছিল যে, তিনি শিল্প-বিদ্যায় অভিনিবিষ্ট হইলে অসাধারণ শিল্পী হইতে পারিতেন। তাঁহার মনের এরূপ তেজস্বিতা ও কোমলতা ছিল এবং তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদূর বলবতী ছিল যে, তিনি বক্তৃতা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইলে অদ্বিতীয় বাগ্মী হইতে পারিতেন। তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি এত গভীররূপে বুঝিতে পারিতেন এবং মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যে, স্ত্রীজাতির রাজ্যের শাসনকার্য্যে কোন অধিকার থাকিলে, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্রী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ ভাব, তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক মনুষ্যপ্রেম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, [illegible] উপ-

দেশের ফল ছিল না। তাঁহার পরদুঃখানুভাবকতাশক্তি এতদূর বলবতী ছিল, তাঁহার কল্পনা এরূপ তেজস্বিনী ছিল যে, তাঁহার অন্তর দুঃখীর অন্তরের সহিত মিশাইয়া যাইত এবং তিনি অনেক সময় পরের দুঃখে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া বদান্যতা ও সহানুভূতির সীমা অতিক্রম করিতেন। তাঁহার ন্যায়পরতা বদান্যতা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাঁহার সহৃদয়তা এতদূর বলবতী ছিল যে, যে কেহ তাঁহার ভালবাসা অণুমাত্র প্রত্যর্পণ করিতে পারিত, তাহার উপরই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ছিলেন বটে, কিন্তু অহঙ্কার-প্রদর্শনের স্থল উপস্থিত হইলে অহঙ্কার-প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সরলা ও বিলাসবিবর্জ্জিতা ছিলেন। নীচতা ও ভীরুতার উপর তাঁহার স্বাভাবিকী ঘৃণা এবং নৃশংস বা অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বা অভদ্র চরিত্রের লোকের উপর তাঁহার দীপ্তিমান্ ক্রোধ ছিল। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে, তাহার সহিত মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে তাহার অন্তর বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, যাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারাই প্রকৃতিতঃ অসাধু। কিন্তু যাঁহারা কেবল মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতঃ অসাধু না হইলেও হইতে পারেন, অধিক কি অনেক সময় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক উচ্চদরের লোকও দেখিতে পাওয়া

এরূপ অপূর্ব্ব রমণীর সহিত মানসিক সহবাসে মিলের মনোবৃত্তি সকল যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই অদ্ভুত রমণীর নিকট হইতে মিল্ যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সে সমস্তের কখন প্রতিশোধ দিতে পারেন নাই; তথাপি উন্নতি বিষয়ে সেই রমণীও যে মিলের নিকট বিশেষ ঋণী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবল অনুভূতিবলে তিনি যে সকল উন্নতমত আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মিল্‌কে প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তি দ্বারা প্রায় সেই সকল মতে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মিলের প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তির সাহায্যে টেলরপত্নী আপনার স্বভাবজ জ্ঞানের দুর্ব্বলতা অপনীত করিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধির প্রখরতা ও অসামান্য মানসিক ক্ষিপ্রকারিতাবলে তিনি যেমন সর্ব্বপদার্থ হইতেই জ্ঞানের উপকরণনিচয় সংগ্রহ করিতেন, তেমনই তিনি মিলের নিকট হইতেও অসংখ্য জ্ঞানোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মিল্ তাঁহার "স্বাধীনতা" নামক গ্রন্থ এই রমণীকে উৎসর্গ করিতে গিয়া তাঁহার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"আমি যত কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, ইনি সে সমুদায়ের উত্তেজক বা আংশিক রচয়িত্রী ছিলেন। ইনি আমার গৃহিণী ও সখা ছিলেন। ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহাতেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিত। ইনি কোন কার্য্যে অনুমোদন করিলে আমি সেই অনুমোদন আমার প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করিতাম। আমার অন্য পুস্তকগুলির ন্যায়, এখানিও আমাদের উভয়ে রচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানি তাঁহার অমূল্য পুনর্দর্শন দ্বারা বিশোধিত হয় নাই। যে সকল মহতী চিন্তা ও গভীর হৃদয়ভাব তাঁহার সহিত সমাধিনিহিত হইয়াছে,

আমি যদি সে সকলের অর্দ্ধেকও জগতে ব্যক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমা দ্বারা জগতের অসীম উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। কিন্তু এ উপকারের সহিত তুলনায়, আমি এক্ষণে একাকী তদীয় অমূল্য জ্ঞানের সাহায্য-বিরহিত হইয়া যাহা কিছু লিখিব, তাহা হইতে জগতের যে উপকার সাধিত হইবে, তাহা অতি সামান্য।"

টেলরপত্নী যে অপূর্ব্ব রমণী ছিলেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

১৮৩৩ খৃঃ মিল্ একজামিনার নামক পত্রের সম্পাদক ফন্‌ব্লাঙ্কের সহিত তদীয় পত্রিকায় র‍্যাডিক্যালিজম্ মত লইয়া হুইগ মন্ত্রিদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ১৮৩৪ খৃঃ তিনি "মন্থলি রিপজিটরি" মাসিক পত্রিকায় চলিত ঘটনাবলীর উপর "নোটস অন্ দি নিউসপেপারস্" নামক কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করেন। উক্তপত্রিকার সম্পাদক ফক্স একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক বাগ্মী ছিলেন। ইনি পরে পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহার সহিত এই সময় মিলের বিশেষ পরিচয় হয় এবং ইঁহারই অনুরোধে মিল্ তদীয় পত্রিকায় আরও অনেকগুলি বিষয় লিখেন; তন্মধ্যে "থিওরি অব্ পইট্রি" নামক কবিতা বিষয়ক প্রস্তাবটী তাঁহার "ডেজার্টেসন্স" নামক পুস্তকে অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে ব্যতীতও ১৮৩২—১৮৩৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি স্বতন্ত্র ভাবে অন্যান্য যে সকল প্রস্তাব রচনা করেন, সে সমস্ত একত্র করিলে এক খানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ হয়। সেই সকলের মধ্যে উপক্রমণিকার সহিত প্লেটোলিখিত ডায়ালগ সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বেন্থামের দর্শনের উপর টিপ্পনী বিশেষ গৌরব লাভ করে।

এই সময়ে মিল্, তাঁহার পিতা এবং তদীয় পিতৃবন্ধুদিগের মধ্যে দার্শনিক র‍্যাডিক্যালদিগের মুখযন্ত্র স্বরূপ একখানি সাময়িক পত্র ও সমালোচন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ প্রথমে এই উদ্দেশ্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে ইহা সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। এই প্রস্তাব অনেক দিন হইতে চলিতেছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম্ মলেসওয়ার্থ নামক একজন দার্শনিক এই গুরুভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। অর্থ ও বিদ্যা উভয়েতেই তিনি এরূপ গুরুভার গ্রহণের যোগ্য, তথাপি স্পষ্টতঃ অপ্রকাশ্য ভাবেও মিল্ এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ না করিলে তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং মিল্ অগত্যা এই ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। এই পত্রিকা প্রথমে লণ্ডন রিভিউ নামে প্রকাশিত হয়। পরে মলেসওয়ার্থ, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর স্বত্বাধিকারী জেনেরাল টম্‌সনের নিকট হইতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর স্বত্বাধিকার ক্রয় করিলে এই দুই পত্রিকা একত্রীভূত হইয়া লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ নামে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদনে মিলের অধিকাংশ সময় পর্য্যবসিত হয়। এই পত্রিকার প্রথমাবস্থায় ইহাতে সম্পূর্ণরূপে মিলের মত সকল ব্যক্ত হয় নাই। মিল্‌কে অনেক সময় অপরিহার্য্য সহচরবৃন্দের মতের

অনুবর্ত্তন করিতে হইত। এই পত্রিকা দার্শনিক র্যাডিক্যাল্‌দিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ ছিল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য দার্শনিক র্যাডিক্যাল্‌দিগের সহিত মিলের সর্ব্বদাই গুরুতর বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইত। এই পত্রিকার সম্পাদনে জেম্‌স্ মিলের সাহায্য সকলেই বহুমূল্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনিও জীবনের শেষ পীড়া পর্য্যন্ত ইহার উৎকর্ষ বিধানে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। তল্লিখিত প্রস্তাবাবলীর বিষয় সকল এবং তদীয় মত-ব্যক্তির অসন্দিগ্ধতা, ওজস্বিতা ও বিশদতা প্রভৃতির জন্য এই পত্রিকা তাঁহার নিকট হইতেই বিশেষরূপে জীবন ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মিল্ পিতৃলিখিত প্রস্তাব সকলের উপর তাঁহার সম্পাদকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না; অধিকন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে আংশিক রূপে নিজের মত সকল পরিত্যাগ করিতে হইত। এইরূপে প্রাচীন ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর মত সকলই বিভিন্ন পরিবর্ত্তিত হইয়া এই নব পত্রিকায় প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু মিল্ ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ঐ সকল পুরাতন মতের পার্শ্বে নিজের নূতন মত সকলও সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, প্রত্যেক লেখককে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া বা কোন সাঙ্কেতিক নাম দিয়া আপন আপন প্রস্তাব প্রকাশিত করিতে হইবে। সম্পাদক কাহারও মতের জন্য দায়ী নহেন। তিনি কেবল এই মাত্র দেখিবেন, যেন প্রস্তাবগুলি পত্রিকার উপযোগী হয়। এই সময় সুবিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক সেজউইক্, লক্ এবং পেলির মতের প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়া বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান ও হিতবাদ মতের উপর ঘোরতর আক্রমণ করেন। মিল্ সেজ্‌উইকের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাব উপলক্ষে তিনি হিতবাদ প্রভৃতির মত-সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল নূতন ভাব ছিল, তাহা ব্যক্ত করেন।

মিল্ পিতার সহিত তাঁহার যতদূর মতভেদ ছিল বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক তাদৃশ মতভেদ ছিল না। বিতণ্ডার সময় না হউক, অন্ততঃ সহজ অবস্থায়, পিতা মিলের অনেক মতের সত্যতা স্বীকার করিতেন এবং কার্য্যতঃ অনেক উদারতা প্রদর্শন করিতেন। এই সময়ে জেম্‌স্ মিলের "ফ্রাগ্‌মেণ্ট অন্ ম্যাকিণ্টস্" নামক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয়। মিল্ এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন বটে; কিন্তু যেরূপ পারুষ্যের সহিত ইহাতে ম্যাকিণ্টসকে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার বহির্ভূত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই সময় "ডিমোক্রেসি ইন্ অ্যামেরিকা" নামে টক্‌ভিলের একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে রাজনীতি-ঘটিত প্রশ্ন সকল যে প্রণালীতে মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা জেম্‌স মিলের প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জেম্‌সের প্রণালী যুক্তি-মূলক, টক্‌ভিলের প্রণালী ব্যাপ্তিজ্ঞান ও বিশ্লেষ-মূলক। ভিন্ন প্রণালীতে লিখিত হইলেও জেম্‌স মিল্ এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি বলিতেন যে, টক্‌ভিল সাধারণতন্ত্রের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, সে দুয়ের তুলনা করিতে গেলে স্বপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অধিকতর

যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। আর একটী আহ্লাদের বিষয় এই যে, মিল্ এই সময় সম্মিলিত রিভিউএ সভ্যতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী রচনা করেন এবং যে প্রস্তাবটী পরে তাঁহার "ডেজারটেসন্‌স" নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়, জেম্‌স সেই প্রস্তাবটীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে মিল্ অনেক নূতন মতের অবতারণা করেন। এই-রূপে মিল্ ও তাঁহার পিতা—ইঁহাদিগের উভয়ের মতভেদ ক্রমেই অপনীত হইতেছিল, এমন সময় সহসা অকালমৃত্যু আসিয়া জেম্‌স মিলের বহুমূল্য জীবনের সীমা নির্দ্দেশ করিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সমস্ত বৎসর তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনত হইতে থাকে এবং তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্ষয়কাশে পরিণত হয়। অবশেষে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের নিস্তেজ ভাব উপলক্ষিত হয় নাই। প্রাণী ও বস্তুমাত্রের উপর তাঁহার যে বিশেষ যত্ন ছিল, এক দিনের জন্যও তাহার হ্রাস হয় নাই। নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর বিভীষিকা এক দিনের জন্যও তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রধান সুখ এই যে, তিনি যত-দিন জীবিত ছিলেন, অক্লান্তভাবে জগতের হিতসাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান দুঃখ এই যে, তিনি জগতের হিতসাধন করিতে আরও অধিক সময় পাইলেন না।

সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে দেশের মধ্যে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চ উনবিংশ শতাব্দীর বংশধরগণ—যাঁহারা জেম্‌স মিলের লেখনী হইতে অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন—যে তাঁহার নামের ভত উল্লেখ করেন না, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। জেম্‌স মিলের যশঃসূর্য্য বেন্‌থামের যশঃসূর্য্যের উজ্জ্বলতর কিরণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়া-ছিল। কিন্তু জেম্‌স মিল কখনই বেন্‌থামের শিষ্য বা অনুবর্ত্তক ছিলেন না। তিনি তাঁহার সময়ের এক জন অদ্বিতীয় স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। অতীত বংশধরগণ তাঁহা-দিগের উত্তরাধিকারিগণের জন্য যে সকল অমূল্য স্বাধীন চিন্তারত্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সেই সকলের মূল্য অনু-ধাবন করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহা-দিগের ব্যবহার করেন। বেন্‌থাম ও তাঁহার মনের গঠনের বস্তুতঃ অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। সত্য বটে, তিনি বেন্‌থামের সকল উচ্চ-গুণের অধিকারী হন নাই, কিন্তু বেন্‌থামও তাঁহার সমস্ত উচ্চগুণের আধার হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ জগতের অসীম উপকার সাধন করিয়া বেন্‌থাম যে অতুল [illegible] করিয়াছেন, জেম্‌স মিলের জন্য যে যশ প্রার্থনা করিলে আমরা লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। বেন্‌থামের ন্যায় তিনি মানব-চিন্তা-বিভাগে কোন বিপ্লব উত্থাপিত করিতে পারেন নাই, কোন নূতন সৃষ্টিও সংসাধিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বেন্‌থামের প্রতি-ভার উজ্জ্বলতার কিরণের সাহায্যে জগতের যে সকল হিতসাধন করিয়াছেন, সে সকল গণনায় না আনিলেও বেন্‌থাম যে বিষয়ে হস্ত-ক্ষেপও করেন নাই, সেই বৈশ্লেষিক মনো-বিজ্ঞানে—যাহার উপর নীতি ও রাজনীতি শাস্ত্র মূলতঃ নির্ভর করিতেছে—ইনি যাহা করিয়া-ছেন, তাহাতেই তাঁহার নাক্তাবী বংশধর-

দিগের নিকট অতি আদরের জিনিস হইবে সন্দেহ নাই। আর একটী কারণ—যাহাতে তাঁহার নাম উনবিংশ শতাব্দীর লোকের নিকট তত আদৃত হয় নাই—এই যে যদিও তাঁহার মত সকল সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মত সকলের সহিত বর্ত্তমান শতাব্দীর মত সকলের স্পষ্ট প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইত। যেমন ব্রূটস্ রোমান্‌দিগের শেষ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ জেম্‌স মিল্ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও মতসকল পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, জেম্‌স মিল্ তাহার ভালমন্দ কিছুতেই সংস্রুত ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীকে একটী সুমহৎ যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এই যুগে অসংখ্য নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত লোকের জন্ম হয়। জেম্‌স্ মিল্ তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার রচনা ও ব্যক্তিগত মত সকল প্রভাবে তিনি তাঁহার সমসাময়িক বংশধরদিগের আলোক-কেন্দ্র-স্বরূপ ছিলেন। ভল্টেয়ার যেমন ফ্রান্সের দার্শনিকদিগের অগ্রণী ছিলেন, জেম্‌স মিল্ সেইরূপ ইংলণ্ডের দার্শনিক-র‍্যাডিক্যালদিগের দলপতি ছিলেন। ইনি ভারতবাসিদিগের অতি আদরের ধন—যেহেতু ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ডাইরেক্টরদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান দ্বারা ভারতবাসিদিগকে বণিক্-সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি এমন কোন বিষয় লিখেন নাই, যাহা তিনি নিজের অমূল্য চিন্তালোকে আলোকিত করেন নাই। নিজ চরিত্র ও মনের বলে অপরের মত ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বাধীনতা ও উন্নতির স্রোত পরিবর্দ্ধিত করিতে সক্ষম—তাঁহার ন্যায় ইংলণ্ডে তৎকালে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না।

এইরূপে পিতৃবিহীন হইয়া মিল্ এখন হইতে উন্নতিক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, তদীয় পিতা যে সকল গুণে জনসমাজে স্বকীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাতে সে সকল সামাজিক গুণের অনেক অভাব আছে। সুতরাং পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সহজ ও পরিষ্কৃত ছিল, এখন আর সেরূপ থাকিবে না। এখন তাঁহাকে সকল কার্য্যই একাকী ও সাহায্যবিরহিত হইয়া করিতে হইবে। তিনি এখন হইতে সাধারণতন্ত্র পক্ষপাতী উদারচেতা ব্যক্তিদিগের উপর আপন আধিপত্য সংস্থাপনের একমাত্র আশা তাঁহার নব পত্রিকার উপরই ন্যস্ত করিলেন। পিতৃবিহীন হওয়াতে মিল্ পিতার অমূল্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু পিতৃ-সম্বন্ধীয় যে অধীনতার বিনিময়ে তাঁহাকে সেই সাহায্য ক্রয় করিতে হইত, তাহা হইতে উন্মুক্ত হইলেন। এই শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ায় তাঁহার মত সকল মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অধিকতর বিকাশ পাইতে লাগিল। তৎকালে ইংলণ্ডে জেম্‌স মিল্ ভিন্ন র‍্যাডিক্যালমতাবলম্বী আর কোন লেখক বা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, যাঁহার নিকটে মিলের মস্তক অবনত হইত অথবা তাঁহার লেখনী প্রতিহত বা সঙ্কুচিত থাকিত। এক্ষণে মিল্ মলেস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া নব

পত্রিকায় নিজের স্বাধীন মত সকল ও চিন্তা প্রণালীর পূর্ণ প্রসর দিতে লাগিলেন। তিনি স্বানুমোদিত উন্নতির পক্ষসমর্থক ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য পত্রিকার স্তম্ভ সকল উন্মুক্ত রাখিলেন। ইহাতে যদি তিনি প্রাচীন সহচরবৃন্দের সাহায্যে বঞ্চিত হন, তজ্জন্যও প্রস্তুত হইলেন। এই সময় হইতে কার্লাইল্ এই পত্রিকার নির্দ্দিষ্টলেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং ষ্টার্লিং ইহাতে মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। যদিও প্রত্যেক লেখক ইহাতে স্বাধীনভাবে আপন আপন প্রবন্ধে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তথাপি এই পত্রিকার সাধারণ ভাব মিলের মতানুযায়ীই হইয়া উঠিল। তিনি সুশৃঙ্খলরূপে এই পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যের নির্ব্বাহ জন্য রবার্টসন নামক একজন যুবককে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। রবার্টসন অতিশয় কার্য্যদক্ষ বহুদর্শী এবং পরিশ্রমশীল ছিলেন। ইঁহারই বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল্ তাঁহার পত্রিকার বিক্রয় ও প্রচারের অনেক আশা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল্ এত আশা করিয়াছিলেন যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন মলেস্‌ওয়ার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পত্রিকার প্রকাশনে ক্লান্ত হইলেন এবং যে কোন প্রকারে ইহা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন মিল্ তাঁহার আশায় অবিবেচনাপূর্ব্বক আপন ব্যয়ে ইহা চালাইতে সম্মত হইলেন। একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক, এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লেখককে বেতন দিতে হইলে তাঁহাকে এক দিনের জন্যও এই পত্রিকা চালাইতে হইত না। কিন্তু স্বয়ং এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহাতে বিনা বেতনে লিখিতে সম্মত হওয়ায় অতি কষ্টে ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তথাপি এডিনবরা ও কোয়াটার্লি রিভিউএর নিয়মে কতকগুলি বৈতনিক লেখককে বেতন দিতে হওয়ায় মিল্‌কে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কারণ পত্রিকার বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে তাহা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ন্যায়দর্শনে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করিলেন। ইন্‌ডক্‌সন আরম্ভ করিবার প্রায় পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার লেখনী এ বিষয়ে বিশ্রান্ত ছিল। তাহার কারণ এই তিনি জানিতেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন ও সূক্ষ্ম জ্ঞান ব্যতীত ন্যায়দর্শন আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু তাহাও স্বল্প-সময়-সাধ্য নহে, আর এমন কোন পুস্তক ছিল না, যাহাতে ন্যায়দর্শনসাহায্যার্থে বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সাধারণ জ্ঞান ও প্রণালী সকল একত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই বৎসরের প্রারম্ভে ডাক্তার হিউয়েল (Whewell) তাঁহার ইন্‌ডক্‌টীব বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি মিলের আকাঙ্ক্ষার অনতিদূরবর্ত্তী হইয়াছিল। এই জন্য মিল্ অতি আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার অন্তর্বর্ত্তী মত সকল যদিও অভ্রান্ত ছিল না, তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত চিন্তার প্রভূত উপকরণসামগ্রী মিলের যে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত উপকরণসামগ্রী হিউয়েলের হস্তে প্রথম সংস্কার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অল্প পরিশ্রমেই ইহা মিলের কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এতদিন তিনি যাহার অনুসন্ধান

করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার করতলস্থ হইল। হিউয়েলের গ্রন্থ তদীয় চিন্তাসাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিল। তিনি হিউয়েলের গ্রন্থ পাঠের পর হার্সেলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থ তিনি পূর্ব্বেও পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহার সমালোচনা পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কখন তাঁহার কোন উপকার দর্শে নাই। কিন্তু এক্ষণে হিউয়েলের গ্রন্থের আলোকে তিনি ইহাতে অনেক নূতন বিষয় দেখিতে লাগিলেন, আপনার মানসিক উন্নতির ইয়ত্তা করিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার নব পত্রিকার সম্পাদন কালের মধ্যে যে অবসর পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সুবিখ্যাত ন্যায় দর্শনের এক তৃতীয়াংশ সমাপ্ত করিলেন পূর্ব্বে তিনি এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেও আর এক-তৃতীয়াংশ হইল। অপর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ন্যায় দর্শন এই অবস্থায় রাখিয়া তিনি এক্ষণে কম্টের দর্শনে লইয়া ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

মিল্ কম্‌টের গবেষণাপ্রণালীর সূক্ষ্মতা ও গভীরতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শনের এই প্রধান দোষ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহাতে প্রমাণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই। এই বিষয়ে মিলের দর্শন কম্‌টের দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। যাহা হউক কম্‌টের দর্শন পাঠে মিলের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার শেষ রচনা সকল অনেকস্থলে কম্‌টের দর্শনালোকে আলোকিত। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কম্‌ট-দর্শনের দুই খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর কম্‌ট দর্শনের অবশিষ্ট খণ্ড সকল যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি মিল্ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। কম্‌টের সামাজিক বিজ্ঞান মিলের রুচিকর হয় নাই। চতুর্থ খণ্ডে এই বিষয়ের আলোচনা ছিল। সুতরাং চতুর্থ খণ্ড মিল্‌কে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করে। কিন্তু পঞ্চমখণ্ড তাঁহার এই ক্ষোভ কিয়ৎপরিমাণে অপনীত করে। এই খণ্ডে ইতিহাসের একটী অখণ্ড ছবি প্রদত্ত হয়। এই ছবি অবলোকন করিয়া মিল্ পরম পুলকিত হন। ন্যায়দর্শন-সম্বন্ধে মিল্ বিপরীত-অন্বয়-প্রণালী (Inverse Deductive method) বিষয়ে কম্‌টের নিকট বিশেষ ঋণী ছিলেন। এই মতটি সম্পূর্ণ নূতন। মিল্ কম্‌টের দর্শন ভিন্ন আর কুত্রাপি এই মত দেখেন নাই। বোধ হয় কম্‌টের দর্শন অবলোকন না করিলে এই মতে উপনীত হইতে মিলের বহুদিন লাগিত, অথবা হয়ত তিনি স্বয়ং কোন কালেই এ মতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না।

কম্‌টের সহিত মিলের কখনই চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই, তথাপি মিল্ তাঁহার রচনাবলীর এক জন অকপট স্তুতিবাদক ছিলেন। কিছুদিন তাঁহাদিগের মধ্যে পত্রাদি লেখালেখিও চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই পত্র সকল বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পরস্পরকে পত্র লেখার আগ্রহও কমিয়া গেল। পত্র লেখা বিষয়ে মিল্ সর্ব্বপ্রথমে শিথিল হন, কিন্তু পত্র লেখা রহিত করা বিষয়ে কম্‌টই অগ্রগামী হন। মিল্ দেখিলেন—আর বোধ হয় কম্‌টও তাহাই বুঝিয়াছিলেন—যে তাহা দ্বারা কম্‌টের মানসিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই এবং কম্‌ট দ্বারা তাঁহার যে উপকারের সম্ভাবনা,

তাহা কম্‌টের পুস্তক দ্বারাই হইতে পারে। তাঁহাদিগের পার্থক্য যদি সামান্য-মতভেদ-ঘটিত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইত না। কিন্তু যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের গভীর ও প্রবলতর হৃদয়ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের জীবন-পথের নিয়ামক ছিল, তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ সেই প্রিয়তম ও গভীরতম মত সকলের পার্থক্যে সংঘটিত হয়। কম্‌ট বলিতেন যে যেমন জনসাধারণ—অধিক কি তাহাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণও—প্রকৃতিতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মতের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদিগেব সমাজ-তত্ত্ব ও রাজনীতি বিষয়েও দার্শনিকদিগের মতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা উচিত। মিল্‌ এ বিষয়ে কম্‌টের সহিত সম্পূর্ণরূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন। কম্‌টের সর্ব্ব-প্রথম গ্রন্থ পাঠ করা অবধি এই মত মিলের অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। মধ্যযুগে রাজ-কীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌ভূত হওয়ায় আধুনিক ইউরোপের সভ্যজাতি সকল যে কি অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন, কম্‌ট তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল্‌ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কম্‌ট বলিতেন যে, ধর্ম্মযাজকেরা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতির উপর যে প্রভুতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কালে সেই প্রভুতা অতর্কিতভাবে দার্শনিকদিগের হস্তেই পতিত হইবে। দার্শনিকেরা যখন নানা মত পরি-ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপ ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, তখনই তাঁহারা এরূপ আধিপত্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। মিল্‌ এ বিষয়েও কম্‌টের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কম্‌ট দার্শনিক-দিগকে রোমান্‌ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন। যখন তিনি রোমান্‌ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা এক সময় যে আধ্যাত্মিক আধিপত্য ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দার্শনিকদিগকে সেই আধিপত্যে অভিষিক্ত কবিলেন; যখন তিনি এই আধ্যাত্মিক প্রভুতাকে উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর একমাত্র অবলম্বন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন; যখন তিনি এরূপ প্রণালী হইতে রাজনৈতিক ও পারিবারিক যথেচ্ছাচার বিষয়েও অনেক উপকারের আশা করিতে লাগিলেন; সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মিল্‌ স্থির করিলেন যে, ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত যতই কেন এক হউক না, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা আর এক পথে অধিক দিন বিচরণ করিতে পারিবেন না। কম্‌ট "সিষ্টেম্‌ ডি পলেটিক পজিটিব" নামক তাঁহার শেষ গ্রন্থে তাঁহার এই মত সকলকে চরমসীমায় সমানীত করেন। সেই মত এই —কতকগুলি আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও শাসন-কর্ত্তাদিগের একটী সুসম্বদ্ধ সমাজ থাকিবে, তাঁহারা যে যে মতবিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, সেই সেই মত দ্বারা সাধারণের কার্য্য—অধিক কি চিন্তা পর্য্যন্তও—নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত হইবে। এই মত সমাজের ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য ও যতদূর সম্ভব চিন্তার —সেই কার্য্য ও চিন্তা তাঁহাদিগের নিজ সম্বন্ধেই হউক, আর জনসাধারণ সম্বন্ধেই হউক —নিয়ামক হইবেক। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও

রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এরূপ ভীষণ যথেচ্ছাচার-প্রণালীর প্রতিপোষক মত বোধ হয়, ইগ্‌নেসিয়স লয়লা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যের মস্তিষ্ক হইতে কখন নিষ্ক্রান্ত হয় নাই। যাহা হউক কম্‌টের এই গ্রন্থখানি হৃদয়ের গভীর ভাব সম্বন্ধে যে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ গুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার একমাত্র মূল্য এই যে, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ব্যতিরেকে নৈতিক প্রভুতা সংরক্ষিত হইতে পারে না" জগতে যে এই ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার মূলোচ্ছেদ করে। কারণ কম্‌ট মানব ধর্ম্ম (Religion of Humanity) ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু যাহা তাঁহার দার্শনিক সমাজ ভাল বলিয়া জানে, তাহা ব্যক্তি মাত্রকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে—কম্‌টের এই ভীষণ মত চিন্তা করিতেও ভয় হয়। স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের মূল্য বিষয়ে নষ্টদর্শন হইলে যে মনুষ্যদ্বারা কি ভীষণ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, যাঁহারা রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, কম্‌টের পুস্তক তাঁহাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিতেছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থকার হইবার উদ্দেশে যে চিন্তা, তদ্বিষয়ে মিল্ যে কিছু সময় অর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার পত্রিকার সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হইত। যে প্রবন্ধগুলি লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ হইতে উদ্ধৃত হইয়া ডেসারটেসন্‌স নামক তদীয় পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তিনি উক্ত পত্রিকায় সমুদয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, সে গুলি তাহার চতুর্থাংশও নহে। উক্ত রিভিউয়ের সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার দুইটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। দার্শনিক র‍্যাডিক্যালিজমকে সাম্প্রদায়িক বেন্‌থামিজম্ অপবাদ হইতে মুক্ত করা তাহার অন্যতর। র‍্যাডিক্যাল মতকে প্রশস্ততর ভিত্তিতে সংন্যস্ত করা, ইহাকে স্বাধীনতর আকার প্রদান করা, মিলের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার এই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সংসিদ্ধও হইয়াছিল। সুশিক্ষিত র‍্যাডিক্যালদিগকে কার্য্যে উত্তেজিত করা এবং যাহাতে তাঁহারা হুইগ্‌দিগের সহিত সমানরূপে রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ করা, তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার এই লক্ষ্য প্রথম হইতেই বিফল হয়। সময়ের অননুকূলতা সংস্কারোৎসাহের হ্রাস-প্রবণতা এবং টোরিদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা —ইহার আংশিক কারণ বটে, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাবই ইহার প্রধান কারণ। এই সময় পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে অনেক গুলি সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ র‍্যাডিক্যালমতাবলম্বী লোক ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন লোক একজনও ছিলেন না। মিলের গভীর উত্তেজনাও তাঁহাদিগকে সঞ্চালিত করিতে পারিল না। কিন্তু এই সময় সৌভাগ্যক্রমে একটী ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে মিল্ অসমসাহসিকতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত র‍্যাডিক্যাল মতের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন। মন্ত্রিদল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লিবারেল্ না হওয়ায় এই সময় লর্ড ডর্হাম মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যেই ক্যানাডীয় বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় ও অপনয়ন করার ভার গ্রহণ

করেন। তিনি প্রথম হইতেই র‍্যাডিক্যাল উপদেশকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রথম কার্য্যই—উদ্দেশ্য ও ফলে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য সন্দেহ নাই—হোম গবর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করেন ও উটাইয়া দেন। সুতরাং তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিদলের সহিত প্রকাশ্য বৈরভাবে অবস্থিত হন। এক দিকে টোরিগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত, অন্যদিকে হুইগগণ কর্ত্তৃক অবমানিত—অথচ অর্থ ও গৌরবে কাহা অপেক্ষাও ন্যূন নহেন—এরূপ অবস্থায় লর্ড ডর্হামেরই র‍্যাডিক্যাল দলের অধিনায়ক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তিনি সকল দিক্ হইতেই নিষ্ঠুর রূপে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন; শত্রুরা তাঁহার কার্য্যের দোষোদ্ঘোষণ করিতে লাগিল. বন্ধুবর্গ কিরূপে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপ অবস্থায় নগ্নমনা ও পর্য্যুদস্ত হইয়া তিনি ক্যানাডা হ'তে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। মিল্ প্রারম্ভ হইতেই ক্যানাডীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন; তিনি ডর্হামের উপদেশক ছিলেন; ডর্হাম ক্যানাডায় ঘটনাবলীর যেরূপে পরিচালন করিয়াছিলেন, তিনিও ওরূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ করিতেন, সুতরাং তিনিই ডর্হামের পক্ষ-সমর্থন করণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রিকায় ডর্হামের পক্ষ-সমর্থক একটী প্রবন্ধ রচনা করেন; তাহাতে তিনি যে ডর্হামকে শুদ্ধ অভিযোগ হইতে মুক্ত করেন এরূপ নহে; স্বদেশবাসিদিগের নিকট তাঁহার জন্য প্রশংসা ও গৌরবও প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য কতিপয় সম্পাদক মিলের মতের অনুসরণ করিলেন। লর্ড ডর্হাম ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইবামাত্র যে অতি সমারোহে গৃহীত হন, তাহার প্রধান কারণ মিলের এই প্রবন্ধ। এরূপ মুমূর্ষু সময়ে মিলের প্রবন্ধ বাহির না হইলে, ডর্হামের অদৃষ্টে যে কি ঘটিত কে বলিতে পারে? যাহা হউক ডর্হামের কানেডীয় রাজনীতি যদিও জয় লাভ করিল, তথাপি গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার আদর জন্মের মত তিরোহিত হইল। কিন্তু ডর্হামের আদেশানুসারে চার্লস বুলার কর্ত্তৃক লিখিত লর্ড ডর্হামের কানেডীয় কার্য্য-বিবরণ রাজনৈতিক জগতে একটী নূতন যুগের অবতারণা করিল। লর্ড ডর্হাম উক্ত কার্য্য-বিবরণে সম্পূর্ণরূপ আভ্যন্তরীণ আত্মশাসন-প্রণালীর (Internal Self-Government) সংস্থাপনের অনুরোধ করেন। তাঁহার এই অনুরোধে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ক্যানাডায় আত্মশাসন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ঐ প্রণালী ইউরোপীয় সভ্য-জাতি মাত্রেরই উপনিবেশ সকলে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। মিল্ যথাসময়ে ডর্হাম ও তদীয় মন্ত্রি-বর্গের কার্য্যপ্রণালীর পোষকতা না করিলে এরূপ শুভকর অনুষ্ঠান শীঘ্র সংঘটিত হইত কি না সন্দেহ।

উক্ত পত্রিকার সম্পাদনকালে আর একটা ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহাতে মিলের ক্রুদ্ধ হস্তক্ষেপ ঘটনাসাগরের প্রবাহ পরিবর্ত্তন করে। কার্লাইলের ফরাশিবিপ্লব যে অতিশয় গৌরব ও কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তাহার প্রধান কারণ মিলের সমালোচনা। এই গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহির্গত হইবামাত্র প্রচলিত সমালোচকেরা—যাঁহাদিগের নিয়মাবলী ও বিচারপ্রণালীকে কার্লাইল পদদলিত করিয়া-

ছিলেন—স্ব স্ব কূটযুক্তি দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণকে ইহার বিরুদ্ধে দূষিত করিতে না করিতেই, মিল্ নিজের পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির করেন। তিনি এ সমালোচনায় এই গ্রন্থের এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, ইহা স্বাভাবিকী প্রতিভার ফল সুতরাং ইহা সামান্য নিয়ম বা বিধির অধীন নহে, বরং ইহা নিয়ম বা বিধির প্রবর্ত্তক মিলের এই সমালোচনায় কার্লাইলের এই গ্রন্থ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হয়। মিলের সমালোচনার কোন অদ্ভুত শক্তি ছিল বলিয়া মিলের সংস্কার ছিল না। তাঁহার মতে সাময়িক হস্তক্ষেপই এরূপ কৃতকার্য্যতার মূল তিনি বলিতেন, ঠিক সেই সময়ে যে কোন ব্যক্তি কথঞ্চিৎ হৃদয়-গ্রাহিরূপে ঐরূপ মত প্রকাশ করিলে, সমান ফল উৎপাদন করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যদিও তিনি তাঁহার পত্রিকা দ্বারা র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি যখনই এই দুই ঘটনার বিষয় মনে করিতেন তখনই তাঁহার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত।

র‍্যাডিক্যালদলের প্রতিষ্ঠা-বিষয়িণী আশালতা উন্মূলিত হইলে, মিল্ পত্রিকার সম্পাদন জনিত অর্থ ও সময়ের বৃথা ব্যয় হইতে অপসৃত হইলেন। এই পত্রিকা খানি এতদিন তাঁহার নিজের মত প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ ছিল। এই পত্রিকায় তিনি সম্পূর্ণরূপে তদীয় পরিবর্ত্তিত মত সকল ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাথমিক রচনাবলীর সঙ্কীর্ণ বেন্থামিজম্ হইতে আপনাকে স্পষ্টরূপে পৃথক্কৃত করিতে পারিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তদ্রচিত বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, দুইটী প্রবন্ধে বেন্থাম ও কোলেরীজের দর্শনের তুলনা এবং তদীয় রচনা সকলের সাধারণ ভাব—পাঠকমাত্রকেই প্রতিপন্ন করিয়াছিল যে, তদীয় মত সকলে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রথমটীতে তিনি বেন্থামের গুণ বর্ণন-পূর্ব্বক তাঁহার দর্শনের ভ্রম ও অভাব সকল প্রদর্শন করেন। এরূপ সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত হইলেও বেন্থামের দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে না করিতেই, তাহার গৌরব নষ্ট করা মিলের সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। ইহাতে উন্নতির পথ রুদ্ধ বই পরিষ্কৃত করা হয় নাই। মিল এই ভ্রম আপনিই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, বেন্থামের অ[illegible] দর্শনের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া তিনি যেমন জগতের কিয়ৎ পরিমাণ অপকার করিয়াছেন —কারণ মিলের সমালোচনা পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত শুদ্ধ দোষ ভাগ দেখিয়া বেন্থামিক দর্শনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন—সেইরূপ যে সকল ভক্ত্যন্ধ ব্যক্তিগণ বেন্থামকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে বেন্থামের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া জগতের কিয়ৎ পরিমাণে উপকারও করিয়াছিলেন।

কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শনের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুত্থানের প্রকৃতিগত দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন। বেন্থামের দর্শন সমালোচনার সময় মিল্ যেমন বেন্থামের দোষভাগের অযথা আন্দোলন দ্বারা একপক্ষে পতিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ কোলেরীজ দর্শনের সমালোচনার সময় [illegible]

আন্দোলন দ্বারা আর এক প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্য ভ্রমাত্মক হইলেও মিলের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও সাধুতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর র‍্যাডিক্যাল ও লিবারেলদিগের একরূপ অন্ধ-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বেন্থাম দর্শনের সকলই অভ্রান্ত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শনের সকলই ভ্রান্ত, এই রোগের প্রতীকার করাই মিলের উদ্দেশ্য ছিল।

উক্ত পত্রিকার যে সংখ্যায় কোলেরীজ-বিষয়ক প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়, মিলের অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রিকার ঐ শেষ সংখ্যা। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে মিল উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষতা, হিক্‌সন্ সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। হিক্‌সন্ তাঁহার অধ্যক্ষতা-কালে উক্ত পত্রিকার এক জন অবৈতনিক নিয়মিত ও যোগ্য লেখক ছিলেন। হিক্‌সনের সহিত মিলের এই মাত্র বন্দোবস্ত হইল যে, উক্ত পত্রিকা এখন হইতে "ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার রিভিউ" এই পুরাতন নামে আখ্যাত হইবে। সেই নামে উক্ত পত্রিকা হিক্‌সনের অধ্যক্ষতায় দশ বৎসরকাল প্রচলিত থাকে। হিক্‌সন্ উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক দুইই হইলেন। তিনি তাঁহার পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না এবং খরচ পত্র বাদে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু একরূপ র‍্যাডিক্যালমতাবলম্বী পত্রিকার ব্যয় বাদে আয় অতি অল্পই হইত। সুতরাং এত অল্প টাকায় তিনি যে সম্মানের সহিত এতদিন এই পত্রিকা চালাইতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহা তাঁহার হস্তে [illegible] ছিল, [illegible] ও

র‍্যাডিক্যালিজম্ মত প্রচার বিষয়ে সতত [illegible] থাকিত। মিল্ ইহাতে লিখিতে একেবারে ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু এডিন্‌বরা রিভিউএর অধিকতর প্রচারহেতু এখন হইতে তাহাতেই তিনি অধিক পরিমাণে লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে "ডিমক্রেসি ইন্ আমেরিকা" নামক এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। মিল্ এই গ্রন্থের সমালোচনা এডিন্‌বরা রিভিউ-এতে প্রদান করিয়া ইহার লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জীবনের শেষভাগ;—ন্যায়দর্শন, টেলর-পত্নী; সমাজতত্ত্ব; অর্থনীতি, সমাজ বিপ্লব, পরিণয়; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্ধান।

এখন হইতে মিলের জীবনবিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। এখন হইতে তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন বিষয়ে আমাদিগের আর অধিক বক্তব্য নাই। কারণ তাঁহার মনের এখন পরিবর্ত্তনের অবস্থা নহে, ক্রমিক উন্নতির অবস্থা। এই ক্রমিক উন্নতি তাঁহার পরিণত-রচনায় সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই গুরুভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা তাঁহার জীবননাটকের শেষ অঙ্ক অতি সংক্ষেপে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মিল্ তাঁহার পত্রিকার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া [illegible]

করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই এবং আগষ্ট মাসে তিনি যে অবসর প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের যাহা কিছু লিখিতে অবশিষ্ট ছিল তাহা সমাপ্ত করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পুস্তকের অবশিষ্টাংশ পরিসমাপ্ত হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সময় পুস্তক খানির পুনর্লেখনে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার সমস্ত পুস্তকই এইরূপে অন্ততঃ দুই বার করিয়া লিখিত হইত। প্রথমে তিনি পুস্তক খানির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রচনা সমাপ্ত করিতেন। পুস্তক খানির রচনা সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই খসড়া দেখিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহা আবার নূতন করিয়া লিখিতেন। এই দ্বিতীয় লেখনের সময় পুস্তকের যেখানে যে অসম্পূর্ণতা থাকিত, তাহা তিনি পূরণ করিয়া দিতেন। এরূপ পুনর্লেখনে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ইহা তাঁহার প্রথম কল্পনার নবীনতা ও তেজস্বিতার সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী-চিন্তা-জনিত সূক্ষ্মতা ও পরিপূর্ণতা মিশ্রিত করিয়া দিত। তিনি প্রথম কল্পনা অপেক্ষা ইহা অল্পায়াস-সাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। প্রথম কল্পনার সময় তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগের দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। যদি সেই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে যে সমগ্র সূত্র দ্বারা ভাব সকল পরস্পর-গ্রথিত, তাহা অবশ্যই ছিন্ন বা সঙ্কুচিত হইবে। প্রথম লেখনকালে শ্রেণীবিভাগ সুন্দর ও ভাব সকল সুসম্বদ্ধ হইলে দ্বিতীয় লেখন সময়ে রচনার দোষ সকল দূরীকৃত করা কঠিন ব্যাপার নহে; কিন্তু প্রথমেই শ্রেণীবিভাগের দোষ ঘটিলে—অর্থাৎ ভাব সকল যথাযথ সম্বদ্ধ হইলে—তাহা হইতে অভীষ্ট সত্যের বিবৃতি করা অতীব কঠিন ব্যাপার।

মিলের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় লেখনকালে, হিউয়েলের দর্শনের ইন্‌ডক্‌টিব বিজ্ঞানখণ্ড প্রকাশিত হয়। মিল্ এই ঘটনাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিপরীতমতাবলম্বী ব্যক্তি দ্বারা সেই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনার অভাব, মিল্ অনেকদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। প্রতিপক্ষোত্থাপিত আপত্তি সকলের খণ্ডন এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপক্ষ-প্রচারিত মতের বিপরীত মত সংস্থাপন করিতে গিয়া, তাঁহার ভাব সকল অধিকতর বিশদতা, অধিকতর ওজস্বিতা ও অধিকতর পরিপূর্ণতার সহিত পরিব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায়দর্শনের পুনর্লেখনকালেই মিল্ হিউয়েলের সহিত বিতণ্ডার স্থূল বৃত্তান্ত এবং কম্‌টের পুস্তক হইতে গৃহীত নূতন মত সকল ইহার অন্তর্নিবেশিত করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার ন্যায়-দর্শন মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের উপযোগী হইল। তিনি প্রকাশের জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইহা মরের (Murray) হস্তে সমর্পণ করেন। মরে অনেক দিনের পর কোন অজ্ঞাত কারণে পুস্তকখানি অপ্রকাশিত অবস্থায় মিলের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। তদনন্তর মিল্ ইহা পার্কারের (Mr. Parkar) হস্তে প্রদান করেন। পার্কার ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে পুস্তক খানি প্রকাশিত করেন। মিল্ ইহার কৃতকার্য্যতার বিষয়ে বিশেষ আশা করেন নাই। আর্চবিশপ হোয়েট্‌লী ও ডাক্তার হিউয়েল্ প্রভৃতি মহাত্মগণ এই দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে পূর্ব্বেই লোকের ঔৎসুক্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে,

তথাপি এরূপ দুরূহ বিষয় লোকসাধারণের প্রীতিকর বা পাঠোপযোগী হইবে, মিল্ কখনই এরূপ আশা করেন নাই। যে-সকল ছাত্র ন্যায়দর্শন তাঁহাদিগের বিশেষ পাঠনার বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন, ইহা কেবল তাঁহাদিগেরই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ছাত্রের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে বড় অধিক ছিল না। যে কয়েকজন ছিলেন, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ বিপরীত ন্যায়দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মিলের ন্যায়দর্শন পড়ে বা তাঁহার মত সকলের অনুমোদন করে, এরূপ লোকের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে অতিশয় অল্প ছিল।

মিল্ ভাবিয়াছিলেন যে, ডাক্তার হিউয়েলের তর্কপ্রিয়তা অতি স্বরায় তাঁহাকে তদীয় ন্যায়দর্শনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত করিবে এবং এই প্রতিবাদে মিলের পুস্তক শীঘ্রই সাধারণ জনগণের ঔৎসুক্য উদ্দীপিত করিবে। কিন্তু মিলের সে আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। হিউয়েল্ তাঁহার পুস্তকের প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে। এই সময়ের মধ্যে মিলের ন্যায়দর্শন তৃতীয় সংস্করণ অতিক্রম করে। যাহার বিষয় এত কঠিন ও দুর্ব্বোধ; এরূপ পুস্তক এত শীঘ্র এত কৃতকার্য্যতা লাভ কেন করিল এবং কিরূপ লোকেই বা ইহার ক্রেতৃশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল, মিল্ তাহা কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি স্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন যে, আধুনিক ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়সকলে—স্বাধীন চিন্তা আবার নূতন উৎসাহ ও নূতন আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ অভাবনীয় কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে মিল্ কখন আশা করেন নাই যে, তাঁহার ন্যায়দর্শন তদাপ্রচলিত দার্শনিক মতে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে।

পর্য্যবেক্ষণ (Observation) ও ভূয়োদর্শন (Experience) মিলের ন্যায়দর্শনের মূলসূত্র। তাঁহার মতে জ্ঞানমাত্রই পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের ফল, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক সংস্কারের (Association) ফল এবং সংস্কার শিক্ষার ফল। জার্ম্মান্ দার্শনিকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতমতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের কতকগুলি জ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনজাত বটে, কিন্তু অনেক গুলি আত্মসিদ্ধ (Innate)। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক সংস্কার ও শিক্ষা দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সংস্কার ও শিক্ষার ফল নহে। বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় সত্যসকল পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন ব্যতিরেকে শুদ্ধ স্বভাবজ্ঞান (Intuition) ও বিবেক দ্বারা কিরূপে উপলব্ধ হইতে পারে, মিল্ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ ভ্রান্ত ও দুর্ব্বোধ মতই যত দার্শনিক কুসংস্কারের মূল। মিল্ দুঃখের সহিত দেখিলেন, তাঁহার ন্যায়দর্শন এই ভ্রান্তদর্শনকে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিল না। এই ভ্রান্তদর্শন এরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, ইহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে আরও কিছুদিন লাগিবে।

সাময়িক রাজনীতির সহিত কার্য্যলিপ্ততা এবং সাময়িক পত্রিকার সম্পাদন ও লেখকগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের আবশ্যকতা হইতে মুক্ত হইয়া মিল্ সহচরবৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নিয়মিত করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ডের সাধারণ-সমাজের অবস্থা এত শোচনীয় এবং অস্মাদিগের সংসর্গ এত নীরস যে,

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সুখের আশায় ইহার অনুসরণে কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না। যে সকল বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে কোন গভীর তর্ক উত্থাপন করা তৎকালে ইংলণ্ডের সাধারণ সমাজে কুশিক্ষার ফল বলিয়া পরিগণিত হইত। এদিকে ফরাশিদিগের ন্যায় ইংরাজজাতির সজীবতা ও সামাজিকতার সহিত প্রীতিজনকরূপে সামান্য বিষয়ে গল্প করিবারও ক্ষমতা নাই। যাঁহারা সমাজতরুর উচ্চতম শাখায় এখনও উঠিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অন্যের সাহায্যে উঠিবেন বলিয়া, তাঁহাদিগেরই সংসর্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বপদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্তই এরূপ করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপিত, যাঁহাদিগের হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিশোধিত, কোন গূঢ় অভিসন্ধি ব্যতিরেকে এরূপ সমাজের সহিত সংসর্গ তাঁহাদিগের প্রীতিকর বোধ হইবে না। যাঁহারা প্রকৃত উচ্চশ্রেণীস্থ বুদ্ধির লোক, তাঁহারা এরূপ সমাজের সহিত এত অল্প সংস্রব রাখেন যে, তাঁহারা ইহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদিগের প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষ আছে, তাঁহারা এরূপ সমাজের সহিত সর্ব্বদা মিশ্রিত হইলে অনতিবিলম্বেই অধঃপতিত হয়েন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ যে ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের সময় অপব্যয়িত হয় এরূপ নহে, তাঁহাদিগের হৃদয়ভাবও ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের যে সকল চিরম্নঢ় মত সাধারণ মতের প্রতিকূলে, সমাজের প্রীতি বিধান করিতে গিয়া সেই সকল বিষয়ে অগত্যা তাঁহাদিগকে ঔদাসীন্য প্রদ-র্শন করিতে হয়। তাঁহাদিগের হৃদয় ও মনের উচ্চ আদর্শ সকলকে তাঁহারা ক্রমে কার্য্যে পরিণত করার অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে থাকেন। সে সকলকে তাঁহারা ক্রমে স্বপ্ন-বিজৃম্ভিত বা কল্পনা মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। যদি কোন মহাপুরুষ সৌভাগ্যক্রমে এরূপ সংসর্গেও তাঁহার উচ্চতম মত সকল অক্ষত ও অবিচলিত রাখিতে সক্ষম হন, তথাপি তিনি অতর্কিত ভাবে সংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ভাব ও মতের অনুবর্ত্তন করিবেন। এই জন্য উচ্চধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির অশিক্ষিত সমাজে উপদেষ্টা ভাব ভিন্ন অন্য ভাবে প্রবেশ করা হিতকর নহে। যে ব্যক্তির এরূপ উচ্চ ও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই নিরাপদে এরূপ অশিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের বড় হইবার ইচ্ছা আছে—বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মহদাশয়তায় যাঁহারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠ না হউন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের সমান,—তাঁহাদিগেরই সংসর্গ তাঁহাদিগের বিশেষ ইষ্টজনক। আরও যখন স্বভাব ও মন গঠিত হইয়াছে,—তখন মত, প্রতীতি ও হৃদয়ভাব প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ একতা সংঘটিত হয়—তাঁহাদিগের সহিতই প্রকৃত বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। এই সকল কারণে মিল্ যাঁহাদিগের সংসর্গ অনুসরণ করিতেন, এরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমেই অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

এই স্বল্প বন্ধুবর্গের মধ্যে টেলরপত্নীই সর্ব্ব-প্রথম ছিলেন। এই সময়ে প্রায় অধিক সময় তিনি তাঁহার বালিকা দুহিতামাত্র অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের কোন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন।—তাঁহার স্বামী কদাচিৎ তাঁহার

বাস করিতেন; এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে লণ্ডনে আসিয়াও অবস্থিতি করিতেন। মিল্ এই দুই স্থানেই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। টেলরপত্নী স্বামিবিরহিত হইয়া বৎসরের অধিক সময়ই যখন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন, তখনও মিল তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং দুইজনে সময়ে সময়ে একত্র ভ্রমণে নির্গত হইতেন। এই ঘটনায় স্বভাবতঃ অপযশ ঘোষণা হইতে পারে জানিয়াও টেলরপত্নী নিজ চরিত্রবলে সে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতেন। এই জন্য মিল্ তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। টেলরের অনুপস্থিতিকালে একত্র অবস্থিতি ও একত্র পরিভ্রমণ ভিন্ন এই সময়ে তাঁহাদিগের পরস্পরের ব্যবহারে লোকে এমন কিছুই পাইত না, যাহাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গভীর স্নেহ ও পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্ব ভাব ভিন্ন, অন্য কোন ভাবের অস্তিত্বের সংশয় লোকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহারা দুই জনে যে সমাজের ভয়ে ভীত হইতেন এরূপ নহে। কারণ তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, কাহারও ব্যক্তিগত কার্য্যের উপর সমাজের কোন অধিকার নাই। সুতরাং ব্যক্তিগত কার্য্যে তাঁহারা সমাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু যে কার্য্যে টেলরের অন্তরে বেদনা লাগিবার সম্ভাবনা, যে কার্য্যে সমাজের নিকট টেলরকে—সুতরাং টেলরপত্নীকেও—লজ্জিত হইতে হইবে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের উভয়েরই অকর্ত্তব্য।

তাঁহার মানসিক উন্নতির এই তৃতীয় অবস্থায়—অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহার ও টেলরপত্নীর মানসিক উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, তাঁহার মত সকল অধিকতর গভীর ও প্রশস্ত হইতে লাগিল। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিতেন না, এখন হইতে সে সকল বিষয় তাঁহার বুদ্ধির অধিগম্য হইতে লাগিল; এবং যে সকল বিষয় তিনি অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে তাঁহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতে লাগিল। দিন কতক মিল্ অনেক বিষয়ে বেন্থামের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বেন্থামিক হইয়া দাঁড়াইলেন। যে সময়ে তিনি বেন্থামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, সে সময়ে তিনি সমাজ ও পৃথিবীর সাধারণ মত বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করিতেও শিখিয়াছিলেন এবং সেই সকল সাধারণমতের বাহ্য উৎকর্ষেও কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিলেন; তথাপি অনেক বিষয়ে সাধারণ মতের সহিত মূলতঃ অনৈক্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন তদীয় মত সকলের সাধারণমত-বিসংবাদিতার আতিশয্য পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে দেখিলেন, যে যে বিষয়ে সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থলেই তাঁহার মতের উৎকর্ষ,—সেই সেই স্থলেই সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির সংস্কারের জন্য সেই সেই মত প্রকাশ করা আবশ্যক। এক্ষণে টেলর-পত্নীর সাহায্যে তাঁহার মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। বেন্থামিক মতে যখন তিনি নবদীক্ষিত হন, যখন তিনি বেন্থামিক সাম্প্রদায়িকতার নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠেন, তখনও তাঁহার মত সকল এতদূর সমাজদ্রোহী হয় নাই। উদানী-

অন্য বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্‌দিগের ন্যায় তখন তিনি এই মাত্র বিশ্বাস করিতেন যে, সামাজিক শৃঙ্খলায় অনেকগুলি মৌলিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ও সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদিগেরও মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property) ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থাপক সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের ও মিলের বিশ্বাস ছিল যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যত প্রকার অবিচার প্রচলিত আছে, সে সমস্তই জ্যেষ্ঠাধিকার ও এন্‌টেইল (Entail) প্রথা উঠাইয়া দিলেই নিবারিত হইতে পারে। ধনের অসম বিতরণে জগতে যে দরিদ্র-সংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাদিগের ও মিলের মতে সন্তানোৎপাদন বিষয়ে আত্মসংযম করিলেই তাহা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারিবে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে মিল্ তৎকালে কেবলমাত্র একজন লোকতান্ত্রিক (Democrat) ছিলেন, বিন্দুমাত্রও সমাজতান্ত্রিক (Socialist) ছিলেন না। এক্ষণে টেলরপত্নীর সংযোগে অন্য বিষয়ে মিল্ সম্পূর্ণ রূপে সমাজতান্ত্রিক হইয়া উঠেন। কিন্তু মিল্ ও টেলর-পত্নী উভয়েই বলিতেন যে, এই মত কার্য্যে পরিণত করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যতদিন সাধারণ লোকের শিক্ষার অবস্থা এরূপ শোচনীয় থাকিবে, যতদিন সাধারণ লোক উদার শিক্ষাবিরহে এরূপ স্বার্থপর ও হিংস্র-প্রকৃতি থাকিবে, ততদিন এরূপ মত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টায় জগতের ভীষণ অমঙ্গল বই মঙ্গল সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদিও সমাজের অপরিণত অবস্থার জন্য তাঁহারা কার্য্যতঃ এরূপ হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উদার ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে এক দিন জগতের উন্নতি শুদ্ধ যে লোকতান্ত্রিকতামাত্রে (Democracy) উঠিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে এরূপ নহে, চরমে সমাজতান্ত্রিকতাতেও (Socialism) পরিণত হইবে।

যদিও তাঁহারা উভয়েই ব্যক্তিবিশেষের উপর সমাজের যথেচ্ছাচার রূপ সমাজতান্ত্রিক মতের ভীষণ অঙ্গের সম্পূর্ণরূপে অননুমোদন করিতেন, তথাপি তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, সমাজের এমন অবস্থা অসম্ভাবিত নহে, যখন ইহা অলস ও পরিশ্রমী এই দুই দলে বিভক্ত হইবে না,—অর্থাৎ সমাজে অলস শ্রেণীর সংখ্যা একেবারেই লোপ পাইবে,—যখন—যাহারা পরিশ্রম করিবে না, তাহারা আহারও পাইবে না—এই সাধারণ নিয়ম শুদ্ধ দীনদুঃখীর উপরই প্রচারিত হইবে এরূপ নহে, ধনীদিগকেও এই নিয়মের অধীনে আসিতে হইবে ;—যখন শ্রমোপার্জ্জিত ফলের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ; এবং যখন যে সকল উপকার পরম্পরা সাধারণ্যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্যসাধন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিরূপে জগতে ব্যক্তিগত কার্য্য স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তৎসঙ্গে কিরূপে জগতের অযত্নলব্ধ দ্রব্যজাতের উপর সাধারণ অধিকার ও সাধারণ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ফলে সকলের সমান অধিকার সংস্থাপিত হইতে পারিবে—তাঁহাদিগের উভয়েরই মতে এই গুরুতর বিষয়ত্রয়ের মীমাংসা করাই সমাজসংস্কারকদিগের এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঠিক কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল গুরুতর বিষয় সংসাধিত হইতে পারে

আর কতদিন পরেই বা এই সকল মতের কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাঁহারা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারিতেন না। তবে এই মাত্র স্পষ্ট বুঝিতেন যে, অশিক্ষিত কৃষক শ্রেণী ও তাঁহাদিগের প্রভুদিগের চরিত্রে যত দিন না সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে ততদিন এরূপ গুরুতর সমাজসংস্কারের কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ শুভঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগকেই অভ্যাস দ্বারা সাধারণের হিতার্থ পরিশ্রম ও সহৃদয়সমুত্থান করিতে শিখিতে হইবে। সাধারণের হিতার্থে কার্য্য করার প্রবৃত্তি মনুষ্যের প্রকৃতিবিরোধিনী নহে। যখন একজন অশিক্ষিত সামান্য সৈনিক পুরুষ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, তখন শিক্ষা, অভ্যাস ও হৃদয়ভাবের পরিমার্জ্জন-বলে একজন প্রাকৃত লোক যে জনসাধারণের উপকারার্থ ভূমিকর্ষণ ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এরূপ অবস্থা যে কতদিনে ঘটিবে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারিতেন না, কিন্তু পুরুষপরম্পরাব্যাপী অবিশ্রান্ত শিক্ষাবলে মনুষ্য যে অল্পে অল্পে এরূপ অবস্থায় আনীত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। সাধারণ মঙ্গল যে অধুনা জনসাধারণের কার্য্যের প্রবৃত্তিনিয়ামক নহে, তাহার কারণ কেবল প্রতিকূল শিক্ষা ও অভ্যাস। সমাজশৃঙ্খলার বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল নিজের ও নিজ পরিবারসম্বন্ধীয় বিষয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত; সাধারণের হিতার্থে অতি অল্প সময়ই ব্যয়িত করিতে শিখে। স্বার্থপরতার ন্যায় সাধারণ মঙ্গলেচ্ছা দ্বারাও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া, প্রায় লজ্জার ভয় ও গৌরবস্পৃহার প্রণোদিত হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যও কত অদ্ভুত আত্মত্যাগ প্রদর্শন করিতে পারে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আধুনিক সমাজশৃঙ্খলার প্রায় সমস্ত নিয়মাবলীই স্বার্থপরতার উৎসাহ দিয়া থাকে। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থপরতা মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত এতদূর বদ্ধমূল হইয়াগিয়াছে যে, আপাততঃ যেন বোধ হয়, ইহার উত্তেজনা ব্যতীত মনুষ্যসাধারণ কখন কোন সাধারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ পুরাকালীন সাধারণতন্ত্র সকলে,—যৎকালে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিক অসংখ্য সাধারণ কার্য্যে সর্ব্বদা আহূত হইতেন,—অস্বার্থপরতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক তথাপি মিল্ ও টেলরপত্নী ইচ্ছা করিতেন না যে, স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে কোন উৎকৃষ্টতর প্রবৃত্তিনিয়ামক উদ্দেশ্য সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে, সামাজিক কার্য্যপ্রণালী হইতে স্বার্থপরতার প্রলোভন একেবারে উঠিয়া যায়। তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলাকে শুদ্ধ সাময়িক বন্দোবস্ত মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং যে যে উপায়ে নূতন ও উৎকৃষ্টতর সমাজশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইতে পারে, উপযুক্ত লোক দ্বারা সেই সেই উপায়ের পরীক্ষা করণ—তাঁহাদিগের নিকট অতিশয় আদর ও উৎসাহের বিষয় হইত। এরূপ উদ্যম সফল হউক বা নিষ্ফলই হউক, উদ্যোগকর্ত্তাদিগের যে ইহাতে সবিশেষ শিক্ষা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ মঙ্গলরূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয় এবং বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলার কি কি দোষ বর্ত্তমান

থাকায় লোকে সেই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, এই পরীক্ষায়—আর কিছু না হউক—অন্ততঃ এগুলি তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন।

মিল্ "প্রিন্সিপল্‌স অব্ পলিটিকাল্ ইকনমি" নামক অর্থনীতিবিষয়ক তদীয় গ্রন্থে এই সকল মতের সবিস্তার প্রচার করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংস্করণে এই মতসকল তত পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হয় নাই; দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর অপরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে এবং তৃতীয় সংস্করণে অসন্দিগ্ধরূপে এই সকল মত পরিব্যক্ত হয়। এই ক্রমিক পরিব্যক্তির অর্থ এই যে, এই সকল মত সাধারণের মতের বিরোধী; সুতরাং হঠাৎ অসন্দিগ্ধরূপে সেগুলি পরিব্যক্ত হইলে, লোকে ভীত ও চকিত হইয়া তদনুসরণে একেবারে বিরত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিব্যক্ত হইলে সেইগুলি ততদূর ভয় ও বিস্ময়ের কারণ না হইতে পারে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসিবিপ্লবের পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয়। সুতরাং প্রথম সংস্করণকালে লোকের মন ততদূর উন্নতিপ্রবণ না হওয়াতে মিল্ এরূপ সমাজদ্রোহী মত সকল অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই। এই জন্যই তিনি ইহার প্রথম সংস্করণ কালে সমাজতান্ত্রিক মত সম্বন্ধে যতগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, ইহাতে তাহার অধিকাংশ এত প্রবলরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে, আপাততঃ যেন তাঁহার গ্রন্থখানি উক্তমতবিরোধী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহার পর ফরাসিবিপ্লবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় লোকের মন অধিকতর উন্নতিপ্রবণ হওয়ায়, ইউরোপীয় লোকতান্ত্রিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থরাশি আলোড়িত হওয়ায় এবং এ বিষয়ে লোকের চিন্তা উদ্দীপিত ও ঘোরতর বিতর্ক উত্থাপিত হওয়ায়, মিল্ ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণকালে ইহাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুটরূপে এই মত সকল প্রকাশ করেন।

মিলের সকল গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁহার "পলিটিকাল ইকনমি" দ্রুততর সম্পাদিত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইহার রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতেই, ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের উপযোগী হয়। এই অল্পাধিক দ্বিবৎসর কালের মধ্যে আবার ছয় মাস কালের জন্য গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে পড়িয়া থাকে। এই সময়ে মিল্ "মর্ণিং ক্রনিক্‌ল্" নামক সংবাদ পত্রে আয়র্লণ্ডের পতিত ভূমি সকলে কৃষক ভূম্যধিকারী সংস্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিতেছিলেন। ১৮৪৬-১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই ঘটনায় আয়র্লণ্ডের দীনদরিদ্র কৃষকদিগকে ইহার পতিত ভূমি সকলের অধিকারী করিয়া দিলে আয়র্লণ্ডবাসীরা যে শুদ্ধ উপস্থিত বিপদের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে এরূপ নহে, তাহাদিগের ভাবী সামাজিক ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় অবস্থাও চিরকালের জন্য উন্নত হইবে—মিলের মনে এই ভাব উদিত হয়। কিন্তু এ ভাবটী সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং সাধারণের প্রীতিকর নহে; ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ রোগে এরূপ ঔষধি প্রয়োগের কোন পূর্ব্বনিদর্শন নাই। যে সকল সামাজিক প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত নাই, অন্যান্য অসংখ্য দেশে প্রচলিত থাকিলেও, ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ;

এই প্রকল কারণে মিলের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইল। পতিতভূমি সকলের উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিকার্য্যের আরম্ভ না করিয়া এবং কুটীরবাসী কৃষকদিগকে ভূম্যধিকারীরূপে পরিস্থাপিত না করিয়া, ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্ট দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আয়র্লণ্ডবাসীদিগের আপাতঃ উপকারার্থে এক "দীন-আইন" (Poor Law) জারি করিলেন। দুর্ভিক্ষ ও অন্যত্র উপনিবেশন সংস্থাপনাদি দ্বারা আয়র্লণ্ডের লোকসংখ্যা যদি কমিয়া না যাইত, তাহা হইলে এরূপ গোচিকিৎসায় আয়র্লণ্ডের যে কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইত কে বলিতে পারে?

মিলের "পলিটিকল্ ইকনমির" দ্রুত কৃতকার্য্যতা দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছে—প্রথমতঃ ইংলণ্ডের জনসাধারণ এরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিল, দ্বিতীয়তঃ এরূপ একখানি গ্রন্থ বাহির হইলে তাহারা তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে প্রস্তুত ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার এক সহস্র খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সে গুলি সেই বৎসরেই নিঃশেষিত হয়। আর এক সহস্র খণ্ড ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সে গুলিও দুই তিন বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। আবার ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৃতীয় সংস্করণকালে ১২৫০ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রচারাবধিই ইহা প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার কারণ এই যে, অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে যে সমাজবিজ্ঞানের শুদ্ধ মত মাত্র প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ নহে, সেই মত সকল কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে উপায় গুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা অন্যান্য অর্থনীতি গ্রন্থের ন্যায় স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রচারিত হয় নাই; সমাজ-বিজ্ঞান-রূপ প্রকাণ্ড তরুর একটী শাখামাত্র রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অর্থনীতি কখনই একটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে; সুতরাং ইহা অন্যান্য-সহচর-বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া মনুষ্যকে কখন কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে না।

অর্থনীতির প্রকাশের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মিল্ কোনও বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু এই সময়ে তিনি নানা সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে যাহা যাহা লিখিতেন এবং পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সহিত সাধারণ হিতকর বিষয়ে তাঁহার যে সকল পত্রাদি লেখা লেখি চলিয়াছিল, সেই সমস্ত একত্র করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। এই কয় বৎসরে তিনি জীবনের শেষ ভাগে প্রকাশের জন্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া যান। তিনি সাধারণ ঘটনাস্রোত অতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইহার গতি ও উন্নতি তাঁহার আশা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসীবিপ্লবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এক জন দুষ্টমনা যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকর্ত্তৃক ফরাসীসিংহাসনের অধিকার,—এই ঘটনাদ্বয় কিছু দিনের মত ফ্রান্সের ও ইউরোপের স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতির আশা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করে।

মিল আইশশব যে সকল মত উপায়

দেবতার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং যে সকল সংস্কার সংসাধনের জন্য অসংখ্য বাধা বিপত্তির সহিত সতত সমরে অবগাহন করিতেন, এই সময়ে সেই চিররূঢ় মত সকল ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ক্রমে আদৃত হইতে লাগিল এবং সেই চিরাভিলষিত সংস্কার সকল ক্রমেই প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনে মানবজাতির এতদূর শুভ সংঘটিত হইবে বলিয়া মিল্ আশা করিয়াছিলেন, ততদূর ঘটিল না। বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিপ্রবৃত্তির পরিমার্জ্জন ও উৎকর্ষ সাধনেই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল। এই সকল বাহ্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা সেই প্রকৃত মঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে সংসাধিত হয় নাই। বহুদর্শনে মিলের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ভ্রান্ত ও অবিশুদ্ধ মত সংশোধিত হইতে পারে, তথাপিও যে মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে সেই ভ্রান্তমত সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, সে মানসিক দুর্ব্বলতা নিরাকৃত না হইতে পারে। ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজজাতি অর্থনীতিশাস্ত্রে যেরূপ অপরিপক্ক ও অদূরদর্শী ছিলেন, এখনও সেইরূপ আছেন। এখনও তাঁহারা গুরুতর বিষয় সকলে ভ্রমের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। গভীরতর চিন্তা ও বিশুদ্ধতর হৃদয়ভাব তাঁহাদিগের অন্তর হইতে এখনও দূরবর্ত্তী রহিয়াছে। তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিপ্রবৃত্তি এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, যত দিন না মানবচিন্তা-প্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ততদিন মানবসমাজের বিশেষ উন্নতির আশা নাই। এখন আর পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুরাতন মত সকল সুশিক্ষিত দলের নিকট আদৃত হইত না; সুতরাং সুশিক্ষিত সমাজ সেই সকল মতের শুভকরী শক্তি আর স্বীকার করিতেন না, কিন্তু সেই সকল মতের এখনও এতদূর তেজস্বিতা ছিল যে, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে নূতন ও উৎকৃষ্টতর মত পরিস্থাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যখন পৃথিবীর দার্শনিকদিগের ইহার প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, তখন এক প্রকার সামাজিক বিপ্লব কাল উপস্থিত হয়। এই কালে লোকের প্রতীতি ক্ষীণ বুদ্ধিবৃত্তি কার্য্যাক্ষম ও বিবেকশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। যত দিন না আবার মানবমনে একটা নূতন (মানবিকই হউক বা ঐশ্বরিকই হউক), ধর্ম্মে বিশ্বাস সংস্থাপিত হয়, ততদিন এই অবস্থার শেষ হয় না। ততদিন এই নব পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য বিষয়ে যত কেন লেখ না, যত কেন ভাব না; তাহাতে মানবজাতির সাময়িক বই চিরস্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা নাই। মানবমনের বাহ্য অবস্থায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া মিল্ মানব জাতির ভাবী উন্নতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল স্বাধীন চিন্তার স্রোত কিঞ্চিৎ প্রবল হওয়াতে, ইংলণ্ডের ভাবী মানসিক উন্নতি বিষয়ে মিলের মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আশার সঞ্চার হইল।

এই সময়ে মিলের পারিবারিক জীবনে কয়েকটী মহতী ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল্ মাসে বিধবা টেলর-পত্নীর সহিত তাঁহার পরিণয় সর্ব্বপ্রধান।

যাঁহার অতুল গুণরাশি তদীয় বন্ধুত্বকে মিলের অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতির অবিশোষ্য উৎস করিয়াছিল, যেই রমণীকুলভূষণ টেলরপত্নীর সহিত তাঁহার যে জীবনে কখন বৈবাহিক মিলন সংঘটিত হইবে, তিনি কখনই সেরূপ আশা করেন নাই। এই স্বর্গসুখভোগে তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল না এরূপ নহে, কিন্তু কি গুরুতর মূল্যে তাঁহারা সেই সুখ ক্রয় করিতে পারেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, টেলরের অকালমৃত্যু ব্যতীত তাঁহাদিগের এ মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু টেলরের প্রতি মিলের অকৃত্রিম ভক্তি ও তদীয় পত্নীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুতরাং তাঁহারা বরং জন্মের মত সেই স্বর্গীয় সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি টেলরের অকাল মৃত্যুরূপ গুরুতর মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন সেই অনভিলষিত শোচনীয় ঘটনা ঘটিল, তখন সেই গুরুতর অশুভ হইতে তাঁহাদিগের জীবনের সর্ব্বোচ্চ শুভ সংসাধিত হইল। এতদিন শুদ্ধ চিন্তা, হৃদয়ভাব ও রচনা বিষয়ে যাঁহার সহিত সহভাগিতা ছিল, এখন হইতে তাঁহার সহিত সমগ্র জীবনের সহভাগিতা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকাল মাত্র তিনি এই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন! কেবল সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকাল! এই রমণীরত্নের অকালমৃত্যুতে মিল্ যে কি ক্ষতি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে এই রমণীকুলশিরোমণি দ্বারা মিল্ যে তাঁহার রচনা বিষয়ে কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহচর্য্যে তিনি যে কত অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিতে অক্ষম ছিলেন।

যখন দুই ব্যক্তির চিন্তা ও হৃদয়ভাব একীভূত হয়; যখন তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উভয়ে একত্র তর্কসাগরের গভীরতম প্রদেশে প্রতিদিন অবগাহন করেন; যখন তাঁহারা উভয়ে একত্র এক এক সূত্র ধরিয়া একই প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক একই মীমাংসায় উপনীত হন; তখন উভয়ের যিনিই লেখনী ধারণ করুন না, বিষয়টী যে উভয়ের মস্তিষ্কের ফল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রচনা বিষয়ে যাঁহার অংশ অল্প, চিন্তা বিষয়ে তাঁহার অংশ অধিকতর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যে রচনা ও চিন্তা উভয় বুদ্ধির ফল, তাহার কোন্ অংশ একের এবং কোন্ অংশ বা অন্যতরের, তদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। মিল্ বলেন, কি বৈবাহিক জীবনে, কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুত্বকালে তাঁহার নামে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হয়, তাহা তাঁহার ও তদীয় পত্নীর বুদ্ধির ফল। তাঁহাদিগের প্রণয়ের পরিণতির সহিত তৎপ্রকাশিত পুস্তক সকলে তাঁহার পত্নীর অংশ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন কোন স্থলে তদীয় পত্নীর অংশ নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে; মিলের মতে তাঁহাদিগের উভয়রচিত পুস্তক সকলে যত কিছু বহুমূল্য ভাব, কিছু সুন্দর অবয়ব—যাহা দ্বারাই সেই পুস্তক সকলের এত গৌরব ও এত কৃতকার্য্যতা,—যাহা দ্বারাই সেই পুস্তক সকল হইতে জগতে এত অসংখ্য শুভ ঘটনা—সমস্তই তদীয় পত্নীর বুদ্ধিমূলক।

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ক

পুস্তকেই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হয়। ন্যায়দর্শন গ্রন্থে রচনার স্পষ্টতা বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার পত্নীর সাহায্য গৃহীত হয় নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইন্‌ই, একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহার নিকট হইতে মিল ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তক খানির হস্তলিপি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে উপরিউক্ত দার্শনিকের হস্তে প্রদত্ত হয়। তিনি বিজ্ঞান হইতে অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ আহরণ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করেন এবং ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মিলের মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। ন্যায়দর্শন বিষয়ে মিল্ কম্‌টের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি কম্‌টের পুস্তক দেখেন নাই" এই সময়ে কম্‌টের "সিষ্টেম্ ডি ফিলসফি পজিটিবের" প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। মিল্ তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হওয়ার পর, এই পুস্তক খানি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায়দর্শনের পরিশিষ্ট লিখনকালে এই পুস্তক হইতে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হন।

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থের "শ্রমজীবিশ্রেণীর সম্ভাবিত ভাবী অবস্থা" নামক অধ্যায়টী সম্পূর্ণরূপে তদীয় পত্নীর রচিত। প্রথম হস্তলিখনকালে এই অধ্যায়টী একেবারেই ছিল না। কিন্তু তাঁহার পত্নী একপ অধ্যায়ের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করায় এবং এরূপ একটী অধ্যায় ব্যতীত এ গ্রন্থ খানি অসম্পূর্ণ থাকিবে, এরূপ বলায় মিল্ তাঁহার পুস্তকে এই অধ্যায়টী সংযোজিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই তদীয় পত্নীর উদ্ভাবনা। অধিক কি ভাষা পর্য্যন্তও অনেক সময় তাঁহারই। অর্থের উৎপাদন ও বিতরণে যে কি প্রভেদ, তাহা পূর্ব্বে কোন অর্থনীতিজ্ঞই নির্দ্দেশ করিতে পারেন্ নাই। যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদিগের মতে সে সমস্তই প্রাকৃতিক; মানবী ইচ্ছা তাহাদিগকে নিয়মিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। তদীয় পত্নীই সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন মত আবিষ্কৃত করেন যে, যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা প্রাকৃতিক বটে; কিন্তু যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সকল প্রায়ই মানবী ইচ্ছার অধীন। এই শেষোক্ত নিয়মগুলি মানবী ইচ্ছা ও সমাজের আবশ্যকতানুসারে নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই ভাব গুলি মিল্ সর্ব্বপ্রথমে সেন্ট সাইমোনিয়দিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার পত্নীর উত্তেজনাতেই ইহা তাহার মনে সজীবতা ধারণ করে। সংক্ষেপতঃ তাঁহার পুস্তকের যে অংশের সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও আধিভৌতিকার সম্বন্ধ, সেই টুকুই তাঁহার নিজের ও অবশিষ্ট সমস্তই তদীয় পত্নীর। এই সকল কারণে মিলের ইচ্ছা ছিল যে, পুস্তক খানি তদীয় পত্নীর নামে উৎসর্গীকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী এরূপ ইচ্ছা করিতেন না যে, তাঁহার বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়; এই জন্যই তিনি বান্ধবদিগকে দিবার নিমিত্ত কয়েক খণ্ড বাদে অন্য পুস্তক গুলি আপনার নামে উৎসর্গীকৃত করিতে দেন নাই।

মিলের বৈবাহিক জীবনের শেষ ভাগে

দুইটী প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়—একটী তাঁহার পীড়াবিষয়ক, অপরটি ইণ্ডিয়া হাউসে তাঁহার কর্ম্ম বিষয়ক। প্রথমতঃ তিনি এই সময়ে একবার পিত্রাগত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য প্রায় ছয় মাস কাল ইতালী, সিসিলী এবং গ্রীস্ প্রভৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ১৮৫৬খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের করেস্পণ্ডেন্স্ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হন। এই বিভাগে তিনি অন্যূন ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর কর্ম্ম করেন। তিনি এক্ষণে যে পদে অভিষিক্ত হইলেন, তাহার নাম ইণ্ডিয়া করেস্পণ্ডেন্সের পরীক্ষক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সেক্রেটরীর পদ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পদ ছিল না। যতদিন এই পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিনই মিল্ ইহাতে অভিষিক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার এই পদে উন্নীত হওয়ার দুই বৎসরের অনধিককালমধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই পদের তিরোধান হয়।

সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় সিপাহী মিউটিনির পর ১৮৫৮খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামার্ষ্টনের পরামর্শে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। মিল্ ভিন্ন আর সকল রাজনীতিজ্ঞেরাই তৎকালে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, রাজ্ঞীর হস্তে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অধিকতর সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইবে। মিলের বিশ্বাস স্বতন্ত্র ছিল। তিনি জানিতেন যে, রাজ্ঞী, তদীয় মন্ত্রিসভা এবং পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যতদূর সতর্কতার সহিত ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাজ্ঞীর কর্ম্মচারীরা সে সতর্কতার সহিত কখনই ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। তাঁহাদিগকেও রাজ্ঞী, তদীয় মন্ত্রিসভা এবং পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যসম্বন্ধে কোন অত্যাচারনিবন্ধন পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা পরীক্ষা-স্থলে আনীত হইলে, রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে সমুচিত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে নানা চেষ্টা করিবেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হেষ্টিংসের পরীক্ষা কালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাকে উচিত দণ্ড হইতে রক্ষা করণেও গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ ছিল না। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেল রাজ্ঞীর প্রতিনিধি। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট কোন অপরাধে তাঁহাকে পরীক্ষা স্থলে সহজে আনয়ন করিতে সাহসী হইবেন না। এই সকল কারণে মিল্ স্থির করিলেন যে, এখন হইতে ভারতবর্ষে অরাজকতা অতিশয় প্রবল হইবে। এই সকল কারণেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বপক্ষে তল্লিখিত আবেদন পত্রাদিতে তাঁহার চেষ্টা বিশেষরূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

যাহাহউক এই ঘটনায় তাঁহার বিশেষ বরং উপকারই হইল। বিদায়দানের সময় গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। লর্ড ষ্ট্যান্লে রাজ্ঞীর অধীনে

সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটের পদে অভিষিক্ত হইলেন। লর্ড ষ্টান্‌লে ভারতবর্ষীয় সভায় আসন গ্রহণ করিবার জন্ত মিল্‌কে অনুরোধ করেন। কিছুদিন পরে সভার সভ্যগণও পুনর্ব্বার ঐ প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুইবারই মিল্ অস্বীকৃত হন। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়, মিল্ দেখিলেন, তাহা হইতে কোন শুভফলের আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং রাজ্ঞীর অধীনে কার্য্য স্বীকার করিয়া তিনি ভারতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন এরূপ আশা নাই; অথচ তাঁহার অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত হইবে। তাঁহার অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া এই অস্বীকার জন্ত তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় নাই।

তাঁহার এই কার্য্যলিপ্ত জীবনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুইবৎসর কাল ধরিয়া তিনি ও তদীয় পত্নী তাঁহার "লিবার্টি" নামক স্বাধীনতা-বিষয়ক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। মিল্ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র রচনা করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রোমনগরীর ক্যাপিটলের সোপানমার্গে আরোহণ কালে, এই প্রবন্ধকে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা তদীয় মনে সর্ব্বপ্রথমে সমুদিত হয়। মিলের অন্ত কোন গ্রন্থই এই খানির ন্যায় এত সতর্কতার সহিত রচিত ও পরিশোধিত হয় নাই। তদীয় অন্যান্ত গ্রন্থের ন্যায় এখানিরও হস্তলিপি দুই বার লিখিত হয়; কিন্তু অন্যান্ত গ্রন্থের ন্যায় দুইবার লিখনের পরই ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয় নাই। ইহার পরও এই গ্রন্থের হস্তলিপি খানি অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট ছিল। তাঁহারা দুইজনে বারংবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন এবং প্রতি বার তাহার প্রত্যেক পদের ও প্রত্যেক বাক্যের দোষ গুণ বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে ১৮৫৮—৫৯খৃষ্টাব্দের শীত কালে,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য হইতে মিলের অবসৃত হওয়ার অব্যবহিত পর বৎসরে—তাঁহারা দুইজনে ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিবেন এবং সেই সময় এই গ্রন্থের চরম পুনঃপর্য্যবেক্ষণ সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু মানবজীবনের ন্যায় মানবী আশাও অনিত্য। তাঁহারা দুই জনে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে মণ্টপিলিয়ার নগরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে অ্যাভিগ্নন্ নগরে ফুস্ফুস্-রক্তাবরোধ (পল্‌মোনরী কন্‌জেস্‌চন্) রোগের আকস্মিক আক্রমণে তদীয় পত্নীর মৃত্যু হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার এজীবনের সমস্ত আশা তিরোহিত হইল!!!

সপ্তম অধ্যায়।

মিল একাকী,—"স্বাধীনতা" "স্ত্রীজাতির অধীনতা" রাজনৈতিক রচনা; আমেরিকার দাস-সমর; সার্ উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ প্রণীত দর্শন; আগষ্ট কমট ও তদুদ্ভাবিত প্রত্যক্ষবাদ।

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥"

যদি কখন কোন রমণী কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের এই প্রশংসা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসার যোগ্যা হইয়া থাকেন, তাহা মিলের সহধর্ম্মিণীই। কালিদাস গৃহিণীত্ব, সচিবত্ব, সখীত্ব ও শিষ্যাত্ব এই কয়েকটী বই রমণীর অন্য কোন গুণের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু মিলের পত্নীতে এ সমস্ত অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে অধিকতর ও উচ্চতর গুণের সমাবেশ ছিল। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না ও পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে মিলের ন্যায় মনীষীরও মন যে বিচলিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পত্নীবিয়োগের পর মিল সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তদীয় সমাধি-সন্নিধানে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পত্নীর অনন্যপূর্ব্বাবস্থাজাত একমাত্র দুহিতা সেই নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র কুটীরে পত্নীবিয়োগেও তিনি কল্পনাবলে তৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে লাগিলেন। যে সকল মহৎ কার্য্য তাঁহার পত্নীর জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই সকল কার্য্য তাঁহার জীবনেরও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। যে সকল কার্য্যে তাঁহার পত্নী অনুমোদন করিতেন, যে সকল কার্য্যে তাঁহার পত্নীর সহানুভূতি ছিল এবং যে সকল কার্য্যের সহিত তদীয় পত্নী অনিবার্য রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্যেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবেন—মিল্ ইহা স্থির সঙ্কল্প করিলেন। নীতির যে আদর্শ তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, সেই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই জীবন নিয়মিত করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির সঙ্কল্প হইল। ইত্যাদি নানা উপায়ে পত্নীর স্মৃতি সজীবিত রাখা মিলের জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।

যে স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থ বিশেষরূপে তাঁহাদিগের উভয় মস্তিষ্কের ফল, সেই "লিবার্টি" নামক গ্রন্থে মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশন এবং পত্নীর নামে তাহার উৎসর্গীকরণ পত্নী-বিয়োগের পর মিলের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল। তিনি ইহার কোন স্থানে পরিবর্ত্তন বা ইহার কোন স্থানে কোন নূতন বিষয়ের সংযোজনা করিলেন না। যদিও ইহা তদীয় পত্নীর হস্তে শেষ সংস্করণ পাইলে উৎকৃষ্টতর হইত সন্দেহ নাই, তথাপি মিল্ নিজ হস্তে সেই অভাবের পূরণ করিতে কখন ইচ্ছা করেন নাই।

এই গ্রন্থের এমন একটী বাক্য নাই, যাহা তাঁহারা দুইজনে একত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন নাই; ইহার এমন একটী স্থান নাই, যাহা তাঁহারা দুইজনে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই; ইহাতে এমন একটী চিন্তা বা ভাব নাই, যাহা তাঁহারা দোষ-স্পর্শ-শূন্য করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই সকল কারণে এই গ্রন্থখানি যদিও তদীয় পত্নীর শেষ পুনঃপর্য্যবেক্ষণ প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ইহা রচনা বিষয়ে মিলের যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে যে সকল চিন্তা সন্নিবেশিত আছে, তাহার কোন্ গুলি তাঁহার এবং কোন্ গুলি তদীয় পত্নীর, তদ্বিষয়ে নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে ইহার চিন্তাস্রোতের গতি যে তদীয় পত্নী কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে

তাঁহাদিগের দুই জনেরই মনে এই বিষয়ে একইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইত। এই বিষয়ে তাঁহার মনে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইত, মিল্ তাহা পত্রে অঙ্কিত করিতেন। তদীয় পত্নী সেই পত্রাঙ্কিত চিন্তাস্রোতের গতির অনুসরণ করিতেন এবং গতিভ্রংশ দেখিলে তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। কখন কখন মিলের মনের গতি এরূপ হইত যে, তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসনের অনুমোদন করিতেন; কখন বা তাঁহার র‍্যাডিক্যালিষ্ম ও লোকতন্ত্রিত্বপ্রবণতা কমিয়া যাইত। এই সকল মতিভ্রংশের সময় তদীয় পত্নীই তাঁহাকে প্রকৃত পথে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আত্মাভিমান মিলের এত অল্প ছিল যে, তিনি সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং সকলেরই মতের যথোচিত সম্মান করিতেন। এই জন্য সময়ে সময়ে এরূপ ঘটিত যে, তিনি অপরের মতের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া নিজের মতকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিতেন। এই সঙ্কট হইতে তদীয় পত্নীই তাঁহাকে সতত রক্ষা করিতেন। কোন্ মতের কতদূর সম্মাননা করা উচিত এবং পরের মতের সম্মাননা রক্ষা করিবার জন্য নিজের মত কত পরিমাণে সঙ্কুচিত করা উচিত তদীয় পত্নীই তাহার মীমাংসা করিতেন।

মিল্ "ন্যায়দর্শন" ব্যতীত অন্যান্য যত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে তদীয় স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থখানিই দীর্ঘজীবী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। তাহার প্রথম কারণ এই যে, ইহার প্রণয়নে তাঁহার নিজের এবং তদীয় পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধ এইরূপ একটী মাত্র সত্য লইয়া এরূপ দার্শনিক গ্রন্থ পূর্ব্বে আর কখনই প্রচারিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ অধুনাতন সমাজে উন্নতির অনুকূলে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের বেগ ক্রমশই প্রবলতররূপে অনুভূত হইতেছে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরস্পর প্রভেদ ও স্বতন্ত্র মূল্য অনেকেই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন; সংখ্যাতীত মানবের সংখ্যাতীত বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি থাকিবে, অথচ সেই অসংখ্য প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হইবে না, এরূপ অবস্থা যে মানবজগতের বৈচিত্র্যসাধন ও স্থিতিস্থাপনের একমাত্র উপায়, তাহা এক্ষণে অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। যখন পুরাতন মত সকল বিলোড়িত হইয়া তাহার স্থানে কোন নূতন মত সংস্থাপিত না হয়; তখন লোকের মনে পুরাতন মতের উপর অভক্তি ও অবিশ্বাস জন্মে; এবং তাহারা স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায় যে, তাহাদিগের পুরাতন মত সকল আর এরূপ অবস্থায় ধারণ করা যাইতে পারে না; তখন তাহারা সবিশেষ আগ্রহের সহিত নূতন মত সকল শ্রবণ করে। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় সমাজের ঠিক এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সময়েই মিলের স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রচারিত হয়। এই জন্যই মিলের স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধের এত আদর! এই জন্যই ইহার চিরস্থায়ী হইবার এত সম্ভাবনা!

ইহার মৌলিকতা (Originality) সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাস্বরূপ সত্য জগতে এই নূতন আবিষ্কৃত হইল এরূপ নহে। ব্যক্তিগত ও জাতি বা সমাজগত স্বাধীনতার প্রভেদ কি, তাহা পূর্ব্বে অনেকেই জানিতেন। প্রাচীনকালে—

সত্যতালোক জগৎ আলোকিত করার পূর্ব্বে—এই সত্য কতিপয় মনীষীমাত্রেরই নিভৃত চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে জগতে সত্যতাসূর্য্য সমুদিত হওয়ার পর অবধি মানবজাতি কখনই এই সত্যের আলোকশূন্য হয় নাই। বিশেষতঃ অধুনাতন ইউরোপে পেস্টালোজি, উইল্‌হেম্, ভন্ হম্বোল্ট ও গেটি প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের যত্নে ব্যক্তিত্ব-বাদ (Individuality) মতের বিপুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। মিলের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উইলিয়ম্ ম্যাকাল এবং আমেরিকার ওয়ারেন্—এই মত সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। সুতরাং মিলের পুস্তকে কোন নবাবিষ্কৃত মত প্রচারিত হইয়াছে, এ কথা আমরা বলি না। তবে আমরা এই মাত্র বলিব যে, এই বিষয় এত অসন্দিগ্ধরূপে ও এরূপ নূতন ভাবে জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা পূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

মিলের আর এক খানি গ্রন্থের সহিত তাঁহার পত্নীর স্মৃতিচিরগ্রথিত হইয়া আছে। এই গ্রন্থখানির নাম "সব্‌জেকসন্ অব্ উইমেন্" বা স্ত্রীজাতির অধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার অন্তর্নিবেশিত মত সকল তিনি তদীয় পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বলিতেছি না। যাহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে, তাঁহারা যেন তাহা ভুলিয়া যান; আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইহাতে স্ত্রীজাতির অনুকূলে যে নূতন মতগুলি সমাবেশিত হইয়াছে, সে গুলি বহু দিন হইতেই মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয়বস্তু ছিল; তাঁহার মুখ হইতেই টেলরপত্নী সেই মত গুলি শ্রবণ করেন। সেই মতগুলিই সর্ব্ব প্রথমে টেলরপত্নীর চিত্ত মিলের দিকে আকৃষ্ট করে, সেই মতগুলিই তাহাদিগের উদ্ভাবয়িতার প্রতি টেলরপত্নীর মনকে প্রণয়প্রবণ করিয়া দেয়। সেই মত গুলিই তাহাদিগের উদ্ভাবয়িতার সহিত টেলর-পত্নীর প্রথমে প্রণয় ও পরিশেষে পরিণয় সংঘটনের মূল। "বৈধিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং পারিবারিক সকল বিষয়েই পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার"—এই নবীন মত তিনি টেলরপত্নীর নিকট শিক্ষা করেন নাই। বরং টেলরপত্নীই এই মত গুলি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মুখে শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করা অবধি মিলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়। যদিও মিল্ এই মতগুলি টেলরপত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই, তথাপি সেই মত কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহা তিনি তাঁহারই নিকট শিখিয়াছিলেন। "স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির ন্যায় সম্পূর্ণ বৈধিক স্বাধীনতার অধিকারিণী; পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষণীয়; যে সকল বিধি-পরম্পরা দ্বারা সমাজ ও রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে, তাহার গঠনকার্য্যে পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিরও সমান অধিকার" সকল মত তিনি তদীয় পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই বটে; কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিপরম্পরার গঠনবিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায়, সমাজের যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, মানবজাতির উন্নতিমার্গে যে সকল কণ্টক রোপিত হইতেছে এবং কি কি উপায়েই বা সেই সকল অনিষ্টপাতের নিবারণ হইতে পারে, সে সমস্ত তিনি তদীয় পত্নীর নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিলে

এরূপ বিশ্বাস ছিল যে—তদীয় পত্নীর এতদ্বিষয়ক সমস্ত চিন্তা তিনি এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত করিতে পারেন নাই; এবং এই গ্রন্থ তদীয় পত্নী দ্বারা সংরচিত হইলে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর হইত।

"লিবার্টির" মুদ্রাঙ্কণের কিছুদিন পরেই মিল্ "থট্‌স অন্ পার্লিয়ামেণ্টারি রিফরম্" নামক একখানি রাজনীতি বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকার কিয়দংশ তদীয় পত্নীর দ্বারা অনুমোদিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। মিল্ ও তদীয় পত্নী—ইহারা দুই জনেই পূর্ব্বে "ব্যালট্" * প্রণালীর স্বপক্ষ ছিলেন; কিন্তু পত্নীবিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্বে মিলের ও তদীয় পত্নীর এই বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন হয়। মত পরিবর্ত্তন বিষয়ে মিলের পত্নী বরং তাঁহার অগ্রগামিনী হন। এই পুস্তিকায় "ব্যালট্" প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের যে সকল যুক্তি ছিল, সেই সকল যুক্তি মাত্রই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে মিলের আরও একটী নূতন মত সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ভোটের অসমতা অবশ্য রক্ষণীয়; কিন্তু তাঁহার মতে ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই মত বিষয়ে মিল্ কখনই পত্নীর সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই; সুতরাং এ মত তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, একথা বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ কেহই তাঁহার এ মতের অনুমোদন করেন নাই। যাঁহারা ভোটের অসমতার পক্ষপাতী, তাঁহারা সম্পত্তিরূপ ভিত্তির উপরই এই অসমতা সংস্থাপিত করিতে চাহেন; বুদ্ধি বা বিদ্যার উৎকর্ষের উপর নহে।

মিলের পার্লিয়ামেণ্টারী-সংস্কার-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রকাশনের অব্যবহিত পরেই মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হেয়ারের প্রণালীর উৎকর্ষ বিষয়ে মিল্ অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে হেয়ারের পুস্তকের এবং এই বিষয়ে অষ্টিন্ ও লরিমার লিখিত পুস্তক দ্বয়ের একটী বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করেন। এই সমালোচনা এক্ষণে মিলের "বিবিধ রচনাবলী" নামক গ্রন্থের অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে।

এই বৎসরে তিনি আর দুই একটী গুরুতর কার্য্যের সম্পাদন করেন। প্রথমতঃ এডিন্‌বরা রিভিউতে সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইনের মনোবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া ইহার যশঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলিকে "ডেসার্টেসন্‌স অ্যাণ্ড ডিস্কসন্‌স" নামে পুস্তকাকারে দুইখণ্ডে প্রকাশিত করেন। তদীয় পত্নীর জীবদ্দশাতেই ইহার অন্তর্নিবেশনীয় বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত হয়; কিন্তু পুনঃপ্রকাশন লক্ষ্য করিয়া সেগুলি তদীয় পত্নীদ্বারা কখনই সংশোধিত হয় নাই। পত্নী-সাহায্য-বিরহে হতাশ হইয়া মিল্ প্রস্তাবগুলিকে তদবস্থাতেই মুদ্রিত করিলেন। কেবল যে যে স্থান তাঁহার বর্ত্তমান মতের বিরোধী ছিল, সেই সকল স্থান উঠাইয়া দিলেন। "এ ফিউ ওয়ার্ডস অন নন্-ইণ্টারভেন্‌সন"—ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনের এতৎ-শিরস্ক প্রবন্ধ. ভিন্ন মিল এবৎসর আর কিছুই লিখেন নাই। এই প্রবন্ধটী তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স অ্যাণ্ড ডিস্ক-

* বিভিন্ন বর্ণের দুইটী গুটিকার অন্যতর দ্বারা মত বা অভিপ্রায় প্রকাশ করাকে ব্যালট প্রণালী কহে।

সনস্" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ড বিদেশীয় রাজনীতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ উদাসীন; যে বিষয়ে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ নাই, তাহাতে ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ করেন না—ইত্যাদি অপবাদ হইতে ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় লর্ড পামার্স্টন কর্তৃক সুয়েজ খাল কাটার প্রতিবাদই—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অপযশঃ উদ্‌ঘোষিত হওয়ার উত্তেজক কারণ। এই প্রস্তাব উপলক্ষে মিল্ —যে নীতি ও রাজনীতি দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত—সেই নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বিতর্ক উত্থাপিত করেন। এই বিভিন্নজাতিগত নীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত তদীয় মত সকল, তিনি লর্ড ব্রুগাম্ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাশি সাময়িক গবর্ণমেণ্টের সমর্থন বিষয়ক প্রস্তাবে, কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধটী প্রথমে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএ প্রকাশিত হয়; এবং পরে তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স" নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়।

মিল্ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপে শুদ্ধ রাজনৈতিক সাহিত্যের অনুশীলনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাজনীতির প্রধান আন্দোলনস্থান লণ্ডননগরী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধাই ঘটিয়াছিল। আজ কাল যাঁহাদের কিছু সঙ্গতি আছে, বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, তড়িৎ বার্ত্তাবহ প্রভৃতি গত্যনুকূল উপকরণ সকলের জন্য দূরত্বজনিত কোন অসুবিধাই তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। গত দিবস যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, পরদিন প্রত্যুষে সেই সকল ঘটনা সংবাদপত্রযোগে এক সময়েই লণ্ডনে ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে। লণ্ডনের অধিবাসীরা যে সময়ে দৈনন্দিন সংবাদপত্র সকল তাঁহাদিগের টেবিলের উপর দেখিতে পান, বাষ্পীয় শকটের অদ্ভুত মহিমায় অন্যান্য নগরের ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীরাও সেই সময়েই সেই সকল সংবাদপত্রদ্বারা তাঁহাদিগের টেবিল্ সুশোভিত দেখিতে পান। সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক সাময়িক পত্র সকল যথাসময়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকেও সাময়িক তর্কের বিষয় অবগত করিয়া দেয়। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে নগরের সাধারণ অধিবাসীরা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় সকল লোকের মুখে শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হন; সুতরাং তাঁহারা সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে এই সকল বিষয়ে যে সকল তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত বা প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহা পাঠ করা তত আবশ্যক মনে করেন না; কিন্তু পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা—যাঁহাদিগের লোকমুখে সে সকল বৃত্তান্ত শুনিবার তত সম্ভাবনা নাই—হয়ত যত্নপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে পাঠ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে, নগরের সাধারণ লোক প্রায়ই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত—চিন্তা-বিহীন ও হুজুগপ্রিয়; কিন্তু সম্পাদকেরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত। এইজন্যই সম্পাদকেরা সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হন। এইজন্যই সংবাদ বা সাময়িক পত্রাদিতে লিখিত বর্ত্তমান-ঘটনা-বিষয়ক প্রস্তাব বা প্রবন্ধ প্রায়ই

সাবধান ও চিন্তাবহুল হয়। এই জন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদির পল্লীগ্রামস্থ পাঠক অপেক্ষা নগরের সাধারণ লোক বর্ত্তমান-ঘটনা-বিষয়ে অধিকতর অজ্ঞ। যাঁহারা লৌকিকতা ও সামাজিকতা লইয়া সতত ব্যতি-ব্যস্ত, তাঁহারা মানবী ঘটনাবলীর গভীর তত্ত্বের উন্মেষণে অক্ষম। একজন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকও যদি অধিক দিন লৌকিকতা ও সামা-জিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারও জ্ঞাননেত্র অচিরকালমধ্যে নিমীলিত ও বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। যাহা-দিগের সহিত তিনি সতত মিশ্রিত হইবেন, তাহাদিগের সমতলে তাঁহাকে অচিরকাল-মধ্যেই নামিতে হইবে। এরূপ লোকের সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং চতুর্দ্দিকে কি ঘটিতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ের আন্দোলনে তদীয় দেশ আন্দোলিত হইতেছে, সে সকল বিষয় জানিবার তাঁহার অবসর নাই। বর্ত্তমান ঘটনাস্রোতের কি বা পরিণাম হইবে, বর্ত্তমান তর্কের বিষয়ীভূত প্রশ্নসকলের কি বা মীমাংসা হইতে পারে, তাহাও ভাবিবার সময় নাই। মিল্ এরূপ অবস্থার শোচনীয় পরিণাম জানি-তেন, এই জন্যই তিনি সামাজিকতা ও লৌকি-কতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। নগরের অনতিদূরস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থিত হইয়াও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির দ্বারা তিনি জগতের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিতেন; বর্ত্তমান ঘটনাবলীর স্রোত কোন্ দিকে প্রধা-বিত হইবে, বর্ত্তমান অমীমাংসিত প্রশ্ন সকলে-রই বা কি মীমাংসা হইতে পারে, তাহা তিনি সেই ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া ভাবিতেন; এবংমধ্যে মধ্যে সেই সকল বিষয়ে নব নব প্রবন্ধ লিখিয়া জগতে নূতন আলোক বিস্তার করিতেন। শিল্পবাণিজ্যগত দ্রব্যজাত ও মানবস্রোত প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া জ্ঞানভাণ্ডার অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে নগরে আসিতেন।

এই নির্জ্জন প্রদেশের এই ক্ষুদ্র কুটীরের একমাত্র আলোক—তদীয় পত্নীর গর্ভজাত দুহিতা—মিলের আত্মোৎকর্ষ সাধনের সাহায্য-ব্রতে ব্রতী ছিলেন। মিলের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শুশ্রূষা ব্যতীত তাঁহার জীবনের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। জীবননাট্যশালায় এরূপ বিচ্ছেদের পর এরূপ সঙ্গিনী প্রাপ্ত-হওয়া অতি অল্প পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। এখন হইতে যাঁহারা মিলের নামে প্রকাশিত পুস্তক সকল পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের মনে যেন ইহা উদিত হয় যে, সেই পুস্তকগুলি দুইজন অদ্ভুত রমণী ও একজন অদ্ভুত পুরুষের মস্তিষ্কের ফল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মিল্ "কন্সিডারেসন্স অন্ রেপ্রেসেন্‌টেটিব গবর্ণমেণ্ট" নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। দীর্ঘকালব্যাপিনী চিন্তার পর প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী বিষয়ে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই সকলই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে বহুজনাকীর্ণ প্রতি-নিধি সভা বিধিব্যবস্থাপন কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এরূপ সভার প্রকৃত কার্য্য—নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সুযোগ্য রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা যে সকল বিধি ব্যবস্থাপিত হইবে—সেই সকল বিধির অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান মাত্র—বিধির ব্যবস্থাপন নহে। এই জন্য তাঁহার মতে প্রতিনিধি সভা দ্বারা বিধির ব্যবস্থাপন

নিমিত্ত একটী ব্যবস্থাপক সমাজ মনোনীত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিনিধি সভা যখন দেখিবেন, যে, কোন নূতন বিধির ব্যবস্থাপন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যের ভার ব্যবস্থাপক সমাজের উপর অর্পণ করিবেন। ব্যবস্থাপক সমাজ বিধির ব্যবস্থাপন করিলে প্রতিনিধি সভা ইচ্ছামত তাহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতিনিধি সভা স্বয়ং করিতে পারিবেন না। ব্যবস্থাপক সমাজের উপরই সেই সকল পরিবর্ত্তনের ভার অর্পণ করিতে হইবে। বিধির ব্যবস্থাপনরূপ এই গুরুতর প্রশ্নের এরূপ পূর্ণ মীমাংসা বেন্থামের পূর্ব্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বেন্থামশিষ্য মিল্ গুরুকৃত এই নূতন পথের পরিষ্করণ ও বিস্তৃতিসাধন দ্বারা যে জগতের অসীম উপকার সংসাধিত করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ কার্য্যে সাধারণী সভার সম্পূর্ণ অধিকারের সহিত কতিপয় সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা বিধিব্যবস্থাপনকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের প্রস্তাব পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। মিলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রস্তাব অবশ্যই একদিন কার্য্যে পরিণত হইবে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মিল্ যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "দি সবজেকসন অব্ উইমেন্" বা স্ত্রীজাতির অধীনতা বিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতদিন অপ্রকাশিত রাখার কারণ এই যে, মিলের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি অবসরমত মধ্যে মধ্যে ইহার পরিপুষ্টি সাধন ও উৎকর্ষ বিধান করিবেন এবং এই মতের কৃতকার্য্যতা লাভের সময়েই ইহার প্রচার করিবেন। মিলের এই ইচ্ছা কথঞ্চিৎ ফলবতী হইয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আর এক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ খানির নাম "ইউটিলিটেরিয়ানিজম্" বা হিতবাদ। এই প্রবন্ধটী তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশাতেই তিনি ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে উপর্য্যুপরি তিনবারে প্রকাশিত করেন। তিনি সেই প্রবন্ধটী সংশোধিত করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সংযোজিত করিয়া একণে এই পুস্তিকায় প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার অনতিপূর্ব্বে জগতের ঘটনা-স্রোতে এক নববিবর্ত্ত উত্থাপিত হয়। দাস-ব্যবসায় লইয়া আমেরিকায় ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ জনিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই সমরের সহিত মিলের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানিতেন, এই ভীষণ সংগ্রামের পরিণাম অনন্তকালের জন্য মানব ঘটনাস্রোতের দিক্ নির্ণয় করিবে। এই জ্বলনোন্মুখ বহ্নি অনেক দিন হইতেই ধূমায়মান হইতেছিল। মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল যে, এই প্রধূমিত বহ্নি অচিরকালমধ্যেই প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইবে। তাঁহার সহানুভূতি দাসব্যবসায়-বিরোধীদিগেরই সহিত ছিল। দাসব্যবসায়ী-দিগের দ্বারা দাসত্বের অধিকারবিস্তার চেষ্টা যে অন্যায় ও অসঙ্গত, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। ধনলিপ্সা, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা এবং বহুকালোপভুক্ত অধিকার পরিত্যাগের অনিচ্ছা —প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি সকল যে দাসত্ব প্রথার দূরীকরণের প্রতিবন্ধিনী তাহা তিনি

জানিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক কেয়ার্ণেস তদীয় "স্লেভপাউয়ার" নামক দাসত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল্ জানিতেন যে, এই ভীষণ সংগ্রামে যদি দাসব্যবসায়পক্ষপাতীরা জয়লাভ করে, তাহা হইলে জগতে বহুদিনের মত উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইবে, অধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, উন্নতিদ্রোহীদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে এবং উন্নতি পক্ষপাতীদিগের হৃদয় ভগ্ন হইবে। কতক-গুলি মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর কতকগুলি মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সমাজতরুর মূলোৎপাটক। যাহারা এই প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষী, তাহারা নরাকার রাক্ষস। মিল্ জানিতেন যে, এই রাক্ষসদিগের জয়লাভ হইলে, ইহাদিগের দুর্দ্দমনীয় সেনা বহুদিন জগতের শুভকার্য্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করিবে; আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের বিপুল যশঃ বহু-কালের জন্য নিমীলিত হইবে; এবং ইউ-রোপের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অন্তরে এই ভ্রান্ত-বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে যে, তাঁহারা এখন হইতে নির্ব্বিবাদে তাঁহাদিগের নীচপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন; তাঁহাদিগের এই অন্ধবিশ্বাস নররুধিরে ধৌত না হইলে আর অপনীত হইবে না।

এদিকে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, উদীচ্য আমেরিকানেরা যদি সমরে জয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহা-দিগের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহাদিগের বিবেক দাসত্বপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে এখনও প্রস্তুত হয় নাই; যে সকল ষ্টেট্সে দাসব্যবসায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে সকল ষ্টেট্স হইতেও দাসত্ব উঠাইয়া দেওয়া এখনও ইহাদিগের উদ্দেশ্য হয় নাই; অন্যান্য ষ্টেট্সে দাসত্বপ্রথা যাহাতে বিস্তৃত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করাই তাঁহাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। মিল্ দেখিলেন যে, এই মনোবাঞ্ছা যদি সহজে নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে উদীচেরা দাসত্বপ্রথা একেবারেই উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। ইহা মানবপ্রকৃতির একটী সাধারণ নিয়ম, সামাজিক বিপ্লবের একটী অব্যভিচারী অঙ্গ, যে সামান্য প্রার্থনার প্রতিবাদ করিলে গভীরতর প্রার্থনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে উদীচোরা এক্ষণে অন্যান্য ষ্টেট্সে যাহাতে দাসত্ব প্রচলিত না হয়, শুদ্ধ তাহারই প্রতিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, দাক্ষিণাত্য ষ্টেট্স সকলে যে সকল দাস পূর্ব্বে ক্রীত হইয়াছে, তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মোচিত করিতে এবং ভবিষ্যতে সে সকল ষ্টেট্সে যাহাতে আর দাস ক্রীত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে যে উদীচ্যদিগের বিবেক এখনও উদ্বোধিত হয় নাই, বাধা পাইলে সেই উদীচ্যদিগেরই বিবেক দাসত্ব-প্রথার সমূলোৎপাটনে নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর হইবে।

মিলের এই শেষোক্ত আশঙ্কাই ফলবতী হইল। দাক্ষিণাত্য ষ্টেট্স সকলের অধি-বাসীরা—উদীচ্য আমেরিকানদিগের পরিমিত প্রার্থনাতেও স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং সমরানল ভীষণবেগে প্রজ্বলিত হইল। গ্যারি-সন্, ওয়েণ্ডেল, পিলিপ্স এবং জন্ ব্রাউন প্রভৃতি মনীষিগণ দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে ঘোর-তর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। সমগ্র উদীচ্য অধিবাসীই তাঁহাদিগের পশ্চাদগামী হইলেন। সশস্ত্রসৈনিক পুরুষেরা ইউনাই-টেড ষ্টেট্সের কনষ্টিটিউসনের মূলভিত্তি উৎ-

ঘটিত হইল। যুদ্ধে উদীচ্যদিগেরই জয়লাভ হইল। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের কন্‌ষ্টিটিউসন্ আবার নূতন করিয়া গঠিত হইল। ইহাতে যাহা কিছু ন্যায়বিগর্হিত ছিল, সমস্ত পরিত্যক্ত হইল। এই ভীষণ সময়ে ইংলণ্ডের সমগ্র উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোক—অধিক কি যাঁহারা লিবারেল্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহারাও—দাক্ষিণাত্যে রষ্টেট্সের অধিবাসীদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রম জীবিশ্রেণী এবং কতিপয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান ব্যবসায়ী ব্যক্তি ভিন্ন, ইংলণ্ডের যাবতীয় অধিবাসীই উদীচ্য অধিবাসীদিগের প্রতিকূলে বদ্ধ পরিকর হইলেন। এই ঘটনায় পূর্ব্বে মিল্ জানিতে পারেন নাই যে, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এবং লিবারেল মতাভিমানীরা চিরস্থায়ী উন্নতির দিকে এত অল্প অগ্রসর হইয়াছেন! কিন্তু ইউরোপের লিবারেলেরা ইংলণ্ডের ভ্রাতৃগণের ন্যায় এরূপ ঘোরতর ভ্রমে পতিত হন নাই। ইংলণ্ডের যে বংশধরগণ প্রতীচ্য ইণ্ডিয়ায় ইউরোপীয় প্লাণ্টারদিগের হস্ত হইতে নিগ্রোদাসদিগকে উন্মুক্ত করিবার জন্য অমানুষী চেষ্টা ও অসংখ্য মুদ্রা বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই বংশধরগণ এক্ষণে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পবিত্র আসন এক্ষণে আর একদল বংশধর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুদিনব্যাপী বিতর্ক ও তত্ত্বানুসন্ধানের পর দাসত্বের যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাতের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এই নবাগত পুরুষ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্বেত দ্বীপের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে ইংরাজজাতির এরূপ স্বভাবসিদ্ধ অপ্রবণতা যে, আমেরিকার এই ভীষণ সময়ের অব্যবহিত বা ব্যবহিত কারণ বিষয়ে ইংরাজসাধারণ অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অধিক কি, এই সময়ের প্রথম দুই এক বৎসর অনেকেই অবগত ছিলেন না যে, এই সমর দাসত্বঘটিত। অনেক লিবারেল্ মতাবলম্বী মনীষীরাও, অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া চলেন যে, এই সমর বাণিজ্যশুল্কসংক্রান্ত। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, উৎপীড়িত ষ্টেট্স সকলের অধিবাসীরাই স্বাধীনতার জন্য এই সমর উত্থাপিত করিয়াছে; এরূপ সমরের সহিত তাঁহাদিগের চিরদিনই সহানুভূতি ছিল।

ইংলণ্ডের যে কতিপয় মনীষী দাসত্ব বিদ্রোহী উদীচ্যদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল্ তাঁহাদিগের অন্যতম। মিল্ দাসত্বের প্রতিবাদে সেই মনীষীদিগের অগ্রণী ছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি না। মিষ্টার হিউজ এবং মিষ্টার লড্‌লো—এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের তেজস্বিনী লেখনী দ্বারা এই জঘন্য প্রথার প্রতিবাদ করেন। বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ মিষ্টার ব্রাইট্ অমানুষী বক্তৃতা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদ্বয়ের অনুসরণ করেন। মিল্ও তাঁহাদিগের অনুগমন করিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় একটী আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় করিয়া দিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কতিপয় দাক্ষিণাত্য দূত একখানি ব্রিটিস্ জাহাজে আসিতেছিলেন। এমন সময় একজন উদীচ্য কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে ধৃত করেন। এই সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ড ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। রণ

অবস্থায় আমেরিকার স্বাপক্ষ্যে কোন কথা লিখিত বা কথিত হইলে শ্রোতৃবর্গ পাইবার তত সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মিল্ কিছুদিন নীরব রহিলেন। উদীচ্য আমেরিকানদিগের এই স্বার্থ্য গর্হিত হইয়াছে,—মিল্ এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং উদীচ্য আমেরিকার যে ইংলণ্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, এ বিষয়েও তিনি সাধারণের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমেরিকা অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ইংলণ্ডে যুদ্ধের উদ্যোগ ও নিবৃত্তি হইল। এই সুযোগে মিল্ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে আমেরিকান যুদ্ধবিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলেন।

যে সকল লিবারেল্ মতাবলম্বীরা প্রতিপক্ষদিগের মতস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা মিলের এই প্রবন্ধরূপ অবলম্বন পাইয়া স্বস্থানে সংস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলে একত্রীভূত হইয়া এক্ষণে দাসত্বের প্রতিকূলে একটী দল সংস্থাপিত করিলেন। ইত্যবসরে উদীচ্যেরা জয়লাভ করিল। সুতরাং ইংলণ্ডে দাসত্বের প্রতিকূল দল ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। মিল্ ইতঃপূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে গিয়াছিলেন; তিনি ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউতে অধ্যাপক কেয়ার্ণেসের পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া এই বিষয়ে আর একটী প্রস্তাব লিখিলেন।

যদি মিল্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ইউনাইটেড ষ্টেটসের স্বাপক্ষে লেখনী ধারণ ও জিহ্বা সঞ্চালন না করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড আমেরিকার আভ্যন্তর বিরোধের কারণ হইতেন সংশয় নাই। ইংলণ্ড আমেরিকার প্রতি এই অসদ্ব্যবহারের ফল অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় মনীষীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে আমেরিকার ক্রোধানল এতদিন শ্বেতদ্বীপকে ইংরাজরক্তে রঞ্জিত করিত সন্দেহ নাই। ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের জাতীয় অস্তিত্ব লোপ করাই ইংলণ্ডের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের সৌভাগ্য বলে ইংলণ্ডের সেই অসাধু ইচ্ছা সফল হইল না, তথাপি এরূপ অসাধু ইচ্ছা হৃদয়ে ধারণ করার বিষময় ফল ইংলণ্ডকে আজও পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে।

আমেরিকার স্বাপক্ষ্যে লেখনী চালনা করার অব্যবহিত দুই বৎসর কাল মিল্ যে যে বিষয়ে নিমগ্ন ছিলেন, তাহা রাজনৈতিক নহে এই সময় অষ্টিনের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপ্রদত্ত ব্যবহার-বিজ্ঞান-বিষয়ক (Jurisprudence) উপদেশাবলী প্রকাশিত হয়। অষ্টিনের স্মৃতি মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। সেই স্মৃতির সম্মাননার জন্য মিল্ অষ্টিনের উপদেশাবলীর সমালোচনা করিলেন। যৎকালে মিল্ বেন্থাম-প্রণালীতে নব-দীক্ষিত হন, তৎকালে তিনি ব্যবহার-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেই আলোচনার সময় এই বিষয়ে তাঁহার মনে অনেক নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়। এই সমালোচনা উপলক্ষে তিনি সেই সকল নূতন ভাব সাধারণ সমক্ষে প্রদান করেন।

কিন্তু এই দুই বৎসরের তাঁহার প্রধান রচনা—সার উইলিয়ম্ হামিল্টন-প্রণীত দর্শনের পূর্ণ-সমালোচনা। ১৮৬০ এবং ১৮৬১

খৃষ্টাব্দে হ্যামিল্টনের দর্শন প্রচারিত হয়। মিল শেষোক্ত বৎসরের শেষভাগে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার প্রথমে ইচ্ছা ছিল, উক্ত গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মাত্র করিবেন। কিন্তু পরে দেখিলেন, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ইহার একটী সুদীর্ঘ সমালোচনা না করিলে আর এই পুস্তকের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করা হইবে না। তাঁহার প্রথমে সংশয় উপস্থিত হইল যে, এ কার্য্যে তাঁহার নিজের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর তাঁহার এই সংশয় অপনীত হইল। তিনি স্বয়ংই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

হ্যামিল্টনের দর্শন-পাঠে মিল্ নিতান্ত হতাশ হন। হ্যামিল্টনের সহিত তাঁহার কোন মনোমালিন্য ছিল না; সুতরাং তিনি যে বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়া তদীয় গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। বরং তদুদ্ভাবিত মানব-জ্ঞানের "রিলেটিভিটি" অর্থাৎ সাপেক্ষতা মতের জন্য হ্যামিল্টনের সহিত তাঁহার সহানুভূতিই ছিল। কিন্তু হ্যামিল্টনের দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশাবলী ও তৎপ্রণীত রীডের সমালোচনা পাঠ করায় মিলের সেই সহানুভূতি অনেক পরিমাণে শিথিলিত হইল। মিলের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে, দর্শনশাস্ত্রবিষয়ে হ্যামিল্টনের মতের সহিত তাঁহার মতের সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন যে, সে বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত।

এই সময় ইউরোপ দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় সহজ জ্ঞানের পক্ষপাতী; অপর সম্প্রদায় ভূয়োদর্শন ও সংযোজিত জ্ঞানের পক্ষপাতী। প্রথম সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রিয় মতগুলিকে যুক্তি-নিরপেক্ষ স্বভাবজ সত্য (Intuitivetruth) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-জ্ঞান যাহা ভাল বলিত, তাহাই তাঁহারা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা যুক্তির আদেশ অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশের ভ্রান্ততা প্রদর্শন করিতে গেলে তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। মানবজাতির ব্যক্তিগত, জাতিগত ও লিঙ্গগত প্রভেদ যে অবস্থার প্রভেদে জন্মিয়া থাকে, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য প্রকৃতিসিদ্ধ —অবস্থার ফল নহে। প্রকৃতিসিদ্ধ; সুতরাং পরিবর্ত্তাসহ। সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারক যে কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেন, যে কোন নূতন বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন, তাহাতেই এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে বাধা ও আপত্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের মতে সমাজ, নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে যে সকল সংস্কার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। সুতরাং সে গুলির আবশ্যকতা বিষয়ে কোন প্রমাণ চাহিলে তাঁহারা ক্রোধে জলিয়া উঠেন। দুই একটী উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ 'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত দয়ার আধার'—এই সংস্কার অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কেহ এই চিররূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন— ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ও দয়ার আধার হই-

বেন, তবে জগতে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত শোক তাপ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? যাঁহার হৃদয় অনন্ত দয়ার ভাণ্ডার, তিনি কখন শক্তি থাকিতে পরের কষ্ট ও পরের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যখন পরের দুঃখ অবলীলাক্রমে দেখিতেছেন, তখন হয় তাঁহার শক্তি নাই, নয় দয়া নাই। এরূপ প্রতিবাদের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অকারণে বদ্ধপরিকর হইবেন। দ্বিতীয়তঃ 'আমরা যখন কোন বস্তুই অকর্ত্তৃক দেখিতে পাই না, তখন এই প্রত্যক্ষ, পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অকর্ত্তৃক, তাহা বোধ হয় না'—বহুদিন হইতে এইরূপে এই জগতের স্রষ্টার কল্পনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন এইরূপে কল্পিত জগৎ-স্রষ্টার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থিত হয়,—যে আমরা যখন সকল কারণেরই কারণ দেখিতে পাই, তখন জগৎ-কারণেরও যে কারণ নাই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না বটে; কিন্তু জগৎকারণেরও কারণ কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থাপাত উপস্থিত হয়—অর্থাৎ জগৎ-স্রষ্টার স্রষ্টা, তৎ-স্রষ্টা ইত্যাদি কারণ-পরম্পরার আনন্ত্য আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং অনন্ত কারণ-পরম্পরার কল্পনারূপ গুরুত্বের আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা এই জগৎকেই স্বয়ং সৃষ্ট বলিলে কল্পনার অনেক লাঘব হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এরূপ প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সমর্থ হইবেন না; অথচ প্রতিপক্ষের প্রতি পাষণ্ড নাস্তিক ইত্যাদি গালি বর্ষণ করিবেন। ধর্ম্মনীতি বিষয়ে যেরূপ, সেইরূপ রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়েও যুক্তির উপাসকদিগের এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে অনেক অকারণ আপত্তি সহ্য করিতে হয়। এই সকল অযৌক্তিক আপত্তি খণ্ডন করিতে, সংস্কারকদিগের অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না। তাঁহাদিগের মতে সমস্ত মানবজ্ঞানেরই মূল ভূয়োদর্শন ও সংযোজন। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কোনও স্বভাবজ জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না। সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর জিজ্ঞাসাবৃত্তি ও জ্ঞানধারণাশক্তি থাকে মাত্র। জগতের সমস্ত বস্তুই সে জানিতে চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টায় ভূয়োদর্শনে ক্রমে সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে। এই সকল ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানরাশি সংযোজিনী শক্তি দ্বারা এরূপ পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া যায় যে, একটীর স্মরণে অপরগুলির স্মরণ অনিবার্য্য বেগে আসিয়া পড়ে। যাঁহারা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না, তাঁহারা জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অভ্রান্ততাও স্বীকার করেন না। ভূয়োদর্শন যাঁহাদিগের জ্ঞানের আকর, তাঁহাদিগের জ্ঞান সতত পরিবর্ত্তনশীল এবং নিত্য সংস্কারসহ। যতদিন যায়, ততই ভূয়োদর্শনের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভূয়োদর্শন অপেক্ষা তাহার পরিণত বয়সের ভূয়োদর্শন প্রায়ই অধিকতর পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ, জাতি ও মানব-সাধারণ সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। মানবজাতির শৈশবাবস্থায় যে ভূয়োদর্শন ছিল, সাধারণতঃ এখনকার ভূয়োদর্শন তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। সেই ভূয়োদর্শনের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টির সহিত মানবজ্ঞান ও মানব মতেরও উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন করা উচিত। 'এতদিন যাহা

তাহা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল ; সুতরাং তাহাই অনুসরণীয়—এ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মতের নিতান্ত বিরোধী। ইহাদের মতে কল্য যাহা ভাল বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে হয়ত তাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সেইরূপ কল্য যাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে হয়ত তাহা ভাল বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে কল্যকার ভূয়োদর্শনের বশীভূত হইয়া আমরা অদ্যকার অধিকতর উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট ভূয়োদর্শনের অবমাননা করিতে পারি না। অদ্যকার ভূয়োদর্শনের সম্মাননা করিতে গেলেই—কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই নিত্য সংস্কার ও নিত্য পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। সেই জন্যই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সংস্কারপ্রিয়। মিল্, তদীয় পিতা এবং অধ্যাপক বেইন্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন ও জার্ম্মান দার্শনিকেরা প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টনের সাপেক্ষ জ্ঞান প্রচারিত হইলে, মিল ভাবিয়াছিলেন যে, হ্যামিল্টন্ এই দুই সম্প্রদায়ের সংযোজক শৃঙ্খলস্বরূপ হইবেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত দার্শনিক উপদেশাবলী ও তৎকৃত রীডের সমালোচনা পাঠ করিয়া মিলের সে আশা দূরীকৃত হইল।

দার্শনিক জগতে সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টনের যেরূপ প্রতিপত্তি, তাঁহার বচনায় যেরূপ মোহিনী শক্তি, তাহাতে মিল্ দেখিলেন যে, তৎপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র অনাক্রান্ত থাকিলে, জগতের উন্নতি-স্রোত অনেকদিনের জন্য রুদ্ধপ্রসর হইবে। তদীয় দর্শন "স্বভাবজ্ঞান" মতের দুর্গ স্বরূপ। মিল্ দেখিলেন যে, সেই দুর্গ সমূলোৎপাটিত করিতে না পারিলে আর স্বভাবজ্ঞান মত তিরোহিত হইবে না। তিনি দেখিলেন যে, এই দুই শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের শুদ্ধ মর্ম্ম সাধারণসমক্ষে ধারণ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না ; এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত করিতে হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, প্রথম সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হ্যামিল্টনের দর্শনের ভ্রম সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, হ্যামিল্টন্ একণে দার্শনিক জগতে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বি যশোলাভ করিয়াছেন, তিনি যে সে অতুল যশের উপযুক্ত নন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই জন্যই তিনি হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন।

মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হইল। অমনি চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি হ্যামিল্টন দর্শন হইতেই নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের পরস্পরবিরোধিতা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যথাযথ বর্ণন করিতেও বিন্দুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত হন নাই, অথচ হ্যামিল্টনের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করেন নাই। মিল্ জানিতেন যে, অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি যদি কোন কোন স্থলে হ্যামিল্টনের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ও স্তুতিবাদকেরা অবশ্যই সেই সেই স্থলে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই হ্যামিল্টনের অসংখ্য শিষ্য ও স্তুতিবাদকেরা মিলের সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া অসংখ্য প্রস্তাব লিখিলেন। তাঁহারা মিলের যে সকল স্থল

প্রমাদ দেখাইয়া দিলেন, তাহা সংখ্যায় অতি অল্প এবং মূল্যে অতি সামান্য। কিন্তু সংখ্যায় অতি অল্প ও মূল্যে অতি সামান্য হইলেও, মিল্ দ্বিতীয় সংস্করণকালে সেই সকল ভ্রম প্রমাদের সংশোধন করিয়া দিলেন। যাহা হউক সব দিক্ দেখিলে এই সমালোচনায় অনেক কাজ হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই সমালোচনায় হ্যামিল্টনের দর্শনের দুর্ব্বলাংশ সকল সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হয়; দার্শনিক জগতে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বি যশ উপযুক্ত সীমায় নিবদ্ধ হয়; এবং সাধারণ বিতর্কে পদার্থ ও মন সম্বন্ধে দার্শনিক মত সকলের অনিশ্চিততার মীমাংসা হইয়া যায়।

হ্যামিল্টনদর্শনের সমালোচনা পরিসমাপ্ত করিয়া মিল্ অগষ্ট কম্‌টের মতাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন্। নানা কারণে এই গুরুতর ভার তাঁহারই উপর সন্ন্যস্ত ছিল। যৎকালে মিল্ তাঁহার ন্যায়দর্শনে অগষ্ট কম্‌টের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন কম্‌টের নাম ফ্রান্সেরও সর্ব্বত্র শ্রুত হয় নাই। মিল্ তদীয় ন্যায়দর্শনে কম্‌টের বিষয় উল্লেখ করার পর হইতে; ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই কম্‌টের পাঠক ও স্তুতিবাদক হইয়া উঠিলেন। যৎকালে মিল্ তাঁহার বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন তিনি ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরও নিকট এতদূর অপরিচিত ছিলেন যে, তদীয় নামের উল্লেখেই তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিল্ যখন তাঁহার পুস্তকের ও তদুদ্ভাবিত মতাবলীর সমালোচনা করেন, তখন এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এসময়ে তাঁহার নাম ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এবং তদুদ্ভাবিত [illegible] ইউরোপের [illegible] [illegible] মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কি শত্রু, কি মিত্র, সকলেই একবাক্যে তদীয় গভীর চিন্তাশীলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি যে চিন্তা বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর অধিনায়ক, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। যে সকল মন গভীর শিক্ষা ও বলবতী প্রবণতা দ্বারা পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইসকল মনই তদীয় গভীর চিন্তা সকলের ধারণায় সক্ষম হইল। কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট মতগুলির সহিত তদীয় কতকগুলি দূষিত মতও সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইতে লাগিল। অধিক কি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কম্‌টের সেই উৎকৃষ্ট মতগুলির সহিত দূষিত মতগুলিরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এইজন্য ইহা প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল যে, কোন উপযুক্ত লোক কম্‌টের দূষিত মতগুলি তদীয় উৎকৃষ্ট মতগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ সমক্ষে ধারণ করেন। এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণে ইচ্ছুক ও সমর্থ, মিল্ ব্যতীত তৎকালে ইংলণ্ডে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। এই জন্যই মিল্ গুরুভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি "অগষ্ট কম্‌ট ও তদীয় প্রত্যক্ষবাদ" এই নাম দিয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউয়ের উপর্য্যুপরি দুই খণ্ডে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখেন। এই প্রস্তাবদ্বয় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

মিলের যে সকল রচনার বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে সেই গুলিই তদীয় লেখনীর প্রধান ফল; এতদ্ব্যতীতও তিনি অনেক সাময়িক পত্রে [illegible] [illegible]

প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন; কিন্তু পরিরক্ষণের অনুপযুক্ত বলিয়া তিনি সে গুলির আর পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করেন নাই।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল্ নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে তদীয় অর্থনীতি, স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী গ্রন্থত্রয়ের সুলভ মুদ্রাঙ্কণ করেন। ইহাতে অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল। তিনি যৎসামান্য লাভ রাখিয়া শুদ্ধ ব্যয়মূল্যে তাঁহার পুস্তকগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। মূল্যের লঘুকরণে তাঁহার পুস্তকবিক্রয়ের সংখ্যা অতিশয় বাড়িয়া গেল। কিন্তু মূল্যের লঘুকরণে আয় সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষতি হইল, এরূপ অধিক বিক্রয়েও তাহার পূরণ হইল না। তথাচ যে যৎসামান্য ক্ষতি পূরণ হইল, তাহাতেই তিনি আশাতীত সন্তোষ লাভ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পার্লিয়ামেন্টীয় জীবন; -শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক মিলের নির্ব্বাচন; লণ্ডনে মিউনিসিপাল শাসনপ্রণালী স্থাপন; আয়র্লণ্ড, শ্রমজীবিশ্রেণী ও রিফরম্ বিল্; জামেকা-বিদ্রোহ; একষ্ট্রাডিসন্ ও ব্রাইবারী বিল্; ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব; নানাবিষয়ক পত্রপ্রাপ্তি; পিতৃলিখিত মানবমনের বিশ্লেষণ গ্রন্থের সম্পাদন; দ্বিতীয়বারে মিলের পরিক্ষেপ; মৃত্যু, উপসংহার।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে উপনীত হইলাম। বীণাপাণি এত দিন তদীয় লেখনীতেই কেবল বিরাজ করিতেছিলেন, রসনায় বিকাশ পাইবার কোন সুবিধা পান নাই। এক্ষণে শেষ দশায় সেটুকু পূর্ণ হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মিল্কে হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্য মনোনীত করার প্রস্তাব হইল।

মিল্কে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত করিবার নিমিত্ত যে, এই সর্ব্ব প্রথম প্রস্তাব হয় এরূপ নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন আয়র্লণ্ডের ভূমি বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা করেন, তখন মিষ্টার লুকাস এবং মিষ্টার ডফি প্রভৃতি আয়র্লণ্ডে সাধারণ দলের অধিনায়কেরা তাঁহাকে আয়র্লণ্ডের সাধারণ দলের প্রতিনিধি করিয়া হাউস্ অব্ কমন্সে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তৎকালে মিল্ ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্মত্যাগের পর মিলের বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টে আনীত দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সে ইচ্ছা যে ফলবতী হইবে, আপাততঃ তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে মিলের মনে এরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কোন ইলেক্টরাল্ সমাজই * তাঁহার ন্যায় কেন্দ্রবহির্ভূত মতাবলম্বী ব্যক্তিকে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত করিতে চাহিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহার কোন স্থানীয় সংস্রব বা লোক-প্রিয়তা নাই এবং যিনি মতবিশেষের কোন দলের প্রতিনিধি হইতে চাহেন না, বিপুল অর্থ ব্যয় ব্যতীত তাদৃশ লোকের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল

* Electoral Body—ইংলণ্ডে যাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য প্রেরণ করার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইলেক্টোরাল্ সমাজ কহে।

যে, যাঁহারা সাধারণ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্দেশ্যে এক পয়সাও ব্যয় করা উচিত নহে। তাঁহার মতে পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য মনোনীত করিবার জন্ত, যে সকল ব্যয় যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য্য, রাজকোষ বা স্থানীয় চাঁদা দ্বারাই সে সকল সাধারণ ব্যয়ের নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। যদি কোন ইলেক্‌টরাল্ সমাজ কোন ব্যক্তি বিশেষকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার সফলতা সাধনের নিমিত্ত তাঁহারা যদি ন্যায় সঙ্গত ও অপরিহার্য্য ব্যয়ভূষণ করেন, তাহাতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না; কিন্তু সেই ব্যয়ের সমস্ত আংশিক ভার প্রার্থীর বহন করাই মূলতঃ দূষণীয়; কারণ ইহা এক প্রকার পার্লিয়ামেণ্টের আসন ক্রয় করার সমান। এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দিলে দুইটা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ অনেক স্বার্থপর ধনবান্ লোক স্বার্থসাধনের জন্ত পার্লিয়ামেণ্টে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ যে সকল সাধু সচ্চরিত্র ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্টে নিজ-প্রবেশ-নিমিত্তক ব্যয়-ভার-বহনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ পার্লিয়ামেণ্ট হইতে অপসারিত করায় রাজ্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

অর্থব্যয় ব্যতীত যদি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ নিতান্তই অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা যাঁহাদিগের পার্লিয়ামেণ্ট-প্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশোদ্দেশে ন্যায়সঙ্গত অর্থ ব্যয় করা নীতিবিরোধী, মিল্ এরূপ বলিতেন না। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে যে, সেই নিরপেক্ষ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্ত কোন ব্যাপারে নিবিষ্ট না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিলে দেশের অধিকতর উপকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি এ উদ্দেশে অর্থ ব্যয় করার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। নিজ সম্বন্ধে তদীয় প্রতীতি সম্পূর্ণ প্রতিকূলই ছিল। তিনি জানিতেন যে, শুদ্ধ লেখনী পরিচালন করিয়া তিনি দেশের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারিবেন, পার্লিয়ামেণ্টের বেঞ্চে আসীন হইয়া দেশের সে পরিমাণ উপকার সাধন করিতে পারিবেন না। এই জন্ত তিনি স্থির করিলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করা দূরে থাকুক, তিনি বিনা অর্থব্যয়েও ইহাতে প্রবেশ করিবেন না।

কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী মিলকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এ প্রস্তাব অচিরাৎ রূপান্তর ধারণ করিল। মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্ত কোনও চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করা অপেক্ষা লেখনী পরিচালন দ্বারা তিনি দেশের অধিকতর উপকার সাধন করিতে পারিবেন। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের জন্ত তিনি স্বয়ং কোনও চেষ্টা করিবেন না; কিন্তু যদি কোন ইলেক্‌টরাল্ সমাজ তদীয় কেন্দ্র-বহির্ভূত মত সকল জানিয়াও তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিল্ শ্রমজীবিশ্রেণীর ইচ্ছার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে

...একখানি পত্র লিখেন,—পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য তাঁহার নিজের কোনও ইচ্ছা নাই, সুতরাং তজ্জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে বা কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন; আর বিশেষতঃ তিনি সভ্য মনোনীত হইলেও তাঁহাদিগের স্থানীয় বিষয়ে সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে পারিবেন না। সাধারণ রাজনীতি-বি য়ে তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে সে সকলের উত্তর দিলেন এবং ভোট সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন যে তাঁহার মতে একই নিয়মে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার প্রদান করা উচিত এবং তিনি যদি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হয়েন, তাহা হইলে তথায় এ বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিবেন। ইংলণ্ডীয় ইলেক্‌টরাল্ সমাজের নিকট এরূপ প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হয়। এরূপ প্রস্তাব করার পরও যে তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং আসিলেও এমন স্থলে সভ্য মনোনীত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য মনোনীতকরণে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার—এই সাধারণ মতবিরোধী মত প্রকাশ করার পরও মিল্ সভ্য মনোনীত হওয়াতে, স্ত্রীজাতির অধিকার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পড়িল।

মিল্ নিজ মত হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলেন না, এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিলেন না, এবং কাহারও নিকট গমন করিলেন না, তথাপি তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইলেন। যে দিন তিনি সভ্য মনোনীত হইলেন, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান। ইলেক্‌টরেরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, নানা বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহারা মিলের নিকট হইতে স্পষ্ট ও অপ্রতিরুদ্ধ উত্তর পাইলেন। কেবল একবিষয়ে—অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সম্বন্ধে—তিনি প্রথম হইতেই বলিয়াছিলেন, কোন উত্তর দিবেন না; ইলেক্‌টরেরা ইহাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরং প্রসন্নই হইয়াছিলেন। উত্তরের গুণাগুণ যাহাই থাকুক, ধর্ম্ম ভিন্ন সকল বিষয়ের সরল ও নির্ভীক ভাবে উত্তর দেওয়ায়, মিল্ ইলেক্‌টরাল্ সমাজের বিশেষ প্রতিভাজন হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটী-মাত্র উদাহরণ দিলেই; পাঠকগণের প্রতীতি জন্মিবে। "পার্লিয়ামেণ্টীয় সংস্কার-বিষয়ে কয়েকটী চিন্তা" নামক মিল্-রচিত এক খানি পুস্তিকায় লিখিত ছিল যে; —যদিও অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা ইংলণ্ডের শ্রমজীবীরা মিথ্যা কথা কহিতে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করেন, তথাপি তাঁহারা সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী। মিলের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই কথা গুলি প্লাকাডে লিখিয়া ইলেক্‌টরাল্ সমাজের সম্মুখে ধারণ করেন। এই ইলেক্‌টরাল্ সমাজ শ্রমজীবিশ্রেণীগঠিত ছিল; সুতরাং এ কথাগুলি তাঁহাদিগের প্রীতিকর বোধ না হওয়ায় তাঁহারা মিল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ইহা লিখিয়াছেন কি না। মিল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"লিখিয়াছি"। "লিখিয়াছি" এই শব্দটা মিলের

মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে না হইতেই,গভীর প্রশংসা-ধ্বনি সেই সভাকে প্রতিধ্বনিত করিল। শ্রমজীবিশ্রেণী এত দিন পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে যত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন. তাঁহাদিগের কেহই কখন তাঁহাদিগের প্রশ্নের অপ্রীতিকর উত্তর দিতে সাহস করেন নাই, সকলেই তাঁহাদিগের মনের কথা গোপন করিয়া, ইলেক্‌টরাল্ সমাজের তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত অপ্রকৃত কথা বলিয়াছে; যাহাতে ইলেক্‌টরাল্-সমাজ বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এরূপ কথা সাহস পূর্ব্বক কেহ বলেন নাই; ইলেক্‌টরাল-সমাজ এত দিন যেরূপ উত্তর শুনিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহার বিপরীত উত্তর শুনিলেন। ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহারা একেবারেই বুঝিতে পারিলেন, এরূপ নির্ভীক ও সত্যপ্রিয় লোকই তাঁহাদিগের বিশ্বাস পাত্র হইবার প্রকৃত যোগ্য। শ্রমজীবীরা সকল বিষয়েই পূর্ণ সরলতা ভাল বাসিতেন। এই গুণ থাকিলে সহস্র অপরাধও তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনীয় হইত।

মিলের এই দুঃসাহসিক উত্তর শ্রবণ করিয়া মিষ্টার্ ওড্‌গার নামক এক জন শ্রমজীবী উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রমজীবীশ্রেণী ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহাদিগের প্রকৃত দোষ তাঁহাদিগের নিকট হইতে গোপন করা হয়। তাঁহারা বন্ধু চান, স্তুতিবাদক চান না। যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন—শ্রমজীবিশ্রেণীতে কোন দোষ বিদ্যমান আছে ও সেই দোষের অচিরাৎ সংশোধন আবশ্যক এবং তদনুসারে তিনি তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে বিদিত করেন, তাহা হইলে শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন। সভাস্থ সকলেই অন্তরের সহিত ওড্‌গারের এই কথায় অনুমোদন করিলেন।

মিল যদি সভ্য মনোনীত না হইতেন, তথাপি তাঁহার আক্ষেপের কোন বিষয় ছিল না। কারণ, এই ঘটনায় দেশের অসংখ্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইহাতে শুদ্ধ যে তাঁহার ভূয়োদর্শন পরিবর্দ্ধিত হইল, এরূপ নহে; ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক মত সকল বিস্তৃত-রূপে প্রচারিত হইল এবং যে যে স্থানে পূর্ব্বে তাঁহার নামও কেহ শুনে নাই, সেই সেই স্থানে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হওয়ায়, তাঁহার পাঠক-সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহার রচনার আদরও অধিকতর অনুভূত হইতে লাগিল। পার্লিয়ামেণ্টের যে তিন অধিবেশনে 'রিফরম বিল্' রাজবিধিতে পরিণত হয়, সেই তিন অধিবেশন মিল পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টই মিলের চিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল। মিল্ প্রায়ই পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করিতেন। এই বক্তৃতা সকল তিনি কখন কখন লিখিয়া লইয়া যাইতেন, অনেক সময় মুখে মুখেই করিতেন। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সংস্রবে আসিবার মিলের একটী প্রধান নিয়ম ছিল। অপরের দ্বারা যে সকল বিষয় সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সে সকল বিষয় তাঁহার প্রিয়মত হইলেও, তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যে সকল বিষয়ে লিবারেল্ মতাবলম্বী ব্যক্তিরাও তাঁহার সহিত ভিন্ন মত বা উদাসীন, সেই সকল বিষয় সমর্থনের নিমিত্তই তিনি বক্-

[illegible] এই সময় প্রাণদণ্ডের [illegible] আন্দোলন উপস্থিত হয়, মিল্ প্রাণপণে তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। পার্লিয়ামেণ্টে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি প্রেরণ ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, তাহা তৎকালে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নিজের খেয়াল বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ অচিরাৎ জানিতে পারেন যে, স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি-প্রেরণ-প্রস্তাব তাঁহার খেয়াল-মাত্র নহে। কারণ মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেই, রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে, তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন-সূচক প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল; সুতরাং এপ্রস্তাব যে সময়োপযোগী, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল। মিল্ যে বিষয় শুদ্ধ নৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া নিঃস্বার্থভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধিতে পরিণত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে তিনি যে শুদ্ধ পার্লিয়ামেণ্টেরই বিরাগ-ভাজন হইবেন, তাহা নহে, দেশের সমস্ত লোকের উপহাসের পাত্র হইবেন। এরূপ জানিয়াও তিনি শুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাবে তিনি দেশের লোকের অপ্রিয় না হইয়া, অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠেন। ইংলণ্ডের স্ত্রী-সমাজের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন।

রাজধানীর সভ্য বলিয়া, তাঁহার উপর আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল; রাজধানীতে মিউনিসিপাল্ শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই বিষয়ে হাউস অব্ কমন্সের এতদূর ঔদাসীন্য ছিল যে, তিনি একজন সভ্যকেও আত্ম-পক্ষ-সমর্থক পাইলেন না। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। একদল কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান্ লোক বাহির হইতে নানা প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে এ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতেছিলেন। অধিক কি, বলিতে গেলে, এ প্রস্তাবের মূল তাঁহারাই। তাঁহারাই ইহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া মিলের হস্তে সমর্পণ করেন। মিল্‌কে কেবল সেই পাণ্ডুলেখ্য পার্লিয়ামেণ্ট-সকাশে উপনীত করিতে এবং যতক্ষণ সেই পাণ্ডুলেখ্য হাউস্-নির্দ্দিষ্ট কমিটির নিকট ছিল, ততক্ষণ তাহার পক্ষসমর্থন করিতে হইয়াছিল মাত্র। অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ডুলেখ্য যে বিভিন্ন আকারে রাজ-বিধানে পরিণত হয়, তাহার কারণ—এই আন্দোলন। যে সকল বিষয় এক দিকে সাধারণ হিত এবং এক দিকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক হিতের পরস্পর সংঘর্ষ উত্থিত হয়, সে সকল বিষয় কিছু দিন এইরূপই [illegible] অবস্থায় থাকে; পরিশেষে সাধারণ হিতেরই জয় লাভ হয়।

তৎকালে অগ্রগত লিবারালিজম্ পার্লিয়ামেণ্টে অতিশয় উৎসাহের বিষয় ছিল; এই দলের প্রধান প্রধান লিবারেল্-মতাবলম্বী হাউসের সভ্যেরাও এই মতের সমর্থনে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পার্লিয়ামেণ্টে যে কার্য্য অপরের দ্বারা সংসাধিত হইবার নহে, তাহাতেই

হস্তক্ষেপ করা মিলের নিয়ম ছিল। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি অগ্রগত লিবারালিজম্ মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইতেন। এই জন্যই এক জন আইরিষ সভ্য কর্ত্তৃক আয়র্লণ্ডের স্বাপক্ষে যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, মিল্ সে সকলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। বিখ্যাত বাগ্মিক মিষ্টার ব্রাইট্, মিষ্টার মাক্‌লারেন, মিষ্টার পটার্ এবং মিষ্টার হাড্‌ফীল্ড এই চারি জন ভিন্ন পার্লিয়ামেণ্টে আর কোন সভ্যই তাঁহার অনুসরণ করিতে সাহস করেন নাই। আয়র্লণ্ডের 'হেবিয়স্ কর্পস্' বিধি কিছু দিনের জন্য রহিত হয়; সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসান হইলে আয়র্লণ্ডের শত্রুরা আরও কিছু দিন তাহা স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মিল্ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে তিনি আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের অবিচার ও আয়র্লণ্ডে ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তৎকালে ফেনীয়ান্‌দিগের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের রাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, ফেনীয়ানেরা ইংলণ্ডের যে সকল অবিচার অত্যাচারের উপর ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে সকলের উপর আক্রমণ করা আর ফেনীয়ানদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধন করা, সমান বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য মিলের প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। মিলের বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। মিল্ও তাঁহাদিগের উপদেশের সারগর্ভতা বুঝিলেন এবং 'রিফরম্ বিলের' সাধারণ তর্ক বিতর্কের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহার তুষ্ণীভাব দেখিয়া মনে করিলেন, মিল্ পরাভূত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জন্য তাঁহাদিগের আর চিন্তিত হইতে হইবে না। তাঁহারা মিলের এই কল্পিত পরাভব লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক রহস্য বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই রহস্য বিদ্রূপই মিলের পরিণাম শুভকর হইয়া উঠিল। যাঁহারা আয়র্লণ্ডের-বিষয়ে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, মিল্ অন্যায়রূপে অবমানিত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহারাও মিল্-কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। এই জন্য 'রিফরম্ বিলের' আলোচনার সময় মিল্ যখন দ্বিতীয়বার আয়র্লণ্ডের স্বাপক্ষে বক্তৃতা করিলেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা অধিকতর সমাদৃত হইল। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার সম্মান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই তাঁহার শ্রোতৃ-বর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জাতীয় ঋণের পরিশোধের স্বাপক্ষে যে বক্তৃতা করেন এবং টোরি অধিনায়কদিগের প্রতি যে সোৎপ্রাসোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হয়। তিনি তদীয় প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী গ্রন্থের কোন স্থানে স্থিতিশীল-দিগকে "বুদ্ধিশূন্য দল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া, তাঁহার প্রতি ভীষণ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে মিলের কোন অপকার না হইয়া, তাঁহাদিগেরই সবিশেষ অপকার হইল। এই আন্দোলনে এখন হইতে সকলেই তাঁহাদিগের নামের সহিত "বুদ্ধিশূন্য দল" এই পরিচায়ক বিশেষণ সংযোজিত করিতে লাগিল। যাহা হউক "তাঁহার কথাতে কেহই কর্ণপাত করিবেন না" পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশের সময়,

মিলের মনে যে এইরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়, সে ভয় এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইল। তিনি কোন বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলে, এখন আর শ্রোতৃ-সংখ্যার অভাব থাকিত না। তথাপি তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, পরিমিতত্র-ভাষী হইলেন। যে বিষয়ে বিশেষরূপে বক্তৃতা প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়েই তিনি বাক্য-ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং যাহা অন্য দ্বারাও সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের সময় তিনি যতগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আয়র্লণ্ড, শ্রমজীবি-শ্রেণী এবং মিষ্টার ডিজ্‌রেলীর রিফরম্‌ বিল্‌-বিষয়ক বক্তৃতা-ত্রয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আয়র্লণ্ড ও শ্রমজীবিশ্রেণী বিষয়ক প্রস্তাব-দ্বয় তাঁহার হৃদয়ের অতিপ্রিয় বস্তু ছিল। তিনি গ্লাডষ্টোনের রিফরম্‌ বিল্‌ উপলক্ষ করিয়া শ্রমজীবি-শ্রেণীর পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। ইহার অব্যবহিত পরে, লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্ব-পদ পরিত্যাগ এবং টোরি গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব পদে অধিরোহণের পর, শ্রমজীবি-শ্রেণী কর্ত্তৃক হাইড্‌ পার্কে একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। পুলিস্‌-কর্ম্মচারীরা সমবেত ব্যক্তিদিগের গতিরোধ করায়, তাহারা রেল্‌ ভাঙ্গিয়া পার্কের ভিতর প্রবেশ করে। মিষ্টার বীল্‌স্‌, এবং শ্রমজীবীদিগের অধিনায়কেরা পুলিশের প্রতিরোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই তথা হইতে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে পুলিশের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অনেকগুলি নিরীহ ব্যক্তি পুলিস কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেন। এই ঘটনায় শ্রমজীবি-শ্রেণীর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দ্বিতীয় বার পার্কে সভা আহ্বানের সঙ্কল্প করিলেন এবং অনেকেই সশস্ত্র আসিতে স্বীকৃত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ পাইয়া এই উদ্যম-নিবারণের জন্য সৈনিক-সজ্জা আরম্ভ করিলেন। এই সংঘর্ষের পরিণাম, অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর পরিণাম-নিবারণের জন্য মিলের বলবতী চেষ্টা ফলবতী হইল। মিল্‌ পার্লিয়ামেণ্টে শ্রমজীবিশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এ দিকে শ্রমজীবিশ্রেণীকে বলিলেন, তাঁহারা হাইড্‌-পার্কে সভা আহ্বানের প্রস্তাব পরিত্যাগ করুন্‌। তাঁহাকে,—বীল্‌স্‌, কর্ণেল ডিকেন্‌স্‌ প্রভৃতি অধিনায়কদিগকে—এ প্রস্তাবে সম্মত করিতে চেষ্টা করিতে হয় নাই। কারণ তাঁহারা প্রথম হইতেই ইহাতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এবং আর সকলকেও ক্ষান্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তথাপি শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহাদিগের প্রথম সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। মিল্‌ অবশেষে এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, হাইড্‌ পার্কে দ্বিতীয় বার সভা সন্নিবেশিত করিতে গেলে, নিশ্চয়ই সৈনিকদলের সহিত সংঘর্ষ উত্থিত হইবে; এই সংঘর্ষ দুই অবস্থায় মার্জ্জনীয় হইতে পারে; প্রথমতঃ, যদি কার্য্য-স্রোত এরূপ অবস্থায় আনীত হইয়া থাকে যে, আকস্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয়,—দ্বিতীয়তঃ, যদি তাঁহারা আপনাদিগকে সেই বিপ্লব সংশোধন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন। শ্রমজীবি-শ্রেণী এই প্রশ্নে নীরব হইলেন। আকস্মিক

বিপ্লব প্রার্থনীয় বা তাঁহারা তৎসম্পাদনে সমর্থ—এ কথা তাঁহারা বলিতে পারিলেন না; সুতরাং অনেক তর্ক বিতর্কের পর, তাঁহারা মিলের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। মিল্ এই সমাচার মন্ত্রিবর ওয়াল্‌পোলের কর্ণগোচর করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে ওয়াল্‌পোলের মস্তক হইতে যেন গুরুতর ভার অপনীত হইল এবং মিলের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার আর ইয়ত্তা রহিল না।

শ্রমজীবিরা 'হাইড পার্ক' বিষয়ে হতাশ হইয়া অবশেষে 'এগ্রিকলচরল' হলে সভা আহ্বান করা স্থির করিলেন। তাঁহারা মিল্‌কে তাঁহাদিগের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা মিলের অনুরোধ রাখিয়াছেন; সুতরাং মিল্ তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। পার্লিয়ামেণ্টে এবং এই সকল সভায় বক্তৃতা করিবার সময়, মিল্ সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং আত্ম-সংযম ভুলিয়া যান—টোরি লেখকেরা মিলের উপর এই বলিয়া গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু টোরি দলের জানা উচিত যে, মিলের বক্তৃতায় উত্তেজনী শক্তি ব্যতীত তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভয়ঙ্কর বিপৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন না। সে সময়ে মিল, গ্লাডষ্টোন এবং ব্রাইট্—এই তিন জন ভিন্ন আর কেহই শ্রমজীবীদিগকে সেই ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইতে বিরত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ব্রাইট্ তৎকালে নগরে উপস্থিত ছিলেন না এবং গ্লাডষ্টোন্ কোন বিশেষ কারণে ইহাতে হস্ত-ক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; সুতরাং এক মাত্র মিল্ ব্যতীত টোরিদিগকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার আর কেহই ছিলেন না।

কিছু দিন পরে শ্রমজীবিশ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ লইবার জন্ম টোরি গবর্ণমেণ্ট পার্কে সাধারণ সভা আহ্বান-নিষেধক এক বিল্ অবতারিত করিলেন। মিল্ শুদ্ধ স্বয়ং এই বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে; তিনি অনেক গুলি অগ্রগত লিবারেল্‌কে ইহার বিরোধী করিয়া তুলিলেন এবং আপনি তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সমবেত যত্নে বিল্ পরাভূত হইল। টোরিরা এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না।

মিল্ আয়র্লণ্ড বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। পার্লিয়ামেণ্টীয় সভ্যদিগের যে দল মন্ত্রিবর লর্ড ডর্বীর নিকট ফেনীয় বিদ্রোহী সেনাপতি বর্কের জীবন ভিক্ষা করিতে যান, তিনি তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই দলের অধিনায়কেরা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনের সময় আয়র্লণ্ডের চর্চ্চ-বিষয়ক প্রশ্ন এরূপ পারদর্শিতার সহিত করায়ত্ত করেন যে, মিল্‌কে এ বিষয়ে শুদ্ধ তাঁহাদিগের স্বপক্ষতা অবলম্বন ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্ব-কালে আয়র্লণ্ডের ভূমি-সংস্কার-বিষয়ে যে বিল্ প্রস্তাবিত হয়, তদুপলক্ষে মিল্ একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। তৎকালে ভূমি-বিষয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এই কুসংস্কার বশতঃ সেই বিল্ প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডর্বীর মন্ত্রিত্ব-কালে পুনর্ব্বার সেইরূপ আর একটী বিল্ অবতারিত হয়। এ বিল্‌টীও প্রথম বিল্‌টীর ন্যায় দ্বিতীয় বার মাত্র পাঠনার পর, প্রত্যাখ্যাত হয়।

ইত্যবসরে আইরিষ প্রজাদিগের মনের অবস্থা দিন দিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা আর এক্ষণে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের এক মাত্র প্রার্থনা এবং এক মাত্র ইচ্ছা হইয়া উঠিল। যাঁহাদিগের চক্ষু ছিল, তাঁহারা দেখিলেন—কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত আয়র্লণ্ডকে আর শান্ত করিবার উপায়ান্তর নাই। মিল্ দেখিলেন, এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তিনি নীবব থাকিলে, অধিকতব অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া তিনি লেখনী ধারণ করিলেন; এবং "ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড" নামক একটি প্রস্তাব লিখিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই প্রস্তাবে এক দিকে আয়র্লণ্ডকে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করা হইল, ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাঁহার পক্ষে শুভকর নয়; এবং অন্য দিকে পার্লিয়ামেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করা হইল, যেন আয়র্লণ্ডেব ভূমি-বিষয়ক ও অন্যান্য প্রশ্নের অচিরাৎ সুমীমাংসা করা হয়। এই পত্রিকায় তিনি আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করে ভূমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রদানের এবং কোন্ কোন্ ভূমির উপর কিরূপ কর নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, তন্নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক আসেসর নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

মিলের প্রস্তাব আয়র্লণ্ড ভিন্ন আর কুত্রাপি আদৃত হইল না। ইহা যে ইংলণ্ডে আদৃত হইবে, মিল্ সে আশাও করেন নাই। তিনি যে সকল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে, আয়র্লণ্ডে যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, তিনি তাহা অসন্দিগ্ধরূপে জানিতেন। এই জন্যই তিনি এ স্থলে কিছু না বলিয়া নীরব থাকা পাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আর বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিলে, লোক ততদূর অগ্রসর হইতে না পারুক, অন্ততঃ মধ্য স্থল পর্য্যন্তও গমন করিবে। মিলের এই পত্রিকা প্রচারিত না হইলে; গ্লাড্‌ষ্টোনের আইরিষ বিল্ কখনই পার্লিয়ামেণ্টে অনুমোদিত হইতে পারিত না। আয়র্লণ্ডেব ঘটনা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, অচিরাৎ গুরুতর সংস্কাব সম্পাদিত না হইলে, ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা এবং সেই সংস্কার-সংসাধনের জন্য কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন—ইংলণ্ডের প্রজাদিগের মনে এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, না জানিলে, গ্লাড্‌ষ্টোনের আইরিষ বিল্ পার্লিয়ামেণ্টে অবতারিত হইয়াই প্রত্যাখ্যাত হইত। ব্রিটিশ প্রজাসাধারণের অন্ততঃ উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীব, এই একটী প্রকৃতিগত ধর্ম্ম যে—কোন একটা পরিবর্ত্তনের অনুমোদন করিতে হইলে, তাঁহারা অগ্রে জানিতে চান, সেই পরিবর্ত্তনটী মাধ্যমিক কি না। তাঁহাবা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব মাত্রকেই প্রথমে চরম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যখন এমন দুইটী পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, যাহার একটী অন্যটী অপেক্ষা অধিকতব অগ্রগত, তখন তাঁহারা প্রথমোক্তটীকে চরম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া, শেষোক্তটীকে মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বন করেন। এখানেও ঠিক সেইরূপ ঘটিল।

মলের প্রস্তাবটী চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু গ্লাডষ্টোনের প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বিত হইল। মিলের প্রস্তাব অগ্রে প্রস্তাবিত না হইলে, গ্লাড্‌ষ্টোনের বিলও চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইত।

আয়র্লণ্ড-বিষয়ে মিলের যে পত্রিকা প্রচারিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল—গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট হবে ভূমির উপর প্রজাদিগের চির-স্থায়ী স্বত্ব সংস্থাপিত করিবেন। ইহাতে যদি ভূম্যধিকারীরা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, গবর্ণমেণ্টের নিকট উচিত মূল্যে তাঁহাদিগের ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে তাঁহারা প্রজাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারেন। মিল্ জানিতেন—ভূম্যধিকারীরা এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মও তাঁহাদিগের ভূমিসম্পত্তি রক্ষা করিবেন, তথাপি গবর্ণমেণ্টের মশোহরাভোগী হইবেন না। কিন্তু লোকে মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহারা মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ ও প্রচার করিলেন। তাঁহারা এরূপ রটনা করিলেন—মিল্ গবর্ণমেণ্টকে আয়র্লণ্ডের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়া এক-মাত্র ভূম্যধিকারী হইতে উপদেশ দিতেছেন। মিল্ মিষ্টার মাগা য়েরের প্রস্তাব ও মিষ্টার ফর্টেস্কুর্ বিল্ উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম-সংশোধনার্থ দুইটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাদ্বয় মিলের অনুমতি-ক্রমে আয়র্লণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এই সময় আর একটি গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার মিলের মস্তকে ন্যস্ত হয়। এই সময় জামেকায় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হয়। এই অভ্যুত্থান ইংলণ্ডের অবিচার দ্বারা প্রথমে উত্তেজিত হইয়া, অবশেষে ভয়ে ও ক্রোধে বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই সূত্রে জামেকার অসংখ্য নির্দ্দোষ লোকের জীবন 'কোর্টস্ মার্সেলের' আদেশে নৃশংস সৈনিক পুরুষ দ্বারা নির্দ্দয়-রূপে হত হয়। বিদ্রোহ নিবারিত হইলেও, অনেক দিন পর্য্যন্ত এই 'কোর্টস্ মার্সেল' উপবিষ্ট থাকে। অসি নিষ্কোশিত ও বন্দুকাদি নিম্মুক্তমুখ হইলে, যে সকল ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা, এ ক্ষেত্রে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। লোকের প্রাণ, মান কিছুই নিরাপদ ছিল না। যে ব্যক্তি সম্পত্তি-বিহীন অথচ সন্দেহপাত্র, সে শাণিত অসির খরধারে বা বন্দুক-মুখে পতিত হইল। বালবনিতা বেত্রা ত হইল। অত্যাচারের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। ইংলণ্ডের যে সকল লোক এত দিন নিগ্রো দাসত্বের সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই এই ঘাতুকদিগের নৃশংস কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। মিল্ দেখিলেন, এরূপ ঘটনা বিনা দণ্ডে যাইতে দিলে, ইংলণ্ডের বিপুল যশে একটী গভীর কলঙ্ক-রেখা পতিত হইবে। এই জন্য তিনি পার্লিয়ামেণ্টের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। এই আন্দোলন উত্থাপিত করার পর, কোন কার্য্য-বশতঃ তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তিনি তথা হইতে শুনিলেন যে, জামেকার স্বপক্ষে কতকগুলি ভদ্র লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন; জামেকার বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ও তৎপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহারা একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন; এই সভার নাম তাঁহারা জামেকা-

কমিটি রাখিয়াছেন ; এবং চতুর্দ্দিক হইতে এই সভার সভ্যসংখ্যা পাইতেছেন। এই সংবাদে মিলের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেই স্থানান্তর হইতেই সেই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার নিমিত্ত নিজ নাম প্রেরণ করিলেন ; এবং অচিরকাল-মধ্যেই নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সভার কার্য্য সম্পাদন জন্য স্বয়ং বিশেষ শ্রম ও যত্ন করিতে লাগিলেন। জামেকার এই ঘটনা যদি অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের মুখে আর কথা নাই। তাঁহারা শুদ্ধ তুষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার অনুমোদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে, স্পষ্টাক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই।

মিল্ দেখিলেন, এই ঘটনা দ্বারা শুদ্ধ নিগ্রোদিগেরই প্রতি ন্যায়পরতার ব্যাঘাত সম্পাদিত হইয়াছিল এরূপ নহে ; ইহা দ্বারা গ্রেট্‌ব্রিটেন ও ইহার অধীন দেশ সকলেরও স্বাধীনতার লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। এক্ষণে এই প্রশ্ন অভ্যুত্থিত হইল—যে ব্রিটিশ প্রজারা কোন নির্দ্দিষ্ট দণ্ড-বিধির অধীন, কি সৈনিক যথেচ্ছাচারের অধীন ? ব্রিটিশ প্রজাদিগের দেহ ও জীবন এখন হইতে দুই বা তিন জন ভূয়োদর্শন-বিরহিত অপরিণত বুদ্ধি বিশৃঙ্খল স্বভাব নৃশংস সৈনিক পুরুষের দয়ার উপর নির্ভর করিবে, কি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিবে ? কোন গবর্ণর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলেই দুই তিন জন অজ্ঞাতশ্মশ্রু সৈনিক পুরুষের উপর প্রজাদিগের দেহ প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবেন কি না ? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কেবল বিচারালয় দ্বারাই হইতে পারে। এই জন্য জামেকাকমিটি এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কমিটি স্থির করিলেন যে, জামেকার গবর্ণর আয়ার্ (Eyre) এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সহযোগীদিগের নামে ইংলণ্ডের ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ করিতে হইবে। সভাপতি চার্লস বক্‌সটন ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। এই শূন্য আসনে মিল্ অভিষিক্ত হন। মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে এই সভার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কখন বা তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইত, কখন বা তাঁহাকে কমিটির প্রতিনিধি বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের নিকট হইতে ক্রোধোদ্দীপক কর্কশ বাক্য সকল শুনিতে হইত। বক্‌সটন্ জামেকা-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে, মিল্ তদুপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে যতগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কমিটি প্রায় দুই বৎসরকাল এই বিষয়ের জন্য ঘোরতর লড়িলেন ; ফৌজদারী আদালতে আইন অনুসারে যত কিছু চেষ্টা সম্ভব, সমস্তই করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ ফলোদয় হইল না। ইংলণ্ডের একটী টোরি কাউণ্টির ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত কর[illegible] তাঁহারা ইহা ডিস্‌মিস্ করিলেন। কিন্তু বা ষ্ট্রীটের ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট এই নালিশ উত্থাপি

হওয়ায়, তাঁহারা এই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া কুইন্‌স বেঞ্চের লর্ড চীফ জষ্টিস্ সার্ আলেক্‌জণ্ডার ককবরণের নিকট বিচারার্থ সমর্পণ করিলেন। ককবরন্ চার্জ প্রদানের সময় এই বিষয়ে বিধি সংস্থাপিত করিয়া দেন। এই বিধি স্বাধীনতার অনুকূলেই হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওলড বেলী গ্রাণ্ড জুরি দ্বারা জামেকা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল্ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারিল না। ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীরা নিগ্রো প্রভৃতির প্রতি প্রভুশক্তির অসদ্ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ডের কোন ফৌজদারী আদালতে যে দণ্ড প্রাপ্ত হন, ইহা ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের অতিশয় অপ্রীতিকর। যাহা হউক কমিটির চেষ্টায় একটী বিশেষ উপকার হইল। নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে ইংলণ্ডের চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষিত হইল। (১) সকলে জানিতে পারিল যে ইংলণ্ডে অন্ততঃ অল্প কতক মনীষী আছেন, যাঁহারা—যাহাতে উৎপীড়িতদিগের প্রতি সদ্বিচার হয়—তজ্জন্য কোন উপায়ই অনবলম্বিত রাখিবেন না। (২) ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত স্বাধীনতার স্বাপক্ষে এক অবিসংবাদিত বিধি প্রচার করিলেন। (৩) রাজকর্ম্মচারীদিগকে সাবধান করা হইল যে, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে এরূপ নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন; তাঁহারা ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্ততঃ যে ব্যয় ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, তাহা নিতান্ত সামান্য হইবে না।

যৎকালে জামেকা বিষয়ে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তৎকালে মি মানা স্থান হইতে নানা প্রকার বেনামী চিঠি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডের নৃশংস অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই যে নৃশংসহৃদয় এবং তাহাদিগের অনেকেরই যে জামেকার হত্যাকাণ্ডের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, এই পত্রগুলি তাহার নিদর্শন। এই পত্রগুলিতে মিলের প্রতি নানা প্রকার রহস্য বিদ্রূপ ও কটূক্তি প্রযুক্ত হয় এবং অধিক কি তাঁহার প্রতি গুপ্তহত্যার ভয় পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হয়।

মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে অনেক গুলি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত আয়র্লণ্ড ও জামেকা-বিষয়ক প্রস্তাব ও নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের শেষ ভাগে একটী এক্‌ষ্ট্রাডিসন্ বিল্ প্রস্তাবিত হয়। রাজনৈতিক পলাতকদিগকে বিদ্রোহ অপরাধের জন্য তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যে সকল কার্য্য বিদ্রোহের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক, তদনুষ্ঠানের অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হইলে, বিচারার্থ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করাই এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিল্ এই আকারে পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, ইংলণ্ডে বিদেশীয় যথেচ্ছচারী গবর্ণমেণ্টের প্রতিহিংসাসাধন-পাতকের সহযোগী ও অংশভাগী হইতে হইত। কিন্তু মিল্ এবং আর কতিপয় অগ্রগত লিবারেল তাহা হইতে দিলেন না। তাঁহাদিগেরই সমবেত যত্নে এই বিল্ প্রত্যাখ্যাত হইল। এই বিলের প্রত্যাখ্যানের পর মিল্ ও আর কতিপয় পার্লিয়ামেণ্টীয় সভ্য পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক এক্‌ষ্ট্রাডিসন্ সন্ধিবিষয়ে

সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিবরণ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহাদিগের বিবরণ প্রকাশের পর-একস্ট্রাডিসন্ বিল্ পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া নূতন আকারে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিধি রূপে পরিণত হয়। এই বিধিতে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, কোনও রাজনৈতিক পলাতক কোনও রাজনৈতিক অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইবেন না। তাঁহারা যদি অভিযুক্ত হন এবং কোন ইংলণ্ডীয় বিচারালয়ে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, তাঁহারা যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা রাজনৈতিক, তাহা হইলে কোন মতেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না। এইরূপে মিল্ কর্ত্তৃক ইউরোপের স্বাধীনতা ও ইংলণ্ডের যশঃ ঘোরতর কলঙ্ক হইতে সংরক্ষিত হইল।

১৮৬৮খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের সময় উৎকোচ নিবারণের জন্য ডিস্রেলী যে ব্রাইবারী বিল্ অবতারিত করেন, মিল্ বিশেষরূপে তাহার স্বপক্ষতা সাধন করেন। রিফরম্ অ্যাক্ট্ পাস হওয়ায় উৎকোচ-প্রথা নিবারিত না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিত হইতেই লাগিল। এই প্রথা যাহাতে সর্ব্বথা নিরাকৃত হয়, মিল্ তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কতিপয় সহযোগীর সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিলের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিলেন। এই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত বিল্ বিধিবদ্ধ হইয়া উৎকোচ-প্রথার অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করিল।

ডিস্রেলীর রিফরম্ বিল্ উপলক্ষে মিল্ আর দুইটী গুরুতর বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন। দুইটাই প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী-বিষয়ক। একটী ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে, অপরটী স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত বটে; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই হস্তে প্রতিনিধি মনোনীত করণের ভার অর্পিত হইলে, কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। এই জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোকের উপর এই ভার অর্পিত হইয়া থাকে। ইহারাই ইলেক্টর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই ইলেক্টরের সংখ্যা লোক-সংখ্যা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইত না। এখন হইতে লোকসংখ্যা অনুসারে ইলেক্টরের সংখ্যা নির্দ্দেশ করাই মিলের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্যে মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি শাসন-প্রণালীর উপর একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে, এই প্রণালী ইংলণ্ডে অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত না হইলে ইংলণ্ডের মঙ্গল নাই। মিলের এই উত্তেজনা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফলবতী হইল। পার্লিয়ামেণ্ট আপাততঃ অতি অল্পসংখ্যক কন্‌ষ্টিটুয়েন্সীতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু এই আংশিক সংস্কারে সবিশেষ ফলোদয় হইল না।

প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালী বিষয়ে মিলের চেষ্টা ততদূর সফল হইল না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ে তিনি অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এতদিন শুদ্ধ পুরুষেরাই হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে এতদিন এই প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিল্ এই অন্যায় নিবারণার্থ স্ত্রীজাতিকেও এই অধিকার প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। যে

যে নিয়মে পুরুষজাতিকে ইলেক্টর করা হয়, সেই সেই নিয়মে যেন স্ত্রীজাতিকেও ইলেক্টর করা হয়, ইহাই মিলের প্রার্থনা। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করবার অধিকার এই সময়ে নূতন রিফরম্ অ্যাক্ট অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হয়। এমন সময়েও যদি স্ত্রীজাতিরা তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কখনই ইহা প্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আশা সুদূর পরাহত হয়; এই ভাবিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মিল্ এবিষয়ে একটা আন্দোলন উত্থাপিত করেন। তিনি অসংখ্য বিখ্যাত স্ত্রীলোকদিগের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে এই বিষয়ে এক খানি আবেদন করেন। যৎকালে মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে এই আবেদন প্রদান করেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দুই চারি জন চিন্তাশীল সভ্য ব্যতীত আর কেহই ইহার স্বপক্ষতা সাধন করিবেন না। কিন্তু এই বিষয় পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইলে, যখন সর্ব্বশুদ্ধ অশীতি জন সভ্য ইহার প্রতিপোষক হইলেন, তখন বিস্ময় শুদ্ধ মিলকে কেন—সকলকেই—অভিভূত করিল এবং মিল্ ও তদীয় দলের উৎসাহের আর পরিসীমা রহিল না। উৎসাহের আরও বিশেষ কারণ এই যে, মিষ্টার ব্রাইট্—যিনি পূর্ব্বে ইহার বিরোধী ছিলেন—মিল্ ও তদীয় দলস্থদিগের বক্তৃতায় প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগের মতের অনুবর্ত্তন করেন।* মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে যতগুলি কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি এইটীকেই তাঁহার বিশেষ গৌরবের কারণ বলিয়া মনে করিতেন।

মিলের পার্লিয়ামেণ্টীয় জীবনের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, প্রায় সমস্তই বলা হইল। কিন্তু তিনি যখন পার্লিয়ামেণ্টীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিলেন, তখনও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ অতিবাহিত হইত। পার্লিয়ামেণ্টীয় গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের পর যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই তাঁহার চিঠিপত্রের উত্তর লিখিতেই পর্য্যবসিত হইত। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই তিনি অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে মনোবিজ্ঞান, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসার্থ অসংখ্য পত্র প্রাপ্ত হইতেছিলেন। যে সকল পত্র পাঠে মিলের প্রতীতি জন্মিত, যে লেখকদিগের বুদ্ধি সেই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা বুঝিতে সক্ষম, তিনি সেই সকল পত্রের উত্তর দিতেন; কিন্তু এবংবিধ পত্রের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত উত্তর মাত্র দিতেও অসমর্থ হইতেন। কতকগুলি পত্র বড়বড় লোকের নিকট হইতেও আসিতে লাগিল। সেই সকল পত্রে মিলের রচনাবলীর ভ্রম প্রমাদাদি প্রদর্শিত হয়। মিল্ অতি উদারপ্রকৃতি ছিলেন; সুতরাং তিনি সে সকল পত্রে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া পরম আহ্লাদের সহিত সেই সকল পত্রের উপদেশানুসারে নিজ ভ্রম প্রমাদ সকল সংশোধন করিয়া লইতেন। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি

---

* কিন্তু যে ব্রাইটের অনুমোদনে মিলের এত আনন্দ ও এত উৎসাহ হইয়াছিল, সেই ব্রাইট্ এক্ষণে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্বের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে পূর্ব্বানুমোদন মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির উত্তেজনাজনিত ভ্রমমাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিলের আত্মা ইহাতে একান্ত ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

পার্লিয়ামেণ্টের মঞ্চকে আসীন হইলেন, সেই দিন হইতে তিনি অন্তবিধ পত্র পাইতে লাগিলেন। যাহার যে কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিবার ছিল, যাহার যে কোন অভাব পূরণের আবশ্যকতা ছিল, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া এবং সেই সেই অভাব নির্দ্দেশ করিয়া মিলের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। মিল্ যাঁহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই মিলের উপর একরূপ গুরুভার অর্পণ করেন নাই। যে নিয়মে মিল্ তাঁহাদিগের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হন নাই। যাহা হউক মিল্ যে সকল পত্র পাইতে লাগিলেন, তাহাদের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, সে সকলের উত্তর প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অতি দুর্ব্বহ ভার বলিয়া প্রতীত হইল।

যৎকালে মিল্ পার্লিয়ামেণ্টীয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি অধিবেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালেই কেবল লেখনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। সেই সকল অবসর কালে তিনি আয়র্লণ্ড-বিষয়ক প্রস্তাব ভিন্নও আরও কয়েকটী বিষয় রচনা করেন। তন্মধ্যে তদীয় প্লেটো বিষয়ক রচনা এবং সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাই সর্ব্ব প্রধান। প্লেটো বিষয়ক রচনা সর্ব্বপ্রথমে এডিনবরা রিভিউএতে প্রকাশিত হইয়া পরে তদীয় "ডেজার্টেসনস্ এণ্ড ডিস্‌কসনস্" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। সেণ্ট আণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদে অভিষিক্ত করেন। এই অভিষেক উপলক্ষেই মিলের পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতা। শাস্ত্রের কোন্ কোন্ শাখা উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত, কিরূপ প্রণালীতেই বা তাহাদের আলোচনা হওয়া উচিত, কিরূপে আলোচিত হইলেই বা তাহাদিগের হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তির সম্ভাবনা, কিরূপেই বা অনুসৃত হইলে তাহাদিগের হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়ে মিল্ যে সকল চিন্তা ও মত আজন্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তিনি সে সমস্তই ব্যক্ত করেন। পুরা-প্রচলিত ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা সকলের অধ্যয়নের সহিত নব-প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের অনুশীলন যে উচ্চশিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। প্রাচীন ভাষাসকলের অধ্যয়ন ও বিজ্ঞানের যে অনুশীলন উচ্চ শিক্ষা-বিধান-পক্ষে পরস্পর-সহযোগী, সেই অধ্যয়ন ও অনুশীলন যে অনেক সময় উচ্চ শিক্ষা বিধান-পক্ষে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ যে সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর লজ্জাকর দুরবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন। মিলের এই বক্তৃতা যে শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষারই উত্তেজনা করিয়া দিল এরূপ নহে; সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও মনে উচ্চশিক্ষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিষয়ে এত দিন যে সকল কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল, তাহারও নিরাশ করিল।

এই সময়ে তিনি আরও একটী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে থাকিতে থাকিতে তাহা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই গুরুতর বিষয়—পিতৃদেব-রচিত "মানব মনের বিশ্লেষণ" বিষয়ক

প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশন। ইহা দ্বারা তিনি যে শুদ্ধ পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এরূপ নহে, মনোবিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্যসাধন করা হইয়াছিল। তিনি টিপ্পনী লিখিয়া সেই সুন্দর পুস্তক খানির মত গুলিকে উন্নত বিজ্ঞান ও দর্শনের উপযোগী করিয়া দিলেন। এই গুরুতর কার্য্যে তিনি একাকী প্রবৃত্ত হন নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক মিষ্টার বেইন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিষ্টার গ্রোট্ এবং সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্রজ্ঞ মিষ্টার ফিন্‌ডিলেটার—এই তিন জনে এই বিষয়ে প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল টিপ্পনীপ্রদত্ত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধভাগ তৎকর্ত্তৃক লিখিত এবং অপরার্দ্ধ মিষ্টার বেইন কর্ত্তৃক প্রদত্ত। দর্শনেতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল টিপ্পনী প্রদত্ত হয়, তাহার সমস্তই গ্রোটের শ্রমসম্ভূত; এবং শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল অভাব প্রপূরিত হয়, তাহা ফিণ্ডিলেটারেরই যত্নে। যৎকালে জেম্‌স মিলের পুস্তক খানি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনোবিজ্ঞানের স্রোত প্রতিকূল দিকেই প্রধাবিত ছিল; ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মত তখনও সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হয় নাই; এই জন্যই ইহা তৎকালে সাধারণ জনগণের নিকট ততদূর আদৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা কতিপয় মনীষীর মনে এরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করে যে, তাঁহারা ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মতের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না; এবং ইঁহাদিগের যত্নে এই মতের স্বাপক্ষে যে অনুকূল পবন উত্থাপিত হয়, তাঁহারই প্রবাহ হেতু বর্ত্তমান সময়ে ভূয়োদর্শন মনোবিজ্ঞানের এতদূর প্রভাব। বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যত গুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মিষ্টার বেইন্ ও জেম্‌স মিলের পুস্তকদ্বয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই খানিই উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ইত্যবসরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে —যে পার্লিয়ামেণ্ট রিফরম্ অ্যাক্‌ট পাশ করেন—তাঁহার অধিবেশন ভঙ্গ হইল। মিল গতবার ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃকই পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হন। কিন্তু নব প্রতিনিধি মনোনীত-করণকালে মিলের নাম পরিক্ষিপ্ত হইল। তিনি ইহাতে কিছু মাত্রও বিস্মিত হইলেন না। এই ঘটনার দুই তিন দিন পূর্ব্বেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকেরা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি এবারও ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন। সুতরাং মিল্ পরিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন বটে, কিন্তু বিস্মিত হইলেন না। মিল্ যে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তাহা তাঁহার ও তদীয় বন্ধুদিগের বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের কারণ ছিল না। তবে যে, কিরূপে তিনি একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন এবং একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াই বা দ্বিতীয় বার কেন পরিক্ষিপ্ত হইলেন, ইহাই তাঁহাদিগের বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল।

মিল্ যে দ্বিতীয়বার পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহার গুরুতর কারণ ছিল। টোরি গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে নিজ অস্তিত্বের জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এক্ষণে কোন বিবাদে কৃতকার্য্যতা লাভ করা তাঁহাদিগের নিকট প্রাণধারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইল। তাঁহারা জানিতেন যে, পার্লিয়ামেণ্টে

মিলের অবস্থিতি তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান অন্তরায়। এইজন্য তাঁহারা এই দ্বিতীয় বারে মিলের পরিক্ষেপের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। মিল্ যখন প্রথমবারে প্রতিনিধি মনোনীত হয়েন, তখন টোরিদিগের তাঁহার প্রতি কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহারা তাঁহার উদার মতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব ছিল না; বরং অনেকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট অথবা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মিলের পার্লিয়ামেণ্টীয় নির্ভীক ও স্বাধীন কার্য্যকলাপ দেখিয়া এক্ষণে সকলেই তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয়বার পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মিল্ তদীয় রাজনৈতিক রচনাবলীতে লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল বক্তব্য আছে, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া স্থিতিশীলেরা এইরূপ রটনা করিয়া দেন যে, তিনি লোকতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহারা ভাবিলেন, বুঝি মিল্ তাঁহাদিগেরই দলভুক্ত হইলেন। কিন্তু মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ন্যায় লোকতন্ত্রের প্রতিকূল পক্ষ মাত্র দেখিয়াই প্রতিহত হইত না; অনুকূল পক্ষও ধারণা করিতে সমর্থ হইত। তাঁহারা যদি মিলের রচনাবলী আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে মিল্—লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ যে সকল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে—সে সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াও অবশেষে লোকতন্ত্রের অনুকূলেই অসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে লোকতন্ত্র হইতে যে সকল অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইগুলির উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগের নিবারণের জন্যই তিনি কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে বলেন মাত্র। মিল্ যেমন এক দিকে টোরিদলের ও স্থিতিশীলদিগের বিশেষ বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিলেন, তেমনই অন্যদিকে লিবারেলদিগেরও অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে যে বিষয়ে অন্যান্য লিবারেলদিগের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইত, এবং যে যে বিষয়ে লিবারেলেরা সাধারণতঃ উদাসীন থাকিতেন, সেই সেই বিষয়েই প্রধানতঃ মিল্ পার্লিয়ামেণ্টীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যে যে বিষয়ে লিবারেলদিগের সহিত তাঁহার মতের একতা ছিল, সে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতেন না; সুতরাং লিবারেলেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের পক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মিলের কতকগুলি কার্য্যে অনেকেরই মনে তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। জামেকার গবর্ণর মিষ্টার আয়ারের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অনেকেই ব্যক্তিগত নির্য্যাতন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাডলর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি যে চাঁদা প্রদান করেন, তাহাতেও অনেক লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হন। মিল্ নিজের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের জন্য একটী কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে; কিন্তু যাঁহাদিগের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ একান্ত প্রার্থনীয়, তাঁহাদিগের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশনিমিত্তক ন্যায্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দেওয়া তিনি অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টে

প্রবেশ সাধনার্থ যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহার নির্ব্বাহার্থ যখন সাধারণে চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনিও অন্যান্য উপযুক্ত পাত্রদের তন্নিমিত্তক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে আপনাকে ধর্ম্মতঃ বাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য তিনি যে শুদ্ধ ব্রাড্‌লর পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশ সাধনের জন্যই চাঁদা দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে, অন্যান্য শ্রমজীবিশ্রেণী প্রার্থীদিগের প্রবেশ সাধন নিমিত্তক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রচুর চাঁদা প্রদান করেন। শ্রমজীবিশ্রেণী ব্রাড্‌লর প্রধান পৃষ্ঠবল ছিলেন। তাঁহার নিজেরও বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শ্রমজীবিশ্রেণীর নিকট ব্রাড্‌ল যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া মিল্‌ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মিলের প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রাড্‌ল ডিমাগগ্‌ (Dema gogue) নহেন। যাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে সাধারণ জনগণকে যে কোন বিষয়ে উত্তেজিত ও উন্মাদিত করিতে পারেন এবং আপনাদিগের লোকপ্রিয়তা রক্ষা করিবার জন্য সকল বিষয়ে সাধারণ মতের অনুবর্ত্তন করেন, এরূপ লোকপ্রিয় ও লোকদাস ব্যক্তিরাই উক্ত বিশেষণে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ম্যাল্‌থসের মত ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সকলেও লোকতান্ত্রিক দলের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তিনি ডিমাগগ—মিল্‌ ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাঁহারা শ্রমজীবিশ্রেণীর লোকতান্ত্রিক মতসকলের পক্ষপাতী হইয়াও স্বাধীন ভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে সক্ষম, যাঁহাদিগের হৃদয় সাধারণ মতের বিরোধেও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে বিকম্পিত হয় না,—এরূপ লোকের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ যে একান্ত প্রার্থনীয়, তাহা মিল্‌ বিশেষরূপে জানিতেন। এইজন্যই ব্রাড্‌লর পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশ সাধনের জন্য মিলের এত যত্ন ও এত চেষ্টা হইয়াছিল। ব্রাড্‌লর ধর্ম্মবিরোধী মত সকল সত্ত্বেও তিনি যে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা মিল্‌ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। যদি মিলের মনে সাধারণ হিতের উপর আত্মস্বার্থজ্ঞানের প্রাবল্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই ব্রাড্‌লর ইলেকসন্‌-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দিতে পারিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে, ব্রাড্‌লর বিরুদ্ধে সাধারণ মত এতদূর প্রবল যে, ব্রাড্‌লর স্বপক্ষতা সাধন করিতে গেলে তাঁহার নিজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবেক। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। ব্রাড্‌লর স্বপক্ষতা সাধনই তাঁহার পার্লিয়ামেণ্ট পুনঃপ্রবেশের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। তাঁহার শত্রুরা এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ইলেক্টরদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিল। একদিকে তাঁহার টোরী প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তহস্তে উৎকোচ প্রদান ও অন্যান্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে মিলের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে পুনঃ প্রবেশের জন্য সৎ বা অসৎ কোন প্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইল না। মিল প্রথম বার কৃতকার্য্য হইয়াও এই সকল কারণ পরম্পরার সমবায়েই দ্বিতীয়বার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

মিল্‌ ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন না, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চারিটী কাউণ্টী প্রার্থী হইবার

জন্য মিলকে আহ্বান করিয়া পাঠাইল। যদিও প্রার্থী হইলে মিলের অকৃতকার্য্য হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না এবং যদিও বিনা ব্যয়েই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিত, তথাপি তিনি আর আপনাকে নির্জ্জনবাসজনিত শান্তিসুখে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি আপনাকে কোন মতেই অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহার পরিক্ষেপ-সংবাদে নানা স্থানের নানা লোকের নিকট হইতে তাঁহার নিকট দুঃখসূচক পত্র আসিতে লাগিল। যে সকল লিবারেল্‌দিগের সহিত মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে একত্র কার্য্য করিতেন, তাঁহারা তাঁহার পরাজয়ে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। পরাজয়ে মিলের মনে যদি বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইয়া থাকে, এই সাধারণ সহানুভূতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইল।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের চরম সীমায় উপনীত হইলাম। তাঁহার জীবনের এই অংশে কোনও গুরুতর ব্যাপার অভিনীত হয় নাই। তিনি পার্লিয়ামেণ্ট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যয়নে ও গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণ ইউরোপের গ্রাম্য জীবনের উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়ই তথায় অবস্থিতি করিতেন; কেবল বৎসরে দুইবার কতিপয় সপ্তাহ মাত্র লণ্ডনের অদূরে আসিয়া বাস করিতেন। এই সময়েও তদীয় লেখনী ও জিহ্বা পর-হিতসাধনে সতত নিরত ছিল। তিনি অনেক সাময়িক পত্রে—বিশেষতঃ বন্ধুবর মর্লের পাক্ষিক সমালোচনায়—অনেক গুলি প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান এবং স্ত্রীজাতির অধীনতা নামক যে পুস্তক খানি অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বৃদ্ধ চ্যাটামের ন্যায় এই পরিণত বয়সেও তিনি সাধারণ সভায় অনেকবার বক্তৃতা করেন; এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত ভাবী পুস্তকাবলীর জন্য উপকরণসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় নিষ্ঠুর কালকীট তদীয় জীবনতন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত আভিনো নামক নগরে তদীয় পত্নীর সমাধিমন্দিরের অদূরবর্ত্তী কুটীরে, এরিসিপিলস্ রোগে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু হয়। সেই দিনই অপরাহ্ণে তাড়িৎবার্ত্তাবহ যোগে ভারতে সংবাদ আসিল যে, স্ত্রীজাতির প্রধান সহায়—ভারতের পরম বন্ধু—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক—পণ্ডিত-শিরোমণি—ব্রিটিশ-কহিনুর মিল্ নাই। ভারতের জীর্ণদেহে এই বজ্রাঘাত অতি গুরুতর লাগিল। ভারত অতি দুঃখিনী, দীনা; তাঁহার পক্ষে এ ক্ষতি অপূরণীয়। ব্রিটনের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে প্রকৃত ভারতহিতৈষী অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। পার্লিয়ামেণ্টে কত শত প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ভারতহিতৈষী বক, সেরিডান, মিল্, ফসেট্, এবং ব্রাইট্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই দুর্ঘটনা এত আকস্মিক হইয়াছিল যে, লোকে ভাবিবার কোনও সময় পায় নাই। গগনভেদী বজ্রধ্বনির ন্যায় এই আকস্মিক চমক ব্রিটেনের অধিবাসীদিগকে ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাবিহীন করিয়া ফেলে। এই গম্ভীর

চমকের পর সংবাদপত্রসকল একবাক্যে ও সমস্বরে মিলের যশোগান করিতে আরম্ভ করিল! অধিক কি যে সকল ধর্ম্মযাজকেরা মিলের মতের বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারাও ভজনালয়ের বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া মিলের গুণগান আরম্ভ করিলেন। শ্রমজীবিশ্রেণী তদ্বিরহে পিতৃবিয়োগ-জনিত শোকচিহ্ন ধারণ করিল। যাঁহাদিগের মঙ্গলসাধনে তিনি জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, সেই কোমল-হৃদয়া রমণীকুল শোকে দরবিগলিতাশ্রু হইলেন। সংক্ষেপতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদিগের চূড়ামণি, নৈতিক উৎকর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শস্থল, চিন্তাসাগরের তলস্পর্শী ও পারদর্শী মিল্ নাই—ব্রিটনের চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সমস্ত ব্রিটিশ জাতিই গভীর শোকচিহ্ন ধারণ করিল।

মিল যৎকালে পার্লিয়ামেন্টীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন পার্লিয়ামেন্টে ভারতীয় কোন গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই। উত্থিত হইলে তিনি যে ভারতের পক্ষই সমর্থন করিতেন, তাহা তাঁহার জামেকা ও আয়র্লণ্ডের প্রতি ব্যবহার দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে।

মিল্ যে ভারতের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, তাহার এরূপ আনুমানিক প্রমাণ ভিন্নও দুই একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে উক্ত কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে প্রসিদ্ধ লিপি প্রেরিত হয়, তাহার রচনা-কার্য্যে মিলের ভূয়সী সহায়তা ছিল। মিল্ তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করেসপন্ডেন্স বিভাগের পরীক্ষকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কোর্ট অব্ ডাইরেক্টার হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত, তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। সুতরাং উক্ত লিপিও মিলের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়াই ভারতে প্রেরিত হয়। মিলের "লিবার্টি" নামক স্বাধীনতা বিষয়ক পুস্তকে যে সকল মত পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং সেণ্ট অ্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে তিনি শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল মতের সহিত এই ভারতীয়-শিক্ষা-বিষয়ক-লিপি-প্রচারিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য উপলক্ষিত হয়। তাঁহার মতে চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধের দণ্ড প্রদান করাই যে রাজার প্রধান কার্য্য তাহা নহে। রাজার প্রজাদিগের প্রতি যতগুলি কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রজার সুশিক্ষা বিধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কি ধনী, কি নির্ধন, কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ—সকলেই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করে, রাজার তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রাচীন ও নবীন ভাষা সকলের অনুশীলনের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাহাতে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়েও রাজার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। প্রজাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। মিলের শিক্ষাবিষয়ক মতানুসারে ভারতের শিক্ষাপ্রণালী যে কিয়ৎ পরিমাণে অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিল্ যে ভারতের পরমহিতৈষী ছিলেন, তাহার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, রাজ্ঞী কর্ত্তৃক স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণকালে মিল্

কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ-সমর্থন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যৎকালে রাজ্ঞী ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে নিজের হস্তে গ্রহণ করেন, তখন মিল্ তাহার ভীষণ প্রতিবাদ করেন। রাজ্ঞীকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে আবেদন করেন, মিলই তাহা লিখিয়া দেন। রাজ্ঞীর স্বহস্তে ভারতশাসনভার গ্রহণের প্রতিকূলে মিল্ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তৎকালে কি ভারতবাসী, কি ব্রিটনবাসী—কেহই মিলের যুক্তির গভীরতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মিলের পরামর্শের অনুসরণ না করার অশুভ ফল ভারতবাসীদিগকে এক্ষণে পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে। অযোধ্যার বেগমদিগের সর্ব্বস্বাপহরণের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-প্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংসের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা ছিল না। কিন্তু কুমা বাই, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতির প্রতি সাধুজন-বিগর্হিত ব্যবহারের জন্য রাজ্ঞী-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের কি হইল? চৈৎসিংহের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় হেষ্টিংসের কি না হইয়াছিল? কিন্তু হতভাগ্য গুহকুমারের প্রতি নির্যাতন করায় লর্ড নর্থব্রুক্ আরল উপাধিতে উন্নীত হইলেন। অধীন বণিক্-দলের প্রতিনিধির সামান্য অপরাধও পার্লিয়ামেণ্ট বা রাজ্ঞী ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু রাজ্ঞীর প্রতিনিধির গুরুতর অপরাধও কি রাজ্ঞীর নিকট ক্ষমণীয় নহে? এবং কোন গুরুতর অপরাধেও রাজ্ঞীর ভারত-প্রতিনিধিকে দণ্ডার্হ করেন, পার্লিয়ামেণ্টের কয়জন সভ্যের এরূপ সাহস আছে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজপ্রতিনিধি ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার ভারতকর্ম্মচারীরাও রাজপ্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিতে পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে সামান্য শান্তিরক্ষক হইতে গবর্ণর জেনেরল পর্য্যন্ত সকলেই রাজপ্রতিনিধি; সুতরাং কাহারও সম্মানের ত্রুটি হইলে, কাহারও সহিত স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, নিরাশ্রয় ভারতবাসীর আর উপায় নাই। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মিলের ভবিষ্যদর্শনের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

মিল্ ও কম্‌ট—উনবিংশ শতাব্দীর দুই প্রদীপ্ত সূর্য্য—আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাস্রোতের নেতা। মিলের বুদ্ধির বিশ্লেষণী শক্তি অতি প্রবল এবং কম্‌টের বুদ্ধির সংশ্লেষণী শক্তি অতি প্রখরা। এক জনের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা অধিক, অন্যতরের বুদ্ধির প্রশস্ততা ও বিশালতা অধিক। মিলের বুদ্ধি তমোগুণান্বিত, কম্‌টের বুদ্ধি রজোগুণান্বিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করাই মিলের বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য; এবং নূতন দর্শন, নূতন বিজ্ঞান, নূতন রাজনীতি, নূতন সমাজের সৃষ্টি করাই কম্‌টের বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য। মিল্ পণ্ডিত-শিরোমণি সূচ্যগ্র-বুদ্ধি চার্ব্বাক্-দর্শন-প্রবর্ত্তয়িতা দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতিকৃতি; কম্‌ট মীমাংসাপটু চিন্তানিমগ্ন ধীরমতি সাংখ্য দর্শন-প্রণেতা মুনিপ্রবর কপিলের প্রতিকৃতি। বৃহস্পতি ও কপিলের ন্যায় ইহারা উভয়েই আমাদের পূজ্য, উভয়েই আমাদের আদরের ধন। প্রথমাবস্থাতেই ইহাদিগের দুই জনেরই অনেক বিষয়ে মতের একতা ছিল। কিন্তু

ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইয়া উঠিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক শাসন লইয়া ইঁহাদিগের মধ্যে প্রধানতঃ এই মতভেদ উত্থিত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামাজিক শাসনের প্রাবল্য হইলে জগতের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইবে, সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই মিলভাষ্যের মূল সূত্র; এবং সামাজিক শাসনের উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রাবল্য হইলে জগতে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার সংঘটিত হইবে; সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই কমৎভাষ্যের মূল মন্ত্র। এ বিষয়ের পূর্ণ সমালোচনা করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে এ বিষয়ের সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত রহিল।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, যাঁহারা মানসিক পরিণতির সহিত সমভাবে হৃদয়ের উন্নতি দেখিতে চান, যাঁহারা সন্তান, সন্ততিদিগের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্ণতার সহিত অলৌকিক ধৈর্য্যের সম্মিশ্রণ দেখিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে চান, যাঁহারা ব্যক্তিগত অবিশৃঙ্খলিত স্বাধীনতার সহিত বিপুল মানবপ্রেমের সামঞ্জস্য দেখিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা গভীর মানসিক চিন্তার সহিত প্রগাঢ় প্রণয়ের অবিসংবাদ দেখিতে কুতূহলী, লোক-প্রচলিত কোন ধর্ম্মপ্রণালীর অবলম্বন ব্যতীতও সাধু ও সচ্চরিত্র হওয়া সম্ভব, যাঁহারা তাহার পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সকলেরই জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত ও তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি কখন মানবজাতির উপকর্ত্তাদিগের পূজা ভূতে প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে সেই দেবতালিকা হইতে কমৎ ও মিলের নাম কখনই পরিত্যক্ত হইবে না।

—•—

সম্পূর্ণ।